ব্রহ্মসূত্রম্

(বেদান্তদর্শনম্)

—— ::*:: ——

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

—কৃত—

সটীকসরলভাষ্যসমেতম্।

কলিকাতা

৫নং উডষ্ট্রীট হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত

মূল্য ২৲ টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘাধ্যক্ষ মহাপুরুষ

শ্রীশিবানন্দস্বামিলিখিত

পরিচয়।

আমি গ্রন্থকারকে আশৈশব জানি। লাহোর ল কলেজের প্রিন্সিপাল থাকাকালে তিনি অনেকগুলি উপন্যাস ও নাটক লিখিয়া সাহিত্য-জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য লিখিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য যে এত সহজ হইতে পারে, না পড়িলে কেহ তাহা কল্পনা করিতে পারিবেন না। ইহার বহু সূত্রের ভাষ্য প্রচলিত ভাষ্য সকল হইতে ভিন্ন। বিশেষ মতভেদ স্থলে শাঙ্কর ও নিম্বার্ক ভাষ্য, এবং বহু প্রয়োজনীয় বিষয়ে য়ুরোপীয় দার্শনিকদিগের মত টীকায় সন্নিবেশিত করিয়া গ্রন্থকার স্বীয় ভাষ্যটির উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন।

অন্যান্য ভাষ্যে ও টীকায় আলোচ্য উপনিষদের দু' একটি কথা মাত্র লিখিত আছে। তদ্দ্বারা তাহার প্রকরণ, উপসংহার প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া যায় না। দ্বাদশখানি প্রধান উপনিষদ কণ্ঠস্থ না থাকিলে ঐ সকল কথা উপনিষদের পুঁথিতে খুঁজিয়া বাহির করাও দুষ্কর। গ্রন্থকার আলোচ্য বিষয়ের বহু অংশ উদ্ধৃত করিয়া এবং তাহা কোথায় প্রাপ্তব্য তাহা বলিয়া দিয়া পাঠকের সে অসুবিধা দূর করিয়াছেন।

সন্ধির উপদ্রবে সরল সংস্কৃতও দুর্বোধ্য হইয়া দাঁড়ায়। গ্রন্থকার উপনিষদের আলোচ্য অংশগুলির সন্ধিবিচ্ছেদ করিয়া দেওয়ায় বহুস্থানে

তাহার অর্থ এমন বিশদ হইয়াছে যে, তাহার অনুবাদ লিখিবার প্রয়োজন হয় নাই। যে সকল অংশ দুর্বোধ্য তাহার অনুবাদ দিয়া তিনি সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বাভাসে ষড়্‌দর্শনের বহু তথ্য সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রদান করিয়া গ্রন্থকার স্বীয় পুস্তকের মূল্য বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

আজ কাল আমাদের দেশে গীতার যুগ যাইতেছে। উপনিষদ উত্তম রূপে পাঠ না করিলে গীতার মর্ম্ম গ্রহণ হয় না। আবার ব্রহ্মসূত্র না পড়িলে উপনিষদের গভীর তত্ত্ব সকল বোধগম্য হয় না। অতত্রব বঙ্গীয় পাঠক পাঠিকাদের এবং সন্ন্যাসী মাত্রের ব্রহ্মসূত্র অধ্যয়ন করা নিতান্ত আবশ্যক। সংস্কৃত ভাষায় যাহার যৎকিঞ্চিদপি জ্ঞান আছে, সে-ই এই সরল ভাষ্য সহজে বুঝিতে পারিবে। কিমধিকমিতি।

বেলুড় মঠ
২৫শে আগষ্ট, ১৯৩১

শিবানন্দ

ব্রহ্মসূত্রম্

পূর্ব্বাভাস।

ব্রহ্মসূত্রের একটি নাম বেদান্তদর্শন, আর একটি নাম উত্তরমীমাংসা। উত্তরমীমাংসা বলিলেই পূর্ব্বমীমাংসার কথা মনে হয়। পূর্ব্বমীমাংসা

পূর্ব্বমীমাংসা।

আচার্য্য জৈমিনিকৃত। জৈমিনি বলেন, সকল মানুষেরই ইচ্ছা সুখই হয়, দুঃখ হয় না। এই নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ স্বর্গেই হইতে পারে।

"যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরং।
অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎসুখং স্বঃপদাস্পদম্" ॥

স্বর্গই পরমপুরুষার্থ, স্বর্গই মুক্তি ও অমৃত। স্বর্গ ব্যতীত অন্য মোক্ষ নাই। এই মোক্ষ যজ্ঞদ্বারা লাভ করা যায়। অতএব পূর্ব্বমীমাংসার সম্পাদ্য বিষয় যজ্ঞ বা কর্ম্ম। সাধক যে ফল প্রার্থনা করেন সেই মত যজ্ঞ করুন, ফল অবশ্য পাইবেন। পুত্র চান, পুত্রেষ্টি যাগ করুন। বৃষ্টি চান কারীরীষ্টি যাগ করুন। ঈশ্বর থাকুন বা না থাকুন, কর্ম্ম করিলেই সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। বেদ অভ্রান্ত বটে, কিন্তু বেদের যে অংশে বিধি-নিষেধের কথা নাই, তাহা কেবল অর্থবাদ, অর্থাৎ প্রস্তাবিত বিষয়ের স্তুতিবাদ মাত্র। যে অংশ উপদেশাত্মক, যে অংশ অনিষ্টের অননুবন্ধী অথচ ইষ্টসাধক সেই অংশই প্রকৃষ্ট প্রমাণ, অন্যান্য অংশ তাহার পোষক মাত্র। ঐ উপদেশাংশের নাম বিধি, তাহার পোষক-ভাগের নাম অর্থবাদ।

অর্থবাদের প্রামাণ্য নাই, উহা বিধীয়মান বিষযে প্রবৃত্তি জন্মায় মাত্র। বিধিভাগই স্বতঃ প্রমাণ। যজ্ঞই বেদেব বিষয় হওয়ায় যজ্ঞ ছাড়া অন্য সকল বিষয়ই অনর্থক। "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ আনর্থক্যং অতদার্থানাং।" বিধি দুই প্রকার, প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক। প্রবর্ত্তক বিধান নামে, নিবর্ত্তক নিষেধ নামে অভিহিত। "কুর্য্যাৎ," "কুরু", "কর্ত্তব্যঃ," "করণীয়ঃ," ইত্যাদি বাক্য প্রবর্ত্তক বিধি বলিয়া খ্যাত। "ন কুর্য্যাৎ," ন কর্ত্তব্যঃ," "কৃতে নরকং প্রযান্তি,' ইত্যাকার বাক্য নিবর্ত্তক বলিয়া গণ্য।* এই বিধিনিষেধ বাক্য সকলকে দৃঢীকৃত করিবার জন্য আখ্যায়িকাদির আবির্ভাব হইয়াছে। উহারা বিধির রোচক, নিষেধের সহায়ক। এই জন্য উহাদের নাম অর্থবাদ। জৈমিনি বলিয়াছেন, কর্ম্মকাণ্ডোক্ত আখ্যায়িকাংশ পরবর্ত্তী বিধির প্রশংসাসূচক মাত্র। আবার, "যদ্ধিস্তূয়তে তদ্বিধীয়তে"— যাহার প্রশংসা আছে তাহাই বিধান। অর্থবাদ তিন প্রকার, স্তুত্যর্থবাদ, নিন্দার্থবাদ ও অনুবাদ। বেদে যে সকল বিধি আছে তাহার ফল কথিত আছে। "পিব নিম্বং প্রদাস্যামি খলুতে খণ্ডলড্ডুকং। পিত্রৈবং উক্তঃ পিবতি ন ফলং তাবদেব তু।" পিতা যেমন পুত্রের আরোগ্য কামনায় তাহাকে লাড়ুর লোভ দেখাইয়া তিক্ত খাওয়ান, তেমনই বেদ, ফলের লোভ দেখাইয়া অজ্ঞান লোকদিগকে সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত করান। কিন্তু যেমন পিতা তিক্ত খাবার পর পুত্রকে লাড়ু দেন না, তেমনই বেদোক্ত ফল সকলও সত্য হয় না। নিন্দার্থবাদে নরকের ভয় দেখান হয়, কিংবা অর্থহানি, পুত্রহানি প্রভৃতি ভীতি প্রদর্শন করা হয়। সে সকল ভয়কে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে না। "বিধিবিহিতস্যানুবচনমনু-

---

* ন্যায়শাস্ত্রও বলেন, "কুর্য্যাৎ ক্রিয়েত কর্ত্তব্যং ভবেৎস্যাদিতি পঞ্চমঃ। এতৎস্যাৎ সর্ব্ববেদেষু নিয়তং বিধি লক্ষণং।"

বাদঃ"—যাহার বিধান পূর্ব্বে হইযাছে তাহার স্মরণ ও কথনকে অনুবাদ বলে।

ছয উপায়ে বেদোক্ত বিষয়ের প্রামাণ্য নির্ণীত হয়:—(১) উপক্রম ও উপসংহারের ঐক্য অর্থাৎ বিষযটি যে প্রকারে আরব্ধ হইয়াছে, ঠিক সেই প্রকারেই যদি শেষ করা হয় তাহা হইলে বিষযটি যে প্রামাণ্য তাহা সুনিশ্চিত হয। '(২) অভ্যাস—বার বার উল্লেখ; (৩) অপূর্ব্বতা—যে কথাটি অন্য কোথাও নাই, যাহার অন্য প্রমাণও নাই তাহাকে প্রামাণ্য বলিযা ধার্য্য করা হয। ব্র-সূ-৩।২।৪০, ৩।৪।২১, ২৭ দেখ. (৪) ফলবর্ণন—যে বিধির ফল বর্ণনা নাই, তাহার তেমন প্রামাণ্য নাই, (৫) অর্থবাদ—যে বিধির উপকারিতা সম্বন্ধে প্রশংসা আছে তাহার প্রামাণ্য আছে। (৬) যুক্তি ও তর্ক দ্বারা যে বিষয়কে দৃঢ়ীকৃত করা হইযাছে তাহাও প্রামাণ্য। ব্রহ্মসূত্রে এই ছযটি উপায সর্ব্বত্র গৃহীত হইযাছে।

"ন কদাচিৎ অনীদৃশম্"—জৈমিনি বলেন, জগতের ধারা চিরকাল একই ভাবে চলিতেছে, কখনও অন্যথা হয না। তাঁহার মতে মহাপ্রলয় কখনও হয নাই, হইবেও না। জগৎ একেবারে নাই, ইহা কল্পনা করা যায না, এবং সেরূপ হওযাও অসম্ভব। শাস্ত্রোক্ত মহাপ্রলয খণ্ড প্রলয মাত্র।

বেদের ও বেদান্তের অর্থ সম্বন্ধে জৈমিনি যে ব্যবস্থা করিয়াছেন ব্রহ্মসূত্র তাহা সর্ব্বত্র গ্রহণ করিযাছেন। দুই একটি উদাহরণ দিতেছি। জৈমিনি বলেন, "ঔৎপত্তিকং হি শব্দস্য অর্থেন সম্বন্ধং অাশ্রিত্যানপেক্ষাৎ" অর্থের সহিত বৈদিক শব্দের নিত্য সম্বন্ধ—ব্র-সূ-১।৩।২৮ দেখ। ৩।৩।৪৪ সূত্রে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য জৈমিনির "শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্ব্বল্যং অর্থবিপ্রকর্ষাৎ" বাক্য উদ্ধৃত করিযা বলিতেছেন,

শ্রুতি লিঙ্গ হইতে, লিঙ্গ প্রকরণ হইতে, প্রকরণ স্থান (সন্নিধি) হইতে, স্থান সমাখ্যা (নাম) হইতে বলবান। ৩।৩।২৫ সূত্রেও এই নিয়ম অনুসৃত হইয়াছে। ৩।৪।২১ সূত্রে জৈমিনির উক্তি "বিধিনা ত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ" অনুসৃত হইয়াছে। ঐ উক্তি বলেন যদি পূর্ব্বে বিধিবাচক শ্রুতি থাকে এবং পরে সেই বিধি পুনরুক্ত হয়, তাহা হইলে পর কথিত শ্রুতি পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির প্রশংসাসূচক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ব্রহ্মসূত্রে এইরূপ জৈমিনির উক্তি বহুস্থানে ধৃত ও মান্য হইয়াছে।

ব্রহ্মসূত্রকার জৈমিনীর পূর্ব্বমীমাংসার খণ্ডন করেন নাই, বরং প্রায় সর্ব্বত্র তাঁহার মতের অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি অন্যান্য দর্শনের মত সকল খণ্ডন করায় ব্রহ্মসূত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থে ষড়্‌দর্শনের কথা আসিয়া পড়ে।

ষড়্‌দর্শন।

"গৌতমস্য কণাদস্য কপিলস্য পতঞ্জলেঃ। ব্যাসস্য জৈমিনেশ্চাপি দর্শনানি ষড়েবহি॥" এই ছয়টিই আস্তিক দর্শন। অর্থাৎ এঁরা সকলেই বেদকে মান্য করেন। সাংখ্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াও বেদমান্যকারী বলিয়া আস্তিক। যাঁহারা বেদ মান্য করেন না তাঁহারাই নাস্তিক। নাস্তিক-দর্শনের মধ্যে চার্ব্বাক ও বৌদ্ধ-দর্শনই উল্লেখযোগ্য। আস্তিক-দর্শন ছয়টি হইলেও এক হিসাবে তিন—ন্যায়, সাংখ্য ও মীমাংসা। ন্যায় দুই, গৌতমকৃত ও কণাদকৃত। সাংখ্য দুই, কপিলকৃত ও পতঞ্জলিকৃত। মীমাংসা দুই, জৈমিনিকৃত ও বাদরায়ণ কৃত। এই সকল দর্শনের মধ্যে কোন্‌টি পূর্ব্বে কোন্‌টি পরে হইয়াছিল তাহা বলা অসম্ভব। জৈমিনি বাদরায়ণকে স্মরণ করিতেছেন, বাদরায়ণ জৈমিনির মত উদ্ধৃত করিতেছেন। ব্রহ্মসূত্র কণাদ-দর্শন সাংখ্য-দর্শন ও নাস্তিক বৌদ্ধ-দর্শনকে খণ্ডন করিতেছেন। গৌতম

কপিলকে, কণাদ গৌতমকে খণ্ডন করিতেছেন। এরূপ হইবার এক কারণ ইহাই পাওয়া যায় যে, মূল দর্শন বা মূলসূত্র এখন একটিও চলিত নাই। বহুশতাব্দী ধরিয়া এক এক মতাবলম্বী দার্শনিকগণ নিজ নিজ দর্শনের মূলসূত্র সকলকে পরিবর্ত্তিত ও বর্দ্ধিত করিয়া আসিয়াছেন। ইহার সহজ দৃষ্টান্ত সাংখ্যদর্শন হইতে পাওয়া যায়। ২২টি সূত্রে গ্রথিত তত্ত্বসমাস হয় ত কপিলের কৃত আদিম সাংখ্যদর্শন। ইহাতে চতুর্ব্বিংশ তত্ত্বের সংখ্যা কথিত আছে বলিয়াই ইহার সাংখ্য-দর্শন নাম হইয়াছিল।* ক্রমে কপিলের শিষ্যপরম্পরায় সাংখ্যদর্শন বিস্তৃতি লাভ করিল। সাংখ্যকারিকা নামে এক বিস্তৃতিতে ৭০টি সূত্র আছে। অপর এক বিস্তৃতি সাংখ্যপ্রবচন সূত্র নামে খ্যাত। ইহার ৬টি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে ১৬৪ সূত্র; দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৪৭; তৃতীয়ে ৮১; চতুর্থে ৩১; পঞ্চমে ১২৮; ষষ্ঠে ৬৯। ন্যায়দর্শনেও এইরূপ পরিবর্ত্তনের স্পষ্ট প্রমাণ আছে। গৌতমের ন্যায়দর্শন প্রথমে খাঁটি ন্যায় অর্থাৎ লজিক ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের পর তাহার নিরীশ্বরবাদ ও অনাত্মবাদ ও নির্ব্বাণবাদের প্রতিবাদ করিতে গিয়া ঈশ্বর, জীবাত্মা, মোক্ষ প্রভৃতির আলোচনা ইহাতে প্রবিষ্ট হইয়া ইহা দর্শনে পরিণত হইল। শূন্য ও ক্ষণিকবাদের উত্তরে পরমাণু, আকাশ, কাল প্রভৃতি দ্রব্যের এবং সমবায়াদি সম্বন্ধের কথা উঠিল। প্রাচীন ন্যায়ে প্রধানতঃ প্রমাণেরই পরীক্ষা ছিল। পরে ইহাতে প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি, নিগ্রহ, স্থান, এই ষোল পদার্থের কথা উঠিল। সুতরাং ন্যায়দর্শনের বর্ত্তমান আকারে প্রমেয়ের বিচারই অধিক প্রবেশ

---

* মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয় গোচরাঃ॥
পুরুষকে লইয়া পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব।

করিয়াছে ; অর্থাৎ তাহাতে আত্মা, ইন্দ্রিয়, তাহাদের বিষয়, মন, বুদ্ধি, জন্মান্তর, দুঃখ, মোক্ষ প্রভৃতি বিষয়েব চর্চ্চা হইয়াছে। ন্যায় ও বৈশেষিক উভয় দর্শনই বেদের প্রামাণ্য স্বীকাব কবেন। উভয়েই বলেন, পবমাণু হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। প্রভেদ এই যে বৈশেষিক বলেন, পরমাণুদের মধ্যে বিশেষ আছে—ক্ষিতি পরমাণু, জল পরমাণু তেজঃ পবমাণু, বায়ু পরমাণু, ইহারা ভিন্ন ভিন্ন জাতি। এই বিশেষোক্তিব জন্যই কাণাদগণ বৈশেষিক আখ্যা পাইযাছেন। ন্যায়দর্শন এই বিশেষ স্বীকাব করেন না। অপিচ ন্যায়দর্শন অনুসারে মোক্ষপ্রাপ্ত জীবের সুখও থাকে না দুঃখও থাকে না। ন্যায়দর্শন ঈশ্বরও মানেন ধর্ম্মও মানেন। বৈশেষিকের আত্মা আগন্তুক চৈতন্য। অগ্নির সহিত ঘটেব সংযোগ হইলেই ঘট রক্ত-বর্ণ হয, তদ্রূপ মনেব সহিত আত্মার সংযোগ হইলেই আত্মার চৈতন্য জন্মে। জীব সুষুপ্ত বা মূর্চ্ছিত হইলে তাহাতে চৈতন্য থাকে না। জাগ্রৎ বা সুস্থ হইলে জ্ঞান ফিরিয়া আসে। বৈশেষিক আত্মা বহু ও সর্ব্বব্যাপী হইলেও দ্রব্যমাত্ররূপী অর্থাৎ শরীর প্রমাণ এবং অচেতন।

সাংখ্য ও ন্যায়দর্শন যেমন স্পষ্টতঃ পরিবর্ত্তিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছে, ব্রহ্মসূত্র (বেদান্তদর্শনও) সেইরূপ হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। একটু মনোযোগ সহকারে ব্রহ্মসূত্র পাঠ করিলে সহজেই অনুমান করা যায় যে, বহু সূত্র পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। দুই একটি উদাহরণ দেখিলেই পাঠক একথা বুঝিতে পারিবেন। ১।২।১৩ সূত্রের পর ১।২।১৫ সূত্র হওয়া উচিত ছিল। ১।২।১৪ সূত্র পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। ১।৩।৩৪ ও ১।৩।৩৫ সূত্র নিশ্চয় প্রক্ষিপ্ত। উহারা কখনই আদি ব্রহ্মসূত্রের অংশ হইতে পারে না।

একদিকে আমরা মহাভারতের শান্তি পর্ব্বের ২২৫ অধ্যায়ে ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ পাই, ভগবদ্গীতাতেও পাই ; আবার বর্ত্তমান ব্রহ্মসূত্রে বৌদ্ধ

সর্ব্বাস্তিত্ববাদ, বিজ্ঞানাস্তিত্ববাদ ও সর্ব্বশূন্যবাদের খণ্ডনও দেখিতে পাই। সূত্রকার বৌদ্ধনামের উল্লেখ করেন নাই দেখিয়া কেহ হয়ত বলিবেন উহা কোনও প্রাচীন নাস্তিকবাদের খণ্ডন। কিন্তু ১।১।১৩ সূত্রে পাণিনীর সূত্রের স্পষ্ট উল্লেখ থাকায় সে তর্ক সমীচীন বোধ হয় না।

দর্শন সকলের কোন্‌টি পূর্ব্বে কোন্‌টি পরে, ইহা কেবল এক উপায় দ্বারা অনুমান করা যায়। যে দর্শন যত প্রাচীন তাহা তত সংক্ষিপ্ত এবং তৎকথিত তত্ত্ব সকলের তত সংখ্যাধিক্য হওয়াই সম্ভব। এই প্রণালীতে বিচার করিয়া কপিলের তত্ত্বসমাসকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন দর্শন বলা যায়। ইহাতে মোট ২২টি সূত্র এবং ইহাতে ২৪টি তত্ত্ব কথিত আছে। গৌতম ১৬ পদার্থ, কণাদ ৭, জৈমিনি ৬, বেদান্ত তাহা এক পদার্থে পরিণত করিয়াছেন। পাতঞ্জল-দর্শন যদিও সাংখ্যের তত্ত্ব সংখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন, উহা স্পষ্টতঃ সাংখ্যের পরবর্ত্তী।

বেদান্তদর্শনের (ব্রহ্মসূত্রের) যেমন কাল নির্ণয় করা অসাধ্য, তেমনই ইহার সূত্রকার কে ছিলেন তাহাও নির্ণয় করা অসাধ্য। ভগবান্‌ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস ব্রহ্মসূত্রের কর্ত্তা ইহাই লোকবিখ্যাত। ইনি বাদরায়ণ নামেও পরিচিত হন। ব্রহ্মসূত্রের বহুস্থানে আমরা বাদরি ও বাদরায়ণ নাম দেখিতে পাই। ইঁহারা যে এক নন্‌, ভিন্ন ব্যক্তি তাহা ৪।৪।১০ ও ৪।৪।১২ সূত্র হইতে নিঃসন্দেহ জানা যায়। বাদরির মত বহুস্থানে পূর্ব্বপক্ষীকৃত হওয়ায় তিনি সূত্রকার নন্‌ ইহা পাওয়া যায় (৪।৪।১০ সূত্র দেখ)। যদি বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রকার হইতেন, তিনি "ভাবন্তু বাদরায়ণো'-স্তিহি" (১।৩।৩৩) এরূপ সূত্র লিখিতেন না, এবং "তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ" (১।৩।২৬) সূত্রে আপনাকে পূর্ব্বপক্ষভুক্ত করিতেন না। কোনও গ্রন্থকারই পদে পদে নিজের দোহাই দেন না। তবে এরূপ হইতে পারে যিনি ব্রহ্মসূত্রের শেষ সংস্করণ করিয়াছেন তিনি ঐরূপে বাদরায়ণের নাম দিয়া

গিয়াছেন। যাহাই হউক ব্রহ্মসূত্র যে কাহার কৃত তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। যদি ব্যাসদেবই ইহার আদি কর্ত্তা হন, তাঁহার সূত্রসংখ্যা খুবই কম ছিল। ১।৩।৩৪, ৩৫ সূত্র বেদব্যাসের অনুপযুক্ত। নিশ্চয় কোন আধুনিক ব্রাহ্মণত্বাভিমানী ব্যক্তি উহাদের অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধিও অধিক ছিল না। ৩।১।১৯ সূত্র ব্রহ্মসূত্রে স্থান পাইবার যোগ্য নয়। ৩।২।২৭ সূত্র অপ্রাসঙ্গিক, বোধ হয় প্রক্ষিপ্ত। ৩।২।২৮ ও ২৯ সূত্র পুনরুক্তি, নিশ্চয় প্রক্ষিপ্ত। তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের অনেক সূত্র প্রক্ষিপ্ত। ৩।৩।৪২ সূত্র প্রক্ষিপ্ত। উপসংহারের কথা হইতে হইতে ৩।৩।৫৩, ৫৪ দুই সূত্র দেহ ও আত্মা সম্বন্ধে কথা কোথা হইতে আসিল?

সাংখ্যদর্শন।

সাংখ্যদর্শন বেদান্তদর্শনের সন্নিহিত, ইহা ব্র-সূ-২।১।১২ সূত্রের ভাষ্যে স্বীকৃত হইয়াছে। বহু ব্রহ্মসূত্রে সাংখ্যবাদের খণ্ডন আছে, সুতরাং বেদান্তদর্শন পাঠের পূর্ব্বে পাঠকের যৎকিঞ্চিৎ সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

মনুষ্যের ৩ প্রকার দুঃখ, অধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। বৈদিক ক্রিয়াকলাপে ঐ দুঃখ দূর হয় না, কারণ বৈদিক ক্রিয়ার ফল অশুদ্ধ ও বিনাশী। যাহা বিশুদ্ধ ও অবিনাশী তাহাই ঐ দুঃখ নিবারণ করিতে পারে। ব্যক্ত (জগৎ) অব্যক্ত (জগৎকারণ) ও জ্ঞ (পুরুষ) এই পদার্থত্রয়ের সম্যক্ জ্ঞান হইতে জীবের দুঃখ দূর হয়। অব্যক্তই মূল প্রকৃতি বা প্রধান। প্রধান অত্যন্ত সূক্ষ্ম হওয়ায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। কেবল ইহার কার্য্যদৃষ্টেই ইহার অস্তিত্বের অনুমান হয়। ইহা অনাদি হওয়ায়, ইহার হেতু নাই। ইহা অবিনাশী, সর্ব্বব্যাপী, নিষ্ক্রিয়, এক, অনাশ্রিত, অনপেক্ষ, নিরবয়ব ও স্বাধীন। পুরুষের পরিণাম বা বিকার নাই। পুরুষ গুণাতীত, বিবিক্ত, বিজ্ঞানের গ্রাহ্য নহে, চেতন ও বিবেকী। পুরুষ হইতে কিছুই জন্মে না। ব্যক্ত (জগৎ) সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ

ত্রিগুণ। ঐ গুণত্রয়ের লক্ষণ যথাক্রমে সুখ, দুঃখ ও মোহ। প্রধান (মূলপ্রকৃতি) ঐ গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা। পুরুষ নানা অর্থাৎ প্রতি দেহে ভিন্ন। যদি বেদান্তের মতন একই আত্মা সর্ব্বদেহে থাকিত, একের মরণে অন্য সকলের মৃত্যু হইত; একের উন্মাদ হইলে সকলেই উন্মত্ত হইত; একের চেষ্টায় সকলেই চেষ্টিত হইত। পুরুষ নির্লিপ্ত। কিন্তু পুরুষের অতিসান্নিধ্যে অচেতনা বুদ্ধি চেতনপ্রায় হয়, এবং পুরুষ অকর্ত্তা ও নির্লিপ্ত হইয়াও বুদ্ধির কর্ত্তৃত্বে কর্ত্তার ন্যায় হয়। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতি জড়, তবে এই উভয় হইতে সৃষ্টি কিরূপে হয়? অন্ধ পঙ্গুর দৃষ্টান্তে। পঙ্গু অন্ধের স্কন্ধে উঠিলে দর্শন ও গমন উভয় কার্য্যই সিদ্ধ হয়। নিষ্ক্রিয় চেতন পুরুষ অচেতন প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করিলে মহত্তত্ত্বাদির উৎপত্তি হয়। এই মহৎ তত্ত্ব অনেকটা বেদান্তের হিরণ্যগর্ভের মত। সাংখ্যে ইহা 'আমি করিতে পারি' এই জ্ঞান। ইহাই প্রকৃতির প্রথম বিকাশ। এই মহত্তত্ত্ব জগতের অঙ্কুর স্বরূপ (logus)। মহত্তত্ত্ব আপনাতে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত এই বিশ্ব প্রকটিত করিয়া আপনার তেজঃ দ্বারা প্রলয়কালীন তমঃ পান করেন। সত্ত্বগুণ চিত্তই মহত্তত্ত্বের স্বরূপ। ভগবদ্‌বিম্বগ্রাহকত্ব ও শান্ত স্বরূপই ইহার লক্ষণ। অবিকৃত মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার (আমি আমি এই অভিমান) উৎপন্ন হয়। এই অহঙ্কারের দেবতারূপে কর্ত্তৃত্ব, ইন্দ্রিয়রূপে করণত্ব এবং ভূতরূপে কার্য্যত্ব আছে। অহঙ্কার ৩ প্রকার, বৈকারিক (সাত্ত্বিক) তৈজস (রাজসিক) ও তামস। বৈকারিক (বিকার-প্রাপ্ত) অহঙ্কার হইতে মনস্তত্ত্ব উদ্‌ভূত হয়। ঐ মন হইতে কাম উৎপন্ন হয়। তৈজস অহঙ্কার বিকৃত হইয়া বুদ্ধিতত্ত্ব উৎপন্ন করে। ইহা বিজ্ঞান স্বরূপ। সংশয়, মিথ্যাজ্ঞান, প্রমাণজ্ঞান, স্মৃতি ও নিদ্রা বুদ্ধিতত্ত্বের লক্ষণ। তৈজস অহঙ্কার হইতে কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়। তামস অহঙ্কার হইতে শব্দতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশ ও শব্দ-

গ্রাহক শ্রোত্র হয়। প্রাণী সকলের অবকাশদান ও বাহ্যাভ্যন্তরের ব্যবহারাস্পদ হওয়া এবং প্রাণ মন ও ইন্দ্রিয় এই তিনের আশ্রয় হওয়া আকাশের লক্ষণ। * শব্দতন্মাত্র আকাশ কালবশে বিকৃত হইলে স্পর্শ তন্মাত্র, এবং তৎপশ্চাৎ বায়ু ও ত্বক্ উৎপন্ন হয়। ত্বক্ হইতে স্পর্শজ্ঞান হয়। মৃদুত্ব, কঠিনত্ব, শীতলত্ব ও উষ্ণত্ব স্পর্শের লক্ষণ বা স্পর্শত্ব। এই স্পর্শত্বকে বায়ুতন্মাত্র বলা যায়। বাহ্যবস্তু ও ইন্দ্রিয় সকলের সঞ্চালন বায়ুর কর্ম্ম। স্পর্শতন্মাত্র বায়ু বিকৃত হইয়া রূপ তেজ ও রূপের গ্রাহক চক্ষু উৎপন্ন করে। রূপতন্মাত্র তেজঃ হইতে রসতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। তাহা হইতে জল ও জিহ্বা জন্মে। রসতন্মাত্র জল হইতে গন্ধতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। তাহাতে ভূমি ও গন্ধের গ্রহণকারী প্রাণ জন্মে।

সাংখ্যের তন্মাত্র অনেকটা বৈশেষিকের পরমাণুর মত। তন্মাত্র মানে 'খাঁটি তাই, অন্য কিছু নয়।' শব্দতন্মাত্র মানে খাঁটি শব্দ। আমরা যে শব্দ শুনি তাহা খাঁটি শব্দ নহে। তোপের আওয়াজ শুনিলে সঙ্গে সঙ্গে মনশ্চক্ষে তোপ, অগ্নি, ধূম প্রভৃতি দেখি।

তৈজস ও তামস অহঙ্কার হইতে গুরু ও অপ্রকাশ স্বভাব পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, ও উপস্থ উৎপন্ন হয়। মন উভয়াত্মক, অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়ও বটে, কর্ম্মেন্দ্রিয়ও বটে। সঙ্কল্প অর্থাৎ বিবেচনা করাই মনের অসাধারণ কর্ম্ম। চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় বিষয়ের সামান্য রূপ মাত্র গ্রহণ করে। মন তাহার বিশিষ্টতা অবধারণ করে। মন সাংখ্যমতে সাবয়ব ও অনিত্য। মন জীবের জীবত্বলোপ (মুক্তি) পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। মনের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। তদীয় আধার স্থানেরই হ্রাস বৃদ্ধি হয়। মন সূক্ষ্ম হইলেও পরমাণু তুল্য নহে। এককালে

---

* বৌদ্ধ মতে শব্দগুণ বায়ুর। আকাশ বলিয়া কোনও পদার্থ নাই। আকাশ—শূন্য—অবকাশ।

দুই বা ততোধিক জ্ঞান হইতে পারে। নৈয়ায়িকদের মতে মন নিত্য ও নিরবয়ব। ইহার উৎপত্তি, উপচয়, অপচয় নাই, ধ্বংসও নাই। মন পরমাণু তুল্য সূক্ষ্ম। এই সূক্ষ্মতা বশতঃ মন এককালে দুই বস্তু গ্রহণ করিতে পারে না। স্থূল ও সাবয়ব বস্তুই দুই বা ততোধিক বস্তুতে সংযুক্ত হইতে পারে। সাংখ্য মতে মনই আত্মা। কিন্তু বৌদ্ধরাও বলেন মন আত্মা নয়, জড়-বস্তু।

পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই ত্রয়োদশ তত্ত্ব করণ নামে খ্যাত। ইহাদের শেষ তিনটি (মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার) অন্তঃকরণ। বাকী ১০টি বহিষ্করণ। বহিরিন্দ্রিয় সকল অন্তঃকরণের নিকট বিষয় ধরিয়া দেয়, অন্তঃকরণ তাহাদের স্বরূপ অবধারণ করে।*

দেহ দুইটি সূক্ষ্ম ও স্থূল। মাতৃপিতৃজাত দেহই স্থূল শরীর, ইহা মৃত্যুর পর নষ্ট হইয়া যায়। সূক্ষ্ম শরীর নষ্ট হয় না। সৃষ্টিকালে মূল প্রকৃতি হইতে প্রত্যেক পুরুষের (আত্মার) জন্য এক এক সূক্ষ্ম দেহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই সূক্ষ্মদেহ অব্যাহত। তাহা শিলামধ্যেও প্রবিষ্ট হইতে পারে। তাহা মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত থাকে। সূক্ষ্ম শরীরের স্বরূপ পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও পাঁচ তন্মাত্র। এই সকল পদার্থ লইয়া সূক্ষ্মশরীর এক দেহ হইতে উৎক্রান্ত হইয়া অন্য দেহে সংসরণ করে। মহাপ্রলয়ে লয় হইয়া যায় বলিয়া সূক্ষ্মশরীরকে লিঙ্গ

* বৌদ্ধরা বলেন পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা রূপ, রস গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পঞ্চক গৃহীত হয়। রূপাদি পঞ্চকই আছে। যাহার রূপ, যাহার রস, যাহার গন্ধ, যাহার স্পর্শ, যাহার শব্দ, অর্থাৎ রূপাদির আধার বলিয়া কোনও দ্রব্য নাই। দ্রব্য কিছুই নহে। আমাদের অন্তঃকরণে যে রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দ রূপ বেদনা হয় তদ্ভিন্ন অন্য কিছু দ্রব্য নাই। আকাশকুসুম যেমন মিথ্যা, দ্রব্যও তেমনই মিথ্যা। আমরা যাহা দেখি তাহা রূপ, অন্য কিছুই নয়; যাহা শুনি তাহা শব্দ ভিন্ন অন্য কিছুই নয়; ইত্যাদি।

শরীর বলে। এই লিঙ্গ শরীরই ভোগ ও মোক্ষের ভাগী। নটী যেমন নানা রূপ ধারণ করে, এই লিঙ্গ শরীরও তেমনই কর্ম্মবশে কখন ঊর্দ্ধগতি লাভ করিয়া দেবযোনি হয়, কখন অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া তীর্য্যক্‌যোনি, কখন ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সমবলে মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হয়।

প্রকৃতির কিছুই নিজের জন্য নহে। সবই পরার্থ, পুরুষের ভোগের জন্য। ইহাকে অর্থবত্ত্ব বলে। দুঃখ প্রকৃতির, পুরুষের নহে। কিন্তু প্রাকৃতিক লিঙ্গশরীরের সহিত অভেদ অধ্যাস থাকায় সেই দুঃখ পুরুষে (আত্মায়) অধ্যসিত হয়। প্রত্যেক পুরুষের ভোগের ও মোক্ষের জন্যই প্রকৃতি এই সমস্ত তত্ত্ব সৃজন করেন, অথচ বোধ হয় যেন প্রকৃতি নিজ প্রয়োজনেই সৃষ্টি করিয়াছেন। অচেতন দুগ্ধ যেমন সন্তানের পুষ্টির জন্য স্তনে স্বতঃ সঞ্চিত হয়, তেমনই পুরুষেব মোক্ষের জন্য অচেতন প্রকৃতিও সৃষ্টিপ্রবৃত্ত হন। যেমন নর্ত্তকী দর্শক পুরুষকে নৃত্য দেখাইয়া নিবৃত্তা হয়, তেমনই প্রকৃতিও পুরুষের নিকট আপনাকে প্রকাশ করিয়া নিবৃত্তা হন। প্রকৃতি নিবৃত্তা হইলেই পুরুষেব মোক্ষ হয়। প্রকৃতি পুরুষের দৃষ্টি সহ্য করিতে পারেন না। পুরুষ আমাকে দেখিয়াছে (অর্থাৎ আমার তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছে) ইহা বুঝিবা মাত্র প্রকৃতি পলায়ন করেন, আর সে পুরুষের কাছে আসেন না। কোনও পুরুষ স্বরূপে বন্ধন বিশিষ্টও নহেন, বন্ধন মুক্তও হন না। প্রকৃতির বন্ধনাদিই পুরুষে অধ্যসিত হয়। এই সকল তত্ত্ব বার বার অনুসন্ধান করিতে করিতে "আমি এ সকল নহি, আমারও এ সকল নহে" এবম্প্রকার জ্ঞানের উদয় হয়। তখন পুরুষ প্রকৃতির আলিঙ্গন মুক্ত হইয়া স্বস্থ হন। "এই পুরুষ আমাকে দেখিয়া ফেলিয়াছে" জানিয়া প্রকৃতিও বিরতা হন। তত্ত্বজ্ঞান হইলেই ধর্ম্মাধর্ম্মের নাশ হয়। কিন্তু যতদিন দেহ থাকে তাহারা ভ্রামিত চক্রের ন্যায় ঘুরিতে থাকে ; শরীর পাত হইলে শান্ত হয়। পুরুষ তখন কৈবল্যমুক্তি লাভ করেন। কপিল ঈশ্বরের

অস্তিত্ব মানেন না, "প্রমাণাভাবাৎ ন তৎ সিদ্ধিঃ।" পতঞ্জলি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। "ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।" পতঞ্জলি বলেন, "ঈশ্বর প্রণিধানাৎ" সিদ্ধি হয়। কপিল বলেন, "যদ বা তদ্ বা তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ।" যেরূপে হউক প্রকৃতির উচ্ছেদই পুরুষার্থ, ইহাতে ঈশ্বরের প্রয়োজন হয় না। সাংখ্য পাতঞ্জলের আত্মস্বরূপ পুরুষেরা স্ব স্ব প্রধান, স্বতন্ত্র, প্রত্যেকেই অনাদি, অনন্ত, অবিনাশী। ইহাই ভগবদ্গীতার আত্মা, "নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলো'য়ং সনাতনঃ." বৈশেষিক ও ন্যায়ের আত্মা দুই প্রকার, জীবাত্মা ও ঈশ্বর। যাকে আমরা 'আমি' বলি, তাই জীবাত্মা। ইহা জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখাদির আশ্রয়। প্রতি জীবশরীরে আত্মা পৃথক্ পৃথক্। আত্মা জীবের দেহমধ্যে থাকিয়াও দেহে সীমাবদ্ধ নন। প্রতি আত্মাই নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী। সাংখ্য ও পাতঞ্জলের আত্মা নিগুর্ণ। বৈশেষিক ও ন্যায়ের আত্মা সগুণ। ইহাই জর্ম্মাণ দার্শনিক লৈব্নীজের মোনাড্। * লৈব্নীজের মোনাড্ ও সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ত্রিগুণ। বেদান্তের জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক। জীব সকলের আত্মা পৃথক্ পৃথক্ নহে, সেই এক পরমাত্মাই সকল জীবের আত্মা। যেমন একই সূর্য্য অনন্ত কোটি তৃণাগ্রের শিশির বিন্দুতে প্রতিভাত হন, যেমন একই আকাশ অনন্ত ঘটে পৃথক্ পৃথক প্রতীয়মান্ হয়, যেমন একই সমুদ্র অনন্ত কোটি বুদ্বুদের আকার ধারণ করে, সেইরূপ একই আত্মা সর্ব্বজীবে প্রতিভাত হন। সেই আত্মা ভিন্ন বেদান্তের দ্বিতীয় পদার্থ নাই। স্পীনোজারও এক ব্রহ্ম পদার্থ ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ নাই। বেদান্তের মতন স্পীনোজার জগৎও মিথ্যা। ব্রহ্মই সব, জগৎ কিছুই নয়।

---

* ২।২।৩৮ সূত্রের টীকা দেখ।

একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে সাংখ্যের সহিত বেদান্তের কিছুই ভেদ থাকে না। সাংখ্য বলেন প্রকৃতি অনাদি অসৃষ্ট। বেদান্তের মায়াও ব্রহ্মের শক্তি হওয়ায় অনাদি অসৃষ্ট। সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষের অধীন নয়, মায়া পুরুষের অধীন (১।৪।৩ সূত্র)। কিন্তু যখন পুরুষ ব্যতীত প্রকৃতি পঙ্গু, অচল, তখন পুরুষের অধীন নয় ত কি ? বেদমন্ত্র বলিয়াছেন "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্ধি মায়িনন্তু মহেশ্বরং।" সাংখ্যের পুরুষ বহু। কিন্তু প্রত্যেক পুরুষ নিগুর্ণ ও অসীম। অতএব এক পুরুষের সহিত অপর পুরুষের কিছুমাত্র ভেদ নাই। তাহা হইলে সব পুরুষ একই হইল না কি ? সাংখ্যের পুরুষ বহু হইয়াও এক, বেদান্তের আত্মা এক হইয়াও বহু। সাংখ্যের চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন হওয়ায় একই। অতএব সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষ দুই তত্ত্ব। বেদান্তেরও যখন ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, মায়াই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারিণী, তখন বেদান্তেরও দুই তত্ত্ব হইল না কি ? বস্তুতঃ সাংখ্যদর্শন ও বেদান্তদর্শনে ভেদ কিছুই নাই। (১।৪।১ সূত্র দেখ)

ব্রহ্মসূত্র উপনিষদ মূলক। ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্য ইহার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য স্বীয় শারীরক ভাষ্যে এই ব্রহ্মসূত্র হইতে অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রহ্ম কেবল চৈতন্যস্বরূপ ও নিগুর্ণ হইলেও উপনিষদোক্ত গুণ সকল তাঁহার প্রতি আরোপিত হইতে পারে (৪।৪।৭ সূত্র দেখ)। জগতের সর্ব্ব পদার্থে এক এক ব্যষ্টি তদভিমানিনী দেবতা আছেন (১।৩।৩৩ সূত্র)। আবার সমস্ত পদার্থের অভিমানী (সমষ্টি) আত্মা আছেন। তিনি হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা নামে খ্যাত। তিনি সগুণ ঈশ্বর। তিনিই সৃষ্টি, স্থিতির কারণ। দেবতা তেত্রিশ জন। "অষ্টৌ বসবঃ একাদশ রুদ্রাঃ দ্বাদশাদিত্যাঃ, ইন্দ্রশ্চৈব, প্রজাপতিশ্চ।" অষ্টবসু

অদ্বৈতবাদ।

কে কে ? অগ্নিশ্চ, পৃথিবীচ, বায়ুশ্চান্তরিক্ষং চাদিত্যশ্চ দ্যৌশ্চ চন্দ্রমাশ্চ নক্ষত্রাণি চৈতে বসবঃ এতেষু হীদং সর্ব্বং বসুহিতং এতেহীদং সর্ব্বং বাসয়ন্তে তদ্ যদ্ ইদং সর্ব্বং বাসয়ন্তে তস্মাদ্ বসব ইতি। রুদ্র কারা? দশেমে পুরুষে প্রাণাঃ (প্রাণ, ব্যান, অপান, সমান, উদান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকল, দেবদত্ত, ধনঞ্জয়) আত্মৈকাদশঃ তে যদা যন্তি তদ্ যদ্ রোদয়ন্তি তস্মাৎ রুদ্রা ইতি। আদিত্য কারা? দ্বাদশমাসাঃ সংবৎসরস্য এত আদিত্যা এতে হীদং সর্ব্বং আদদানা যন্তি তদ্ যদ্ ইদং সর্ব্বং আদদানা যন্তি তস্মাদ্ আদিত্যা ইতি। ইন্দ্র কে? প্রজাপতি কে? স্তনয়িত্নুরেব ইন্দ্রঃ যজ্ঞঃ প্রজাপতিরিতি। কতমস্তনয়িত্নুরিতি? অশনিরিতি। কতমো যজ্ঞ ইতি পশব ইতি। এই সকল দেবতারই কি উপাসনা করিতে হইবে? না, কেবল পরমাত্মাকে, "আত্মা ইত্যেব উপাসীত স যঃ অন্যং আত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং রোৎস্যতি···আত্মানং এব প্রিয়ং উপাসীত। স যঃ আত্মানং এব প্রিয়ং উপাস্তে ন হ অস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি। যঃ অন্যাং দেবতাং উপাস্তে ন স বেদ যথা পশুঃ এবং স দেবানাং।" তেত্রিশ দেবতার মধ্যে অগ্নি, পৃথিবী, আদিত্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র মূর্ত্তিমান্ দেবতা।

এরূপ তেত্রিশ দেবতা মানিয়া আমরা বহু দেবপূজক নামধেয় হইতে পারি না। প্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ দার্শনিক ফেক্‌নর বলেন, জগতের সর্ব্বপদার্থ-ই জীবিত। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র প্রভৃতি এক এক দেবতা। বেদান্তও ঠিক তাহাই বলেন।

অদ্বৈতবাদীর মতে ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত কারণ; ব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণ। জীব ব্রহ্মই অন্য কিছু নয়। প্রভেদ এই যে, জীব দেহাদি উপাধিতে আবদ্ধ; ব্রহ্ম নিরুপাধিক। জীবের উপাধি অন্তর্হিত হইলেই তাহারা ব্রহ্মত্ব হয়। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম," "তৎত্বমসি," "অহং

ব্রহ্মাস্মি," প্রভৃতি মহাবাক্য অবলম্বনে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার অদ্বৈত মতে ব্রহ্ম একরূপ। ব্রহ্মের স্বজাতীয়, বিজাতীয় বা স্বগত কোনরূপ প্রভেদ নাই। তবে এই ব্যবহারিক জগতে ভেদ কোথা হইতে আসিল? এ প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলেন, এ সকল ভেদ বাস্তবিক ভেদ নয়। জগৎই ব্রহ্ম। কিন্তু জীব অবিদ্যার বশবর্ত্তী হইয়া সেই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন জগতে ভেদের অধ্যাস (মিথ্যা আরোপ) করে (২।১।১৩; ২।২।১০, ২২ সূত্র দেখ)। এখন প্রশ্ন হইবে, জীব যদি ব্রহ্ম, তবে জীবে এ অজ্ঞান কোথা হইতে আসিল? ইহার উত্তর এইরূপ হইতে পারে। এক বস্তুর প্রস্তাব করিলেই তাহার বিপর্য্যয় (শব্দান্তর বা বিপরীত বস্তু) স্বতঃই আমাদের মনে হয়। আলোক বলিলেই অন্ধকার আসে; দিন বলিলেই রাত্রি আসে; ভাল বলিলেই মন্দ আসে; চেতন বলিলেই অচেতনের (জড়ের) জ্ঞান হয়; আত্মা বলিলেই অনাত্মা আসিয়া পড়ে; জ্ঞান বলিলেই অজ্ঞানের কথা স্মরণ হয়। অতএব বিশুদ্ধ জ্ঞানরূপী ব্রহ্মের চিন্তা করিতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমাত্মক অজ্ঞানের ধারণা হইবেই হইবে। এই জ্ঞান ও ভ্রমকে পাশাপাশি না রাখিলে আমরা জ্ঞানেরও ধারণা করিতে পারি না, অজ্ঞানেরও ধারণা করিতে পারি না। বিখ্যাত জর্ম্মাণ দার্শনিক হেগেল এই তত্ত্বটি পরিস্ফুট করিয়াছেন। এই জ্ঞানই ব্রহ্ম; এই অজ্ঞানই মায়া। জ্ঞানের বিপর্য্যয় অজ্ঞান, অজ্ঞানের বিপর্য্যয় জ্ঞান। অথচ যেমন ছায়া আলোক হইতে ভিন্ন নহে, তেমনই মায়া ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি যেমন এক, ব্রহ্ম ও মায়া তেমনই এক। মায়া ব্রহ্মের শক্তি। এই মায়াকে মূল প্রকৃতি, জগদ্যোনি, সৃজনশক্তি প্রভৃতি নামধেয় করা হইয়াছে। একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝা যায় অজ্ঞান নইলে সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। সৃষ্টির মানে কি? সৃষ্টি=ভেদজ্ঞান। যখন আমি আর তুমি একই রক্তমাংসে

গঠিত, একই প্রাণে প্রাণিত, একই আত্মা দ্বারা চৈতন্যভাবাপন্ন, তোমায় আমায় প্রভেদ কি ? অথচ যদি সকলেই সকলকে অভিন্ন মনে করে, সৃষ্টি হইতে পারে না। ভেদজ্ঞান মানেই সংসার। পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে এই সংসার দুর হয় না। সংসার দুর না হইলে মোক্ষ হয় না।

এখন প্রশ্ন হইবে জগৎ কি ব্রহ্মের বিকার না বিবর্ত্ত ? দুগ্ধ বিকৃত হইয়া দধি হয়। রজ্জুতে সর্প ভ্রম হইলে, রজ্জু সর্পের বিবর্ত্ত হয়। প্রশ্নের উত্তর এই যে জগৎ ব্রহ্মের বিকার নয় বিবর্ত্ত। আবার প্রশ্ন উঠে জীব কি ব্রহ্মের অংশ ? অংশ বলিলেই অংশীকে (যাহার অংশ অর্থাৎ ব্রহ্মকে) সাবয়ব মনে করিতে হয়। যাহা সাবয়ব তাহারই জন্ম ও বিনাশ আছে। ব্রহ্মের জন্ম বিনাশ নাই, সুতরাং ব্রহ্ম সাবয়ব নহেন। অতএব তাঁহার অংশ হয় না। যেমন মহাকাশই উপাধিভেদে ঘটাকাশ হয়, যেমন মহাসমুদ্রই বুদ্বুদ আকার ধারণ করে, তেমনই ব্রহ্মই অবিদ্যার প্রভাবে জীবভাব ধারণ করেন। ঘট ভাঙ্গিলেই ঘটাকাশ মহাকাশ হয়। তেমনই অবিদ্যা দুর হইলেই জীব ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। জীব অংশ ব্রহ্ম নহে পূর্ণ ব্রহ্ম।

"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণ উদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥"

কিন্তু অজ্ঞ মানব সে ভাবে দেখিতে পারে না বলিয়া ব্রহ্মসূত্র (২।৩।৪২, ৪৩) বলিয়াছেন জীব ব্রহ্মকে অংশ অংশীভাবে, সেবক সেব্য ভাবে, দেখিলে দোষ হয় না। আবার প্রশ্ন উঠে ব্রহ্মই কি ঈশ্বর ? বেদান্ত ব্রহ্ম ও ঈশ্বরে প্রভেদ করিয়াছেন। ব্রহ্ম নির্গুণ, তিনি কেবল চিৎস্বরূপ। তাঁহাকে অন্য কোনও বিশেষণে বিশিষ্ট করা যায় না। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বেশ্বর। তিনি সগুণ, তিনিই জগতের সৃষ্টি ও সংহার করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার জন্ম ও বিনাশ আছে। ব্রহ্ম স্বীয় মায়াকে অবলম্বন করিয়া হিরণ্যগর্ভের সৃষ্টি করেন। এই হিরণ্যগর্ভই ব্রহ্মা ; ইনিই ঈশ্বর। ব্রহ্ম মায়োপাধিক

হইলে ঈশ্বর, অবিদ্যোপাধিক হইলেই জীব। মায়া শুদ্ধ সত্ত্ব; অবিদ্যা মলিন সত্ত্ব। ঈশ্বরে ও জীবে এই ভেদ।

রামানুজাচার্য্যও ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলে। ইনিও ব্রহ্মকে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলেন। অদ্বৈতবাদী শঙ্কর ব্রহ্মের স্বজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগতভেদ স্বীকার করেন না। রামানুজও স্বজাতীয় বিজাতীয় ভেদ স্বীকার করেন না। কিন্তু তিনি স্বগত ভেদ স্বীকার করেন। এক বৃক্ষেরই কাণ্ড, শাখা, পত্র, পুষ্প, ফল প্রভৃতি নানা স্বগত ভেদ আছে। তাহারা বৃক্ষ হইতে অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন। আমরা আমকে আম্রবৃক্ষ বলি না। গোলাপ ফুলকে গোলাপ পাতা বলি না। ব্রহ্মের স্বগতভেদ তিন প্রকার:—ঈশ্বর, জীব ও জড়জগৎ। এ তিন এক হইয়াও ভিন্ন। জীব ঈশ্বর নয়, ঈশ্বরের সেবক। ঈশ্বর জীব নহেন, জীবের সেব্য। একমাত্র ভক্তিই মুক্তির উপায়।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

মধ্বাচার্য্য দ্বৈতবাদী। বিষ্ণু স্বতন্ত্রতত্ত্ব। জীব ও জড়জগৎ অস্বতন্ত্র তত্ত্ব। জীব যদি নিজেকে ব্রহ্ম বলে সে পতিত হয়। জীব দাস্য ভাবেই বিষ্ণুর অর্চনা করিবে।

মধ্বাচার্য্য

বল্লভাচার্য্যের মত প্রায় মধ্বাচার্য্যেরই অনুরূপ। মধ্বাচার্য্য বৈকুণ্ঠপতি বিষ্ণুর সেবা করেন। বল্লভাচার্য্য গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন। বল্লভমতে গোপীভাবে শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে সেবা করিয়া গোলোক প্রাপ্তিই মোক্ষ। প্রীতি মার্গই তন্মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

বল্লভাচার্য্য।

শঙ্করাচার্য্যের মতে জ্ঞানমার্গ, রামানুজ ও মধ্বাচার্য্যের মতে ভক্তিমার্গ, বল্লভাচার্য্যের মতে প্রীতিমার্গ (মধুর ভাবই) শ্রেষ্ঠ।

ষোড়শপাদসূচী।

অধ্যায়	পাদ	
১	১	ব্রহ্মেব জগৎকাবণত্ব, ব্রহ্মলিঙ্গ ও মিশ্রলিঙ্গ শ্রুতির ব্রহ্ম-বাচকত্ব।
১	২	যে সকল শ্রুতি ব্রহ্মলিঙ্গ নয তাহাব ব্রহ্মবাচকত্ব।
১	৩	ঐ
১	৪	অব্যক্ত—(সাংখ্যেব প্রধান বা প্রকৃতি)।
২	১	সাংখ্যবাদীব আপত্তি খণ্ডন।
২	২	সাংখ্য, বৈশেষিক, বৌদ্ধ, জৈন, শৈব ও ভাগবত মতের খণ্ডন।
২	৩	আকাশাদির সৃষ্টি ও প্রাণেব সংখ্যা সম্বন্ধে শ্রুতিবিবোধ সমন্বয়।
২	৪	প্রাণ উৎপন্ন পদার্থ। একাদশ প্রাণ। প্রাণ সূক্ষ্ম ও পরিচ্ছিন্ন। প্রাণের দ্বাবা জীবের উৎক্রান্তি ও প্রতিষ্ঠা হয়। প্রাণের পঞ্চবৃত্তি। প্রাণের অধীন পরিস্পন্দ লাভ করে বলিয়া ইন্দ্রিয়ের নাম প্রাণ। ঈশ্বরই ত্রিবৃৎকাবী।
৩	১	পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, পিতৃযান, চন্দ্রলোক, অনুশয়, কর্ম্মফল, চন্দ্রলোক হইতে অবরোহণ।
৩	২	স্বপ্ন, সুষুপ্তি, জাগরণ, মূর্চ্ছা, মৃত্যু, সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম, সাকার ও নিরাকার ব্রহ্ম, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বর।

অধ্যায়	পাদ	
৩	৩	ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদোক্ত উপাসনা এক বা ভিন্ন? এক শ্রুত্যুক্ত উপাসনার গুণের অন্যে উপসংহার। প্রাণের অনগ্নত্ব। মৃতের পাপপুণ্যের হানি ও উপায়ন। দেবযান গতি। জীবব্রহ্মের একত্ব ব্যতিহার। সত্যবিদ্যা। বৈশ্বানরবিদ্যা।
৩	৪	যজ্ঞ না করিয়া কেবল আত্মজ্ঞানে মোক্ষ হয় কি না? ঊর্দ্ধরেতঃ আশ্রম। উদ্‌গীথের উপাসনার বিধিত্ব। আখ্যায়িকার প্রয়োজন। যজ্ঞের প্রয়োজন। ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার। অগ্নিহোত্র কর্ত্তব্য। অনাশ্রমীর কর্ম্ম। অবকীর্ণীর প্রায়শ্চিত্ত। যজ্ঞের ফল ঋত্বিকের নয় যজমানের। গৃহস্থাশ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব। সগুণ ও নির্গুণ উপাসনার ফল।
৪	১	বারংবার উপাসনা কর্ত্তব্য। প্রতীকোপাসনা। আসন। ব্রহ্মজ্ঞানে পাপক্ষয়। কর্তৃত্বজ্ঞান লোপ। পুণ্যলোপ। আরব্ধফল কর্ম্ম।
৪	২	সগুণ উপাসনার ফল। উৎক্রান্তি। দেবযান। ইন্দ্রিয় শক্তির লোপের ক্রম। উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন। জীবাত্মা সূক্ষ্ম। নাড়ীবিদ্যা।
৪	৩	দেবযান। অর্চ্চিরাদি গতি। ব্রহ্মলোক।
৪	৪	সম্প্রসাদ। মুক্ত পুরুষের লক্ষণ। ঐশ্বর্য্য।

ব্রহ্মসূত্রম্

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

প্রথমঃ পাদঃ

১। অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা।

পূ। অথ=অনন্তর। অতঃ=সেই হেতু। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা=ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রথম সূত্রের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন :—নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক, ভোগে বৈরাগ্য, বিষয় হইতে উপরতি, শম (বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম), দম (অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ), তিতিক্ষা (শীত গ্রীষ্মাদির সহ্যশক্তি), সমাধান (আত্মতত্ত্বে মনোযোগ), এই সকল সাধনের পর, যজ্ঞাদির ফল স্বর্গাদির অনিত্যতা হেতু ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা হয়।

উ। ও অর্থ কষ্টকল্পিত। অমরকোষ অথ শব্দের মঙ্গলং অনন্তরং আরম্ভঃ প্রশ্নঃ ও কাৎস্নং অর্থ বলিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য অনন্তরং অর্থটি গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থারম্ভে অনন্তর অর্থ উপপন্ন হয় না। আরম্ভ ও মঙ্গল এই অর্থদ্বয় উপপন্ন হয়। বিশ্বকোষ অতঃ শব্দের অর্থ কারণং অপদেশঃ নির্দ্দেশঃ বলিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য কারণং অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এ স্থলে নির্দ্দেশ অর্থই ঠিক বোধ হয়। অতএব অথাতঃ=মঙ্গলাচরণ

পূ=পূর্ব্বপক্ষ। উ=উত্তরপক্ষ।

পূর্ব্বক গ্রন্থারম্ভ করিয়া বলিতেছি। কি বলিতেছি? ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বিষয়ে বলিতেছি। ব্রহ্ম কথং জিজ্ঞাসিতব্যং? কিং ব্রহ্ম, কথং লক্ষণং, কানি অস্য সাধনানি, কানি সাধনাভাসানি, কিং পরঞ্চেতি। অতএব ব্রহ্মজিজ্ঞাসা =ব্রহ্মবিজ্ঞান। সূত্রার্থ=মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক গ্রন্থারম্ভ করিয়া ব্রহ্ম কিং স্বরূপ, তাঁহার লক্ষণ কি, কিরূপে ব্রহ্মসাধন হয়, ইত্যাকার ব্রহ্মবিজ্ঞানের নির্দ্দেশ অর্থাৎ আলোচনা করিব।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের সম্বর্গবিদ্যা আরম্ভ হইয়াছে "অথাতো ব্রত-মীমাংসা" বলিয়া। সাংখ্যের অতি প্রাচীন তত্ত্বসমাস আরম্ভ হইয়াছে "অথাতস্তত্ত্বসমাসঃ" সূত্রে। জৈমিনির পূর্ব্বমীমাংসা আরম্ভ হইযাছে "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" সূত্রে; তাহার তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ও অথাতঃ বলিয়া আরম্ভ হইয়াছে। শবরস্বামী ঐ চতুর্থ অধ্যায়েব প্রথম সূত্রের ভাষ্যে এইরূপ আরম্ভ সূত্রকে প্রতিজ্ঞা সূত্র বলিয়াছেন। পাতঞ্জল দর্শন আরম্ভ হইয়াছে "অথ যোগানুশাসনং" সূত্রে। ভোজরাজ ইহার টীকা করিয়াছেন, "অত্র অথশব্দঃ অধিকারদ্যোতকো মঙ্গলার্থশ্চ।" মেদিনী অথ শব্দের অধিকার অর্থও দিয়াছেন। অধিকার=প্রকরণ=বক্তব্যবিষয়=প্রতিজ্ঞা। অতএব এই সূত্রে মঙ্গলাচরণ, গ্রন্থারম্ভ ও ব্রহ্ম বিজ্ঞানের নির্দ্দেশ করিবার প্রতিজ্ঞা, এই তিন অর্থই সূচিত হইয়াছে।

২। জন্মাদ্যস্য যতঃ।

পূ। ব্রহ্ম কাকে বলে?

উ। আত্মাকে।

পূ। যাকে আমরা "আমি" বলি তাই ত আত্মা? সে ত দেহাতিরিক্ত নয়, মৃত্যু হ'লেই সে আত্মার বিনাশ হয়।

উ। সে নাস্তিকের আত্মা।

পূ। তবে ইন্দ্রিয় সকলের সমষ্টিই আত্মা ?

উ। এও নাস্তিকের আত্মা।

পূ। তবে মনই আত্মা ?

উ। এও নাস্তিকের আত্মা।

পূ। তবে ক্ষণবিনাশী বিজ্ঞানপ্রবাহই আত্মা ?

উ। এ বৌদ্ধদের আত্মা। বেদান্তের আত্মা অবিনাশী।

পূ। যে অবিনাশী আত্মা নির্গুণ অকর্ত্তারূপে পৃথক্‌ভাবে প্রতি জীবে আছে ?

উ। এ সাংখ্যদর্শনেব আত্মা।

পূ। তবে আত্মা সগুণ, পৃথক্‌ভাবে প্রতি জীবে আছে, অথচ অনন্ত অবিনাশী।

উ। এ নৈয়ায়িকের আত্মা। বেদান্তের আত্মা পৃথক পৃথক নয়।

পূ। আত্মা তবে ঈশ্বরের আত্মা ?

উ। এ পাতঞ্জল দর্শনের আত্মা।

। যে আত্মা ব্রহ্ম, সে তবে কি ?

উ। জন্মাদি (সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়) অস্য (জগতস্য) যতঃ (যাঁহা হইতে হয়) তিনিই সেই আত্মরূপী ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মই বেদান্তের প্রতিপাদ্য। ইনি এক ও অদ্বিতীয়।

পূ। ব্রহ্ম যে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ, তাহার প্রমাণ কি ?

উ। শ্রুতি প্রমাণ :—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম ;" "আনন্দাৎ হি এব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি," ইত্যাদি।

পূ। শ্রুতি প্রমাণ ভিন্ন অন্য প্রমাণ নাই ?

উ। যুক্তি, তর্ক, অনুমান প্রভৃতি দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান নিষ্পন্ন হয় না। উহারা শ্রুতির প্রমাণের সহায়ক ও পোষক মাত্র। শ্রুতিই ব্রহ্মজ্ঞানের একমাত্র প্রমাণ। ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহেন। ইন্দ্রিয়গণ বহির্বিষয়। তাহারা কেবল কার্য্যকে গ্রহণ করিতে পারে। কার্য্যই তর্কের বিষয়। ব্রহ্ম কার্য্য নন, অন্তর্ভূত কারণ, সুতরাং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন। অপি চ তর্ক মাত্রই অপ্রতিষ্ঠিত। একজনের তর্ক অন্য কর্ত্তৃক খণ্ডিত হয়। (১।৪।২৩, ও ২।১।১১ সূত্র দেখ)।*

* How does the world spring from Brahma? Is it by a fiat, or does it evolve from Brahma, Brahma being both the architect and the material? The latter is the view of the Vedanta and modern science endorses it. Matter being resolvable into molecules and atoms, and these again into radiations, electrons and protons, is, in the last analysis, electrical energy. Being immaterial matter cannot, therefore, be fundamentally different from life or from mind. The law of the quantum which also applies to life and mind, is another indication that matter, life and mind may be but different stages of the same cosmic activity. A quanta of light is large enough to fill the lens of a hundred inch telescope, but it is small enough to enter an atom. So is life which behaves as an indivisible whole. A part of life, like the part of a quantum, is not something less than the whole. The stuff out of which things are composed is mind-stuff. The universe is more like a great thought than a great machine. The ultimate basis of all things is Brahma—the Great Self-existent First cause, not in the sense that Brahma created all things out of nothing, but in the sense, that It created all things from Itself, standing in the same relation to creation as cause does to effect, or prior does to posterior, or as thought to the words in which it is expressed.

৩। শাস্ত্রযোনিত্বাৎ।

পূ। যে ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলিলে, তিনি কি সর্ব্বজগৎকে জানেন ?

উ। সর্ব্বজগতের কারণ বলিলেই তাঁহাতে সর্ব্বজ্ঞত্ব উপক্ষিপ্ত (অনুমিত) হয়।

পূ। বীজ বৃক্ষের কারণ, কিন্তু বীজ কি বৃক্ষকে জানে ?

উ। বীজ অজ্ঞান, তোমার দৃষ্টান্ত ঠিক হইল না। আমি অন্য দৃষ্টান্ত দিতেছি। শাস্ত্র (ঋগ্‌বেদাদি) সর্ব্বজ্ঞ। শাস্ত্র জানিলে সর্ব্ববিষয়ের জ্ঞান হয়। ব্রহ্ম সেই শাস্ত্রের যোনি (কারণ); তাঁর সর্ব্বজ্ঞ না হওয়া অসম্ভব।

পূ। ব্রহ্ম শাস্ত্রযোনি এ কথার প্রমাণ কি ?

উ। "অস্য মহতঃ ভূতস্য নিশ্বসিতং এতৎ যৎ ঋগ্‌বেদঃ" এই শ্রুতি ঋগ্‌বেদকে ব্রহ্মের নিশ্বাস বলিয়াছেন। অতএব ব্রহ্ম শাস্ত্রযোনি এবং সর্ব্বজ্ঞ।

৪। তৎ তু সমন্বয়াৎ।

পূ। তুমি ঋগ্‌বেদকে শাস্ত্র বলিলে। তাহা হইলে ঋগ্‌বেদে যা কিছু আছে সব সত্য। "স অরোদীৎ", রুদ্র রোদন করিলেন, তাঁহার অশ্রু হইতে রজত জন্মিল, ঋগ্‌বেদের এই উক্তি কি সত্য ?

উ। জৈমিনি বলিয়াছেন, এমম্বিধ বিধিনিষেধবহির্ভূত বেদবাক্য কেবল নিষেধ ও বিধির স্তুতিবাচক অর্থবাদ, তাহাদের অন্য অর্থ নাই।

পূ। ঐ উক্তিতে কি বিধিনিষেধ আছে ? ঐ শ্রুতি কাহার অর্থবাদ ?

উ। ঐ শ্রুতির শেষভাগে রজতের নিন্দা আছে। ঐ যজ্ঞে রজত দক্ষিণার নিষেধ করাই ঐ শ্রুতির উদ্দেশ্য।

পূ। বেদান্ত বিধিনিষেধের বিষয় নয়, অতএব অপ্রামাণ্য। তুমি বেদান্তের প্রমাণ বলে ব্রহ্মকে জগৎকারণ ও শাস্ত্রযোনি বলিতে পার না।

উ। জৈমিনির পূর্ব্বমীমাংসার (কর্ম্মকাণ্ডের) সম্পাদ্য বিষয় ধর্ম্ম। উত্তরমীমাংসার (জ্ঞানকাণ্ডের) সম্পাদ্য ব্রহ্ম। ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞানগোচর হইলে লোকের সমস্ত ক্লেশ দূর হয় ও পুরুষার্থসিদ্ধি হয়। সেই ব্রহ্মজ্ঞান-রূপ ক্রিয়াই বেদান্তের বিধি। "আত্মা ইত্যেব উপাসীত ;" "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ;" "ক্ষীয়ন্তে চা'স্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ;" "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন ;" "ত্বং হি নঃ পিতা যঃ অস্মাকং অবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারযসি," ইত্যাকার শ্রুতি সকল ব্রহ্মজ্ঞানের বিধি ও তাহার ফল বলিয়াছেন। অতএব তুমি বেদান্তকে নিরর্থক ও অপ্রামাণ্য বলিতে পার না।

পূ। আর কোনও শ্রুতি ব্রহ্মকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়াছেন ?

উ। "অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ ;" "যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ ;" "ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যেঃ, ন শ্রুতেঃ শ্রোতারং শৃণুয়াঃ, ন বিজ্ঞাতের্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ ;" "একো দেব সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ;" "বিজ্ঞাতারং অরে কেন বিজানীয়াৎ ;" "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ ;" "স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা ;" "নান্যতো'স্তি দ্রষ্টা নান্যতো'স্তি বিজ্ঞাতা ;" ইত্যাকার বহু শ্রুতি ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। অতএব তদ্ ব্রহ্ম সেই ব্রহ্মকে সমন্বয়াৎ সমস্ত বেদান্তের সমন্বয় দ্বারা জগৎকারণ ও সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া জানা যায়। সমস্ত বেদান্ত এক বাক্যে তাঁহাকে ঐরূপ বলিয়াছেন।

পূ। তুমি বলিলে মোক্ষলাভের জন্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবে, এই বিধি। মোক্ষ তবে এক জন্য (উৎপন্ন) পদার্থ ?

উ। মোক্ষ নিত্য পদার্থ। অবিদ্যাদ্বারা আবৃত থাকায় মোক্ষের প্রকাশ হয় না। ধ্যানাদির দ্বারা অবিদ্যা দূর হইলেই মোক্ষের প্রকাশ হয়।

পূ। অবিদ্যা কাকে বলে ?

উ। জীবকে ব্রহ্ম থেকে ভেদ জ্ঞান করা অবিদ্যা। দেহকে আত্মা মনে করা অবিদ্যা। "ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়যোঃ অসহতিরস্তি" —এই দেহযুক্ত আত্মা প্রিয় ও অপ্রিয়ের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান না। "অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ"—অশরীর সৎকে উহারা স্পর্শ করে না। মোক্ষ অশরীর ও স্বতঃসিদ্ধ, উহা অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের ফল নহে।

পূ। মোক্ষ যদি স্বতঃসিদ্ধ হইল, তবে বেদান্তশাস্ত্র উদ্দেশ্যহীন ও অকর্ম্মণ্য ?

উ। "বিধিনিষেধার্থশূন্য শ্রুতি কেবল অর্থবাদ," এই জৈমিনিকৃত নিয়ম তাঁহার ধর্ম্মমীমাংসাতেই সঙ্গত হয়। ব্রহ্মমীমাংসা এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন শাস্ত্র, ইহার সহিত ঐ নিয়মের সম্পর্ক নাই। দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ ও মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হইলেই মোক্ষ হয়। মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট করিবার এক মাত্র উপায় ব্রহ্মজ্ঞান।

পূ। জ্ঞানও ত এক প্রকার কার্য্য। জ্ঞানলাভ করিবে ইহাও বিধি। অতএব জৈমিনির নিয়ম বেদান্তেও খাটিবে।

উ। ব্রহ্মাত্মজ্ঞান (আমিই ব্রহ্ম এই জ্ঞান) সম্পৎ-জ্ঞান নয়। "অনন্তং বৈ মনঃ, অনন্তা বৈ বিশ্বে দেবাঃ, অনন্তং এব স তেন লোকং জয়তি," এইরূপে মনকে, বা বিশ্বদেবতাদের, ব্রহ্মজ্ঞানে পূজা করা, ইহাই সম্পৎ-জ্ঞান। সম্পৎ-জ্ঞানে ছোটকে বড়র সহিত তুলনা করিয়া বড়র মত জ্ঞান

করিতে হয়। অধ্যাস-জ্ঞানও ব্রহ্মজ্ঞান নয়। "মনো ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত ;" "আদিত্যো ব্রহ্ম ইত্যাদেশঃ" এইরূপ প্রতীক উপাসনাকে অধ্যাস-জ্ঞান বলে। ইহাতে সূর্য্যকে বা মনকেই ব্রহ্ম জ্ঞান করিতে হয়। ইহাতেও মোক্ষ হয় না। "বায়ুর্বাব সম্বর্গঃ," "প্রাণোবাব সম্বর্গঃ," এইরূপ সম্বর্গ-জ্ঞানও মোক্ষদায়ক নয়। প্রলয়কালে সবই ব্রহ্মে লীন হয়। আবার শ্রুতি বলিয়াছেন, "বায়ুতে লীন হয়", "প্রাণে লীন হয়।" এই সম্বর্গ জ্ঞানে বায়ু ও প্রাণকে, ব্রহ্ম হইতে অভেদ জ্ঞান করিয়া, পূজা করিতে হয়। ব্রহ্মাত্মজ্ঞান ইহা হইতেও ভিন্ন। সম্পৎজ্ঞান, অধ্যাসজ্ঞান ও সম্বর্গজ্ঞানকে ক্রিয়া বলা যায়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানকে ক্রিয়া বলা যায় না। "যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ ?"

"যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতং।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদং উপাসতে।"

এই সকল শ্রুতি হইতে জানা যায় ব্রহ্মজ্ঞান ক্রিয়াঙ্গ নহে।

পূ। ব্রহ্ম যদি মানসক্রিয়ার অবিষয় হন, তিনি শাস্ত্রযোনি কিরূপে হইবেন ?

উ। শাস্ত্রের কার্য্য কি ? শাস্ত্র কেবল অবিদ্যা-কল্পিত নানাত্ব জ্ঞান দূর করিয়া বলেন যে, ব্রহ্ম ইদং জ্ঞানের অবিষয়। "যস্য অমতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ"—যিনি তাঁকে মানস ক্রিয়ার অগোচর মনে করেন, তিনিই তাঁকে জানেন। "অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতং অবিজানতাং ;" "ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যেঃ, ন শ্রুতেঃ শ্রোতারং শৃণুয়াঃ, ন বিজ্ঞাতেবিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ।" তত্ত্বজ্ঞানের উদ্ভব হইলে অবিদ্যা দূর হইয়া সংসার-নিবৃত্তি হয়। সংসারনিবৃত্তি হইলে মোক্ষ হয়, এরূপ বলিলে মোক্ষ জন্য (উৎপন্ন) পদার্থ হয় না। মোক্ষ ব্রহ্মেরই স্বরূপ। ব্রহ্ম যেমন আকাশের ন্যায় সদাপ্রাপ্য, মোক্ষও সেইরূপ সদাপ্রাপ্য।

পূ। ব্রহ্ম যখন অবিদ্যাদ্বারা আবৃত থাকেন, সেই অবিদ্যাকে দূর করা ক্রিয়াঙ্গ হইল না ?

উ। আত্মা কোনরূপ ক্রিয়ার আশ্রয় নহে। যাহার অবয়ব নাই, তাহাতে ক্রিয়োৎপত্তি অসম্ভব। কাচের যেমন সংস্কার হয়, আত্মার সেরূপ সংস্কার হয় না। যদি জ্ঞানকে ক্রিয়াই বল, তাহা বিধিনিষেধের অধীন নহে। বস্তুতঃ মানসব্যাপার হইয়াও জ্ঞান ক্রিয়া নহে। জৈমিনির নিয়ম "যাহা অক্রিয়ার্থ তাহা নিবর্থক," কেবল উপাখ্যান ও ভূতার্থবাদ সম্বন্ধেই খাটে। বেদান্তশাস্ত্র স্বতন্ত্ররূপে ব্রহ্মবস্তু প্রতিপাদন করেন। এজন্য বেদান্ত বিধিনিষেধ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। বিধিনিষেধের সার্থকত্ব তত দিনই থাকে যাবৎ অহং ব্রহ্মাস্মি জ্ঞান না হয়। ভেদজ্ঞান লুপ্ত হইলে সমস্ত বিষয় লুপ্ত হইয়া যায়। তখন আর কি প্রকারে বিধিনিষেধাদির ব্যবহার হইবে ?

৫। ঈক্ষতের্নাশব্দং।

পূ। বেদান্তের ব্রহ্ম সৃষ্টির পূর্ব্বে সর্ব্বকারকশূন্য, অখণ্ড ও একরস ছিলেন। তিনি জগৎস্রষ্টা হইতে পারেন না। সাংখ্যের প্রধানই জগৎকারণ।

উ। শারীরক ভাষ্যে ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, প্রধান শব্দ বৈদিক নয়। বেদে প্রধানের উল্লেখ নাই।* ঐতরেয় উপনিষদ বলিয়াছেন,

---

* শ্বেত শ্বতর উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের দশম শ্লোকে, এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোকে প্রধান শব্দের উল্লেখ আছে। ঐ উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের ১০ম শ্লোকে প্রকৃতি শব্দের, এবং ৫ম অধ্যায়ের ২য় শ্লোকে কপিলের উল্লেখ আছে ; ২।১।১ সূত্রের শারীরক ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন এ কপিল সাংখ্যাচার্য্য কপিল নন্। ঐ উপনিষদের ৪র্থ অধ্যায়ের ৫ম শ্লোকের অজামেকাং লোহিত শুক্লকৃষ্ণাং শ্রুতিতে প্রকৃতি পুরুষের উল্লেখ আছে, কিন্তু ব্র সূ-১।৪।৮,৯

"আত্মা বা ইদং এক অগ্রে আসীৎ ন কিঞ্চনমিষৎ স ঈক্ষত লোকান্ অসৃজা ইতি।" আত্মা ঈক্ষণ পূর্ব্বক অর্থাৎ দেখিয়া ও আলোচনা করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। সাংখ্যের প্রধান জড। তাহার ঈক্ষণ-শক্তি নাই। সুতরাং প্রধান জগৎস্রষ্টা হইতে পারে না। তুমি বলিলে কারক-শূন্য (সহায় হীন) ব্রহ্ম জগৎকারণ হইতে পারেন না। কিন্তু শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি বলিয়াছেন,—"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।" অতএব ব্রহ্মেব অসাধ্য কিছুই নাই। (১।২।১৯, ১।৩।১৩ ও ১।৪।১ সূত্র দেখ)। অশব্দং = যেহেতু বেদে প্রধানের উল্লেখ নাই। ন = প্রধান জগৎকাবণ নয়। ঈক্ষতেঃ = তিনি ঈক্ষণ পূর্ব্বক সৃষ্টি করায়।

৬। গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ।

পূ। "তৎ তেজ ঐক্ষত," "তা আপ ঐক্ষন্ত," প্রভৃতি শ্রুতিতে গৌণ অর্থাৎ ঔপচারিক অর্থে অচেতন তেজ ও জলের ঈক্ষণ শক্তি উক্ত হইয়াছে; তবে কেন ঐতবেব শ্রুত্যুক্ত ঈক্ষণ শব্দ প্রধানে প্রযুক্ত হইবে না?

উ। চেৎ (যদি) গৌণ (গৌণ অর্থে ঈক্ষণ শব্দ উক্ত হইয়াছে বল) ন (তাহা হইতে পারে না) আত্মশব্দাৎ (আত্মা ঈক্ষত এইরূপ শব্দ আছে বলিয়া)। অচেতন পদার্থে (প্রধানে) আত্ম শব্দের প্রয়োগ হয না।

সূত্রে বলা হইয়াছে উহার অর্থ প্রকৃতি নয়, তেজঃ। ঐ উপনিষদেরই ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১৩ শ্লোকে সাংখ্যদর্শনের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। যদি কেহ বলেন শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ আধুনিক এবং অপ্রামাণ্য, তাহার উত্তর এই যে শারীরক ভাষ্যে বহুস্থানে শ্বেতাশ্বতরের উক্তি সকল প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এই ৫ সূত্রেই ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান ইহা শ্বেতাশ্বতর হইতে সপ্রমাণ করা হইয়াছে। কঠোপনিষদ অতি প্রাচীন ও প্রামাণ্য শ্রুতি, তাহাতেও অব্যক্তের উল্লেখ আছে। ১।৪।১ ব্র-সূ তাহার অন্য অর্থ দিতে চাহিয়াছেন। বোধ হয় এ সূত্রগুলি প্রক্ষিপ্ত।

"স এষঃ অণিমা এতৎ আত্ম্যং ইদং সর্ব্বং তৎ সত্যং তৎ ত্বমসি শ্বেতকেতো" এই ছান্দোগ্য শ্রুতি পরমাত্ম প্রকরণে কথিত। এই সূক্ষ্ম সৎই আত্মা, তুমিই সেই আত্মা শ্বেতকেতু, এই শ্রুতির গৌণ অর্থ সম্ভব হয় না। অপ্‌ ও তেজঃ জড় পদার্থ হওয়ায়, তাহাদের গৌণ অর্থ হইতে পারে।

৭। তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ।

পূ। প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধে বলেন অমুক আমার আত্মা, সেইরূপ পুরুষ প্রধান সম্বন্ধে বলিতে পারেন প্রধান পুরুষের আত্মা। অপি চ, আত্ম শব্দ চেতন অচেতন উভয়েরই সাধারণ, যথা, ভূতাত্মা, ইন্দ্রিয়াত্মা ইত্যাদি। অতএব আত্ম শব্দ থাকিলেও ঈক্ষণ গৌণ অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। যেমন জ্যোতিঃ = ক্রতু ও জ্বলন, তেমনই আত্মা = চেতন ও অচেতন।

উ। তাহা হয় না। তন্নিষ্ঠস্য (আত্মনিষ্ঠস্য) মোক্ষোপদেশাৎ (মোক্ষ হইবার উপদেশ থাকায়)। ঐ প্রসঙ্গেই ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন, "আচার্য্যবান্‌ পুরুষো বেদ তস্য তাবদেব চিরং যাবন্‌ ন বিমোক্ষ্যে'থ সম্পৎস্যে"—দেহপাত হইলেই সেই আচার্য্যবান পুরুষ (অর্থাৎ যিনি গুরুর উপদেশে এই আত্মতত্ত্ব জানিয়াছেন) মোক্ষপ্রাপ্ত হন। আত্মা যদি জড় প্রকৃতি হইতেন তাহাকে জানিয়া কেহ মোক্ষ লাভ করিতে পারিত না। (৪।১।২ সূত্রে শ্বেতকেতু সংবাদ কথিত হইয়াছে)।

৮। হেয়ত্বাবচনাচ্চ।

উ। চ = আরও অধিক প্রমাণ দেওয়া হইতেছে। হেয়ত্বস্য অবচনাৎ। যদি আত্ম শব্দে প্রধান বুঝিবার আশঙ্কা থাকিত, সে কথা শ্বেতকেতুকে বলিয়া ঐ প্রধান অর্থকে হেয় করিতে (ত্যাগ করিতে) বলা হইত। সেরূপ

ত্যাগ করিবার অবচনাৎ—কথা বলা না হওয়ায়—আত্ম শব্দের মুখ্য অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে।*

৯। স্বাপ্যয়াৎ।

পূ। "তৎত্বমসি" শ্রুতির তৎশব্দের অর্থ প্রধান নয়, এর অন্য প্রমাণ আছে ?

উ। ঐ শ্রুতিই অষ্টমখণ্ডের আদিতে বলিয়াছেন :—"যত্রৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম সতা...সম্পন্নো ভবতি স্বং অপীতো ভবতি তস্মাদেনং স্বপিতি ইত্যাচক্ষতে।" স্বং স্বরূপে অপীতঃ লুপ্তঃ ভবতি এই জন্য সুষুপ্ত পুরুষের স্বপিতি নাম হয়। স্বরূপে = আত্মার চৈতন্যরূপে। জাগ্রৎ ও স্বপ্নদর্শন কালে মনের বৈচিত্র্য হয়। সুষুপ্তিকালে সে বৈচিত্র্য না থাকায় মন একরূপ হইয়া আত্মার চৈতন্যস্বরূপে লীন হয়। এই আত্মাই তৎ শব্দবাচ্য। স্বাপ্যয়াৎ—এই স্বপিতি শব্দই তাহার প্রমাণ।

পূ। সুষুপ্তিকালে জীব অচেতন হয়; আত্মায় লীন হয় না।

উ। জীবাত্মাও চৈতন্যস্বরূপ; চেতন কখনও অচেতন হইতে পারে না। চেতন অচেতনের বিরোধী।

পূ। জীব আত্মায় লীন হয়, এ কথার অন্য প্রমাণ আছে ?

---

* এই হেয়ত্ব বচন—শাখা চন্দ্র ন্যায়ে কথিত হইয়াছে; এক শিশুকে চাঁদ দেখান হইতেছে। শিশু দেখিতে পাইতেছে না। তাহাকে বৃক্ষশাখা দেখান হইল। পরে বলা হইল ও বৃক্ষশাখা, চন্দ্র নয়। উহার ভিতর দিয়া যে জ্যোতির্ময় পদার্থ দেখা যাইতেছে তাহাই চন্দ্র। বিবাহের সময় বধূকে অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখান হয়। বধূ প্রথমে বুঝিতে পারে না কোন্‌টি অরুন্ধতী। তাহাকে সপ্তর্ষিমণ্ডলের একটি উজ্জ্বল তারা দেখাইয়া বলা হয় ঐ অরুন্ধতী। বধূর দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইলে বলা হয় ওটা অরুন্ধতী নয়, ওর নীচেই যে ছোট তারা দেখা যাচ্ছে সেইটেই অরুন্ধতী। ইহাকে অরুন্ধতী দর্শন ন্যায় বলে।

উ। ৬।৩।২১ বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলিয়াছেন, সুষুপ্তিকালে জীব "প্রাজ্ঞেন আত্মনা সম্পরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরং।" এই প্রাজ্ঞ আত্মাই সুষুপ্তস্থানের আত্মা। ইহা প্রধান নয়। (মাণ্ডুক্য—৫)

১০। গতিসামান্যাৎ।

পূ। তুমি সৎকে জগৎকারণ কেন বলিবে ? প্রধানকে জগৎকারণ কেন বলিবে না ?

উ। গতিসামান্যাৎ। গতি = অবগতি। সমস্ত বেদান্তই সমানরূপে সৎকে জগৎকারণ বলিয়া অবগত করাইয়াছেন, এই জন্য প্রধানকে জগৎ-কারণ বলিতে পারি না। ৪।১।২০ বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলিয়াছেন,— "স যথা ঊর্ণনাভিঃ তন্তুনা উচ্চরেৎ, যথা অগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেব অস্মাৎ আত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।" তৈত্তিরীয় উপনিষদ ব্রহ্মানন্দ বল্লীতে বলিয়াছেন, "এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ।" অন্যান্য শ্রুতি বলিয়াছেন, "আত্মনঃ এবেদং সর্ব্বং', "আত্মনঃ এষ প্রাণঃ অজায়ত।" ইত্যাদি।

১১। শ্রুতত্বাচ্চ।

পূ। আত্মা জগৎকারণ হইতে পারে। কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম জগৎকারণ, ইহা কিরূপে সিদ্ধ হয় ?

উ। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ (৬।১৬) বলেন,—"স বিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিদ্ আত্মযোনির্জ্ঞঃকালকারো গুণী সর্ব্ববিদ্ যঃ। প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ"। অতএব যিনি বিশ্ববিৎ তিনিই বিশ্বকৃৎ। শ্রুতত্বাৎ শ্রুতিতে এইরূপ কথা থাকায় সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর জগৎকারণ ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে।

পূ। ঐ শ্রুতি আত্মাকে গুণী বলিয়াছেন, আবার নেতি নেতি শ্রুতিতে তাঁহাকে নির্গুণও বলা হইয়াছে। এই দুই-এর মধ্যে কোন্ কথা সত্য ? ব্রহ্ম সগুণ না নির্গুণ ?

উ। ব্রহ্ম দ্বিরূপ—নামরূপবিকারভেদোপাধিবিশিষ্ট এবং সর্ব্বোপাধি বর্জ্জিত। "যত্র হি দ্বৈতং ইব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি, যত্র তু অস্য সর্ব্বং আত্মৈব অভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ।" "যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি, নান্যৎ বিজানাতি স ভূমা।" "অথ যত্র অন্যৎ পশ্যতি অন্যদ্ বিজানাতি তদল্পং, যো বৈ ভূমা তদমৃতং অথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং।" "সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিন্ত্য ধীরো নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে।" "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং। অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলং॥" "নেতি নেতি।" "অস্থূলং অনণু অহ্রস্বং অদীর্ঘং ইতি।" "ন্যূনং অন্যৎ স্থানং, সম্পূর্ণং অন্যৎ।" এই সকল ও অন্যান্য বহুশ্রুতি বিদ্যা ও অবিদ্যা বিষয় ভেদে ব্রহ্মের দ্বিরূপতা দেখাইতেছে। অবিদ্যা অবস্থাতেই ব্রহ্মের উপাস্য উপাসক লক্ষণ ব্যবহৃত হয়। কোন কোন উপাসনা অভ্যুদয়ের জন্য, কোন কোন উপাসনা ক্রমমুক্তির অভিপ্রায়ে এবং কোন কোন উপাসনা কর্ম্মসমৃদ্ধির জন্য। এই সকল প্রভেদ গুণবিশেষের উপাধিভেদে উৎপত্তি হয়। পরমাত্মা ও ঈশ্বর এক হইলেও বিশেষ বিশেষ গুণ দ্বারা বিশিষ্ট হইয়া ঈশ্বর উপাস্য হন। ঐ গুণবিশেষ অনুসারে উপাসনার ফলের তারতম্য হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন, "তং যথা যথা উপাসতে তদেব ভবতি।" "যথাক্রতুঃ অস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি তথা ইতঃ প্রেত্য ভবতি।" স্মৃতিও বলেন, "যং যং বা'পি স্মরণ্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং। তং তং এবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ ভাবভাবিতঃ॥" যদিও একই আত্মা স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বভূতে গূঢ় আছেন তথাপি নানা চিত্তের দ্বারা উপাধিগ্রস্ত হওয়ায়, সেই সেই চিত্তের উত্তমাধম গুণভেদে কূটস্থ নিত্য আত্মার ঐশ্বর্য্যশক্তির তারতম্য

হয়। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন "তস্য য আত্মানং আবিস্তরাং বেদ"—যে আত্মাকে অধিকতর আবিষ্কৃত অর্থাৎ প্রকাশিতরূপে জানে সে অধিক ফল পায়। স্মৃতিও বলিয়াছেন, "যদ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদ্ উর্জ্জিতমেব বা। তত্তৎ এবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজো'ংশ সম্ভবঃ॥" এই জন্যই সূর্য্যমণ্ডলস্থ হিরণ্ময় পুরুষকে পরমেশ্বর বলা হইবে। আকাশকেও ঈশ্বর বলা হইবে। (৩।২।১১ সূত্র দেখ।)

১২। আনন্দময়ো'ভ্যাসাৎ।

পূ। তৈত্তিরীয় উপনিষদ বলিয়াছেন, "অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা আনন্দময়ঃ তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব…তস্য প্রিয়মেব শিরঃ। মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ। প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ। আনন্দ আত্মা। ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।" শরীর সম্বন্ধ থাকায় এই আনন্দপুরুষ জীব, ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

উ। এই আনন্দময় জীব নন পরমাত্মা। অভ্যাসাৎ বারংবার পরমাত্মাতেই আনন্দময় শব্দের উল্লেখ থাকায় ইহাই সপ্রমাণ হয়। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥" "তস্য এষ এব শরীর আত্মা যঃ পূর্ব্বস্য তস্মাদ্ বা এতস্মাৎ মনোময়াদ্ অন্যো'ন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণ…তস্মাদ্ বা এতস্মাৎ বিজ্ঞানময়াৎ অন্যঃ অন্তর আত্মা আনন্দময়ঃ।' অর্থাৎ অন্নময়ের অভ্যন্তরে প্রাণময়, প্রাণময়ের অভ্যন্তরে মনোময়, মনোময়ের অভ্যন্তরে বিজ্ঞানময়, বিজ্ঞানময়ের অভ্যন্তরে আনন্দময় আত্মা। এইরূপে আনন্দময়ের প্রস্তাব করিয়া শ্রুতি বলিতেছেন,—"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধা'নন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশঃ আনন্দো ন স্যাৎ, এষ হ্যেবানন্দয়াতি।" সর্ব্ব শেষে ঐ শ্রুতি বলিতেছেন,—"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।" তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভৃগুবল্লীর ৬ষ্ঠ অনুবাকে

আছে,—"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।" শ্রুত্যন্তরে আছে, "বিজ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্মেতি।" অতএব এই আনন্দময় জীব হইতে পারে না। আনন্দময় যে ব্রহ্ম তাহা সুনিশ্চিত। (৩।৩।১২ দেখ)

পূ। আনন্দময় আত্মাই যদি ব্রহ্ম হন, তবে শ্রুতি অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়ের নাম কেন করিলেন ?

উ। সেই অরুন্ধতী দর্শন ন্যায়ে। স্থূল হইতে শ্রুতি ক্রমে সূক্ষ্ম গিয়াছেন। ৮ সূত্রের টীকা দেখ।

পূ। আত্মা অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়, ইহার অর্থ কি ?

উ। যেমন চিনি গলাইয়া ছাঁচে ঢালিলে চিনি ছাঁচের আকার প্রাপ্ত হয়, তেমনই আত্মা অন্নের ছাঁচে অন্নময়, প্রাণের ছাঁচে প্রাণময়, মনের ছাঁচে মনোময়, বিজ্ঞানের ছাঁচে বিজ্ঞানময়, শেষে আনন্দের (ব্রহ্মের) ছাঁচে আনন্দময় (ব্রহ্মময়) হন। যার যেমন বিশ্বাস তার আত্মা সেইরূপ। নাস্তিকদের আত্মা অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় বা বিজ্ঞানময়। বেদান্তীর আত্মা আনন্দময়। এই আত্মা সর্ব্বান্তর, সর্ব্বশেষে ও অন্য সকলের মধ্যে আছে, তাই ইহাই মুখ্য আত্মা। অন্য সকল আত্মা গৌণ অর্থাৎ বাস্তব আত্মা নহে। এই মুখ্য আত্মায় শরীরাদি উপাধি কল্পিত হয় নাই। উহা কেবল অন্নময়াদি উপাধির জন্য কল্পিত হইয়াছে। বস্তুতঃ কুত্রাপি তাঁহার শরীর নাই। (৩।৩।১২ সূত্র দেখ।)

১৩। বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ।

পূ। ময়ট্ প্রত্যয় বিকারার্থে ব্যবহৃত হয়। অতএব আনন্দময়= আনন্দের বিকার ; কোন সবিকার পদার্থ পরমাত্মা নহে।

উ। "তৎপ্রকৃতবচনে ময়ট্"—এই পাণিনিসূত্র অনুসারে এখানে তৎপ্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হইয়াছে, বিকারার্থে নয়। অতএব আনন্দময়= আনন্দঘন=ব্রহ্ম।

১৪। তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ।

পূ। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এই চারিস্থানে যখন বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হইয়াছে, আনন্দময়েই প্রাচুর্য্য অর্থ কেন হইবে?

উ। "এষ হ্যেব আনন্দয়াতি"—যিনি অন্যকে আনন্দ দেন তিনি প্রচুরানন্দ ইহাই সিদ্ধ হয়। এতএব তদ্ধেতু (তস্য আনন্দস্য হেতুঃ তস্য) ব্যপদেশাৎ নির্দ্দেশাৎ আনন্দময় ইত্যত্র প্রাচুর্য্যার্থে এব ময়ট্ নতু বিকারার্থে। চ=অধিকতর প্রমাণ।

১৫। মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে।

উ। মন্ত্র=বেদের মন্ত্র অংশ=ছন্দাত্মক অংশ। বেদের দ্বিতীয় অংশ ব্রাহ্মণ, ইহা মন্ত্রাংশের ব্যাখ্যা ও বিস্তার। "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সো'শ্নুতে পরমান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা॥" এই মন্ত্রে বর্ণিত ব্রহ্মই উক্ত আনন্দময় বাক্যে গীত (কথিত) হইয়াছেন। সুতরাং এই আনন্দময়, আনন্দের বিকার নয়, আনন্দ-প্রচুর ই।

১৬। নেতরো'নুপপত্তেঃ।

পূ। জীবও আনন্দময় হইতে পারে।

উ। ঈশ্বর হইতে ইতর (ভিন্ন) জীবকে আনন্দময় বলিলে অনুপ-

পত্তি হয়। ঐ তৈত্তিরীয় শ্রুতিই পরে আনন্দময়কে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়াছেন,—"সো'কাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি স তপো'তপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বং অসৃজত যদিদং কিঞ্চ।" সৃষ্টিকার্য্য জীবে সম্ভবে না।

১৭। ভেদব্যপদেশাচ্চ।

উ। চ=আরও প্রমাণ দিতেছি। ঐ তৈত্তিরীয় শ্রুতিই পরে বলিতেছেন,—"রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধা'নন্দী ভবতি," ব্রহ্ম রসস্বরূপ; জীব সেই রস লাভ করিয়া আনন্দী হয়। এই শ্রুতি ব্রহ্মও জীবের ভেদব্যপদেশ (ভিন্ন হইবার উপদেশ) করিয়াছেন। লব্ধা (যে লাভ করে) ও লব্ধব্য (যাকে লাভ করা যায়) কখন এক হইতে পারে না।

১৮। কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা।

উ। "সো'কাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি"—এই শ্রুত্যুক্ত কামনা (সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা) অচেতন প্রধানের পক্ষে অসম্ভব। একে ত বেদে প্রধানের উল্লেখ নাই। সাংখ্যদর্শন তাঁহাকে অনুমান করিয়াছেন মাত্র। সেই অনুমানগম্য প্রধানের আবার শ্রুতির সহিত বিরোধ হইতেছে। অতএব এই অনুমানের (অনুমানগম্য প্রধানের) অপেক্ষা থাকে না।

১৯। অস্মিন্নস্য চ তদ্ যোগং শাস্তি।

উ। অস্মিন্ আনন্দময়ে আত্মনি প্রতিবুদ্ধস্য অস্য জীবস্য তদ্ যোগং (আত্মনা যোগং—মোক্ষং) শাস্তি (উপদিশতি—শ্রুতিঃ) শ্রুতি বলিয়াছেন এই আনন্দময়কে জানিলে জীবের আনন্দময়ত্ব প্রাপ্তি অর্থাৎ

মোক্ষ হয়। আনন্দময়কে ব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিলেই এই শ্রুতিব সার্থকতা হয়, জীব বা প্রধান অর্থে গ্রহণ করিলে সার্থকতা হয় না।

পূ। কোন্ শ্রুতি বলিয়াছেন আনন্দময়কে জানিলে মোক্ষ হয়?

উ। "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সো'শ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা"—এই ব্রহ্মকেই পরে আনন্দময় বলা হইয়াছে। "রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা'নন্দী ভবতি," "স অভয়ং গতো ভবতি," "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন," ইত্যাদি। এই অভীতিই মোক্ষ।

২০। অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ।

পূ। "অথ য এষঃ অন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুঃ হিরণ্যকেশঃ আপ্রনখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ। তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকং এবং অক্ষিণী।* তস্য উৎ ইতি নাম, স এষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ উদিতঃ, উদেতি হ বৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ য এবং বেদ † ইতি অধিদৈবতং অথ অধ্যাত্মং অপি অথ য এষঃ অন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে..." এই ছান্দোগ্য (৩।৬) শ্রুতি কথিত হিরণ্ময় পুরুষ নিশ্চয় কোন স্বর্গগত জীব, কারণ ইনি সাকার। ব্রহ্মের আকার নাই। তিনি অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্।

উ। "উদেতি হ বৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যো য এবং বেদ"—যে তাঁহাকে জানে সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়—তৎ ধর্ম্মোপদেশাৎ (এই ধর্ম্মোপদেশ থাকায়)—অন্তঃ (য এষঃ অন্তঃ আদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ) স পরমাত্মা

* যাহার চক্ষু বানরের পাছার মত রক্তবর্ণ পুণ্ডরীকের ন্যায় লাল।

† তিনি সমুদায় পাপ হইতে উৎ—ইত (উদিত)—মুক্ত বলিয়া তাঁহার নাম উৎ। যে ইহা জানে সেও সর্ব্ব পাপ হইতে উৎ-ইত হয়।

এব নাপরঃ। জীবকে জানিলে কেহ পাপমুক্ত হয় না। ঈশ্বর নিরঙ্কুশ তিনি ইচ্ছা করিলে রূপ ধারণ করিতে পারেন। অপি চ যিনি আত্মা তিনিই সর্ব্বপাপবিমুক্ত। সেই অক্ষিপুরুষই "সৈবর্ক্ (স এব ঋক্) তৎ সাম তদুক্‌থং তদ্ যজুঃ তদ্ ব্রহ্ম," তৎপরে বলা হইয়াছে "তস্যর্ক্‌সাম চ গেষ্ণৌ"—ঋক্ ও সাম তাঁহার দুই গেষ্ণ (গাঁইট)। অতএব পরমাত্মাই আদিত্যে ও অক্ষিপুরুষের অন্তরে উপাসিতব্য, কোনও স্বর্গগত জীব নয়।

২১। ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ।

উ। বৃহদারণ্যকের অন্তর্যামী ব্রাহ্মণে আদিত্যশরীরাভিমানী জীবাত্মা হইতে পরমাত্মার ভেদ ব্যপদিষ্ট (কথিত) হওয়ায়ও এই হিরণ্ময় পুরুষ আদিত্যাভিমানী জীব নহে, তিনি পরমাত্মা। "য আদিত্যে তিষ্ঠন্ আদিত্যাৎ অন্তরঃ যং আদিত্যো ন বেদ যস্য আদিত্যঃ শরীরং য আদিত্যং অন্তরো যময়তি এষ ত আত্মা অন্তর্যাম্যমৃতঃ।"

২২। আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ।

পূ। ছান্দোগ্য উপনিষদে শিলকশালাবত্য, প্রবাহণ জৈবলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অস্য লোকস্য কা গতিঃ।" প্রবাহণ উত্তর দিলেন—আকাশ। "সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি আকাশাৎ এব সমুৎপদ্যন্তে আকাশং প্রতি অস্তং যন্তি আকাশো হি এভ্যো জ্যায়ান্ আকাশঃ পরায়ণং।" এই শ্রুতি কথিত আকাশ নিশ্চয় ভূতাকাশ। কারণ আকাশ শব্দের মুখ্যার্থ ভূতাকাশ। মুখ্যার্থের সম্ভাবনা থাকিলে গৌণার্থ গ্রহণ হয় না। এই ভূতাকাশ হইতেই সর্ব্বাণি ভূতানি সমুৎপদ্যন্তে। শ্রুতি বলিয়াছেন—"আকাশাৎ বায়ুঃ বায়োঃ অগ্নিঃ," ইত্যাদি। আবার শ্রুতি

আকাশকে বলিয়াছেন "এভ্যোজ্যায়ান্ আকাশঃ পরায়ণং" অর্থাৎ আকাশ অন্যান্য ভূত হইতে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ এবং অন্য ভূতের গতি। অতএব আকাশ = ভৌতিক আকাশ।

উ। ঐ শ্রুতিতে ব্রহ্মের লিঙ্গ (ব্রহ্মার্থ প্রকাশক শব্দ) থাকায়, আকাশ = ব্রহ্ম। এ আকাশ ভৌতিক আকাশ নয়। "আকাশাৎ বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ" ইহা কেবল সৃষ্টির ক্রম। অপি চ ভূতাকাশ হইতে 'সর্ব্বাণি ভূতানি' সমুৎপন্ন হয় না। ব্রহ্ম হইতেই হয়। আকাশও ত ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন। "আকাশং প্রতি অস্তং যন্তি"—প্রলয়কালে সর্ব্বাণি ভূতানি আকাশেই লয় প্রাপ্ত হয়, ইহাও ব্রহ্মলিঙ্গ। প্রলয়কালে ভূতাকাশও ব্রহ্মে লীন হয়। "আকাশো হি এভ্যো জ্যায়ান্ আকাশঃ পরায়ণং"—আকাশ ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং এ সকলের আশ্রয়, ইহাও ব্রহ্মলিঙ্গ, পরমাত্ম-সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে। "জ্যায়ান্ পৃথিব্যাঃ, জ্যায়ান্ অন্তরিক্ষাৎ, জ্যায়ান্ দিবঃ, জ্যায়ান্ এভ্যঃ লোকেভ্যঃ।" পরায়ণ শব্দও পরমাত্মাতেই উপপন্ন হয়। কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন, "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম রাতেঃ (ধনের) পরায়ণং (পরম আশ্রয়)।" ঐ শ্রুতির প্রকরণ বিবেচনা করিয়া দেখ। শিলক, চৈকিতায়ন ও প্রবাহণ, তিন জন উদ্গীথ-শাস্ত্রজ্ঞ, পরস্পর প্রশ্নোত্তর করিতেছেন।

শিলক। সামের গতি কি ?

চৈকিতায়ন। স্বর।

শিলক। স্বরের গতি কি ?

চৈকিতায়ন। প্রাণ।

শিলক। প্রাণের গতি কি ?

চৈকিতায়ন। অন্ন।

শিলক। অন্নের গতি কি ?

চৈকিতায়ন। জল।

শিলক। জলের গতি কি ?

চৈকিতায়ন। লোক।

শিলক। লোকের গতি কি ?

চৈকিতায়ন। "ন স্বর্গং লোকং অতিনয়েৎ...স্বর্গং বয়ং লোকং সামাভিসংস্থাপয়ামঃ স্বর্গসংস্তাবং হি সাম।" স্বর্গের উপরে যাব না, কারণ স্বর্গেই সাম (উদ্গীথ) প্রতিষ্ঠিত, সাম (উদ্গীথ) স্বর্গতুল্য প্রশংসিত।

শিলক। অপ্রতিষ্ঠিতং তে সাম। (সামের ঠিক প্রতিষ্ঠা হইল না)।

চৈকিতায়ন। আপনিই বলুন ঐ লোকের গতি কি ?

শিলক। ঐ লোকের গতি এই লোক (পৃথিবী)।

চৈকিতায়ন। এই লোকের গতি কি ?"

শিলক। এই লোকের অধিক আমরা যাইব না, কারণ ইহাতেই মের প্রতিষ্ঠা।

এইবার প্রবাহণ বলিলেন, "তোমার সাম অন্তবৎ—অনিত্য। এই লোকের গতি আকাশ" ইত্যাদি। অতএব এই প্রকরণের উদ্দেশ্য নিত্যবস্তুর অনুসন্ধান। ভৌতিক আকাশ নিত্যবস্তু নহে। বহু শ্রুতিতে আকাশ শব্দের ব্রহ্মার্থে প্রয়োগ দেখা যায়। "ঋচো'ক্ষরে পরমে ব্যোমন্, যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ," "সৈষাভার্গবী বারুণী বিদ্যা পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা," "ওঁ কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম" ইত্যাদি। ব্রহ্মই নিত্য-বস্তু। তিনিই সকল উপনিষদের মন্তব্য ও গন্তব্য। (১।৩।৪১ সূত্র দেখ)।

২৩। অতএব প্রাণঃ।

পূ। ছান্দোগ্যে (৩।১) আখ্যায়িকায় আছে, উষস্তি চাক্রায়ণ—এক যজ্ঞের প্রস্তোতাকে বলিলেন, "হে প্রস্তোতঃ যা দেবতা প্রস্তাবং অন্বায়ত্তা

তাঞ্চ এতদ্বিদ্বান্ প্রস্তোষ্যসি মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতি।" প্রস্তোতা জিজ্ঞাসা করিলেন— "কতমা সা দেবতা ?" উষস্তি বলিলেন—"প্রাণ, সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণে এব অভিসংবিশন্তি (লয়প্রাপ্ত হয়) প্রাণং অভ্যুজ্জিহতে (প্রাণ হইতে জন্মে) সৈষা দেবতা প্রস্তাবং (সামগানং) অন্বায়ত্তা" (ধ্যানের জন্য নির্দ্দিষ্ট)। উদ্গাতৃ জিজ্ঞাসা করিলেন, "উদ্গীথের দেবতা কে ?" উষস্তি বলিলেন, "আদিত্য।" অনন্তর প্রতিহর্ত্তৃ জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রতিহারের দেবতা কে ?" উষস্তি বলিলেন, "অন্ন।" এখন সংশয় হইতেছে এই প্রাণ কি ব্রহ্ম, অথবা প্রাণবায়ু ? আমার মতে এ প্রাণ= প্রাণবায়ু। কারণ ইহাই প্রাণের প্রসিদ্ধ অর্থ।

উ। অতঃ (তল্লিঙ্গাৎ) এব প্রাণঃ। প্রাণের সহিত ব্রহ্মলিঙ্গ শব্দ থাকায় প্রাণ=ব্রহ্ম।

পূ। সে ব্রহ্মলিঙ্গ কি ?

উ। সর্ব্বভূত প্রাণে লীন হয় এবং প্রাণ হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাই ব্রহ্মলিঙ্গ। প্রাণবায়ুতে সর্ব্বভূত লয় প্রাপ্ত হয় না। প্রাণবায়ু হইতে উৎপন্নও হয় না।

পূ। হয় বই কি! শ্রুতি বলিয়াছেন, "যদা বৈ পুরুষঃ স্বপিতি প্রাণং তর্হি বাক্ অপ্যেতি, প্রাণং চক্ষুঃ প্রাণং মনঃ প্রাণং শ্রোত্রং। স যদা প্রবুধ্যতি প্রাণাৎ এব অধি পুনর্জ্জায়ন্তে।"

উ। সুষুপ্তি ও জাগরণ কালে কেবল ঐ সকল ইন্দ্রিয় লয়প্রাপ্ত হয় এবং পুনর্জ্জাত হয়; সর্ব্বভূত লয় প্রাপ্তও হয় না, পুনর্জ্জাতও হয় না।

পূ। চাক্রায়ণ বলিয়াছেন, উদ্গীথের দেবতা আদিত্য এবং প্রতিহারের দেবতা অন্ন। আদিত্য ও অন্ন যখন ব্রহ্ম নয়, তখন প্রাণ কেন ব্রহ্ম হইবে ?

উ। আদিত্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে "সর্ব্বাণি...ভূতানি আদিত্যং

উচ্চৈঃ সন্তং গায়ন্তি।" অন্ন সম্বন্ধে বলা হইয়াছে "সর্ব্বাণি…ভূতানি অন্নমেব প্রতিহরমাণানি জীবন্তি।" প্রাণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "সর্ব্বাণি …ভূতানি প্রাণং এব অভিসংবিশন্তি প্রাণং অভ্যুজ্জিহতে।" অতএব আদিত্য ও অন্নে ব্রহ্মলিঙ্গ নাই, প্রাণে ব্রহ্মলিঙ্গ আছে।

২৪। জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ।

পূ। "যৎ অতঃপরঃ দিবঃ জ্যোতিঃ দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষু অনুত্তমেষু উত্তমেষু লোকেষু ইদং বাব তদ্ যদ্ ইদং অস্মিন্ অন্তঃ পুরুষে জ্যোতিঃ তস্যৈষা দৃষ্টিঃ। যত্র এতৎ অস্মিন্ শরীরে সংস্পর্শেন উষ্ণিমান্ বিজানাতি তস্যৈষা শ্রুতিঃ, যত্র এতৎ কর্ণৌ অপি গৃহ্য নিনদং ইব নদথুঃ ইব অগ্নেরিব জ্বলত উপশৃণোতি তদেতৎ দৃষ্টঞ্চ শ্রুতঞ্চ ইতি উপাসীত চক্ষুষ্যঃ শ্রুতো ভবতি য এবং বেদ।" এই ছান্দোগ্য (৩।১৩) শ্রুতিতে কোনও ব্রহ্মলিঙ্গ নাই, অতএব ঐ জ্যোতিঃ = সূর্য্য অথবা ভৌতিক তেজঃ। অরূপ ব্রহ্মে জ্যোতি সম্ভবে না। ভাস্বর রূপেরই নাম জ্যোতি। দিবঃ জ্যোতিঃ দীপ্যতে—স্বর্গের উপর দীপ্যমান—এ কথা সূর্য্যেই খাটে, অসীম ব্রহ্মে খাটে না। উত্তমাধম লোকে দীপ্যমান, এ উক্তিতে আধারের উপদেশ থাকায় ভৌতিক জ্যোতিই অনুমিত হয়। আবার বলা হইয়াছে ইহা সকলের প্রত্যক্ষ, ইহার উত্তাপ শরীরে অনুভূত হয়, কর্ণছিদ্র রোধ করিলে অগ্নির গর্জনের ন্যায় শ্রুত হয়। এই জ্যোতির উপাসনার ফলও অতি তুচ্ছ, মাত্র যশঃ ও সৌন্দর্য্য ; অতএব এই তেজ জঠরাগ্নিকেই বলা হইয়াছে।

উ। এই জ্যোতিঃ সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে "তাবান্ অস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ পাদো'স্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" ; [illegible] পা হয় না। অন্য অন্য শ্রুতিতেও ব্রহ্মের জ্যোতির উল্লেখ

আছে :—"তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ;" "তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ আয়ুর্হোপাসতে'মৃতং।" ইত্যাদি।

পূ। ব্রহ্মকে জ্যোতি বলিলে তাঁহার ন্যূনমর্য্যাদা হয়।

উ। সর্ব্বগত ব্রহ্মের উপাসনার্থ প্রদেশবিশেষ পরিগ্রহ (তাঁহার অঙ্গবিশেষ গ্রহণ) করিলে দোষ হয় না। অন্য শ্রুতিতেও আদিত্যে, চক্ষুতে ও হৃদয়ে ব্রহ্মের উপাসনা আম্নাত (কথিত) হইয়াছে। নাম যেমন ব্রহ্মের প্রতীক (মূর্ত্তির মত এক অবলম্বন) জঠরাগ্নিও তেমনই প্রতীক। ঐ জ্যোতি দৃষ্ট ও শ্রুত হয়—ইহা ঐ প্রতীকেরই সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে। ফলের তুচ্ছতার কথা বলিয়াছ। নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনারই ফল মোক্ষ। প্রতীক উপাসনার ফল তুচ্ছই হয়। যদিও এ শ্রুতিতে ব্রহ্মলিঙ্গ নাই, ইহার পূর্ব্ববাক্যে "তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ···যদ্বৈতদ্ ব্রহ্ম,"—পরবাক্যে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্" এই ব্রহ্মলিঙ্গ আছে। (১।৩।৪০ সূত্র দেখ।)

২৫। ছন্দোভিধানান্নেতি চেন্ন তথাচেতো'র্পণনিগদাৎ তথাহি দর্শনম্।

পূ। ছান্দোগ্যের তৃতীয় প্রপাঠকের প্রথম শ্রুতি বলিতেছেন, "গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ বাগ্ বৈ গায়ত্রী বাগ্ বা ইদং সর্ব্বং ভূতং গায়তি চ ত্রায়তে চ।" এই গায়ত্রী অবশ্য গায়ত্রীচ্ছন্দ। ইহা কিছুতেই ব্রহ্ম হইতে পারে না।

উ। "গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং ভূতং" এখানে ব্রহ্মে চিত্তার্পণ করিবার কথা থাকায়, উহাও ব্রহ্মলিঙ্গ। গায়ত্রীচ্ছন্দ সর্ব্বময়ী হইতে পারে না।

ঋগ্‌বেদীরা পরমাত্মাকে উক্‌থে, যজুর্ব্বেদীরা অগ্নিতে এবং সামবেদীরা যজ্ঞে উপাসনা করেন।

পূ। গায়ত্রী চতুষ্পদা। প্রথমপদ,—তৎসবিতুর্ব্বরে ; ২য়,—ণ্যং * ভর্গোদেব ; ৩য়,—স্যধীমহি ধিয়ো : ৪র্থ—যো নঃ প্রচোদয়াৎ। এই জন্যই পরবর্ত্তী মন্ত্র "তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ পাদো'স্য সর্ব্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" কথিত হইয়াছে। এই মন্ত্রও চতুষ্পদা গায়ত্রী ছন্দকে বুঝাইতেছে, ব্রহ্মকে নয়। গায়ত্রীব কথা বলিতে বলিতে ব্রহ্মের কথা আসিবে কেন ?

উ। পববাক্যে চতুষ্পাদেব কথা থাকিলেও পূর্ব্ববাক্যে নাই। "গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং ভূতং" বাক্যে চতুষ্পাদেব কথা নাই। আবার ঐ "তাবানস্য মহিমা" শ্রুতিব পরেই "অয়ং বাব স যো'য়ং অন্তর্হৃদয় আকাশঃ তদেৎপূর্ণং অপ্রবর্ত্তি পূর্ণং" বলিয়া ঐ প্রকরণ শেষ হইয়াছে। এ সমস্ত কথাই ব্রহ্মলিঙ্গ।

২৬। ভূতাদিপাদব্যপদেশোপপত্তেশ্চৈবং।

উ। ঐ গায়ত্রীশ্রুতির পবেই ছান্দোগ্যশ্রুতি ভূত, পৃথিবী, শবীর ও হৃদয় এই চারের উল্লেখ কবিয়া বলিয়াছেন—"সৈষা চতুষ্পদা ষড়্‌বিধা গায়ত্রী তদেতৎ ঋচা অভ্যনূক্তং তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ পাদো'স্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।" ছন্দেব সর্ব্বভূত এক পা এবং স্বর্গে তিন পা হয় না। আবাব ভূত, পৃথিবী, শরীর ও হৃদয়রূপ চার পাও হয় না।

* ণ্যং—ণিয়ং এইরূপে উচ্চারিত হইবে।

২৭। উপদেশভেদান্নেতিচেন্নোভয়স্মিন্ন-বিরোধাৎ।

পূ। ২৬ সূত্রে পুরুষসূক্ত মন্ত্রে যে ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি শ্রুতির উল্লেখ করিয়াছ তাহাতে দিব্ শব্দের আধারত্ব থাকায় ৭মী বিভক্তি আছে। কিন্তু "যদতঃ পরো দিবঃ জ্যোতির্দীপ্যতে" শ্রুতিতে সীমার্থে ৫মী বিভক্তি আছে। অতএব প্রথম শ্রুতি কথিত ব্রহ্ম দ্বিতীয় শ্রুতির বিষয় নয়।

উ। উপদেশ ভেদাৎ (বিভক্তি ভেদাৎ) ন (পূর্ব্বকথিত ব্রহ্মের পরবাক্যে প্রত্যভিজ্ঞান হয় নাই এমন মনে করিও না) কারণ উভয়স্মিন্ অপি (৭মী ও ৫মী দুই এই) অবিরোধাৎ (প্রত্যভিজ্ঞানের বিরোধ হয় না)। বৃক্ষে উপবিষ্ট পাখীকে লোকে "বৃক্ষাগ্রে পক্ষী"ও বলে, আবার "বৃক্ষাগ্রাৎ পরতঃ" পক্ষীও বলে। বিভক্তি ভেদে বিষয় ভেদ হয় না। তেমনই "দিবি ব্রহ্ম' ও "দিবঃ পরং ব্রহ্ম" এই দুই বাক্যে বিভক্তিভেদ থাকিলেও বিষয় ভেদ হয় না।

২৮। প্রাণস্তথানুগমাৎ।

পূ। কৌষীতকি ব্রাহ্মণের তৃতীয় অধ্যায়ে ইন্দ্র প্রতর্দ্দনকে বলিতেছেন, "প্রাণো'স্মি প্রজ্ঞাত্মা * তং মাং আয়ুরমৃতং ইত্যুপাস্ব," ইন্দ্র একটু পরেই আবার বলিতেছেন, "অথ খলু প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা ইদং শরীরং পরিগৃহ্য উত্থাপয়তি," খানিক পরে বলিতেছেন, "ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত, বক্তারং বিদ্যাৎ;" শেষে বলিতেছেন, "স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দঃ অজরঃ অমৃতঃ স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্ ভবতি নো এব অসাধুনা কনীয়ান্। এষহ্যেব সাধু-কর্ম্ম কারয়তি তং যং এভ্যো লোকেভ্যঃ উন্নিনীষত (উন্নত করিতে ইচ্ছা করেন।) এষ এব অসাধুকর্ম্ম কারয়তি তং যং এভ্যঃ

---

* প্রাণ = active power প্রজ্ঞাত্মা = cognitive power.

লোকেভ্যঃ অধোনিনীষত (যার অধোগতি ইচ্ছা করেন) এষ লোকপাল এষ লোকাধিপতিঃ এষ লোকেশঃ।”

এখানে প্রাণ শব্দের চারি অর্থ হইতে পারে—প্রাণবায়ু, দেবাত্মা, জীবাত্মা বা পরব্রহ্ম। “ইদং শরীরং পরিগৃহ্য উত্থাপয়তি” বাক্য প্রাণলিঙ্গ; ইন্দ্রের বচন “মামেব বিজানীহি”—দেবতালিঙ্গ; “ন বাচঃ জিজ্ঞাসীত বক্তারং বিদ্যাৎ”—জীবলিঙ্গ; ‘আনন্দো’জরো’ মৃতঃ”—ব্রহ্মলিঙ্গ, কিন্তু সাধারণতঃ প্রাণশব্দে বায়ুই বুঝায়। অতএব সন্দেহ স্থলে প্রাণ শব্দের রূঢ় অর্থই গ্রহণীয়।

উ। অনুগমাৎ—(ঐ শ্রুতির পর পর যে সকল বাক্য আছে তদ্দ্বারা) তথা (ব্রহ্ম বলিয়াই) প্রাণ শব্দের অর্থ হয়। তিনি আনন্দ অজর অমৃত, সাধু কর্ম্মের দ্বারা বড় হন না, অসৎ কর্ম্মে ছোট হন না, যাহাকে উদ্ধার করিতে চান তদ্দ্বারা সৎ কর্ম্ম করান। যাহার অধোগতি ইচ্ছা করেন তদ্দ্বারা অসৎ কর্ম্ম করান; এষ লোকপালঃ এষ লোকাধিপতিঃ এষ লোকেশঃ এ সকল কথা ব্রহ্মকেই খাটে, বায়ুকেও নয়, ইন্দ্রকেও নয়, জীবাত্মাকেও নয়।

২৯। ন বক্তুরাত্মোপদেশাদিতি চেৎ অধ্যাত্মসম্বন্ধভূমাহ্যস্মিন্।

পূ। ইন্দ্র প্রতর্দ্দনকে নিজের আত্মার কথাই বলিয়াছেন। ব্রহ্মের বক্তৃত্ব অসম্ভব। ইন্দ্রই বলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। প্রাণই বল।

উ। অস্মিন্ (এই অধ্যায়ে) অধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা (অধিকাংশই পরমাত্ম সম্বন্ধীয় উপদেশ) হি (আছে)। বক্তুঃ (ইন্দ্রের) আত্মোপদেশাৎ (নিজের কথা বলায়) চেৎ (যদি ঐ আত্মাকে ইন্দ্র মনে কর) ন (তাহা হইবে না।) এই প্রকরণের প্রারম্ভেই কৌষীতকি বলিতেছেন

প্রাণই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এই প্রাণের মন দূত, চক্ষু রক্ষক, কর্ণ দ্বারবান ইত্যাদি। উপসংহারে বলা হইয়াছে এই প্রাণকে জানিলে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট করিয়া সর্ব্বভূতের আধিপত্য লাভ করা যায়।

৩০। শাস্ত্রদৃষ্ট্যাতূপদেশোবামদেববৎ।

পূ। ঐ শ্রুতির যদি ইহাই তাৎপর্য্য হয় যে প্রাণ—ব্রহ্ম। তবে ইন্দ্র কেন বলিতেছেন, "আমি বিশ্বরূপকে বধ করিয়াছি, অরুণ্মুখ (যারা বেদ পড়ে না) যতিদিগকে কুক্কুর মুখে অর্পণ করিয়াছি, প্রহ্লাদের সৈন্যগণকে বধ কবিয়াছি, পুলোমমেব পুত্রগণকে বধ কবিয়াছি—তাহাতে আমার কেশাগ্রও নষ্ট হয় নাই। যে আমাকে জানে সে যে কোনও পাপই করুক না—চৌর্য্য, ব্রহ্মহত্যা, মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা যাহাই করুক না, তাহার স্বর্গ বাধিত হয় না···আমিই প্রাণ, আমি প্রজ্ঞাত্মা, আমাকে আয়ু ও অমৃত বলিয়া উপাসনা কর।" স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে ইন্দ্র প্রতর্দ্দনকে নিজের (ইন্দ্রের) পূজা করিতে বলিয়াছেন।

উ। ১।৪।১০ বৃহদারণ্যকে "তদাহুর্যৎ ব্রহ্মবিদ্যয়া সর্ব্বং ভবিষ্যন্তঃ মনুষ্যাঃ মন্যন্তে কিমু তদ্ ব্রহ্ম অবেৎ যস্মাৎ তৎ সর্ব্বং অভবৎ। ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ তদাত্মানং এব অবেৎ অহং ব্রহ্মাস্মি ইতি তস্মাৎ তৎ সর্ব্বং অভবৎ। তদ্ যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবৎ। তথা ঋষীণাং তথা মনুষ্যাণাং তদ্ধৈতৎ পশ্যন্ ঋষিঃ বামদেবঃ প্রতিপেদে অহং মনুরভবন্ সূর্য্যশ্চেতি তদিদং অপি এতর্হি য এবং বেদ অহং ব্রহ্মাস্মি ইতি স ইদং সর্ব্বং ভবতি," এই শ্রুতি আছে। ইহার অর্থ এই,—যে আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানে সে সব হইতে পারে। বামদেব ঋষি আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়া

বলিয়াছিলেন, আমি মনু হইলাম আমি সূর্য্য হইলাম। ইন্দ্রও আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন; তাই তিনি আপনাকে প্রাণ, প্রজ্ঞাত্মা, আয়ু ও অমৃত বলিয়া জানিয়াছিলেন।

৩১। জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেন্নো-পাসাত্রৈবিধ্যাদাশ্রিতত্বাদিহ তদ্‌যোগাৎ।

পূ। ঐ কৌষীতকি শ্রুতিতে যখন মুখ্যপ্রাণ * জীবাত্মা ও পরমাত্মা তিন প্রকার লিঙ্গ রহিয়াছে, শ্রুতির তিন প্রকার অর্থই হওয়া উচিত।

উ। চেৎ (যদি) জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ (জীবের লিঙ্গ ও মুখ্যপ্রাণের লিঙ্গ আছে বলিয়া) ন (কেবল ব্রহ্ম প্রতিপন্ন হন না, ইহা বল) ইতি ন (তাহা হয় না) কেন হয় না? উপাসাত্রৈবিধ্যাৎ (তাহা হইলে ত্রিবিধ উপাসনা স্বীকার করিতে হয়)। আশ্রিতত্বাৎ (তুমি ২৩ সূত্রে প্রাণকে ব্রহ্মের আশ্রিত, অর্থাৎ প্রাণের আশ্রয় ব্রহ্ম স্বীকার করিয়াছ, এখানেও তেমনই প্রাণ ও জীবাত্মাকে ব্রহ্মের আশ্রিত মনে কর)। ইহ তদ্ যোগাৎ (এখানেও সেইরূপ ব্রহ্মলিঙ্গ থাকায় প্রাণ ও জীবকে ব্রহ্মাশ্রিত কর)। আবার তুমি ১২ সূত্রে যেমন পাঁচ

---

* মুখ্যপ্রাণ – active power ; this is something like Schopenhaur's Will, or Bergson's Elan vital.

প্রকার আত্মা থাকিতে কেবল আনন্দময়ের উপাসনা করিয়াছ, এখানেও তিন লিঙ্গাত্মক আত্মা থাকিলেও কেবল পরমাত্মার উপাসনা করিবে। (১।৪।১৭ সূত্র দেখ)

এইখানে প্রথম পাদ সমাপ্ত হইল। ইহাতে-জন্মাদ্যস্য যতঃ সূত্রে ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। যেখানে মিশ্রলিঙ্গ শব্দ থাকায় সংশয় উপস্থিত হয় সেখানেও ঐ সকল শব্দের অর্থ ব্রহ্ম ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে ঐ সকল শ্রুতির কথা বলা হইবে, যাহাতে ব্রহ্মলিঙ্গ নাই।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ

১। সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ।

পূ। ছান্দোগ্যের (৩।১৪) শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, তজ্জলান্ ইতি শান্ত উপাসীত। অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথা ক্রতুঃ অস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি তথা ইতঃ প্রেত্য ভবতি স ক্রতুং কুর্ব্বীত। মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্পঃ আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বং ইদং অভ্যাত্তঃ অবাকী অনাদরঃ (যে কথাও কয় না, কাহারও আদরও করে না) এষ মে আত্মা অন্তর্হৃদয়ে অণীয়ান্ ব্রীহের্বা যবাদ্ বা সর্ষপাদ্ বা শ্যামাকাদ্ বা শ্যামাকতণ্ডুলাদ্ বা এষ মে অন্তর্হৃদয়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যাঃ জ্যায়ান্ অন্তরিক্ষাৎ জ্যায়ান্ দিবো জ্যায়ান্ এভ্যো লোকেভ্যঃ।" এই মনোময় প্রাণশরীর, জীব ভিন্ন কিছুই হইতে পারে না। তুমি বলিয়াছ বেদান্তে ব্রহ্মোপাসনাই উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা নয়। এই শ্রুতিতে জীবের উপাসনা কথিত আছে। ব্রহ্ম "অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্র;" তিনি মনোময় প্রাণ শরীর হইতে পারেন না।

উ। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে যে, জীব কোথা হইতে আসিল?

পূ। ঐ উক্তি শমগুণের বিধায়ক। তজ্জলান্—তজ্জ (তাঁহাতেই জন্ম) তল্ল (তাঁহাতেই লীন) তদন্ (তাঁহাতে চেষ্টিত) ইতি শান্ত উপাসীত—এই মনে করিয়া শান্ত ভাবে উপাসনা কর। ব্রহ্মকে জগৎ-

কারণ ভাবিয়া মন শান্ত হইলে ক্রতুং কুর্ব্বীত—উপাসনা কর। কাহার উপাসনা করিবে ? নিজেকে। মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ সর্ব্বকামঃ সর্ব্বকর্ম্মা এ সমস্তই জীবলিঙ্গ, কারণ ব্রহ্ম নিষ্কাম ও নিষ্ক্রিয়। "এষ আত্মা অন্তর্হৃদয়ে অণীয়ান্ ব্রীহের্বা যবাদ্ বা।" এই হৃদয়াতনত্ব (হৃদয়ে থাকা) ও সূক্ষ্মত্ব অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মে কল্পিত হয় না। "জ্যায়ান্ পৃথিব্যাঃ" প্রভৃতি বাক্য অণীয়ান্ ব্রীহেঃ বাক্যের বিরোধী সুতরাং এই উভয়ের একটীকেই তুমি গ্রহণ করিতে পার। প্রথমোক্ত বাক্যই মুখ্যার্থে গ্রহণ করিয়া জ্যায়ান্ বাক্য গৌণার্থে লইতে হইবে। অর্থাৎ জীবে ব্রহ্মভাব থাকায় জীব পৃথিব্যাদি হইতে বড়। অতএব মনোময় প্রাণশরীব জীবই উপাস্য।

উ। সর্ব্বত্র (সমুদায় বেদান্তে) প্রসিদ্ধোপদেশাৎ (বেদান্তে প্রসিদ্ধের অর্থাৎ বিখ্যাত ব্রহ্মেব উপদেশ থাকায়) অর্থাৎ যিনি সমগ্র বেদান্ত শাস্ত্রের আলম্বন এবং এই শ্রুতির প্রারম্ভে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বাক্যে যিনি আম্নাত হইয়াছেন, তিনিই মনোময় প্রাণশরীর বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছেন। যদিও মানিয়া লওয়া যায় "তজ্জলান্ ইতি শান্ত উপাসীত" বাক্য শমগুণ বিধানের জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা হইলেও মনোময় প্রাণশরীর এই বিশেষণ দ্বয় সেই ব্রহ্মেরই বিশেষণ। জীব শব্দ নিকটে না থাকায় উহারা জীবের বিশেষণ হইতে পারে না। তিনি সর্ব্বব্যাপী হইয়া অণীয়ান্ কিরূপে হইতে পারেন—ইহার উত্তর ৫, ৬, ৭ সূত্রে দেওয়া হইবে। তাঁহার শরীরী হইবার উত্তর ৩ সূত্রে দেওয়া হইবে। তাঁহার গুণী হইবার উত্তর ২য় সূত্রে দেওয়া হইল।

২। বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ।

উ। ঐ শ্রুতিতে যে সকল গুণ বিবক্ষিত (বেদের বক্তা কেহ নাই

অতএব এখানে বিবক্ষিত—উপাসনার জন্য উপাদেয় বলিয়া গৃহীত) হইয়াছে, সেই সকল গুণ পরব্রহ্মেই সঙ্গত হয়। ঐ শাণ্ডিল্যবিদ্যার উপসংহারে বলা হইয়াছে :—"সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বং ইদং অভ্যাত্তঃ অবাকী অনাদরঃ এষ মে আত্মা অন্তর্হৃদয় এতদ্ ব্রহ্ম এতং ইতঃ প্রেত্য অভিসম্ভবিতাস্মি।" অতএব এ বিষয়ে সন্দেহের স্থল নাই। ঐ সকল বিবক্ষিত গুণের ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুতেই উপপত্তি হয় না।

৩। অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ।

পূ। ব্রহ্ম যখন সকল শরীরে আত্মা রূপে বর্ত্তমান, তিনি নিশ্চয় শারীর।

উ। ব্রহ্ম শরীরেও আছেন, শরীরের বাহিরেও আছেন। অতএব তাঁহাকে শারীর বলা যায় না। জীব কেবল শরীরে থাকিয়া শরীরই হইয়া যায়। জীবের ভোগের অধিষ্ঠান শরীর। শরীরের বাহিরে জীবের কোনও বৃত্তি নাই। ব্রহ্ম "আকাশাত্মা"। "জ্যায়ান্ পৃথিব্যাঃ জ্যায়ান্ অন্তরিক্ষাৎ, আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ"।

৪। কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপদেশাচ্চ।

উ। ২ সূত্রে কথিত শ্রুতির শেষে আছে "এতদ্ ব্রহ্ম এতং ইতঃ প্রেত্য অভিসম্ভবিতাস্মি।" এখানে এতং—আমার উপাস্য মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ আত্মাকে। অভিসম্ভবিতাস্মি—প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সকল গুণ বিশিষ্ট আত্মা কর্ম্ম; যে হেতু ইহা প্রাপ্য। কাহার প্রাপ্য? উপাসক জীবের প্রাপ্য। অতএব এই শ্রুতির প্রাপক অর্থাৎ কর্ত্তা হইল জীব

প্রাপ্য অর্থাৎ কর্ম্ম হইলেন মনোময়ঃ প্রাণশরীর আত্মা। এ দুই এক হইতে পারে না। অর্থাৎ মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ আত্মা জীব নহে, পরমাত্মা।

৫। শব্দবিশেষাৎ।

উ। ঐ শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রকরণেই অন্য শ্রুতি বলিয়াছেন, "ব্রীহির্ব্বা যবো বা শ্যামাকো বা শ্যামাকতণ্ডুলো বা এবং অয়ং অন্তরাত্মন্ পুরুষো হিরণ্ময়ঃ।" এই শ্রুতিতে "অন্তরাত্মন্ (অন্তরাত্মনি, বৈদিক সপ্তমী) শব্দে জীবাত্মা সপ্তমী বিভক্ত্যন্ত এবং পুরুষঃ (পরমাত্মাকে) প্রথমা বিভক্ত্যন্ত করিয়া বিশিষ্টভাবে দেখান হইয়াছে। অতএব ছান্দোগ্যের শাণ্ডিল্য বিদ্যারও মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে, জীবাত্মাকে নয়।

৬। স্মৃতেশ্চ।

উ। স্মৃতিও শারীর আত্মা ও পরমাত্মার ভেদ দেখাইয়াছেন।

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে'র্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥"
"ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রং ইত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্‌বিদঃ॥
ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।"

৭। অর্ভকৌকস্ত্বাৎ তদ্ ব্যপদেশাচ্চ নেতি চেন্ন নিচায্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চ।

পূ। ছান্দোগ্যের শাণ্ডিল্যবিদ্যার "ব্রীহের্বা যবাদ্ বা"—শব্দে

অর্ভকৌকঃ (অল্পস্থান) কথিত থাকায় উহা জীবেই সম্ভবে তদ্‌ব্যপদেশাচ্চ (অণীয়ান্ ইত্যাদি শব্দের ব্যপদেশ—উপদেশ থাকায়ও) জীবই বুঝা যায়।

উ। নেতি=এরূপ বলিয়ো না। নিচায্যত্বাৎ—হৃদয় পুণ্ডরীকাদিতে এবং (এইরূপে) তাঁহাকে দেখিবার উপদেশ থাকায়, ও যুক্তি খাটিবে না। ব্যোমবচ্চ যেমন সর্ব্বগত আকাশ সূচীর ছিদ্রেও থাকে, তেমনই সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম হৃদয়াকাশেও থাকিতে পারেন।

৮। সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন বৈশেষ্যাৎ

পূ। ব্রহ্ম জীবের হৃৎপুণ্ডরীকে থাকেন বলিলে। তবে তিনি অবশ্য জীবের ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া সুখ দুঃখ সম্ভোগপ্রাপ্ত হইবেন। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "নান্যতো'স্তি বিজ্ঞাতা।" অতএব জীবের সমস্ত সুখ দুঃখ ব্রহ্মেরই।

উ। না। বৈশেষ্যাৎ—উভয়ের বৈশেষ্য (প্রভেদ) থাকায়। শহরে আগুন লাগিলে আকাশ দগ্ধ হয় না।

পূ। "তৎত্বমসি," "অহং ব্রহ্মাস্মি," "নান্যতো'স্তি বিজ্ঞাতা," এই সকল শ্রুতি জীব ও ব্রহ্মকে অভিন্ন বলিয়াছেন। অতএব জীবের ভোগ ব্রহ্মেরই ভোগ।

উ। ঐ সকল শ্রুতিতে ব্রহ্মকেই জীবের স্বরূপ বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ জীবের ভোগ নাই। যে ভোগ আমরা দেখি তাহা অজ্ঞানকৃত কল্পিত ভোগ। সম্যক্ জ্ঞান হইলেই জীব ব্রহ্ম এক বলিয়া বুঝা যায়। অজ্ঞানীর চক্ষুতে জীবে যে ভোগের অধ্যাস হয়, তাহা জ্ঞানীর বিবেচনায় ব্রহ্মকে কিরূপে স্পর্শ করিবে? বালকেরা যেমন আকাশকে নীল বর্ণ

মনে করে, অজ্ঞ মানব তেমনই জীবে ভোগের কল্পনা (অধ্যাস) করে। জ্ঞানী, ব্রহ্মকে যেমন শুদ্ধ বুদ্ধ অপাপবিদ্ধ মনে করেন, জীবকেও তত্ত্ব দৃষ্টিতে সেইরূপ শুদ্ধ বুদ্ধ অপাপবিদ্ধ মনে করেন। জীবাত্মা "নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলো'য়ং সনাতনঃ।" তাঁর আবার ভোগ কি ?

৯। অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ।

পূ। কঠোপনিষদের ১।২।২৫ শ্লোক বলিতেছেন :—

যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনং।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থাবেদ যত্র সঃ॥

মৃত্যুরূপ ডাল মাখিয়া যিনি জগৎরূপ অন্ন খান, সেই অত্তা (ভোজন কর্ত্তা) কে তাহা কে জানে ? কেন জানিবে না ? শ্রুতি বলিয়াছেন "অগ্নিরন্নাদ," অতএব অগ্নিই অত্তা।

উ। অগ্নি চরাচরকে ভক্ষণ করিতে পারে না।

পূ। চরাচর কোথায় পাইলে ? শ্রুতি ত কেবল "ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ" বলিয়াছেন। উহারা মরিলে অগ্নিতে দাহ করা হয় না ?

উ। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সৃষ্টির প্রধান বলিয়া ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় অর্থে চরাচর জগৎকেই বুঝাইবে।

পূ। মুণ্ডকে ও শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে আছে, "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানবৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্নন্যো'ভিচাকশীতি॥" এই অত্তি ক্রিয়ার কর্ত্তা জীবাত্মা, অতএব জীবই ব্রহ্মক্ষত্রাদির অত্তা। ঐ শ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন পরমাত্মা "অনশ্নন্ অভিচাকশীতি"—তিনি খান না কেবল দেখেন।

উ। মৃত্যুকে উপসেচন (মাখবার জিনিস) করিয়া স্থাবর জঙ্গমাত্মক

চরাচরকে অদন (ভক্ষণ) করিবার ক্ষমতা পরমাত্মা ভিন্ন কাহারও নাই। প্রলয়কালে এই সমুদায় জগৎ পরমাত্মায় লীন হয়। "পরমাত্মা খান না, কেবল দেখেন," ইহার অর্থ এই যে জীব যেমন স্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করে, ব্রহ্ম তাহা করেন না। ঐ শ্রুতি ব্রহ্মের জগৎসংহারকর্ত্তৃত্ব নিবারণ করেন না।

১০। প্রকরণাচ্চ।

উ। কঠবল্লীতে পরমাত্মপ্রকরণে (পরমাত্মাবিষয়ক প্রস্তাবে) ঐ অত্তার কথা বলা হইয়াছে। "তন্দুর্দর্শং গূঢ়ং অনুপ্রবিষ্টং" হইতে আরম্ভ করিয়া ওদন শ্রুতি পর্য্যন্ত কেবল পরমাত্মার কথাই উক্ত হইয়াছে। এখানে অগ্নি বা জীবাত্মার প্রসঙ্গ উঠা অসম্ভব।

১১। গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ।

পূ। ঐ ওদন শ্রুতির পরেই কঠোপনিষদের ১।৩।১শ্লোক আছে :—

"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ॥"

এই শ্রুতি কথিত দুই জন,—বুদ্ধি ও জীবাত্মা হইতে পারেন না, কারণ অচেতন বুদ্ধি ফলভোগী নহে। আবার এই দুইজন জীবাত্মা ও পরমাত্মাও হইতে পারেন না ; কারণ "দ্বা সুপর্ণা" শ্রুতিতে পাওয়া গেল পরমাত্মা ফলভোগী নন্। অতএব এই শ্রুতির অর্থ হয় না। ইহা সদোষ।

উ। সুকৃতস্য লোকে (এই উত্তম কর্ম্মজনিত দেহে) পরমে পরার্দ্ধে (ব্রহ্মের যে পরমস্থান আছে) গুহাং প্রবিষ্টৌ (সেই গুহাতে অর্থাৎ

হৃদ্দেশে প্রবিষ্ট) ঋতং পিবন্তৌ (দুই জন ঋতপানকারী অর্থাৎ কর্ম্মফলভোগী আছেন)। ব্রহ্মবিৎ যাজ্ঞিকগণ—ত্রিণাচিকেতারা—ইহাদিগকে ছায়া ও রৌদ্রের ন্যায় বলিয়া থাকেন। ব্রহ্ম কর্ম্মফলভোগী নহেন, ইহা সত্য। এ শ্রুতির অর্থ এই যে জীব কর্ম্মফল ভোগ করেন, ব্রহ্ম তাঁহাকে কর্ম্মফল ভোগ করান। যে ভোগ করায় তাহাকেও ভোক্তা বলা যায়। "যঃ কারয়তি স করোতি এব"।

পূ। ব্রহ্ম যখন কর্ম্মফলভোগী নন্ তবে ঐ দুই জন অচেতন বুদ্ধি ও সচেতন জীব।

উ। একজন ঋতপায়ীকে জীব ধরিলে, দ্বিতীয়ের অন্বেষণ কালে তাহার সজাতিরই প্রতীতি হয়। জীবের সজাতি সমচেতন পরমাত্মাই হন, অচেতন বুদ্ধি হয না। অপি চ "গুহাপ্রবিষ্ট" শব্দটি শ্রুতি ও স্মৃতিতে পরমাত্মাকেই বলিতে দেখা যায়। "আত্মা'স্য জন্তোর্নিহিতং গুহায়াং ;" "গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং ;" "যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্ ," "আত্মানং অন্বিচ্ছ গুহাং প্রবিষ্টং ;" "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে'র্জ্জুন তিষ্ঠতি," ইত্যাদি।

পূ। যদি ঐ দুজনের একজন ব্রহ্ম হন্ তাহা হইলে শ্রুতিবিরোধ হয় "ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে" বলিলে ইহাই প্রতীত হয় যে, দুষ্কৃতস্য লোকে (পাপীর দেহে) তিনি থাকেন না। কিন্তু শ্রুতি বলিয়াছেন, "স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্ ন অসাধুনা কনীয়ান্,' "ন কর্ম্মণা বর্দ্ধতে নো কনীয়ান্", "অনুত্তমেষু উত্তমেষু লোকেষু জ্যোতিঃ।" স্মৃতিও বলেন, "সমো'হং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যা'স্তি ন প্রিয়ঃ" ; "না'দত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ," অতএব ব্রহ্ম "সুকৃতস্য লোকে" থাকেন না।

উ। এ কথা ছত্রিন্যায়ে অবিরুদ্ধ। একের দেহবাসে অপরের

দেহবাস অতিসান্নিধ্য বশতঃ উপচারক্রমে কথিত হয়। চার পাঁচ জন লোক যখন পাশাপাশি হইয়া যায়, এবং তাহাদের একজনের মাথায় ছাতা থাকে, দূর থেকে লোকে বলে ঐ ছাতাওয়ালারা যাচ্চে।

পূ। 'ছায়াতপ' শব্দ চেতন ও অচেতনকে বুঝাইতেছে।

উ। চেতন ও অচেতনকে বুঝায় নাই। ছায়া জীবের সংসারিত্ব, আতপ পরমাত্মার অসংসারিত্ব বুঝাইতেছে। ১২· সূত্রে আরও কারণ দিতেছি। (৩।৩।৩৪ সূত্র দেখ)

১২। বিশেষণাচ্চ।

উ। কঠের ১।৩।১ শ্লোক—"ঋতং পিবন্তৌ;" তৃতীয়, চতুর্থ ও নবম শ্লোক এইরূপ:—"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু। বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেবচ॥ ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্। আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥ বিজ্ঞান-সারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্ নরঃ। সো'ধ্বনঃ পরমাপ্নোতি তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥" এই সকল শ্রুতিতে যে সকল বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহারা জীব ও পরমাত্মাকেই বুঝায়। ইহাতে জীব গন্তা, ও পরমাত্মা গন্তব্য। "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি" এখানে "অত্তি" লিঙ্গ দ্বারা জীবকে বুঝাইতেছে; আবার "অনশ্নন্ অন্যো'ভিচাকশীতি" এখানে অনশন ও দর্শন শব্দ দ্বারা পরমাত্মাকে বুঝাইতেছে। অপি চ শ্বেতাশ্বতরে উদ্ধৃত "সমানবৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো'নীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশং অস্য মহিমানং ইতি বীতশোকঃ," মন্ত্রে জীবকে দ্রষ্টা, ও পরমাত্মাকে দ্রষ্টব্য, বলা হইয়াছে। "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু

ভারত," স্মৃতিও বলিয়াছেন জীব ক্ষেত্র, ব্রহ্ম ক্ষেত্রজ্ঞ। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "যত্র বা অন্যৎ ইব স্যাৎ তত্র অন্যঃ অন্যৎপশ্যেৎ...যত্র তু অস্য সর্ব্বং আত্মৈব অভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ।" কে কাহাকে দেখিবে, এখানেও দ্রষ্টা ও দ্রষ্টব্য, জীব ও আত্মা।

১৩। অন্তর উপপত্তেঃ।

পূ। ছান্দোগ্য উপনিষদের চতুর্থ প্রপাঠকের পঞ্চদশ খণ্ডের প্রথম শ্রুতি বলেন, "য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে এষ আত্মা ইতি হোবাচ এতৎ অমৃতং অভয়ং এতদ্ ব্রহ্ম ইতি তদ্ যদ্যপি অস্মিন্ সর্পির্বা উদকং বা সিঞ্চন্তি বর্ত্মনি এব গচ্ছতি।" ২য় শ্রুতি, "এতং সংযদ্বাম ইত্যাচক্ষত এতং হি সর্ব্বাণি বামানি অভিসংযন্তি···।" ৪র্থ শ্রুতি,—"এষ উ এব ভামনীঃ এষ হি সর্ব্বেষু লোকেষু ভাতি···।" এই শ্রুতি অক্ষিতে পতিত ছায়া-পুরুষের নির্দ্দেশ করিতেছেন; অথবা নেত্রাধিষ্ঠাত্রী-সূর্য্যদেবতার নির্দ্দেশ করিয়াছেন; অথবা জীবের উপদেশ দিয়াছেন; পরমাত্মাকে উপদেশ দেন নাই।

উ। অক্ষিস্থান সর্ব্বলেপ রহিত; তাহাতে সর্পি (ঘী) বা জল দিলে পক্ষ্মেই লাগিয়া থাকে চক্ষুকে স্পর্শ করে না, এই উপমা নির্লিপ্ত ব্রহ্মেই সঙ্গত হয়। অপি চ অন্য কোনও পদার্থকে সংযদ্ বাম (যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া সমুদায় বাম অর্থাৎ কর্ম্মফল জন্মে), বামনী (কর্ম্মফলদাতা), ভামনী (সর্ব্ব লোকে দীপ্যমান্) বলা যায় না। অতএব এই অক্ষির অন্তরস্থ পুরুষ পরমাত্মা; ছায়াপুরুষ, বা সূর্য্য বা জীব নহে। উপপত্তেঃ— বিশেষণ সকল হইতে ইহাই উপপন্ন হয়। ১৫ সূত্রে আরও প্রমাণ দিব।

১৪। স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ।

পূ। চক্ষুর ন্যায় স্বল্প স্থানে, আকাশবৎ সর্ব্বগত ব্রহ্মের নির্দ্দেশ হইতে পারে না।

উ। উপাসনার সুবিধার জন্যই নির্গুণ ব্রহ্মের সগুণরূপ কল্পিত হয়। উপাসনার সুবিধার জন্যই অসীম ব্রহ্মে সীমা কল্পিত হইয়াছে।

১৫। সুখবিশিষ্টাভিধানাদেব চ।

উ। ১৩ সূত্রে কথিত শ্রুতিতে যে "যঃ এষঃ" সর্ব্বনামদ্বয় আছে তাহা ছায়াপুরুষকে বুঝায় না। অক্ষিপুরুষ শ্রুতি পঞ্চদশ খণ্ডে আছে। ঐ প্রপাঠকের দশম খণ্ড পাঠ করিলে জানা যায় যে জাবাল মুনির উপকোশল নামক এক শিষ্য ছিলেন। গুরুর অবর্ত্তমানতায় তিনি ১২ বৎসর গুরুর অগ্নি পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। সন্তুষ্ট হইয়া অগ্নি তাঁহাকে বলেন, "প্রাণো ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম"। উপকোশল বলিলেন, "আমি জানি যে প্রাণ ব্রহ্ম, কিন্তু কং খং জানি না।" অগ্নি বলিলেন, "যদ্বাব কং তদেব খং যদেব খং তদেব কং।" পরে গার্হপত্য অগ্নি বলিলেন, "য এষ আদিত্যে পুরুষো দৃশ্যতে সো'হমস্মি।" পরে অন্বাহার্য্যপচন অগ্নি বলিলেন, "য এষ চন্দ্রমসি পুরুষো দৃশ্যতে সো'হমস্মি।" পরে আহবনীয় অগ্নি বলিলেন, "য এষ বিদ্যুতি পুরুষো দৃশ্যতে সো'হমস্মি।" অনন্তর সকলে বলিলেন, "তোমার গুরু তোমাকে এই বিদ্যার গতি (ফল) বলিবেন।" গৃহে ফিরিয়া গুরু বলিলেন, "তোমাকে ব্রহ্মবিদের মত দেখাইতেছে, কে তোমাকে শিক্ষা দিল?" উপকোশল সব কথা বলিলে গুরু বলিলেন— "য এষ অক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে এষ আত্মা।" (১৩ সূত্র দেখ)

পূ। এতে কি প্রমাণ পাইলে যদ্বারা অক্ষিপুরুষ ব্রহ্ম হন্ ?

উ। প্রাণো ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম; যদেব কং তদেব খং; য এষ আদিত্যে পুরুষঃ, য এষ চন্দ্রমসি পুরুষঃ, য এষ বিদ্যুতি পুরুষঃ, য এষ অক্ষিণিপুরুষঃ...এই সকল পুরুষই এক ও অভিন্ন। খ=আকাশ; কং= সুখময়। যদেব কং তদেব খং। অতএব খ (আকাশও) সুখময়। সুতরাং প্রতিপন্ন হইল প্রাণ ব্রহ্ম, আকাশ ব্রহ্ম, সুখ ব্রহ্ম, আদিত্য পুরুষ ব্রহ্ম, চন্দ্রমাপুরুষ ব্রহ্ম, বিদ্যুতের পুরুষ ব্রহ্ম, অক্ষিপুরুষও ব্রহ্ম। ছায়াপুরুষ সুখবিশিষ্ট হয় না। ঐ সুখবিশিষ্ট অভিধান থাকায় অক্ষি-পুরুষ (ধ্যানার্থ কল্পিত সুখরূপ গুণযুক্ত) ব্রহ্মই প্রতিপন্ন হন। ১৬ ও ১৭ সূত্রে আরও প্রমাণ দিতেছি।

১৬। শ্রুতোপনিষৎকগত্যভিধানাচ্চ।

উ। ১৩ সূত্রে গৃহীত "ভামনীঃ এষ হি সর্ব্বেষু লোকেষু ভাতি"র পর বলা হইয়াছে,—"অথ যৎ উ চ এব অস্মিন্ শব্যং কুর্ব্বন্তি, যৎ উ চ ন, অর্চ্চিষং এব অভিসম্ভবন্তি; (তাহার শব্দদাহ করুক বা না করুক সে অর্চ্চি—অগ্নি প্রাপ্ত হইবে) অর্চ্চিষঃ অহঃ (অগ্নি হইতে দিন) অহ্নঃ আপূর্য্যমানপক্ষং (শুক্লপক্ষ) আপূর্য্যমানপক্ষাৎ যান্ ষড়ুদঙ্ঙেতি মাসান্; (উত্তরায়ণের ৬ মাস) তান্ মাসেভ্যঃ সংবৎসরং; সংবৎসরাৎ আদিত্যং; আদিত্যাৎ চন্দ্রমসং; চন্দ্রমসঃ বিদ্যুতং; তৎ পুরুষো'মানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি, (তাঁহাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়) এষ দেবপথো ব্রহ্মপথঃ এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবং (এই মানবদেহে) আবর্ত্তং ন আবর্ত্তন্তে (আর ফিরিয়া আসে না) এই শ্রুতির মর্ম্ম এই যে যারা এই অক্ষি-পুরুষবিৎ (তাঁকে জানে) তাঁদের ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হয়। স্মৃতিও বলিয়াছেন,

"অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণং।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥"

আবার "তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়া আত্মানং অন্বিষ্য আদিত্যং অভিজায়ন্তে, এতদ্ বৈ প্রাণানাং আয়তনং এতদ্ অমৃতং অভয়ং এতৎ পরায়ণং এতস্মাৎ ন পুনরাবর্ত্তন্তে।" শ্রুতোপনিষৎকস্য (গুরুর নিকট শিষ্যভাবে গিয়া যা শিখিতে হয় = উপনিষদ = রহস্যবিজ্ঞান : তাহা যিনি শ্রবণ করিয়াছেন তাঁর) ব্রহ্মবিদঃ যা দেবযানগতিঃ তস্যা অত্র অভিধানাৎ কথনাৎ অক্ষিপুরুষঃ ব্রহ্ম এব। যখন অক্ষিপুরুষকে জানিলে দেবযানগতি প্রাপ্তি হয়, তপস্যাদির দ্বারাও দেবযানগতি প্রাপ্তি হয়, তখন ইহাই বুঝিতে হইবে, অক্ষিপুরুষ ব্রহ্মই, অন্য কিছু নয়।

১৭। অনবস্থিতেরসম্ভবাচ্চ নেতরঃ।

উ। যদি কোনও পুরুষ চক্ষুর সম্মুখে আসে তারই ছায়া চক্ষুতে পড়ে। যদি না আসে ছায়া পড়ে না। "য এষ অক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে এষ আত্মা…এতদ্ ব্রহ্ম" এই শ্রুতি সম্মুখে আগত পুরুষের ছায়াকে উপলক্ষ করিয়া বলেন নাই। কারণ সে ছায়া অনবস্থিত অর্থাৎ কখন পড়ে কখনও পড়ে না। এরূপ ছায়াকে অমৃতং অভয়ং বলা অসম্ভব, ব্রহ্ম বলা দূরের কথা। জীবের নিজের ছায়া তার চক্ষুতে পড়ে না। অতএব এ ছায়া-পুরুষ জীব নহে। তবে এ ছায়াপুরুষ কে? চক্ষুতে কাহাকে দেখা যায়? জীব চক্ষু মেলিলেই চিৎস্বরূপ পরমাত্মাকে দেখিতে পায়। চক্ষু জড়পদার্থ, তাহার দৃষ্টিশক্তি নাই। জীবের অন্তর্নিহিত কূটস্থ ব্রহ্মই জীবকে দৃষ্টিশক্তি

দেন। সেই কূটস্থ ব্রহ্মই জীবের চক্ষুতে দৃষ্ট হন। "অথ যত্রৈতৎ আকাশং অনুপ্রবিষণ্ণং চক্ষুঃ স চাক্ষুষঃ পুরুষঃ দর্শনায় চক্ষুঃ"—চক্ষু অভিমানী আত্মার দর্শনের জন্যই এই চক্ষু। "অথ যো বেদ ইদং জিঘ্রাণীতি স আত্মা গন্ধায় ঘ্রাণং"—যিনি জানেন আমি শুঁকিতেছি তাঁহারই গন্ধজ্ঞানের জন্য এই নাসিকা। ব্রহ্মই চক্ষুষি তিষ্ঠন্ শ্রোত্রে তিষ্ঠন্ অদৃষ্টো দ্রষ্টা অশ্রুতঃ শ্রোতা।

১৮। অন্তর্যাম্যধিদৈবাদিষু তদ্ধর্ম্ম-ব্যপদেশাৎ।

পূ। বৃহদারণ্যকের অন্তর্যামিব্রাহ্মণে "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যাঃ অন্তরঃ যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীং অন্তরোযময়তি এষ তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ। যো'প্সু তিষ্ঠন্ অদ্ভ্যঃ অন্তরঃ যং আপো ন বিদুঃ যস্য আপঃ শরীরং যঃ অপোন্তরো যময়তি এষ তে আত্মা অন্তর্যাম্যমৃতঃ। যো'গ্নৌ তিষ্ঠন্...যো'ন্তরিক্ষে তিষ্ঠন্...যো বায়ৌ তিষ্ঠন্...যো দিবি তিষ্ঠন্...য আদিত্যে...যো দিক্ষু...যশ্চন্দ্রতারকে তিষ্ঠন্...য আকাশে... যস্তমসি তিষ্ঠন্...যস্তেজসি...যঃ সর্ব্বভূতেষু তিষ্ঠন্...যঃ প্রাণে তিষ্ঠন্...যো বাচি তিষ্ঠন্...যঃ চক্ষুষি তিষ্ঠন্...যঃ শ্রোত্রে...যো মনসি...যস্ত্বচি... যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্...যো রেতসি তিষ্ঠন্...এষ তে আত্মা অন্তর্যাম্যমৃতঃ অদৃষ্টো দ্রষ্টা, অশ্রুতঃ শ্রোতা, অমতঃ মন্তা, অবিজ্ঞাতঃ বিজ্ঞাতা; নান্যো'তঃ অস্তি দ্রষ্টা, নান্যঃ অতঃ অস্তি শ্রোতা, নান্যঃ অতো'স্তি মন্তা, নান্যো'তো'স্তি বিজ্ঞাতা, এষ তে আত্মা অন্তর্যাম্যমৃতঃ" শ্রুতি আছে। ইহাতে শুনা যায় কোন এক অধিদৈবত, অধিলোক,

অধিবেদ, অধিযজ্ঞ, অধিভূত ও অধ্যাত্ম সত্ত্ব অন্তরে থাকিয়া যমযিতা আছেন, তাঁহাকে অন্তর্যামী বলে। তিনি পরমাত্মা হইতে পারেন না, কারণ শরীরেন্দ্রিয়শূন্য পরমাত্মার নিয়ন্তৃত্ব অসম্ভব। তিনি কি অধিদেবাদি অভিমানী কোন দেবাত্মা, কিংবা অণিমাদি ষড়্‌ঐশ্বর্য্যশালী কোন যোগী, কিংবা অন্য কেহ? সম্ভবতঃ তিনি পৃথিব্যাদি অভিমানী কোন দেবতা। কারণ বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন, "পৃথিব্যেব যস্য আয়তনং অগ্নির্লোকো মনো জ্যোতি র্যো বৈতং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্য আত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাৎ"। সিদ্ধ যোগীও সর্ব্বত্র প্রবেশ করিতে পারেন, তাই তিনিও অন্তর্যামী হইতে পারেন।

উ। এই অন্তর্যামী পৃথিব্যাদি অভিমানী দেবতা হইতে পারেন না, কারণ পৃথিব্যাদি অভিমানী দেবতারা তাঁকে জানেন না। "এষ তে আত্মা অন্তর্যাম্যমৃত" এ কথা পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কাহাতে সঙ্গত হয় না। তিনি সর্ব্বদেহে থাকিয়া তৎ তৎ দেহ নিয়ন্ত্রিত করেন। যে দেহে তিনি থাকেন, সেই দেহই তাঁর দেহ হয়। তিনি চিদাত্মা হওয়ায় সর্ব্বভূতের নিয়ন্তা। তাই তিনি সর্ব্বনিয়ন্তা। অতএব ঐ অন্তর্যামী পুরুষ পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কেহ নহে।

১৯। ন চ স্মার্ত্তমতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ।

পূ। অদৃষ্ট অশ্রুত অমত অবিজ্ঞাত প্রভৃতি বাক্য সাংখ্যস্মৃতির প্রকৃতি পক্ষেও উপপন্ন হয়, কারণ সাংখ্যে প্রকৃতি রূপাদি বিহীন বলিয়া অভিহিতা হইয়াছেন। স্মৃতিও প্রকৃতিকে "অপ্রতর্ক্যং অবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তং ইব সর্ব্বতঃ" বলিয়াছেন। এই প্রকৃতি (প্রধানই) সকল বিকারের (অন্য বস্তুর) কারণ। অতএব এই অন্তর্যামী প্রধান।

উ। অন্তর্যামিব্রাহ্মণোক্ত ঐ অন্তর্যামী স্মার্ত্তং—সাংখ্য স্মৃত্যুক্ত প্রধানও নয়, কারণ ঐ শ্রুতিতে অতৎ অর্থাৎ অচেতনপ্রধান হইতে ভিন্ন চেতন ধর্ম্মের অভিলাপ (কথন) আছে। অচেতনপ্রধান দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বিজ্ঞাতা হইতে পারে না। "এষ তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃত" এই আত্মা অন্তঃস্থিত। প্রকৃতি বা প্রধান বহির্স্থিত। (১।১।৫ সূত্র দেখ।)

২০। শারীরশ্চোভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে।

পূ। ঐ অন্তর্যামী যদি প্রধান না হয়, তবে উহা জীব। জীব চেতন, সুতরাং জীব দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বিজ্ঞাতা হইতে পারে। জীব সৎকর্ম্ম দ্বারা অমরত্বও লাভ করিতে পারে। জীব সমস্ত পদার্থ দেখে কিন্তু আপনাকে দেখে না—"ন দৃষ্টেঃ দ্রষ্টারং পশ্যেঃ"। আবার জীব এই শরীরের অন্তরে থাকিয়া শরীরকে নিয়ন্ত্রিত করায় জীব অন্তর্যামীও হইতেছে।

উ। শারীরঃ (জীবও) ঐ অন্তর্যামী নয়। হি (যে হেতু) উভয়েঽপি (কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন উভয় শাখাতেই) ভেদেন এনং অধীয়তে (জীবের ভিন্নতা অধীত হয়)। উভয় শাখাই অন্তর্যামীকে নিয়ন্তা ও জীবকে নিয়ম্য বলিয়াছেন। কাণ্ব শাখা "যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্" বলিয়াছেন। মাধ্যন্দিন শাখা "য আত্মনি তিষ্ঠন্" বলিয়াছেন। বিজ্ঞান ও আত্মন উভয় শব্দেরই অর্থ জীব। অন্তর্যামী এই জীবের নিয়ন্তা।*

* কাণ্বশাখা—বাজসনেয়ি ব্রাহ্মণ—বৃহদারণ্যক উপনিষদ।

২১। অদৃশ্যত্বাদিগুণকোধর্ম্মোক্তেঃ

পূ। প্রথম মুণ্ডকে প্রথম খণ্ডে আছে ; "যৎ তৎ অদ্রেশ্যং অগ্রাহ্যং অগোত্রং অবর্ণং অচক্ষুঃ শ্রোত্রং তৎ অপাণিপাদং নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ। যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ যথা পৃথিব্যাং ওষধয়ঃ সম্ভবন্তি। যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশ-লোমানি তথা অক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বং।" এই শ্রুত্যুক্ত ব্যক্তি যখন ভূতযোনি, তিনি অচেতনা প্রকৃতি ; কারণ "যথোর্ণনাভিঃ..." শ্রুতি অচেতনেরই দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

উ। কেন ? ঊর্ণনাভি ও পুরুষ উভয়েই চেতন।

পূ। চেতনাধিষ্ঠিত অচেতন দেহ হইতেই সূত্র বা কেশলোমাদি জন্মে।

উ। ঐ খণ্ডের শেষে শ্লোক আছে,—

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ
তস্মাদ্ এতদ ব্রহ্ম নাম রূপং অন্নঞ্চ জায়তে॥"

সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ কি অচেতন ?

পূ। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিদ্ ভূতযোনির বিশেষণ নয়। বিশ্ব যে অক্ষর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই অক্ষরের পর যে পরমাত্মা তাঁহারই বিশেষণ।

উ। অক্ষর হইতে বিশ্ব জন্মিয়াছে, অক্ষরই ভূতযোনি, এই বাক্যের পর "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" বলায় যিনি ভূতযোনি, যিনি অক্ষর, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। "যৎতদদ্রেশ্যং" শ্রুতির পূর্ব্বের পূর্ব্ব চরণে শৌনক আঙ্গীরসকে পুছিলেন, "কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি ?" এই প্রশ্নের উত্তরে আঙ্গীরস বলিলেন, বিদ্যা দ্বিবিধা—পরা ও অপরা। অপরা বিদ্যা—বেদ ও বেদাঙ্গ। পরাবিদ্যা—"যয়া তদক্ষরং অধিগম্যতে"। তার পরই

তিনি "যৎতদদ্রেশ্যং" শ্রুতি আম্নাত করিলেন। অতএব সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ প্রভৃতি বিশেষণ অক্ষরেরই বিশেষণ, অক্ষরাৎ পরের বিশেষণ নয়। অক্ষরাৎ পরের উল্লেখ প্রথম মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডে নাই, দ্বিতীয় খণ্ডেও নাই। দ্বিতীয় মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় শ্লোকে আছে বটে, "দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ। অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ।" এই অক্ষরাৎ পরতঃ পরের সহিত প্রথম মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডের সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিদের বিশেষ্য বিশেষণত্ব হইতে পারে না। অতএব অদৃশ্যত্বাদিগুণকঃ (অদ্রেশ্য, অগ্রাহ্য প্রভৃতি গুণ সমন্বিত) ধর্ম্মোক্তেঃ অক্ষর শব্দ কথনাৎ ঐ প্রত্যুক্ত ব্যক্তি অক্ষরই হইতেছেন।

২২। বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাঞ্চ নেতরৌ।

উ। অতএব অক্ষর (পরমেশ্বরই) ভূতযোনি, নেতরৌ (জীব বা প্রধান ভূতযোনি নয়)। দিব্য অমূর্ত্ত প্রভৃতি বিশেষণ থাকায় উক্ত ভূতযোনি জীব হইতে পারে না। আবার সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ প্রভৃতি ভেদব্যপদেশ থাকায় প্রধানও হইতে পারে না।

২৩। রূপোপন্যাসাচ্চ।

উ। দ্বিতীয় মুণ্ডকের প্রারম্ভে আঙ্গীরস বলিতেছেন, যেমন অগ্নি হইতে সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় তেমনই "অক্ষরাৎ বিবিধাঃ ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি"। পরে দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ মন্ত্র আম্নাত করিয়া

বলিলেন,—"অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষি চন্দ্রসূর্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্ বিবৃতাশ্চ বেদাঃ। বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।" এই বিরাট রূপোপন্যাস ঈশ্বরেই সঙ্গত হয়, জীবে বা প্রধানে অসম্ভব।

পূ। দেহীর ন্যায় ঈশ্বরের রূপ কি প্রকারে সম্ভবে?

উ। ঈশ্বর সর্ব্বময়, ইহা বলাই ঐ শ্রুতির উদ্দেশ্য; রূপ বর্ণনা উদ্দেশ্য নয়।

২৪। বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দবিশেষাৎ

পূ। ছান্দোগ্যে পঞ্চম প্রপাঠকের অষ্টাদশ খণ্ডে "যূয়ং পৃথক্ ইব ইমং আত্মানং বৈশ্বানরং বিদ্বাংসঃ অন্নং অথ। যস্তু এতমেবং প্রাদেশমাত্রং অভিবিমানং আত্মানং বৈশ্বানরং উপাস্তে স সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষু আত্মসু অন্নং অত্তি—তস্য হ বা এতস্য আত্মনঃ বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাঃ (দ্যুলোক) চক্ষুঃ বিশ্বরূপঃ, প্রাণঃ পৃথগ্ বর্ত্মাত্মা (বায়ু) সন্দেহো বহুলো, (সন্দেহ = মধ্যদেহ; বহুলঃ = আকাশ), বস্তিরেব রয়িঃ (বস্তি = মূত্রাধার, রয়ি = সমুদ্র), পৃথিব্যেব পাদৌ, উর এব বেদিঃ (যজ্ঞবেদি), লোমানি বর্হিঃ (কুশ), হৃদয়ং গার্হপত্যঃ (গার্হপত্য অগ্নি) মনঃ অন্বাহার্য্যপচনঃ আস্যং আহবনীয়ঃ" যে শ্রুতি আছে তাহাতে উক্ত বৈশ্বানরের পাঁচ প্রকার অর্থ হইতে পারে—ভৌতিক অগ্নি, অগ্নিদেবতা, জঠরাগ্নি, জীব বা পরমাত্মা। আমার বোধ হয় এখানে জঠরাগ্নিকে বা ভৌতিক অগ্নিকে, বা অগ্নিদেবতাকে উদ্দেশ করা হইয়াছে। এই বৈশ্বানর পরমাত্মা হইতে পারে না।

উ। বৈশ্বানর শব্দের ভৌতিক অগ্নি, অগ্নিদেবতা ও জঠরাগ্নি এই

তিন অর্থ সাধারণ হইলেও ঐ শ্রুতিতে বৈশ্বানরের যে সকল বিশেষণ উক্ত হইয়াছে, তাহা পরমাত্মাতেই সঙ্গত হয়।

পূ। কেন? বৃহদারণ্যকের পঞ্চম অধ্যায়ের নবম ব্রাহ্মণে আম্নাত হইয়াছে,—"অয়মগ্নির্বৈশ্বানরঃ যো'য়ং অন্তঃপুরুষে যেনেদং অন্নং পচ্যতে যদিদং অদ্যতে তস্যৈব ঘোষো ভবতি যং এতং কর্ণৌ অপিধায় শৃণোতি স যদা উৎক্রমিষ্যন্ ভবতি নৈনং ঘোষং শৃণোতি"—এখানে বৈশ্বানর অর্থে জঠরাগ্নি ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে না, আবার, "বিশ্বস্মা অগ্নিং ভুবনায় দেবা বৈশ্বানরং কেতুং অহ্নাং অকৃণ্বন্"; "বৈশ্বানরস্য সুমতৌ স্যাম," প্রভৃতি শ্রুতিতে বৈশ্বানর = অগ্নিদেবতা।

উ। বৈশ্বানর শব্দ সাধারণবাচী হইলেও এস্থলে বিশেষ উক্তি আছে। "মূর্দ্ধৈব সুতেজাঃ" প্রভৃতি বিশেষণ পরমেশ্বর ভিন্ন অন্যত্র সঙ্গত হয় না।

২৫। স্মর্য্যমাণমনুমানং স্যাদিতি।

উ। যস্যাগ্নিরাস্যং দ্যৌর্মূর্দ্ধা খং নাভিশ্চরণৌ ক্ষিতিঃ।
সূর্য্যশ্চক্ষুর্দিশঃ শ্রোত্রে তস্মৈ লোকাত্মনে নমঃ॥
দ্যাং মূর্দ্ধানং যস্য বিপ্রা বদন্তি খং বৈ নাভিং চন্দ্রসূর্য্যৌ চ নেত্রে।
দিশঃ শ্রোত্রে বিদ্ধি পাদৌ ক্ষিতিশ্চ সো'চিন্ত্যাত্মা সর্ব্বভূত প্রণেতা॥

ইত্যাদি শ্লোকে স্মৃতিও পরমেশ্বরের ঐ প্রকার রূপ কল্পনা করিয়াছেন। ঐ স্মৃতি সকল উহাদের মূল (২৪ সূত্রে কথিত শ্রুতির) অনুমান করায়—অর্থাৎ ঐ বৈশ্বানর শ্রুতি হইতে স্মৃতি গৃহীত ইহা অনুমান করায়, বৈশ্বানর = পরমাত্মা ইহাই সিদ্ধান্ত হয়।

২৬। শব্দাদিভ্যো'ন্তঃ প্রতিষ্ঠানান্নেতি চেন্ন তথা দৃষ্ট্যুপদেশাদসম্ভবাৎ পুরুষমপি চৈনমধীয়তে।

পূ। অগ্নি শব্দে গার্হপত্য, অন্বাহার্য্যপচন ও আহবনীয় অগ্নিই বুঝায়। আবার তিনি অন্তঃপ্রতিষ্ঠিত আছেন বলায় জঠরাগ্নিকেই বুঝায়। অপিচ-তিনি "ভানুনা পৃথিবীং দ্যাং উতেমাং যাততান" বলায় অগ্নি শব্দে সূর্য্যকেই বুঝায়; কিছুতেই পরমাত্মা বুঝায় না।

উ। এখানে অগ্নির ঐ অর্থ করিলে "মূর্দ্ধৈব সুতেজাঃ" শ্রুতির অসম্ভবত্ব হয়, এবং "স এষোগ্নির্বৈশ্বানরো যৎ পুরুষঃ স যো হৈতং এবং অগ্নিং বৈশ্বানরঃ পুরুষং পুরুষবিধং পুরুষে অন্তপ্রতিষ্ঠিতং বেদ" এই বাজসনেয়ি শ্রুতিরও অসম্ভবত্ব হয়। তুমি যে বলিলে বৈশ্বানর শব্দের অর্থ অগ্নি এবং সেই অগ্নি জঠরাগ্নিরূপে অন্তঃপ্রতিষ্ঠিত আছে বলিয়া ঐ বৈশ্বানর শ্রুতির বৈশ্বানর = অগ্নি, তাহা হয় না। কুতঃ? তথা দৃষ্ট্যুপদেশাৎ = জঠরাগ্নিতেও পরমেশ্বর দৃষ্টি করিবে এইরূপ উপদেশ থাকায়। আবার পুরুষ শব্দ থাকায় বৈশ্বানরের অগ্নি হওয়া অসম্ভব বিবেচনায় বৈশ্বানরকে পরমেশ্বরই বলিতে হইবে। স্বর্গ তাঁহার মস্তক, চক্ষু চন্দ্রসূর্য্য এইরূপ বলায় বৈশ্বানররূপ পরমেশ্বর পুরুষবিধ—পুরুষের মত। জাঠরাগ্নি পুরুষবিধ নয়।

২৭। অতএব ন দেবতা ভূতঞ্চ।

পূ। অগ্নিদেবতা ত পুরুষবিধ হইতে পারেন।

উ। হইলেও স্বর্গ তাঁহার মস্তক, চন্দ্রসূর্য্য তাঁহার চক্ষু হয় না। অপিচ-

"ইমং আত্মানং বৈশ্বানরং" "এতস্য আত্মনঃ বৈশ্বানরস্য," এই আত্ম শব্দ অগ্নিদেবতায় প্রযুজ্য নহে। অতএব বৈশ্বানর অগ্নিদেবতাও নন্ ভৌতিক অগ্নিও নন।

২৮। সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ।

উ। জৈমিনি বলিয়াছেন ঐ শ্রুত্যুক্ত বৈশ্বানরকে প্রতীক বা উপাধিরূপে কল্পনা না করিয়াও উহাতে সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে এরূপ বিবেচনা করিলে বিরোধ হয় না। সমুদায় বিশ্বের নর (কর্ত্তা) এই অর্থে বৈশ্বানর শব্দ গৃহীত হইতে পারে। সেইরূপ অঙ্গয়তি প্রাপয়তি কর্ম্মণঃ ফলং অথবা অগ = অগ্রণী এই অর্থে অগ্নি শব্দ পরমাত্মবিষয় হইতে পারে। অগ্নিকে ঈশ্বর জ্ঞান করিয়াই লোকে ভোজন কালে আহুতি প্রদান করেন।

২৯। অভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথ্যঃ।

পূ। "যস্ত এতমেব প্রাদেশমাত্রং অভিবিমানং (জ্ঞাতং) আত্মানং বৈশ্বানরং উপাস্তে"—ঐ শ্রুতিতে বৈশ্বানরকে "প্রাদেশ মাত্র" বলায় তিনি সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা হইতে পারেন না।

উ। অভিব্যক্তেঃ (উপাসকের হৃদয়ে অভিব্যক্ত হইবার জন্যই ঐ প্রাদেশ শ্রুতি আম্নাত হইয়াছে) প্রাদেশ = বিঘৎ, হৃদয়ের পরিমাণ এক বিঘৎ। ইতি আশ্মরথ্যঃ ইহাই আশ্মরথ্য মুনির মত।

৩০। অনুস্মৃতের্ব্বাদরিঃ।

বাদরি বলিয়াছেন, ঈশ্বর প্রাদেশপ্রমাণ হৃদয়ের অর্থাৎ মনের দ্বারা অনুস্মৃত হন এই জন্য ঐ শ্রুতি তাঁহাকে প্রাদেশপ্রমাণ বলিয়াছেন।

৩১। সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথাহি দর্শয়তি।

উ। জৈমিনি বলেন ঐ প্রাদেশপ্রমাণ শব্দ সম্পত্তিপ্রণালী অবলম্বনে কথিত হইয়াছে। বাজসনেয়িব্রাহ্মণ ঐ সম্পত্তিপ্রণালির উপদেশ দিয়াছেন :—"প্রাদেশমাত্রং ইব হ বৈ দেবাঃ সুবিদিতা অভিসম্পন্নাঃ, তথা তু ব এতান্ বক্ষ্যামি যথা প্রাদেশমাত্রং এব অভিসম্পাদয়িষ্যামি ইতি স হোবাচ। মূর্দ্ধানং উপদিশন্ উবাচ (মাথা দেখাইয়া বলিলেন) এষ বা অতিষ্ঠা (স্বর্গস্থ) বৈশ্বানর ইতি। চক্ষুষী উপদিশন্ উবাচ এষ বৈ সুতেজা (সূর্য্যরূপ) বৈশ্বানর ইতি। নাসিকে উপদিশন্ উবাচ এষ বৈ পৃথগ্ বর্ত্মাত্মা (বায়ু) বৈশ্বানর ইতি। মুখ্যং (মুখের ভিতরের) আকাশং উপদিশন্ উবাচ এষ বৈ বহুলো (আকাশ) বৈশ্বানর ইতি। মুখ্যা অপ (মুখের লালা) উপদিশন্ উবাচ এষ বৈ রয়ির্বৈশ্বানর ইতি। (জল বৈশ্বানর)।" এইরূপে বাজসনেয়িব্রাহ্মণ স্বর্গ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানকে বৈশ্বানরের অঙ্গ বলিয়া সেই সেই স্থানকে উপাসকের মস্তক হইতে চিবুক পর্য্যন্ত (প্রাদেশ পরিমাণ = এক বিঘৎ) অবয়বসমূহে সম্পন্ন অর্থাৎ অভিন্ন বোধক করিয়া পরমাত্মাকে প্রাদেশপ্রমাণে সম্পন্ন করিয়াছেন। সম্পত্তিপ্রণালী এইরূপ :—শালগ্রামশিলাকে প্রত্যহ বিষ্ণুবুদ্ধিতে পূজা করিলে ঐ শিলা বিষ্ণুসম্পত্তি প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ তাহাতে আর শালগ্রামবুদ্ধি থাকে না, বিষ্ণুবুদ্ধিই হয়।

৩২। আমনন্তি চৈনমস্মিন্।

উ। জাবাল উপনিষদে এইরূপ প্রশ্নোত্তর আছে। 'য এষ অনন্তো' ।াক্ত আত্মা সো'বিমুক্তে (জীবে) প্রতিষ্ঠিতঃ। সো'বিমুক্তঃ (জীবঃ) কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ? বরণায়াং (ভ্রূতে) নাশ্যাং (নাসিকায়) চ মধ্যে প্রতিষ্ঠিতঃ। কতমা বরণা কতমা নাশীতি? সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়কৃতানি পাপানি বারয়তি সা বরণা। সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়কৃতানি পাপানি নাশয়তি সা নাশী। কতমৎ চ অস্য স্থানং ভবতি? ভ্রুবোঃ ঘ্রাণস্য যঃ সন্ধি স এষ দ্যুলোকস্য পরস্য চ সন্ধির্ভবতি।" ২৪ সূত্রে ধৃত অভিবিমান শ্রুতি (...প্রাদেশমাত্রং অভিবিমানং আত্মানং...) প্রত্যগ্ আত্মা বিষয়িনী। পার্থিব বারাণশী যেমন শিবের স্থান, আধ্যাত্মিক বারাণশী (ভ্রূ ও নাসিকার সন্ধিস্থল) তেমনই কুণ্ডলিনীশক্তির ষষ্ঠ বা আজ্ঞা চক্র। যোগীরা এইখানে ব্রহ্মের ধ্যান করেন। যোগীরা বলেন ভ্রূমধ্যস্থ আজ্ঞাচক্র এবং সহস্রারের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম স্বচ্ছ পর্দ্দা আছে। সেই পর্দ্দা ভেদ হইলে মন ব্রহ্মের সঙ্গে মিশিয়া যায়। তখন সমাধির সপ্তমভূমিতে আরোহণ হয়। সেই জন্য সূত্র বলিতেছেন এনং পরমেশ্বরং অস্মিন্ বারাণাশ্যাং সন্ধিস্থলে আমনন্তি উপদিশন্তি (জাবালা অপি)। চিবুক হইতে মূর্দ্ধা পর্য্যন্ত অংশ প্রাদেশ পরিমিত। ভ্রূ ও নাসিকা ইহারই অন্তর্গত। ভ্রূ ও নাসিকার সন্ধিস্থলে পরমাত্মা অবস্থিত। তাই পরমাত্মা প্রাদেশমাত্র।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

তৃতীয়ঃ পাদঃ।

১। দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ।

পূ। দ্বিতীয় মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের "যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষং ওতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ। তমেবৈকং জানথ আত্মানং অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্য এষ সেতুঃ। অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ স এষো'ন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ ওঁমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ" শ্রুতিতে দ্যু ভূ অন্তরিক্ষ এক একটি আয়তন বা আধার বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মধ্যে সেতুঃ কথাটিও বলা হইয়াছে। সেতু পারবান বস্তু অতএব সসীম। সুতরাং ঐ শ্রুতি সাংখ্যের প্রকৃতিকেই বুঝাইতেছে, ব্রহ্মকে নয়। আবার উহা বায়ুকেও বলা হইয়া থাকিতে পারে, কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন "বায়ুনা বৈ গৌতম সূত্রেণ অয়ং লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতানি সন্দৃব্ধানি ভবন্তি," অতএব বায়ু সকলের ধারক।

উ। "জানথ আত্মানং" বাক্যে সেই আধারকে আত্মা বলিয়াছেন। ঐ আত্মন্ শব্দ (সূত্র ইহাকেই স্ব বলিয়াছেন) থাকায় দ্যু ভূ আদি আয়তন = ব্রহ্ম, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। সেতু শব্দে আয়তন বুঝাইতেছে না। "অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ" এই বাক্যত্যাগকে (মৌনকেই) মোক্ষের সেতু (উপায়) বলিয়াছেন। অন্য বাক্য ত্যাগ করাই মোক্ষের সেতু, ইহাই শ্রুতির অর্থ। "তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ। নানুধ্যায়াৎ বহূন্ শব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ॥"

২। মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ।

উ। মুক্তৈঃ উপসৃপ্যং প্রাপ্যং যদ্ব্রহ্ম তস্য ব্যপদেশাৎ কথনাৎ দ্যু-ভ্বাদি আয়তনং ব্রহ্ম এব নান্যৎ। মুক্ত পুরুষেরা পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হন অতএব দ্যু ভু অন্তরিক্ষ রূপ আধার ব্রহ্ম ইহাই নিশ্চয় হয়। "যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যে'স্য হৃদি শ্রিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যো'মৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।"

৩। নানুমানমতচ্ছব্দাৎ।

উ। অচেতন প্রধানকে বুঝায়, অতৎ শব্দাৎ (সেইরূপ শব্দ ঐ শ্রুতিতে না থাকায়) ন অনুমানং (সাংখ্যের প্রধানের অনুমান হয় না)। প্রত্যুতঃ অচেতনের বিপরীত চেতনের প্রতিপাদক—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" এইরূপ শব্দই আছে। সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ শব্দ থাকায় ঐ শ্রুতি বায়ুকেও বুঝাইবে না।

৪। প্রাণভৃচ্চ।

উ। প্রাণভৃৎ = জীব। জীবের জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন (সসীম)। সুতরাং জীব সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বাধার হয় না। অতএব প্রাণভৃচ্চ (জীবও) ঐ আয়তন শব্দে অন্বিত হয় না।

৫। ভেদব্যপদেশাৎ।

উ। "তমেবৈকং জানথ আত্মানং" বলিয়া জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার ভেদ উপদিষ্ট হওয়ায় প্রাণভৃৎ (জীব) জ্ঞাতা, ব্রহ্ম (জ্ঞেয়) ইহাই প্রতিপন্ন হয়। অতএব জীব সেই আয়তন নহে।

৬। প্রকরণাৎ।

উ। মুণ্ডকের ঐ "যস্মিন্ দ্যৌ পৃথিবী অন্তরিক্ষং ওতং" শ্রুতি কি প্রসঙ্গে (প্রকরণে) কথিত হইয়াছে? প্রথম মুণ্ডকে প্রথম খণ্ডের শেষে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। সৌনক আঙ্গীরসকে বলিলেন, "কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতো ভবতি।" সেই প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গেই "যস্মিন্ দ্যৌ" শ্রুতি আম্নাত হইয়াছে। জীবকে জানিলে সর্ব্বং বিজ্ঞাত হয় না। পরমাত্মাকে জানিলেই হয়।

৭। স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ।

উ। "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" শ্রুতিতে একেব স্থিতি (না খাইয়া উদাসীন ভাবে বসিয়া থাকা) অন্যেব অদন্ খাওয়া (কর্ম্মফল ভোগ) এই দুই হইতেও জীব ও ব্রহ্মে ভেদ কল্পিত হইয়াছে।

৮। ভূমা সম্প্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ।

পূ। ৭।২৩।১ ছান্দোগ্যে সনৎকুমার নারদকে বলিলেন, "যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ,...যো বৈ ভূমা তদমৃতং...স এব অধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ...স এবেদং সর্ব্বম্।" আবার ৭।১৫।৪ ছান্দোগ্যে সনৎকুমার বলিয়াছেন, "প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্ব্বাণি ভবতি।" তুমি যাহা পড়িয়াছ সব নামই নাম বলিয়া সনৎকুমার বলিয়া গেলেন "নাম অপেক্ষা বাক্ শ্রেষ্ঠ, বাক্ অপেক্ষা মন, মন অপেক্ষা সঙ্কল্প, তদপেক্ষা চিত্ত, ধ্যান, বিজ্ঞান, তদপেক্ষা বল শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা অন্ন, জল, তেজ, আকাশ, স্মৃতি শ্রেষ্ঠ, স্মৃতি অপেক্ষা আশা শ্রেষ্ঠ, আশা অপেক্ষা প্রাণ শ্রেষ্ঠ। "অস্মিন্ প্রাণে সর্ব্বং সমর্পিতং...প্রাণো ব্রাহ্মণঃ।" সনৎ-

কুমার প্রাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাহাকেও বলেন নাই। অতএব প্রাণই ভূমা। প্রাণকে জানিলে সত্য বলা যায় সো'হং, অর্থাৎ অতিবাদী হওয়া যায়।

উ। প্রাণকে জানিলে অতিবাদী হয়, এই পর্য্যন্ত শুনিয়া নারদ ভাবিলেন, আমি অতিবাদী হইয়াছি। তাই প্রাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি না জানিবার জন্য প্রশ্ন করিলেন না। নারদের এই ভুল বিশ্বাস দূর করিবার জন্য সনৎকুমার বলিলেন (ছান্দোগ্য ৭.১৬) বিশেষরূপে না জানিলে (বিজ্ঞান না হইলে) সত্য বলা যায় না (অতিবাদী হওয়া যায় না), মনন না হইলে বিজ্ঞান হয় না, শ্রদ্ধা না হইলে মনন হয় না; নিষ্ঠা না হইলে শ্রদ্ধা হয় না; কর্ম্ম না হইলে নিষ্ঠা হয় না; সুখ না হইলে কর্ম্ম হয় না; ভূমাই সুখ স্বরূপ। যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি নান্যৎ বিজানাতি স ভূমা…যো বৈ ভূমা তদমৃতং …স এব অধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এব ইদং সর্ব্বমিতি…অহমেব অধস্তাৎ...আত্মা এব অধস্তাৎ…। ৭।২৬।১ ছান্দোগ্যে সনৎকুমার বলিলেন, "আত্মতঃ প্রাণঃ…আত্মতঃ এবেদং সর্ব্বং।" এইরূপে তিনি ভূমা প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিলেন। আবার বৃহদারণ্যক (২।১।২০) শ্রুতি বলিয়াছেন, সম্প্রসাদ অর্থাৎ সুষুপ্তি কালে "যথা অগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেব অস্মাৎ আত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ…ব্যুচ্চরন্তি…তস্য উপনিষৎ সত্যস্য সত্যং…প্রাণা বৈ সত্যং তেষাং এষ (আত্মা) সত্যং। অতএব সম্প্রসাদাৎ অধ্যুপদেশাৎ (সম্প্রসাদরূপ যে প্রাণ সুষুপ্তিকালে জাগ্রৎ থাকে) তদপেক্ষা অধি (অধিক) বলায় ভূমা প্রাণ নহে, পরমাত্মা।

৯। ধর্ম্মোপপত্তেশ্চ।

উ। ৮।২৪।১ ছান্দোগ্য বলিয়াছেন "যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি নান্যৎ বিজানাতি স ভূমা"। বৃহদারণ্যক ২।৪।১৪ শ্রুতি

বলিয়াছেন "যত্র বা অস্য সর্ব্বং আত্মৈব অভূৎ তৎ কেন কঃ পশ্যেৎ ?" অতএব আত্মাই ভূমা। "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং," "যো বৈ ভূমা তদমৃতং"—এই সকল ধর্ম্মের (গুণের) উপপত্তি থাকায় ভূমা শব্দে পরমাত্মাই বুঝায়।

১০। অক্ষরমম্বরান্তধৃতেঃ।

পূ। বৃহদারণ্যকের ৩য় অধ্যায়ের ৮ম ব্রাহ্মণে বাচক্নবী গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিলেন, "কস্মিন্ তু আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ ?" তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—"এতদ্ বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি অস্থূলং অনণু অহ্রস্যং অদীর্ঘং অলোহিতং অস্নেহং অচ্ছায়ং অতমঃ অবায়্বনাকাশং অসঙ্গং অরসং অগন্ধং অচক্ষুষ্কং অশ্রোত্রং অবাক্ অমনঃ অতেজস্কং অপ্রাণং অমুখং অমাত্রং অনন্তরবাহ্যং ন তদশ্নাতি কিঞ্চন ন তদশ্নাতি কশ্চন। এতস্য বা প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত · তদ্ বা এতদক্ষরং গার্গি অদৃষ্টং দ্রষ্টৃ অশ্রুতং শ্রোতৃ অমতং মন্তৃ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ। নান্যং অতো'স্তি দ্রষ্টৃ নান্যং অতো'স্তি শ্রোতৃ...মন্তৃ...বিজ্ঞাতৃ এতস্মিন্ নু খলু অক্ষরে গার্গি আকাশঃ ওতশ্চ প্রোতশ্চ।" এই অক্ষর শব্দ = বর্ণ (ক খ গ ঘ ইত্যাদি), কারণ ইহাই অক্ষর শব্দের রূঢ় অর্থ। এক শ্রুতি বলিয়াছেন "ওঙ্কার এবেদং সর্ব্বং," অতএব বর্ণের উপাস্যতা শ্রুতিসম্মত। (৩।৩।৩৩ দেখ)।

উ। অম্বরান্তধৃতেঃ পৃথিবী হইতে আকাশ পর্য্যন্ত সমুদায় পদার্থ অক্ষরে ওতপ্রোত আছে (ধৃত আছে), এইরূপ ধৃতেঃ (ধারণাৎ) অক্ষরের ব্রহ্মত্বই প্রতিপন্ন হয়। ক খ গ ঘ বর্ণ অম্বরান্ত পৃথিব্যাদিকে ধারণ করিতে পারে না। ব্রহ্মই সে সকলের ধারণকর্ত্তা। এই হেতু প্রতিপন্ন হয় যে বৃহ-

১১। সা চ প্রশাসনাৎ।

পূ। ব্রহ্মের জগদ্ বিধারণ কিরূপ? কারণকে কার্য্যের বিধারক (আশ্রয়) বলা যায়। যেমন মৃত্তিকা ঘটের বিধারক। সে অর্থে প্রধান বা প্রকৃতিই পৃথিব্যাদি অম্বরান্ত জগতের বিধারক হয়। সা=ধৃতিঃ।

উ। প্রশাসনাৎ—এতস্য প্রশাসনে সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ—এই প্রশাসন বাক্য থাকায় উক্ত অক্ষর প্রধান হইতে পারে না। অচেতন প্রধানের শাসন করিবার ক্ষমতা নাই। ঐ ক্ষমতা ঈশ্বরেরই আছে।

১২। অন্যভাবব্যাবৃত্তেশ্চ।

উ। নান্যৎ অতো'স্তি দ্রষ্টৃ, শ্রোতৃ, মন্তৃ, বিজ্ঞাতৃ এইরূপ কথা থাকায় অন্যভাব (ঈশ্বরেতর প্রধান জীব প্রভৃতির ভাব) ব্যাবৃত্তেঃ (নিষিদ্ধ থাকায়) অক্ষর = ব্রহ্ম।

১৩। ঈক্ষতিকর্ম্মব্যপদেশাৎ সঃ।

পূ। প্রশ্নোপনিষদের পঞ্চম প্রশ্নের উত্তরে পিপ্পলাদ বলিতেছেন, "এতদ্ বৈ পরঞ্চ অপরঞ্চ ব্রহ্ম যৎ ওঙ্কারঃ তস্মাৎ বিদ্বান্ এতেনৈব আয়-তনেন একতরং অন্বেতি। স যদি একমাত্রং অভিধ্যায়ীত স তেনৈব সংবেদিতঃ তূর্ণমেব জগত্যাং অভিসম্পদ্যতে। তং ঋচো মনুষ্যলোক উপনয়ন্তে স তত্র তপসা…মহিমানং অনুভবতি। অথ যদি দ্বিমাত্রেণ মনসি

সম্পদ্যতে সো'ন্তরিক্ষং যজুর্ভিঃ উন্নীয়তে।...যঃ পুনঃ এতং ত্রিমাত্রেণ ওঁ ইত্যেতেন এব অক্ষরেণ পরং পুরুষং অভিধ্যায়ীত স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নঃ। যথা পাদোদরঃ (সর্পঃ) ত্বচা বিনির্মুচ্যতে এবং হ বৈ স পাপ্‌মনা বিনির্মুক্তঃ স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকং স এতস্মাৎ জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং, পুরুষং ঈক্ষতে।" এই শ্রুতিতে হিরণ্যগর্ভ বা অপরব্রহ্মই অন্বিত হইয়াছেন পরব্রহ্ম অন্বিত হন নাই

উ। তবে "যঃ ত্রিমাত্রেণ ওঁ...অক্ষরেণ পরং পুরষং অভিধ্যায়ীত স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নঃ" শ্রুতিতে পরং পুরুষং বলা হইল কেন?

পূ। স্থূলদেহ বিরাট অপেক্ষা সূক্ষ্মদেহাভিমানী হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মা) পর (শ্রেষ্ঠ), এই জন্য পরং পুরুষং বলা হইয়াছে।

উ। ঈক্ষতি কর্ম্মের ব্যপদেশ থাকায় অর্থাৎ দর্শনক্রিয়ার উল্লেখ থাকায় পরব্রহ্মই প্রতিপন্ন হইতেছেন। পুরুষং ঈক্ষতে—আত্ম-অভেদে সাক্ষাৎ করে=ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। এ কথা পঞ্চম প্রশ্নের শেষ শ্লোকে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

ঋগ্‌ভিরেতং যজুর্ভিরন্তরিক্ষং
সামভির্যৎ তৎ কবয়ো বেদয়ন্তে।
তমোঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্
যৎ শান্তমজরমমৃতমভয়ং পরঞ্চেতি॥

অমৃতং অভয়ং পরং পরমাত্মা, ব্রহ্মা নয়।

পূ। এখানে ব্রহ্মলোক—ব্রহ্মার লোক; জীবঘন=ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ।

উ। জীবঘন—যেমন দুগ্ধের জলীয় অংশ দূর হইলে দুগ্ধ ঘনীভূত হয় তেমনই জীব যেখানে পাপমুক্ত ও সংসারিত্ব শূন্য হইয়া কেবল আত্মভাব প্রাপ্ত হয় এবং ব্রহ্মত্ব লাভ করে সেই লোক। ব্রহ্মলোকং উন্নীয়তে—ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত না হইলে পরব্রহ্মকে ঈক্ষণ করা অসম্ভব। দহর

উত্তরেভ্যঃ সূত্রে দহরাকাশকে ব্রহ্মপুর বা ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। ইহা হিরণ্য-গর্ভের পুরী নহে, হিরণ্যগর্ভও নহে। তেমনই ব্রহ্মলোক ব্রহ্মার লোক নয়, ব্রহ্মেরই লোক। ১।৪।১৯ সূত্রে বিজ্ঞানঘন = ব্রহ্ম, বলা হইয়াছে।

১৪। দহর উত্তরেভ্যঃ

পূ। ছান্দোগ্যের অষ্টম প্রপাঠকের প্রথম খণ্ডে, "অথ যদিদং অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরঃ অস্মিন্ অন্তরাকাশঃ তস্মিন্ যদন্তঃ তদ্ অন্বেষ্টব্যং তদ্ বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্।…কিং তত্র বিদ্যতে যদ্ অন্বেষ্টব্যং…?…যাবান্ বা অয়ং আকাশঃ তাবান্ এষঃ অন্তর্হৃদয়ঃ আকাশঃ উভে অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তঃ এব সমাহিতে উভৌ অগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ উভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি…সর্ব্বং…অস্মিন্ সমাহিতং… অস্মিন্ চেদিদং ব্রহ্মপুরে সর্ব্বং সমাহিতং সর্ব্বাণি চ ভূতানি সর্ব্বে চ কামা। যদা এনং জরা অবাপ্নোতি প্রধ্বংসতে বা কিং ততঃ অতিশিষ্যতে?…নাস্য জরয়া এতং জীর্য্যতি ন বধেন অস্য হন্যতে এতং সত্যং ব্রহ্মপুরং অস্মিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ এষ আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুঃ…সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ…যঃ ইহাত্মানং অনুবিদ্য ব্রজন্তি… সর্ব্বেষু লোকেষু কামচরো ভবতি," যে শ্রুতি আছে তাহাতে যে হৃৎপিণ্ডের অন্তর্গত ক্ষুদ্র আকাশের কথা বলিয়াছেন তাহা কি ভৌতিক আকাশ, না জীব, না পরমাত্মা? ব্রহ্মপুরে জীবও থাকে পরমাত্মাও থাকেন, কারণ জীব ব্রহ্মস্বরূপ। আকাশ শব্দের রূঢ় অর্থ ভৌতিক আকাশ। উহা হৃদয়ের অন্তর্গত থাকায় উহাকে দহর (ক্ষুদ্র) বলা হইয়াছে। আকাশই পৃথিবী ও স্বর্গের অন্তরে অবস্থিত। শ্রুতি ঐ দহরের (ক্ষুদ্রের) স্বরূপ অন্বেষণ করিতে বলেন নাই। যে তাহার

অন্তরে অবস্থিত তাহারই বিচার করিতে বলিয়াছেন। দহরের ভিতর আকাশ ভিন্ন কিছুই নাই।

উ। "যাবান্ বা অয়ং আকাশঃ তাবান্ এষ অন্তর্হৃদয় আকাশঃ" এই তুলনায় আকাশ দৃষ্টান্ত। নিজের সহিত নিজের তুলনা হয় না। অতএব দার্ষ্টান্তিক দহবাকাশ ভৌতিক আকাশ ভিন্ন অন্য কিছু, ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

পূ। তবে ঐ দহবাকাশ জীবকেই বলা হইয়াছে ?

উ। জীবকে আত্মা বলা যায় সত্য, কিন্তু জীবকে "এষ আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুঃ...সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্প" বলা যায় না। তুমি বলিয়াছ জীব ব্রহ্মস্বরূপ এইজন্য দহরাকাশকে ব্রহ্মপুর বলা হইয়াছে। জীবকে অত ঘুরাইয়া ব্রহ্ম না বলিয়া সোজাসুজি দহরাকাশকে ব্রহ্ম বলিলেই ত চুকিয়া যায়। ব্রহ্ম সর্ব্বাসু পূর্ষু শেতে এই জন্য তাঁহার নাম পুরুষ ও পুরিশয় হইয়াছে। ঐ ব্রহ্মপুর তাই ব্রহ্মেরই পুর, জীবের নয়। তুমি বলিয়াছ শ্রুতি দহরেব স্বরূপ বিচার করিতে বলেন নাই, তাহার ভিতব যাহা আছে তাহারই বিচার করিতে বলিয়াছেন। "যদ্ অন্তঃ তদন্বেষ্টব্যং।" শ্রুতির তাহাই যদি উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে দ্যাবা পৃথিবীরই অন্বেষণ করিতে হইত কারণ "দ্যাবা পৃথিবী অন্তঃ এব সমাহিতে।" শ্রুতির উপসংহারে যাহা বলা হইয়াছে তাহার সহিত এই দ্যাবা পৃথিবীর সঙ্গতি হয় না। ঐ উত্তরেভ্যঃ বাক্যেভ্যঃ পাওয়া যায় যে, ঐ দহরাকাশ—"এতৎ সত্যং ব্রহ্মপুরং অস্মিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ এষ আত্মা অপহতপাপ্মা" ইত্যাদি। অতএব দহরাকাশের অন্তরে যে ব্রহ্ম আছেন তিনিই "যদ অন্তঃ তদন্বেষ্টব্যং।" তিনিই এই দহরাকাশ।

১৫। গতিশব্দাভ্যাং তথাহি দৃষ্টং লিঙ্গঞ্চ।

উ। ঐ শ্রুতিতে আছে—"য ইহ (দহরাকাশে) আত্মানং অনুবিদ্য ব্রজন্তি…সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।" সে যদি পিতৃলোক, মাতৃলোক, ভ্রাতৃলোক, স্বসৃলোক, সখালোক, গন্ধমাল্য লোক, অন্নপান লোক, গীতবাদিত্র লোক, স্ত্রীলোক, যাইতে ইচ্ছা করে, তথায় সকলে তাহাকে অভ্যর্থনা করে। সে যে মুহূর্ত্তে যাহা ইচ্ছা করে তাহাই পায়।… কিন্তু ঐ সকল সত্যকামের এক এক মিথ্যা আবরণ (অপিধান) থাকে …যেমন লোকে স্বর্ণের খনি কোথায় আছে না জানিয়া বারংবার অনর্থক যাতায়াত করে, সেইরূপ লোকে এই দহরাকাশে ব্রহ্ম আছেন না জানিয়া সুষুপ্তিকালে তথায় প্রত্যহ গমন করিয়াও এই ব্রহ্মলোককে জানিতে পারে না। "ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ অহরহঃ গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তি।" তথাহি দৃষ্টং—অন্য শ্রুতিতেও দেখা গিয়াছে, "জীবানাং অহরহঃ ব্রহ্মগমনং।" "অহরহঃ গচ্ছন্ত্য" এবং"জীবানাং অহরহঃ ব্রহ্মগমনং" এই দুই গতি শব্দ দ্বারা দহরাকাশ—ব্রহ্ম, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। লিঙ্গঞ্চ —অতএব এই দহর ব্রহ্মলিঙ্গ।

১৬। ধৃতেশ্চ মহিম্নো'স্যাস্মিন্নুপলব্ধেঃ।

উ। ধৃতেঃ (জগদ্ধারণাৎ) অস্য চ মহিম্নঃ (ইহার মহিমা কীর্ত্তিত হওয়ায় এবং ঐ সকল মহিমা) অস্মিন্ (পরমেশ্বরে) উপলব্ধেঃ (উপলব্ধি হওয়ায়) দহর শব্দে ব্রহ্মই বুঝায়। ধৃতি ও মহিমা বিষয়ক শ্রুতি যথা :— "অথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিঃ এষাং লোকানাং ;" "এতস্য বা প্রশাসনে

গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" ; "এষ সর্ব্বেশ্বরঃ এষ ভূতাধিপতিঃ এষ ভূতপালঃ এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানাং" ইত্যাদি।

১৭। প্রসিদ্ধেশ্চ।

উ। "আকাশো বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা ;" "সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে," এইরূপ শ্রুতিতে আকাশ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ হওয়ায়ও দহরাকাশ = ব্রহ্ম।

১৮। ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেন্নাসম্ভবাৎ।

পূ। ছান্দোগ্যের ঐ দহরশ্রুতির পরেই, ৮।২।৪ "অথ য এষ সম্প্রসাদ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে এষ আত্মেতি…এতদ্ অমৃতং অভয়ং এতদ্ ব্রহ্মেতি," শ্রুতি জীবের কথাই বলিয়াছেন, এই শ্রুতিও দহরশ্রুতির সংলগ্ন, অতএব তুমি দহরশ্রুতির বাক্যশেষ লইয়া তদর্থে ব্রহ্মকে গ্রহণ করিতে পার না। এই সম্প্রসাদ যে জীব সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না, কারণ জীবই শরীর হইতে উত্থিত হয়। বৃহদারণ্যক শ্রুতিও সুষুপ্তি অবস্থাকে সম্প্রসাদ বলিয়াছেন,—"এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবতঃ ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্ …স্বেন জ্যোতিষা প্রস্বপিতি অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতির্ভবতি…স বা

এতস্মিন্ সম্প্রসাদে রত্বা চরিত্বা দৃষ্ট্বা...পুণ্যঞ্চ পাপঞ্চ পুনঃ···প্রতিযোন্যা দ্রবতি···।"

উ। ইতরপরামর্শাৎ (বাক্য শেষে সুষুপ্ত জীবেরও কথা থাকায়) স ইতি চেৎ (দহরকে যদি জীব বলিয়া মনে কর) ন (তাহা হয় না) কুতঃ ? অসম্ভবাৎ—জীবে বাক্যশেষোক্ত সমস্ত ধর্ম্মের সামঞ্জস্য হয় না, এই জন্য। জীব বুদ্ধি উপাধি পরিচ্ছিন্ন হওয়ায় আকাশের সহিত তুলিত হইতে পারে না। আবার ঐ বুদ্ধি উপাধিতে অভিমান থাকিতে জীব অপহতপাপ্মা বিজর বিমৃত্যু সত্যকাম সত্যসঙ্কল্প হইতে পারে না। সম্প্রসাদও জীব নয়, কারণ শ্রুতি সম্প্রসাদকে এতদ্ ব্রহ্মেতি বলিয়াছেন।

১৯। উত্তরাচ্চেদাবির্ভূতস্বরূপস্তু।

পূ। ৮।৭।৩ ছান্দোগ্যে "তৌ (ইন্দ্র ও বিরোচনকে) হ প্রজাপতিরুবাচ কিং ইচ্ছন্তৌ অবাস্তং ? তৌ···উচতুঃ য আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরঃ বিমৃত্যুঃ বিশোকঃ অবিজিঘৎসঃ অপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সঃ অন্বেষ্টব্যঃ...তমিচ্ছন্তৌ অবাস্তং। তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ য এষঃ অক্ষিণিপুরুষঃ দৃশ্যতে এষ আত্মা এতৎ অমৃতং অভয়ং এতদ্ ব্রহ্ম" ...ইন্দ্র ও বিরোচন পৃচ্ছিলেন, "যো'য়ং ভগবঃ অপ্সু পরিখ্যায়তে যশ্চায়ং আদর্শে কতম এবঃ ?" ব্রহ্মা বলিলেন, "এষ উ এব এষু সর্ব্বেষু অন্তেষু পরিখ্যায়তে"—(ইহাই এই সমুদায়ের অভ্যন্তরে দৃষ্ট হয়) এই শ্রুতি জাগ্রদবস্থায় জীবের বোধক। আবার ঐ (৮।১১।১) "তদ্ যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাতি এষ আত্মা" শ্রুতি স্বপ্নাবস্থ জীবের বোধক। অতএব সম্প্রসাদ জীব ভিন্ন কিছুই হইতে পারে না।

উ। ঐ প্রসঙ্গের শেষে প্রজাপতি ইন্দ্রকে বলিলেন, "য এষ স্বপ্নে

মহীয়মানঃ চরতি এষ আত্মা···এতদ্ অমৃতং অভয়ং এতদ্ ব্রহ্ম...।” প্রজাপতি আবার বলিলেন, “তদ্ যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাতি এষ আত্মাঃ এতদ্ অমৃতং অভয়ং এতদ্ ব্রহ্ম।” ইন্দ্র বলিলেন এ আত্মা ত নিজেকে জানে না, সুষুপ্তি কালে “বিনাশং এব অপীতঃ” হয়, এ কি রকম আত্মা? প্রজাপতি বলিলেন, “এ শরীর নশ্বর, কিন্তু ইহাতেই অমৃত অশরীর আত্মা বাস করেন। এই শরীরের অভিমানী জীব প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ে আসক্ত হয়। কিন্তু অশরীর আত্মাকে প্রিয়াপ্রিয় স্পর্শ করে না। অশরীর বায়ু মেঘ বিদ্যুতের মত এই সম্প্রসাদ—“এবং এব এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতি-রূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ।” উত্তরাৎ (প্রজাপতির বাক্যশেষে কথিত) আবির্ভূত স্বরূপকে চেৎ (যদি জীবই বল) তাহাতে ক্ষতি নাই, জীব স্বরূপে আবির্ভূত হইলে ব্রহ্মই হইয়া যায়, “স যো হ বৈতৎ পরং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।”

২০। অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ।

উ। দহরাকাশের যে জীবপরামর্শ—অর্থাৎ জীবরূপে কথন হইয়াছে তাহা অন্যার্থ—অর্থাৎ জীবের প্রতিপাদনের জন্য নয়, ব্রহ্মের প্রতিপাদনের জন্যই।

২১। অল্পশ্রুতেরিতি চেত্তদুক্তং।

পূ। দহরপুণ্ডরীক শ্রুতিতে দহর শব্দের অর্থ অল্প। পরমেশ্বরে অল্পত্ব কল্পিত হয় না। জীবেই হয়।

উ। চেৎ—যদি তা বল,, তত্রুক্তং ইহার উত্তর পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। (১।২।৭ সূত্র দেখ)।

২২। অনুকৃতেস্তস্য চ।

উ। "ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্র তারকং।
নেমা বিদ্যুতোভান্তি কুতো'যং অগ্নিঃ।
তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥

এই মুণ্ডক (২।২।১০) শ্রুতির বলে সূত্রকার বলিতেছেন, তস্য ব্রহ্মণঃ অনুকৃতেঃ (অনুকরণ করিয়াই) সূর্য্য চন্দ্র তারা বিদ্যুৎ অগ্নি অনুভাত হয়। ব্রহ্মই স্বয়ং জ্যোতিঃ। অন্য সমস্ত জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ ব্রহ্মের জ্যোতিতেই উজ্জ্বল, তাহাদের নিজের জ্যোতি নাই।

২৩। অপি চ স্মর্য্যতে।

উ। স্মৃতিও (১৫।১২) ভগবদগীতাও তাই বলিয়াছেন,—
"যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তে'খিলং।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকং॥"

২৪। শব্দাদেব প্রমিতঃ।

পূ। কঠোপনিষদের চতুর্থ বল্লীতে—
"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ।
ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ॥"

উক্ত অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ জীব। যম সত্যবানের দেহ হইতে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে আকর্ষণ করিয়া লইলেন। যম কি পরমাত্মাকে আকর্ষণ করিতে পারেন?

উ। ঐ শ্রুতিতেই তাঁহাকে "ঈশানো ভূতভব্যস্য" বলা হইয়াছে। এই প্রকরণে ব্রহ্ম কি? ইহাই প্রশ্ন ছিল। সে প্রশ্নের উত্তর জীব হইতে পারে না। শব্দাৎ (উপনিষদোক্ত ঈশানোভূতভব্যস্য শব্দাৎ) প্রমিতঃ ব্রহ্মই প্রতিপন্ন হন।

২৫। হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ।

উ। পরমাত্মা হৃদয়ে অবস্থান করেন। এই হৃদয়ে অবস্থানং অপেক্ষ্য তাঁহাকে অঙ্গুষ্ঠমাত্র বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ তিনি অসীম।

পূ। হস্তী প্রভৃতি বড় জন্তুর হৃদয় ত অঙ্গুষ্ঠ অপেক্ষা বড়, তবে অঙ্গুষ্ঠ মাত্র কেন বলিলে?

উ। মনুষ্যাধিকারত্বাৎ—বেদান্ত শাস্ত্র মনুষ্যকেই অধিকার করে। মানুষের হৃদয়ের পরিমাণেই অঙ্গুষ্ঠমাত্র বলা হইয়াছে।

২৬। তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ।

পূর্ব্বপক্ষে বাদরায়ণঃ। বেদান্ত শাস্ত্র দেবতাদেরও অধিকৃত। তদুপরি

(মানুষের উপরিস্থ) দেবতাদের হৃদয়ও অঙ্গুষ্ঠ অপেক্ষা বড়। অতএব অঙ্গুষ্ঠমাত্র শব্দ ঠিক নয়।

উ। সে ক্ষেত্রে দেবতাদের নিজের নিজের অঙ্গুষ্ঠমাত্র ইহাই বুঝিতে হইবে।

২৭। বিরোধঃ কর্ম্মণীতি চেন্নানেক-প্রতিপত্তের্দ্দর্শনাৎ।

পূ। শাস্ত্রে দেবতাদের অধিকার আছে। কিন্তু বহু যাজ্ঞিক একই কালে ইন্দ্রযজ্ঞ করেন। ইন্দ্র এক, তিনি সকল যজ্ঞে কিরূপে সশরীরে আসিবেন? অতএব ইহাই পাওয়া যায় যে কর্ম্মণি অর্থাৎ যজ্ঞে দেবতারা শরীর ধারণ করিয়া আসেন না।

উ। বৃহদারণ্যকের তৃতীয় অধ্যায়ের নবম ব্রাহ্মণে বিদগ্ধশাকল্য যাজ্ঞবল্ক্যকে পৃচ্ছিলেন, "কতি দেবাঃ?" দেবতা ক'জন? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রা।" শাকল্য বলিলেন, "কতমে তে?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "মহিমান এবৈষাং এতে ত্রয়স্ত্রিংশত্ত্বেব দেবা।" শাকল্য বলিলেন, "কতমে তে ত্রয়স্ত্রিংশৎ?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "অষ্টৌ বসবঃ একাদশ রুদ্রা দ্বাদশাদিত্যাঃ তে একত্রিংশৎ ইন্দ্রশ্চ প্রজাপতিশ্চ ত্রয়স্ত্রিংশৌ ইতি।" দেবতা মোটে ৩৩ জন হইলেও তাঁহারা মহিমাদ্বারা ৩৩০০ এবং ৩৩০০০ হন, অর্থাৎ এক দেবতা বহু হইতে পারেন। স্মৃতিও বলেন,—

"আত্মনো বৈ সহস্রাণি বহূনি ভরতর্ষভ।
কুর্য্যাদ্ যোগী বলং প্রাপ্য তৈশ্চ সর্ব্বৈর্ম্মহীঞ্চরেৎ॥
প্রাপ্নুয়াৎ বিষয়ান্ কৈশ্চিৎ, কৈশ্চিৎ উগ্রং তপশ্চরেৎ।
সংক্ষিপেচ্চ পুনস্তানি সূর্য্যোরশ্মিগণানিব॥"

যখন যোগীদের ক্ষমতা এতদূর তখন জন্মসিদ্ধ দেবতার বহু শরীর ধারণের কা কথা ? শ্রুতি স্মৃতি দর্শনাৎ দেবতাদের অনেক প্রতিপত্তি দৃষ্ট হয়। সেই জন্য কর্ম্মণি (যজ্ঞে) বিরোধ হয় না।

২৮। শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ।

পূ। কর্ম্মণি (যজ্ঞে) বিরোধ না হইলেও শব্দে বিরোধ হইবে। জৈমিনি বলিয়াছেন "ঔৎপত্তিকং হি শব্দস্য অর্থেন সম্বন্ধং আশ্রিত্যানপেক্ষত্বাৎ" অর্থের সহিত বৈদিক শব্দের নিত্য সম্বন্ধ ; বৈদিক শব্দ অর্থ সম্বন্ধে অন্যের আশ্রয়ের অপেক্ষা করে না, অর্থাৎ বৈদিক শব্দ স্বতঃ প্রামাণ্য। ২৬ ও ২৭ সূত্রে সূত্রকার দেবতাদের সশরীর হওয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু দেবতারা সশরীর হইলে জন্ম মৃত্যুর বশ হইবেন। এই শরীর অঙ্গীকার জৈমিনির সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ। কারণ দেবাদি শব্দ বৈদিক সুতরাং নিত্য। দেব শব্দ নিত্য অথচ দেবতারা অনিত্য ইহা হইতে পারে না। শব্দে বিরোধ হয়।

উ। শব্দে বিরোধ হয় না। আকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিবিশেষই জন্মে, আকৃতি জন্মে না। ব্যক্তি উৎপত্তিমান হইলেও আকৃতি অনাদি। ধবলী বা শ্যামলী গাভী জন্মে ও মরে, কিন্তু গোজাতি সনাতন, সে জাতি জন্মেও না মরেও না। গোজাতি যেমন সনাতন, গো আকৃতিও (শৃঙ্গ, পুচ্ছ ইত্যাদিও) তেমনই অনাদি অনন্ত। সেইরূপ এক এক জন দেবতা জন্ম মৃত্যুর বশ হইলেও দেবতা জাতি ও তাহাদের আকৃতি (দিব—জ্যোতিঃ

সম্পন্ন আকৃতি) অনাদি ও অনন্ত। দেবতাদের যে বিশেষ বিশেষ আকৃতি আছে তাহা মন্ত্র ও অর্থবাদ প্রভৃতির দ্বারা জানা যায়। ব্রহ্ম জগতের যেরূপ কারণ, শব্দ সেরূপ কারণ নয়। ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ; শব্দ দ্বারা জগতের (সমস্ত পদার্থের) ব্যক্তভাব মাত্র জন্মে। শ্রুতি বলিয়াছেন সৃষ্টি শব্দপূর্ব্বিকা। "এতে" ইতি বৈ প্রজাপতিঃ দেবান্ অসৃজত, "অসৃগ্রং" ইতি মনুষ্যান্, "ইন্দবঃ" ইতি পিতৄণ্ "তিরঃ পবিত্রান্" ইতি গ্রহান্, "আসবঃ" ইতি স্তোত্রং, "বিশ্বান্" ইতি শস্ত্রং "সৌভগঃ" ইতি অন্যাঃ প্রজাঃ, "স মনসা বাচং মিথুনং (বাক্য ও অর্থ) সমভবৎ" ইত্যাদি। স্মৃতিও তাই বলেন :—

> অনাদি নিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা।
> আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ॥
> নামরূপে চ ভূতানাং কর্ম্মণাঞ্চ প্রবর্ত্তনং।
> বেদ শব্দেভ্য এবাদৌ নির্ম্মমে স মহেশ্বর॥
> সর্ব্বেষাঞ্চ স নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্।
> বেদ শব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে॥

যিনি যে কোন বস্তু প্রস্তুত করুন তাঁহাকে প্রথমে সেই বস্তুর বাচক শব্দ মনে করিতে হয়। "ভূঃ" শব্দ স্মরণ করিয়া প্রজাপতি পৃথিবীর, "এতে" শব্দ স্মরণ করিয়া দেবতার, 'অসৃগ্রং' (রুধির) শব্দপূর্ব্বক মনুষ্যের, (মানুষের দেহ রুধির প্রধান বলিয়া); ইন্দবঃ শব্দে পিতৃগণের (পিতৃগণ চন্দ্রলোকে বাস করেন বলিয়া), 'তিরঃ পবিত্রং' (পবিত্র সোম) শব্দে গ্রহ সকলের; 'আসবঃ' শব্দে স্তোত্রের; 'বিশ্বান্' শব্দে শস্ত্রের (স্তুতিমন্ত্রের) ও 'অতি সৌভগ' শব্দপূর্ব্বক অন্য প্রজার সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

পূ। তবে বর্ণই নিত্য। বর্ণই শব্দাত্মক জগতের কারণ।

উ। বর্ণ জগৎকারণ হইতে পারে না। বর্ণের কোনও অর্থ নাই, বর্ণ সমষ্টিরও অর্থ নাই। জারা, রাজা, পিক, কপি ইত্যাদিতে বর্ণৈক্য থাকিলেও অর্থৈক্য নাই। বর্ণের ক্রম ঠিক না থাকিলে অর্থ হয় না।

পূ। তবে স্ফোটই জগৎকারণ। শব্দ উচ্চারিত হইলে তাহার অর্থের যে প্রত্যভিজ্ঞা হয়, সেই প্রত্যভিজ্ঞাই স্ফোট। যেই শব্দ উচ্চারণ করুক, অর্থ একই হইবে। অতএব স্ফোট নিত্য ও শাব্দজগতের বাচক। এই স্ফোট হইতেই জগতের শব্দ সকল অর্থযুক্ত হইয়াছে, জগৎ অভি-ধেয়ভূত হইয়াছে।

উ। বর্ণ সকল ক্রমগৃহীত হইয়া স্ফোট উৎপাদন করে, সেই স্ফোট অর্থ উৎপাদন করে, ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক ভাষাতেও এক শব্দের বহু অর্থ হয়। অতএব বৈদিক শব্দই নিত্য; বর্ণ বা স্ফোট নিত্য নহে। বৈদিক নিত্য শব্দ হইতেই দেবাদির প্রভব হইয়াছে। "এতে ইতি বৈ প্রজাপতিঃ দেবান্ অসৃজত" এই শ্রুতির প্রত্যক্ষ প্রমাণে ও অনুমান অর্থাৎ স্মৃতি প্রমাণে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং দেবতাবা শরীরী বলিলে শব্দেব বিবোধ হয় না।

২৯। অতএব চ নিত্যত্বং।

উ। পূর্ব্বমীমাংসা বলিয়াছেন বেদের বুদ্ধিপূর্ব্বক রচয়িতা কেহ নাই। শ্রুতি বলিয়াছেন, "যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ংস্তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাং" যজ্ঞদ্বারা বাক্যের পদবী (বেদের যোগ্য) হইয়া যাজ্ঞিকেরা ঋষিতে প্রবিষ্ট (ঋষিদের হৃদয়ে স্থিত) বেদ সকলকে লাভ করিলেন। অর্থাৎ বেদ পূর্ব্ব হইতেই ছিল। স্মৃতিও বলিয়াছেন—"যুগান্তে'ন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্

মহর্ষয়ঃ। লেভিরে তপসাপূর্ব্বং অনুজ্ঞাতা স্বয়ম্ভুবা।" অতএব বেদ নিত্য সুতরাং বৈদিক শব্দ দেবাদিও নিত্য।*

৩০। সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধো দর্শনাৎস্মৃতেশ্চ।

পূ। প্রলয় কালে শব্দ সকলের ধ্বংস হয়। অতএব শব্দ নিত্য নয়।

উ। আবৃত্তৌ (কল্পান্তর সৃষ্টিতে) সৃষ্টপদার্থ সকলের সমান নামরূপ হওয়ায় এবং শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে প্রলয় কালেও আত্যন্তিক ধ্বংস হয় না, সংস্কার বা বীজ থাকে। অতএব শব্দের নিত্যত্ব বিষয়ে বিরোধ হয় না।

* বেদ চারিপ্রকার:—মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। মন্ত্রভাগে দেবগণের স্তুতি ও যজ্ঞাত্মক বচন আছে। পাদবদ্ধ গায়ত্র্যাদি ছন্দবিশিষ্ট ঋগ্বেদ। যে সকল ঋক গীতি বিশিষ্ট তাহাই সাম। যজুঃ গদ্যাত্মক। বেদ এক হইয়াও প্রয়োগের ভেদে নানা। "তত্র হৌত্রপ্রয়োগ ঋগ্বেদেন, আধ্বর্য্যপ্রয়োগো যজুর্ব্বেদেন, ঔদ্গাত্রপ্রয়োগো সামবেদেন। অথর্ব্ববেদস্তু শান্তিকপৌষ্টিকাভিচারিককলানানাবিধপদার্থবিদ্যানীতিপাকাদিকর্ম্মপ্রতিপাদকঃ। হোতা অধ্বর্য্যুঃ উদ্গাতা ব্রহ্মা ইতি চতুর্বিধা ঋত্বিজঃ পঞ্চমো যজমানঃ। মন্ত্রের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগবিধি সম্বলিত বেদাংশকে ব্রাহ্মণ বলে। বানপ্রস্থ আশ্রমের সাধকগণের বাহ্যোপকরণহীন মানসযজ্ঞের উপযোগী বেদাংশকে আরণ্যক বলে। ব্রাহ্মণ বা আরণ্যকের ব্রহ্মরহস্যবিজ্ঞানাংশ উপনিষদ। শাখাভেদেন উপনিষদ্ভেদাঃ সন্তি। উপনিষদ চারিপ্রকার। (১) বৈদিক—যথা ঈশ, কেন, কঠ, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, কৌষীতকি, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক। ইহারা মন্ত্র, ব্রাহ্মণ বা আরণ্যকের অঙ্গীভূত। (২) আর্ষ—যথা মুণ্ডক মাণ্ডুক্য, শ্বেতাশ্বতর। ইহারা প্রসিদ্ধ ঋষি প্রণীত। (৩) সাম্প্রদায়িক—যথা প্রশ্ন, জাবাল, নৃসিংহতাপনী। ইহারা শৈব প্রভৃতি সম্প্রদায় রচিত। (৪) কৃত্রিম—যথা আল্লোপনিষৎ।

"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বংঅকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষং অথো স্বঃ॥"

এই শ্রুতিদ্বারা প্রতিপন্ন হয় প্রলয় কালে হিরণ্যগর্ভের (ব্রহ্মার) স্মৃতি লোপ হয় না। তাঁহার স্মরণ থাকে পূর্ব্ব কল্পের সৃষ্টিতে কি কি ছিল। কৌষীতকি উপনিষদ সুষুপ্তের দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছেন,—"যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতি অথ অস্মিন প্রাণে এব একধা ভবতি তদা এনং বাক্ সর্ব্বৈঃ নামভিঃ শব্দৈঃ সহ অপ্যেতি, মনঃ সর্ব্বৈঃ ধ্যানৈঃ সহ অপ্যেতি। স যদা প্রতিবুধ্যতে যথা অগ্নেঃ জ্বলতঃ সর্ব্বা দিশঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ বিপ্রতিষ্ঠেবন্ এবং এব এতস্মাৎ আত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকাঃ।" স্মৃতি বলিয়াছেন,—

"তেষাং যে যানি কর্ম্মাণি প্রাক্সৃষ্ট্যাংপ্রতিপেদিরে।
তান্যেব তে প্রপদ্যন্তে সৃজ্যমানাঃ পুনঃপুনঃ॥
ঋষীণাং নামধেয়ানি যাশ্চ বেদেষু দৃষ্টঃ যঃ।
শর্ব্বর্য্যন্তে প্রসূতানাং তান্যেবৈভ্যো দদাত্যজঃ॥
যথার্ত্তৌ ঋতুলিঙ্গানি নামরূপাণি পর্য্যয়ে।
দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথা ভাবা যুগাদিষু॥"

(১।৪।১৬ দেখ)

৩১। মধ্বাদিষ্বসম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ।

পূ। জৈমিনি বলিয়াছেন দেবতাদের বিদ্যাধিকার নাই। কারণ মধুবিদ্যা প্রভৃতিতে তাহা অসম্ভব হয়। বসু, রুদ্র, আদিত্য, মরুৎ, সাধ্য, ইহারা আবার কাহার উপাসনা করিবে? অতএব ঐ বিদ্যা মনুষ্য সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, দেবোদ্দেশে কথিত হয় নাই। এইরূপে ঋষি সম্বন্ধে যে

উপাসনা আছে তাহাতে ঋষিদিগের অধিকাব নাই। (ছান্দোগ্যের তৃতীয় প্রপাঠক ও বৃহদারণ্যকের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণ দেখ।)

৩২। জ্যোতিষি ভাবাচ্চ। পূ। *

পূ। আদিত্যাদি (সূর্য্য, চন্দ্র, শুক্র, মঙ্গল প্রভৃতি যে সকল গ্রহ অহোবাত্র ভ্রমণ করিয়া জগৎকে আলোকিত করিতেছে) জ্যোতির্ষি ভাবাৎ —জ্যোতিঃ পিণ্ডে সত্ত্বাৎ—আদিত্যাদির অস্তিত্ব কেবল জ্যোতিব পিণ্ডরূপে; তাহারা জড়পিণ্ড মাত্র। তাহাদেব আবার অধিকাব অনধিকার কি ?

৩৩। ভাবন্তু বাদরায়ণোঽস্তি হি।

উ। বাদরায়ণ বলেন দেবতাদেরও ভাবং (অধিকারস্য অস্তিত্বং) বেদে অধিকার আছে। লোকে কামনাপূর্ব্বক যজ্ঞ করে। কামনাই অধিকারের কাবণ। দেবতাদেরও কামনা আছে। বাজসূয় যজ্ঞে ব্রাহ্মণের অধিকার নাই ক্ষত্রিয়ের আছে। সেইরূপ মধুবিদ্যায় দেবতাদের অধিকার না থাকিলেও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে। দেবতারা আত্মার অন্বেষণ করিবেন এ কথা বৃহদারণ্যকের ৪।১০ শ্রুতিতে আছে "তদ্ যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তৎ অভবৎ, তথা ঋষীণাং তথা মনুষ্যাণাং।" যে যে দেবতা ব্রহ্মে প্রবুদ্ধ হন সেই সেই দেবতা ব্রহ্মই হন। "তে হোচুঃ হন্ত তং আত্মানং অন্বিচ্ছাম যং আত্মানং অন্বিষ্য সর্ব্বাংশ্চ লোকান্ আপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্"—দেবতারা বলিলেন আমরা সেই আত্মাকে অন্বেষণ করিব, যাঁহাকে অন্বেষণ করিলে সকল লোক পাওয়া যায়, সকল

---

* শেষে পূ চিহ্নিত সূত্রগুলি 'পূর্ব্বপক্ষ সূত্র।

কাম পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত আছে ইন্দ্র প্রজাপতির নিকট আত্মার অন্বেষণ করিতে গিয়াছিলেন।

পূ। জ্যোতিঃ পিণ্ডের যখন চেতনা নাই, তাহার অধিকার কিরূপে হইল বল নাই।

উ। জ্যোতিষ্কগণের দৃশ্যাংশ ভৌতিক হইলেও তাহাদের মধ্যে চেতন দেবতার অধিষ্ঠান আছে। শাস্ত্র মৃত্তিকা প্রভৃতিকেও চেতনের অধিষ্ঠান স্বীকার করিয়াছেন। "মৃদব্রবীৎ," "আপো'ব্রুবন্।" ইত্যাদি।

পূ। চেতনা থাকে থাক্, কিন্তু ঐ জ্যোতিঃপিণ্ডরূপ আকার ব্যতীত তাঁহাদের অন্য আকার নাই। যাহার আকার নাই তাহার উদ্দেশে হবন হয় না।

উ। দেবতারা ইচ্ছানুরূপ আকার ধারণ করিতে পারেন। ইন্দ্র মেষ হইয়া মেধাতিথিকে হরণ করিয়াছিলেন। সূর্য্য পুরুষ রূপ ধারণ করিয়া কুন্তীতে উপগত হইয়াছিলেন। শ্রুতি বলিয়াছেন, "যস্যৈ দেবতায়ৈ হবির্গৃহীতং স্যাৎ তাং ধ্যায়েৎ বষট্ করিষ্যন্।" যাহার মূর্ত্তি নাই তাহার ধ্যান কিরূপে হইবে? দেবতাদের শরীর আছে, রূপ আছে, ইহা ঋষিদের প্রত্যক্ষ। এখন আমরা দেবতাদের দেখিতে পাই না বলিয়া পূর্ব্বেও কেহ দেখে নাই, ইহা বলিতে পার না; কারণ জগৎ বিচিত্র। ইহাতে নিত্য পরিবর্ত্তন হইতেছে। যোগস্মৃতি বলিয়াছেন, "স্বাধ্যায়াৎ ইষ্টদেবতা সম্প্রয়োগঃ"—মন্ত্র জপদ্বারা ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎ হয়। যোগীদের পঞ্চতত্ত্বে ধারণাসিদ্ধি হইলে পাঁচপ্রকার যোগগুণ সিদ্ধি হয়। তদ্দ্বারা যোগী এক যোগাগ্নিময় শরীর লাভ করেন এবং তাঁহার জরা মৃত্যু থাকে না। শ্রুতি এই কথা বলিয়াছেন।

৩৪। শুগস্য তদনাদরশ্রবণাৎ তদাদ্রবণাৎ সূচ্যতে হি।

পূ। তুমি বলিলে কামনা থাকিলেই অধিকার জন্মে। শূদ্রেরও মোক্ষকামনা হওয়া সম্ভব। অতএব মোক্ষকামী শূদ্রেরও বিদ্যাধিকার (ব্রহ্মজ্ঞানে অর্থাৎ বেদপাঠে অধিকার) হওয়া উচিত। শূদ্রের যজ্ঞেই অধিকার নাই। শ্রুতি বলিয়াছেন "শূদ্রঃ যজ্ঞে অনবক্লৃপ্ত।" কিন্তু শ্রুতি এমন কথা বলেন নাই যে শূদ্রের বিদ্যাধিকার নাই। ছান্দোগ্যের সম্বর্গবিদ্যাপ্রকরণে জানশ্রুতি নামক রাজাকে রয়িক ঋষি শূদ্র বলিয়াছেন। সেই শূদ্রকেই তিনি সম্বর্গবিদ্যার উপদেশ দিয়াছেন। অতএব প্রতিপন্ন হইল শূদ্রের বিদ্যাধিকার আছে।

উ। তদনাদর শ্রবণাৎ (হংসের অবজ্ঞাসূচক কথা শ্রবণে) জানশ্রুতি রাজা শুগস্য (শোকস্য) তদাদ্রবণাৎ (শোকদ্বারা অভিভূত হইয়া ঋষির নিকট দৌড়িয়া গিয়াছিলেন সেই জন্য) তিনি শূদ্রশব্দে সূচিত হইয়াছিলেন। অতএব ঐ শূদ্রশব্দ শূদ্রজাতিবাচক নয়। *

---

* এক হংসের মুখে রয়িকের প্রশংসা শুনিয়া লোক পাঠাইয়া রাজা জানশ্রুতি তাঁহার সন্ধান পাইলেন এবং গবাদি দ্রব্য উপঢৌকন দিয়া, তাঁহার ইষ্টদেবতা কে? তাহা জানিতে চাহিলেন। রয়িক সে দান অগ্রাহ্য করিয়া বলিলেন শূদ্র তোর দ্রব্য তোরই থাক। জানশ্রুতি আবও দ্রব্য ও এক কন্যা ও এক গ্রাম উপঢৌকন করিলেন। রয়িক জানশ্রুতিকে সম্বর্গবিদ্যার উপদেশ দিলেন। এখানে শূদ্র সম্বোধনের পূর্ব্বে জানশ্রুতির শোকের কোনও উল্লেখ নাই। অতএব এই সিদ্ধান্তটি নিতান্ত কষ্টকল্পিত। যদি বল দানের দ্রব্য সকল নিতান্ত অল্প মনে করিয়া রয়িক জানশ্রুতিকে ক্রোধে শূদ্র বলিয়াছিলেন, তাহাও হয় না কারণ অধিক দ্রব্য ও কন্যাকে পাইয়াও তিনি জানশ্রুতিকে আবার শূদ্র বলিলেন। এতদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে জানশ্রুতি সত্য সত্যই শূদ্র ছিলেন। সেকালে শূদ্রেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার ছিল পরে সে অধিকার লুপ্ত হইয়াছিল।

৩৫। ক্ষত্রিয়ত্বগতেশ্চোত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ।

উ। উত্তরত্র (পরের কথায়) চৈত্ররথেন (অভিপ্রতারিনামকেন ক্ষত্রিয়েন) লিঙ্গাৎ (একত্রে আহারে বসিয়াছিলেন বলিয়া) ক্ষত্রিয়ত্বগতেঃ (জানশ্রুতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন হওয়ায়)। সম্বর্গবিদ্যা প্রকরণের শেষ-ভাগে যে কাক্ষসেন অভিপ্রতারীর কথা আছে তিনি চৈত্ররথি অর্থাৎ চিত্ররথ বংশীয় ক্ষত্রিয়। তিনি জানশ্রুতির সহিত একত্র আহার করিতে-ছিলেন, অতএব জানশ্রুতি ক্ষত্রিয় ছিলেন শূদ্র ছিলেন না। *

৩৬। সংস্কারপরামর্শাৎ তদভাবাভিলাপাচ্চ।

উ। উপনয়নসংস্কার বিদ্যা গ্রহণের নিমিত্ত সর্বত্র পরামৃষ্ট (কথিত) হইয়াছে। তদভাবাভিলাপাৎ (শূদ্রের উপনয়ন না থাকায়) চ (শূদ্রের বেদে অধিকার নাই, ইহাই প্রতিপন্ন হয়)। মনুসংহিতা ১০-৪-১২৬ দেখ।

* কথাটি এই —কপিবংশীয় শৌনক এবং কক্ষসেনের পুত্র অভিপ্রতারী আহারে বসিয়া ছিলেন এমন সময় এক ব্রহ্মচারী ভিক্ষা চাহিল। তাহাকে কিছু দেওয়া হইল না। ব্রহ্মচারী বলিল, প্রজাপতি যিনি অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র ও জলকে ভক্ষণ করেন, হে কাপেয, মানুষ তাঁহাকে দেখিতে পায় না। হে অভিপ্রতারিন্ তিনি নানারূপে বাস করেন, তাঁহার জন্যই অন্ন, তাঁহাকেই তোমরা অন্ন দিলে না। কপিবংশীয় শৌনক বলিলেন, "যিনি দেবতাদের ও প্রজাদের জনিতা, যিনি হিরণ্যদংষ্ট্র ও সর্বভক্ষী, বুদ্ধিমান্ মহান্, যাহাকে কেহ খাইতে পারে না, যিনি অন্ন খান আমরা সেই ব্রহ্মকে উপাসনা করি।" এই বলিয়া ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষা দিতে বলিলেন। এই শ্রুতিতে জানশ্রুতির উল্লেখ মাত্রই নাই। ইহাতে তাঁহার ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন হয় না।

৩৭। তদভাবনির্দ্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ।

পূ। তবে জাবাল সত্যকামের উপনয়ন ও বিদ্যাধিকার কিরূপে হইল?

উ। তদভাবনির্দ্ধারণে (সত্যকামের শূদ্রত্বের অভাব নির্দ্ধারণ করিয়াই) ঋষি তাঁহাকে উপবীতী করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

৩৮। শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চাস্য।

উ। স্মৃতিতে শূদ্রের বেদ শ্রবণ ও অধ্যয়ন নিষিদ্ধ থাকায় শূদ্রের বিদ্যাধিকার হয় না। শ্রবণ নিষেধ যথা,—"অস্য বেদমুপশৃণ্বতঃ ত্রপুজতুভ্যাং (রাঙ ও গালা দ্বারা) শ্রোত্রপ্রতিপূরণং," "পদ্যুহ বা এতৎ শ্মশানং যৎ শূদ্রঃ (শূদ্র সঞ্চরণশীল শ্মশান) তস্মাৎ শূদ্রসমীপে নাধ্যেতব্যম্।" "উচ্চারণে জিহ্বাচ্ছেদো ধারণে শরীরভেদঃ," "ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ।"

পূ। তবে বিদুর ও ধর্ম্মব্যাধের বিদ্যাধিকার কিরূপে হইয়াছিল?

উ। তাঁহারা জন্মান্তরে সিদ্ধ ছিলেন, তাঁহাদের জ্ঞানফল অনিবার্য্য।

৩৯। কম্পনাৎ। *

পূ। "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণে এজতি নিঃসৃতং। মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি" কঠোপনিষদের ষষ্ঠবল্লীর এই

* প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদটি শব্দ ও অর্থসম্বন্ধীয়। ৩০ সূত্রে পর্য্যন্ত শব্দের বিচার

শ্রুতি বলিতেছেন, সমস্ত জগৎ প্রাণে এজিত (কম্পিত) হইতেছে অর্থাৎ প্রাণাশ্রিত হইয়া জগৎ চেষ্টমান হইতেছে। এই প্রাণ নিশ্চয় বায়ু; কারণ বায়ুই মেঘ আনে এবং বিদ্যুৎগর্জ্জন প্রভৃতি তাহা হইতেই হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন—"বায়ুবিজ্ঞানাৎ এব চেৎ অমৃতত্বং"; "বায়ুরেব ব্যষ্টিঃ সমষ্টিঃ অপ পুনঃ মৃত্যুং জয়তি।'

উ। ঐ শ্রুতির পূর্ব্বে ও পরে ব্রহ্মোপদেশ আছে। পূর্ব্বেই ঊর্দ্ধ-মূলো'বাকৃশাখ এষো'শ্বত্থঃ সনাতনঃ," পরে, "ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ" আছে। মধ্যে বায়ুর উল্লেখ সম্ভবপর হয় না। যে ভয়ে অগ্নিস্তপতি সেই ভয়ের কথাই মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং শব্দে উক্ত হইয়াছে। "য এতদ্বিদুঃ অমৃতাস্তে ভবন্তি" একথা পরমেশ্বর সম্বন্ধেই সঙ্গত হয়, বায়ু সম্বন্ধে নয়। "বায়ুবিজ্ঞানাদেব চেৎ অমৃতত্বং" এই শ্রুতিতেও অন্যপ্রস্তাব উত্থাপন পূর্ব্বক পরমাত্মার কথা বলিয়া পরমাত্মা ভিন্ন সমস্তই আর্ত্ত ও নশ্বর এবং ক্রমে বায়ুরও নশ্বরত্ব কথন আছে। "ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্ত্যো জীবতি কশ্চন। ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্ এতৌ উপাশ্রিতৌ॥"

হইয়াছে। ৩১ সূত্রে দেবতাদের অধিকার প্রসঙ্গ অপ্রাসঙ্গিক ভাবে উপস্থিত হইয়া ৩৮ সূত্রে শেষ হওয়ায় ৩৯ সূত্রে পুনর্ব্বার বাক্যার্থ বিচার আরম্ভ হইল। এক কথা বলিতে বলিতে অন্য কথার অবতারণা সমীচীন নহে; বোধ হয় বিদ্যাধিকার সম্বন্ধীয় সূত্রগুলি (৩১—৩৮) পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। সম্ভবতঃ প্রথমে দেবতাদের বিদ্যাধিকার সূত্রগুলি প্রক্ষিপ্ত হয়। পরে অন্য কোনও ঐতিহাসিক যুগে শূদ্রের বিদ্যাধিকার সূত্রগুলিও প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। ততদিনে শূদ্রের বেদপাঠ সম্বন্ধে স্মৃতির আবির্ভাব হইয়াছিল।

৪০। জ্যোতির্দ্দর্শনাৎ

পূ। "এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিঃ উপ-সম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে। স উত্তমঃ পুরুষঃ স তত্র পর্য্যেতি জক্ষণ ক্রীড়ন্…এবং এবায়ং শরীরে প্রাণো যুক্তঃ;" ছান্দোগ্যের (৮।৩।৪) এই সম্প্রসাদ শ্রুত্যুক্ত পরজ্যোতিঃ কি? তমোনাশক তেজ অর্থেই জ্যোতিঃ শব্দ রূঢ়। জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ" (১।১।২৪) সূত্রে জ্যোতিঃ শব্দের ব্রহ্ম অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে, কিন্তু সেখানে ব্রহ্মের প্রকরণ ছিল, এখানে সে কারণ নাই। ঐ সম্প্রসাদ শ্রুতির পরেই নাড়ীবিদ্যা উক্ত আছে, "অথ যত্র এতৎ অস্মাৎ শরীরাৎ উৎক্রামতি অথ এতৈরেব রশ্মিভিঃ ঊর্দ্ধং আক্রমতে;" এখানে মুমুক্ষুর আদিত্যপ্রাপ্তি কথিত হইয়াছে। অতএব জ্যোতিঃ = তেজ; ব্রহ্ম নহে।

উ। এ শ্রুতিতেও জ্যোতিশব্দ ব্রহ্মপ্রকরণেই উক্ত হইয়াছে। (১।৩।১৪ দহর উত্তরেভ্যঃ সূত্র দেখ) সেখানে দহর পুণ্ডরীক ব্রহ্ম অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; সেই দহরবিদ্যা প্রকরণের পরেই এই সম্প্রসাদ প্রকরণ আরম্ভ হইয়াছে। আত্মা "পরংজ্যোতি" উপসম্পন্ন হইয়া স্বেনরূপেণ অভি-সম্পদ্যতে। অতএব এই পরংজ্যোতিঃই আত্মার স্বরূপ। ভৌতিক তেজ আত্মার স্বরূপ হইতে পারে না। তাই সূত্র বলিয়াছেন—দর্শনাৎ—পরমাত্মা প্রকরণে জ্যোতি শব্দ উক্ত হইয়াছে ইহা দেখিয়া জ্যোতিঃ = ব্রহ্ম, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। বৃহদারণ্যকের ষষ্ঠ অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণে জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে পৃচ্ছিলেন, "কিং জ্যোতিরয়ং পুরুষঃ?" যাজ্ঞবল্ক্য—"আদিত্য-জ্যোতিঃ।" জনক—"আদিত্য অস্ত গেলে?" যাজ্ঞ—"চন্দ্রজ্যোতিঃ।" জনক—"সূর্য্য চন্দ্র দুই অস্ত গেলে?" "যাজ্ঞ—"অগ্নি।" জনক—"অগ্নিও নিবে গেলে?" যাজ্ঞ—"বাক্"। জনক—"বাক্যও শান্ত হলে?" যাজ্ঞ—

"আত্মা।" জনক—"কতম আত্মা?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ স সমানঃ সন্ উভৌ লোকৌ অনুসঞ্চরতি ধ্যায়তীব লেলায়তীব স হি স্বপ্নোভূত্বা ইমং লোকং অতিক্রামতি, মৃত্যোরূপাণি।"

৪১। আকাশোঽর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ।

পূ। "আকাশো হ বৈ নাম নামরূপয়োঃ নির্ব্বহিতা তে যদন্তরা তদ্ ব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মা ইতি শ্রূয়তে।" ছান্দোগ্যের এই শ্রুতি অবশ্য ভৌতিক আকাশ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, কারণ আকাশ শব্দের রূঢ় অর্থ ভৌতিক আকাশ। অবকাশ দেয় বলিয়া আকাশ নামরূপেরও নির্ব্বহিতা। আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ সূত্রে (১।১।২২) ব্রহ্মলিঙ্গ থাকায় ব্রহ্ম অর্থ করা হইয়াছিল। এখানে ব্রহ্মলিঙ্গ নাই।

উ। অর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ। এখানে অন্য অর্থের কথন আছে। "নামরূপয়োঃ নির্ব্বহিতা তে যদন্তরা তদ্ ব্রহ্ম"—নামরূপ যাহা হইতে ভিন্ন তাহা ব্রহ্ম অর্থাৎ যাহা নামরূপাতিরিক্ত তাহাই ব্রহ্ম। ব্রহ্মভিন্ন নামরূপাতিরিক্ত কেহ নাই। আবার আকাশকে নামরূপয়োঃ নির্ব্বহিতা—নামরূপের সৃষ্টিকর্ত্তা বলা হইয়াছে। "অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" শ্রুতিতে ব্রহ্মকেই নামরূপের কর্ত্তা বলা হইয়াছে।

পূ। শ্রুতিতে জীবের ও নামরূপের কর্ত্তৃত্ব কথিত আছে।

উ। ব্রহ্মই জীব এই অর্থে জীবের কর্ত্তৃত্ব কথিত আছে। তদ্ ব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মা বলায় আকাশের ব্রহ্মত্ব সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

৪২। সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন

পু। ৪০ সূত্রের ভাষ্যধৃত জনকের "কতম আত্মা" প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "যো'য়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদি অন্তর্জ্যোতিঃপুরুষঃ স সমানঃ সন্ উভৌ লোকৌ অনুসঞ্চরতি...স হি স্বপ্নো ভূত্বা ইমং লোকং অতিক্রামতি মৃত্যোরূপাণি স বা'য়ং পুরুষো জায়মানঃ শরীরং অভিসম্পদ্যমানঃ পাপ্মভিঃ সংসৃজ্যতে স উৎক্রামন্ ম্রিয়মানঃ পাপ্মানো বিজহাতি। তস্য...পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবতঃ ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ, সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং।" জনক বলিলেন, "অহং ভগবতে সহস্রং দদামি অত ঊর্দ্ধং বিমোক্ষায় এব ব্রূহি।" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, সুষুপ্ত পুরুষ "প্রাজ্ঞেন আত্মনা সম্পরিষ্বক্তঃ ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরং...যথা নঃ সুসমাহিতং উৎসর্জ্জদ্যায়াৎ এবং এবায়ং শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেন আত্মনা অন্বারূঢং উৎসর্জ্জদ্যাতি যৎ এতৎ ঊর্দ্ধোচ্ছ্বাসী ভবতি। ইমং আত্মানং অন্তকালে সর্ব্বে প্রাণাঃ অভিসমায়ন্তি...স বা অয়মাত্মা বিজ্ঞানময়ো মনোময়ঃ... সর্ব্বময়ঃ...যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি।" জনক বলিলেন, "সহস্রং দদামি অত ঊর্দ্ধং বিমোক্ষায় এব ব্রূহি।" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—"স বিশ্বকৃৎ। স হি সর্ব্বস্য কর্ত্তা...স বা এষ মহানজঃ আত্মা যো'য়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু য এয অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ তস্মিন্ শেতে...সর্ব্বস্য ঈশানঃ সর্ব্বস্য অধিপতিঃ... এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিঃ এষ ভূতপালঃ এষ সেতুর্বিধরণ...।" এই প্রশ্নোত্তরের প্রারম্ভে বিজ্ঞানময় শব্দ আছে, শেষেও বিজ্ঞানময় শব্দ আছে। অতএব এই শ্রুতি জীবাত্মা বিষয়ক। (৩।২।১ সূত্র দেখ)

উ। এই শ্রুতিতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েরই উপদেশ আছে। সুষুপ্তিকালে অয়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেন আত্মনা সম্পরিষ্বক্তঃ ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরং" এখানে পুরুষ (জীবাত্মা) "প্রাজ্ঞ আত্মা" (পরমাত্মা) হইতে

ভিন্ন ইহাই বলা হইয়াছে। আবার উৎক্রান্তি কালেও শারীর আত্মা "প্রাজ্ঞেন আত্মনা অন্বারূঢ়ং উৎসর্জ্জন্যাতি।" সুতরাং সুষুপ্তিকালে এবং উৎক্রান্তি কালে উভয় কালেই শারীব আত্মাকে (জীবাত্মাকে) প্রাজ্ঞ আত্মা (পরমাত্মা) হইতে ভিন্ন বলা হইয়াছে। তুমি বলিয়াছ প্রকরণের প্রথমে ও উপসংহারে বিজ্ঞানময় শব্দ জীবাত্মাকে লক্ষ্য করিতেছে। তাহা নয়। প্রথমোক্ত "বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদি অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ," শেষোক্ত "বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু য এষ অন্তর্হৃদয়ে আকাশস্তস্মিন্ শেতে সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্য ঈশানঃ সর্ব্বস্য অধিপতিঃ।" উভয় বিজ্ঞানময়ই প্রাণে হৃদি থাকেন, সুতরাং দুই এক। শেষোক্ত বিজ্ঞানময় সর্ব্বস্য ঈশানঃ সর্ব্বস্য অধিপতিঃ, সুতরাং পরমাত্মা। অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত হয় দুই স্থানের বিজ্ঞানময়ই পরমাত্মা। অপিচ এই প্রকরণে জনক বারংবার বলিতেছেন 'মোক্ষায়' আরও বলুন। জীবাত্মার কথা শুনিলে মোক্ষ হয় না। পরমাত্মার কথা শুনিলেই মোক্ষ হয়। অতএব এ প্রকরণ পরমাত্মা সম্বন্ধীয়ই হইতেছে।

৪৩। পত্যাদিশব্দেভ্যঃ।

উ। সর্ব্বস্য ঈশানঃ সর্ব্বস্য অধিপতিঃ... সর্ব্বেশ্বরঃ···ভূতাধিপতিঃ ·· ভূতপালঃ...সেতুর্বিধরণ" ইত্যাদি বিশেষণ হইতে ঐ অন্তর্হৃদয়ে শায়ী আত্মা পরমাত্মা ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

প্রথমো'ধ্যায়ঃ

চতুর্থঃ পাদঃ *

১। আনুমানিকমপ্যেকেষামিতি চেন্ন শরীর-রূপকবিন্যস্তগৃহীতের্দ্দর্শয়তি চ।

পূ। তুমি ঈক্ষতের্নাশব্দং (১।১।৫) সূত্রে বলিয়াছ প্রধান বৈদিক শব্দ নহে, আনুমানিক। কিন্তু একেষাং (শাখিনাং) অর্থাৎ কঠশাখায় মহৎ, অব্যক্ত ও পুরুষ সাংখ্যোক্ত তিনটি শব্দেরই উল্লেখ আছে।

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা, অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধিঃ বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥
মহতঃ পরমব্যক্তং অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ॥
এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥
যচ্ছেদ্বাঙ্মনসি প্রাজ্ঞঃ তদ্যচ্ছেজ্জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞান আত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তদ্ যচ্ছেৎ শান্ত আত্মনি॥

(কঠোপনিষদ ৩য় বল্লী ১০।১১।১২।১৩ শ্লোক)

আবার ষষ্ঠ বল্লীর ৭ম ৮ম শ্লোক বলেন,—

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমং।
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতো'ব্যক্তমুত্তমং।

---

* চতুর্থ পাদে সাংখ্যের প্রধান সম্বন্ধে বিচার হইয়াছে।

অব্যক্তাৎ তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকো'লিঙ্গ এব চ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥"

এই অব্যক্তই সাংখ্যের প্রধান বা প্রকৃতি।

উ। চেৎ (যদি ঐরূপ মনে কর) ন (তাহা নয়) কারণ ঐ শ্রুতি সকল শরীররূপকবিন্যস্তগৃহীতেঃ শরীর সম্বন্ধীয় রূপক বর্ণনার নিমিত্ত কথিত হইয়াছে। কঠের তৃতীয় বল্লীর তৃতীয়, চতুর্থ, নবম ও দশম শ্লোক বলিতেছেন,—

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়া স্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥
বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্ নরঃ।
সো'ধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমম্পদং ॥
ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ
মনসস্তু পরা বুদ্ধিঃ বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥
মহতঃ পরমব্যক্তং অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ ॥"

শরীর রথ, আত্মা রথী, বুদ্ধি সারথি, ইন্দ্রিয় ঘোড়া, মন লাগাম এইরূপে শরীর সম্বন্ধীয় রূপক কল্পনা করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয় সংযম করিলে বিষ্ণুর পরম পদ পাওয়া যায়। সে পরম পদ কি? ইন্দ্রিয় অপেক্ষা ইন্দ্রিয়গোচর শব্দস্পর্শাদি বিষয় বড। তদপেক্ষা মন বড়, মন অপেক্ষা বুদ্ধি (জীবাত্মা) বড। বুদ্ধি অপেক্ষা মহান্ আত্মা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ বড় (ইঁহাকেই আত্মানং রথিনং বিদ্ধি বলা হইয়াছে)। মহান্ আত্মা অপেক্ষা অব্যক্ত (অব্যাকৃত বীজশক্তি মায়া) বড়; অব্যক্ত অপেক্ষা পুরুষ বড়। এই কথাই বিপরীত ক্রমে ঐ শ্রুতির ১৩ শ্লোকে বলা হইয়াছে—"যচ্ছেদ্ বাঙ্‌মনসি প্রাজ্ঞঃ তদ্ যচ্ছেৎ জ্ঞান আত্মনি। জ্ঞান

আত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তদ্ যচ্ছেৎ শান্ত আত্মনি ॥" বাক্যকে মনে, মনকে বিজ্ঞানাত্মায় (জীবাত্মায়), জীবাত্মাকে হিরণ্যগর্ভে, হিরণ্যগর্ভকে পরমাত্মায় লীন করিবে। এখানে কেবল অব্যক্ত কথাটি নাই। *

২। সূক্ষ্মন্তু তদর্হত্বাৎ।

পূ। তৃতীয় শ্লোকের "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু" শ্রুতির শরীর ব্যক্ত অতএব স্থূল, ইহা কিরূপে সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভের দেহ হইতে পারে? তখনও ত সৃষ্টি হয় নাই। শ্রুতি বলিয়াছেন, "তদ্ধেদং তর্হি অব্যাকৃতং আসীৎ" সৃষ্টির পূর্ব্বে এ সকল অব্যাকৃত (অব্যক্ত) ছিল।

উ। তু (শঙ্কা করিও না)। যে শরীরকে রথ বলা হইয়াছে তাহা সূক্ষ্ম অর্থাৎ কারণ শরীর। তদর্হত্বাৎ—যাহা সূক্ষ্ম তাহাই অব্যক্ত শব্দের যোগ্য।

* এ সিদ্ধান্তকে উত্তম সিদ্ধান্ত বলা যায় না। এই শ্রুতি ঠিক সাংখ্যদর্শনের ন্যায় পরে পরে মহৎ, অব্যক্ত ও পুরুষ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। শরীররূপক "তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং" বলিয়াই শেষ হইয়া গিয়াছিল। নবম দশম একাদশ শ্লোক শরীররূপকের অন্তর্গত নয়। পক্ষপাতশূন্য হইয়া দেখিলে কঠোপনিষদে সাংখ্যোক্ত মহৎ, অব্যক্ত ও পুরুষের উল্লেখ আছে স্বীকার না করিয়া থাকা যায় না। ভিন্ন অর্থ হইলেও শব্দ এক তাহাতে সন্দেহ নাই (পঞ্চদশী চিত্রদীপ ১০১ শ্লোক দেখ)। কঠোপনিষদ সাংখ্যদর্শনের পর আম্নাত হইয়াছিল তাই কঠোপনিষদ সাংখ্যদর্শনের শব্দগুলি ব্যবহার করিয়াছেন, অথবা সাংখ্যদর্শন কঠোপনিষদ হইতে ঐ শব্দগুলি লইয়াছেন, ইহার মীমাংসা হওয়া কঠিন। (১।১।৫ সূত্রের নোট দেখ)।

৩। তদধীনত্বাদর্থবৎ।

পূ। তুমি সৃষ্টির পূর্ব্বের জগৎকে অব্যাকৃত অর্থাৎ অব্যক্ত স্বীকার করিয়া সাংখ্যমত অবলম্বন করিলে, কারণ জগতের পূর্ব্বাবস্থাকেই সাংখ্যদর্শন অব্যক্ত বা প্রধান বলেন।

উ। সাংখ্যের প্রধান স্বাধীন। বেদান্তের অব্যক্ত জগৎ ঈশ্বরের অধীন। যদি আমরা সৃষ্টির পূর্ব্বে কোনও স্বাধীন জগৎকারণ কল্পনা করিতাম তাহা হইলে অর্থহানি দোষ হইত। সেই কারণকে ঈশ্বরাধীন বলায় অর্থবৎ হইয়াছে অর্থাৎ দোষ হয় নাই। ব্রহ্ম স্বয়ং সৃষ্টি করেন না। এ সৃষ্টি মায়াময়। অবিদ্যা দূর হইলে এ সৃষ্টি মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সেই অবিদ্যাত্মিকা বীজশক্তিই অব্যক্ত। ইহা ঈশ্বরের আশ্রিত। ইহাই মায়া। এই মায়াই মহা সুষুপ্তি, মহাপ্রলয়। বীজে যেমন বৃক্ষ থাকে তেমনই প্রলয়কালে জগৎ এই অবিদ্যারূপিণী মায়াতে লীন থাকে। মন্ত্রবেদ বলিয়াছেন। "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্ধি মায়িনং তু মহেশ্বরং।"

পূ। "শরীরং রথমেবতু" শ্রুতিতে যে শরীর শব্দ আছে, তাহা সৃষ্টির পরের শরীরও হইতে পারে। তাহা হইলে স্থূল শরীরই হয়।

উ। তাহা হইলে রথ স্থূল শরীর, রথী জীবাত্মা, মহান্ আত্মা সূত্রাত্মা অথবা হিরণ্যগর্ভ হয়। এই অর্থেও শ্রুতি অসঙ্গত হয় না।

পূ। তবে কেন তুমি শরীরকে সূক্ষ্ম শরীর বলিলে?

উ। যখন শ্রুতিতে 'অব্যক্ত' শব্দ রহিয়াছে, উহার সহিত অর্থের সামঞ্জস্য করিবার জন্য সূক্ষ্ম শরীর গ্রহণ করিয়াছি। যখন জগতের অব্যক্ত অবস্থা তখন স্থূল শরীর থাকে না। আমরা ঐ কঠবল্লীর "আত্মানং শরীরং বিদ্ধি" হইতে "তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং" পর্য্যন্ত সৃষ্টির পর অর্থাৎ স্থূল অর্থে

এবং "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থাঃ" হইতে "সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ" পর্য্যন্ত সৃষ্টির পূর্ব্বের অর্থাৎ সূক্ষ্ম অর্থে গ্রহণ করিতে পারি।

৪। জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ।

পূ। অব্যক্তকে মায়া না বলিয়া প্রধান বল না কেন?

উ। সাংখ্যদর্শন বলেন, প্রকৃতিপুরুষের ভেদজ্ঞান মুক্তির কারণ। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে প্রকৃতি বা প্রধান জ্ঞেয়, তাঁহাকে অবশ্য সম্যক্‌রূপে জানিতে হইবে। উক্ত কঠশ্রুতিতে অব্যক্তকে জ্ঞেয় বলা হয় নাই—অব্যক্তের জ্ঞেয়ত্বসূচক বচন না থাকায় প্রতিপন্ন হয় যে কঠ-শ্রুতির অব্যক্ত সাংখ্যের অব্যক্ত নয়।

৫। বদতীতি চেন্ন প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ।

পূ। অব্যক্তকে জ্ঞেয় বলা হইয়াছে বই কি। ঐ শ্রুতির পরেই ১৫ শ্লোকে বলা হইয়াছে "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথা'রসং নিত্যং অগন্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥" মহতের পর যে ধ্রুব তাহাকে নিচায্য (জানিয়া) মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হয়। ১৩ শ্লোকেও বলা হইয়াছে, "জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ" এখানেও বিধিলিঙের প্রয়োগ থাকায় জীবাত্মাকে মহান্ আত্মায় প্রতিষ্ঠাপিত করিবার বিধি রহিয়াছে।

উ। সাংখ্যদর্শন ত একথা বলেন না যে, প্রধানকে জানিলে মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হয়। অথচ সাংখ্য মহতের পর প্রধানের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অপি চ শ্রুতি ও স্মৃতিতে যে অব্যক্তকে জানিবার কথা আছে, প্রকরণ

দেখিয়া জানা যায় তাহার অর্থ প্রধান নহে পরমাত্মা। দ্বিতীয় শ্লোকে—"যঃ সেতুরীজানানাং অক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরং"; নবম শ্লোকে "সো'ধ্বনঃ পরমাপ্নোতি তদ্‌বিষ্ণোঃপরমং পদং"—এ সকল বাক্য ঐ প্রকরণ ব্রহ্মের প্রকরণ ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছে। বস্তুতঃ সমস্ত কঠোপনিষদই ব্রহ্ম প্রকরণ।

৬। ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃপ্রশ্নশ্চ।

উ। কঠোপনিষদে যম নচিকেতাকে তিন উপবাসের জন্য তিনটি বর দিতে চাহিলে, নচিকেতা পিতার ক্রোধ অপনয়ন, অগ্নি এবং জীব ও পরমাত্মা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। এই তিন প্রশ্নোত্তরে প্রধানের উল্লেখ নাই। অতএব পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে প্রধান অর্থ হয় না।

পূ। নচিকেতা প্রথম বরে পিতার সৌমনস্য, দ্বিতীয় বরে অগ্নি রহস্য, তৃতীয় বরে জীবাত্মা, চতুর্থ বরে পরমাত্মা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। অতএব তিন বরের প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হয় নাই। সুতরাং প্রধানের বর্ণনা অন্যায় নহে।

উ। জীব ও পরমাত্মার মধ্যে অত্যন্ত ভেদ না থাকায় উহাদের সম্বন্ধে প্রশ্ন একই প্রশ্ন বুঝিতে হইবে। "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।"

৭। মহদ্বচ্চ।

উ। যেমন শ্রুতির মহৎ শব্দ সাংখ্যের প্রধান নহে, তেমনই শ্রুতির অব্যক্ত শব্দও সাংখ্যের প্রধান নহে।

৮। চমসবদবিশেষাৎ।

পূ।　　　"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং।
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজোহ্যেকো জুষমাণো'নুশেতে।
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজো'ন্যঃ॥"

৪।৫ শ্বেতাশ্বতরে উক্ত এই লোহিতশুক্লকৃষ্ণা অজা সাংখ্যের ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি। অতএব প্রধান শব্দ বৈদিক। প্রকৃতি সনাতনী, তাঁহার জন্ম নাই, তাই তিনি অজা। তিনি সমস্ত সৃষ্টির কারণ হওয়ায় বহু প্রজা। অজোহ্যেকো (জীব) কারণ জীবের আত্মাও সনাতন, সেই অজাকে জুষমান অর্থাৎ সেবা করিয়া (অনুশেতে) সংসারী হইতেছে, অন্য অজ (পুরুষ) তাহাকে ত্যাগ করিতেছে।

উ। বৃহদারণ্যকে (২।২।৩) মন্ত্র আছে "অর্ব্বাগ্ বিলশ্চমস ঊর্দ্ধবুধ্ন," চমস (চামচে) অধোগভীর ও ঊর্দ্ধে উচ্চ, তাই বলিয়া তুমি যেমন চমস্ শব্দের অর্থ গিরিগুহা করিতে পার না, তেমনই তুমি অজা শব্দের অর্থ প্রকৃতি করিতে পার না। অজা শব্দের প্রকৃত অর্থ নবম সূত্রে দেওয়া হইবে।

৯। জ্যোতিরুপক্রমা তু তথা হ্যধীয়ত একে।

উ। ছান্দোগ্যের ষষ্ঠ প্রপাঠকে চতুর্থ খণ্ডে, "যদগ্নেঃ রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যৎশুক্লং তদ অপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য অপাগাৎ অগ্নেঃ অগ্নিত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণি ইত্যেব সত্যং" এই শ্রুতিতে ঈশ্বরোৎপন্ন তেজঃ রক্তবর্ণ, জল শুক্লবর্ণ এবং অন্ন অর্থাৎ

পৃথিবী কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সেইগুলিই অজা মন্ত্রে রোহিত শুক্ল কৃষ্ণ নামে অভিহিত হইয়াছে। একে শাখিনঃ সামবেদের ছান্দোগ্য শাখা জ্যোতিরুপক্রমা অধীয়তে, জ্যোতিঃ (তেজ) হইতে আরম্ভ করিয়া চারি প্রকার জীবদেহের উপাদান বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকরণ অনুসারেও স্থির হয় যে, যাহা অব্যাকৃত নামরূপিণী বীজশক্তি, যাহা ব্যক্ত জগতের পূর্ব্বাবস্থা, যাহা আত্মদেবতার সৃষ্টিশক্তি মায়া তাহাই অজামন্ত্রের অজা এবং তাহাই নিজ বিকার অনুযায়ী ত্রৈরূপ্য। কারণ বাক্যশেষে বলা হইয়াছে "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্ধি মায়িনং তু মহেশ্বরং।"

১০। কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিবদবিরোধঃ।

পূ। তেজ, অপ্ ও অন্ন ইহারা উৎপন্ন পদার্থ, সুতরাং অজ নয়। অতএব ঐ অজা মন্ত্রের ও অর্থ হয় না।

উ। সূর্য্য মধু নয়, তথাপি ছান্দোগ্যে "অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু" বৃহদারণ্যকে "অয়মাদিত্যঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু," এইরূপ কল্পনা করা হইয়াছে। তেমনই জায়মান ভূতসূক্ষ্মকেও অজ বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। ইহাতে বিরোধ হয় নাই। *

* এরূপ যুক্তি যুক্তিই নয়। সাংখ্যের ত্রিগুণা প্রকৃতির উল্লেখ যদি শ্রুতিতে থাকেই, তাহাতে বেদান্তের কি এমন ক্ষতি হয়? ঐ প্রকৃতিকেই বেদান্ত মায়া বলিয়াছেন। সাংখ্যের প্রকৃতিও স্বাধীনা নয়, পুরুষের সংযোগ ভিন্ন কিছুই করিতে পারে না।

১১। ন সাংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানাভাবা-দতিরেকাচ্চ।

পূ।	"যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ।
তমেবং অন্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মমৃতো'মৃতঃ॥"

যাহাতে পাঁচ পাঁচ জন এবং আকাশ প্রতিষ্ঠিত, সেই অমৃত ব্রহ্মকে জানিয়া অমৃত হও। এই মন্ত্রে পঞ্চ পঞ্চ = ৫ × ৫ = ২৫; অতএব এতদ্দ্বারা সাংখ্যের পঞ্চ বিংশতি তত্ত্বের বৈদিক প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

উ।	জন শব্দ তত্ত্ববাচী নহে। আকাশকে লইয়া ২৫ + ১ = ছাব্বিশ হয়, অর্থাৎ এক অতিরিক্ত হয়। সাংখ্যের ২৫ তত্ত্ব নানা ভাববিশিষ্ট, অতএব পাঁচ পাঁচে পঁচিশ এরূপ বলা যুক্তিবিরুদ্ধ।

১২। প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাৎ।

উ।	বাক্যশেষে (পঞ্চপঞ্চজন মন্ত্রের পর মন্ত্রে) "প্রাণস্য প্রাণং উত চক্ষুষশ্চক্ষুঃ উত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং অন্নস্য অন্নং মনসঃ যে মনো বিদুঃ" যে প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, অন্ন এবং মন এই পঞ্চজনের উল্লেখ আছে তাহাই তৎসন্নিহিত পঞ্চ পঞ্চজন মন্ত্রের লক্ষ্য।

১৩। জ্যোতিষৈকেষামসত্যন্নে

পূ।	মাধ্যন্দিন শাখায় ঐ পঞ্চপদার্থের উল্লেখ থাকিলেও কাণ্ব শাখায় অন্নের উল্লেখ নাই। তবে কিরূপে পঞ্চজন এই সংখ্যার পূরণ হইবে?

উ। কাণ্ব শাখায় অন্নের পরিবর্ত্তে জ্যোতিঃ শব্দ আছে, তদ্বারা পঞ্চ পদার্থের পূরণ হইবে।

১৪। কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথা ব্যপদিষ্টোক্তেঃ।

পূ। এক শাখায় অন্ন, অন্য শাখায় জ্যোতি থাকায় শ্রুতিদ্বয়ের পরস্পর বিরোধ হইল। অপি চ ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদে সৃষ্টির প্রকরণ ভিন্ন ভিন্ন দেখা যায়। কোনও উপনিষদ বলেন আত্মা হইতে প্রথমে আকাশ জন্মিল; অন্য উপনিষদ বলেন, তেজ প্রথমে উৎপন্ন হইল; অপর উপনিষদ বলেন, প্রাণ প্রথমে সৃষ্ট হইল, আর এক উপনিষদ বলিলেন, 'স ইমান্ লোকান্ অসৃজত।' এক উপনিষদ বলিলেন "অসৎবা ইদমগ্র আসীৎ ততো বৈ সদজায়ত," অন্য উপনিষদ বলিলেন অসৎ হইতে সৎ কিরূপে উৎপন্ন হইবে "সদেব ইদমগ্র আসীৎ।" আবাব এক উপনিষদ বলিলেন সৃষ্টির কর্ত্তাই নাই; "তদ্ধেদং তর্হি অব্যাকৃতং আসীৎ, তন্নামরূপাভ্যাং এব ব্যাক্রিয়তে।" জগৎ পূর্ব্বে অব্যাকৃত ছিল, নাম ও রূপ দ্বারা তাহা পরে ব্যাকৃত হইল মাত্র। যখন সৃষ্টিবিষয়েই বেদান্তে বেদান্তে এরূপ বিরোধ তখন বেদান্ত বাক্যে কিরূপে আস্থা করা যায়?

উ। আকাশাদির সৃষ্টি বিষয়ে বিগান অর্থাৎ বিভিন্ন উপদেশ থাকিলেও স্রষ্টার বিষয়ে কোন বিগান (ভেদ) নাই। "মৃল্লোহ বিস্ফু-লিঙ্গাদ্যৈঃ সৃষ্টি র্যা চোদিতা'ন্যথা। উপায়ঃ সো'বতারায় নাস্তিভেদঃ কথঞ্চন॥" মৃত্তিকা লৌহ বিস্ফুলিঙ্গ প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দিয়া ভিন্ন ভিন্ন

প্রকার সৃষ্টির বর্ণনা কেবল ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইবার উপায় মাত্র,, আসলে কোনও ভেদ নাই।

১৫। সমাকর্ষাৎ

উ। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মানন্দ বল্লীর ষষ্ঠ অনুবাকে "অসন্নেব স ভবতি অসদ্ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ। অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্ বেদ সন্তমেনং ততো বিদুঃ।" যে বলে ব্রহ্ম নাই সে নিজে নাই, যে বলে ব্রহ্ম আছেন লোকে জানে সে নিজে আছে।......"সো'কাময়ত বহুস্যাংপ্রজায়েয়েতি। স তপো'তপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বং অসৃজত যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা তদেব অনুপ্রাবিশৎ। তদনুপ্রবিশ্য সৎ চ ত্যৎ চ অভবৎ। নিরুক্তঞ্চ অনিরুক্তঞ্চ, নিলয়নঞ্চ অনিলয়ঞ্চ। বিজ্ঞানঞ্চ অবিজ্ঞানঞ্চ। সত্যঞ্চ অনৃতঞ্চ... তদপি এষ শ্লোকো ভবতি—অসদ্ বা ইদমগ্র আসীৎ ততো বৈ সদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়মকুরুত তস্মাৎ তৎসুকৃতং উচ্যতে। যদ্ বৈ তৎ সুকৃতং রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা'নন্দী ভবতি......।" "অসদ্ বা ইদমগ্র আসীৎ" ইহার অর্থ এই যে সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ অসৎ ছিল (ছিল না) ২।১।১৭ সূত্র দেখ। যে ব্রহ্মকে অসৎ জানে সে নিজে অসৎ হয় এই পূর্ব্ব বাক্যকে সমাকর্ষণ করিলে "অসদ্ বা ইদমগ্র আসীৎ" বাক্যের এ অর্থ কিছুতেই হয় না যে ব্রহ্ম সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন না। "সো'কাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়......তদনুপ্রবিশ্য সৎ চ তৎ চ অভবৎ..." অর্থাৎ সৎ স্বীয় বিপরীত হইলেন এবং পরস্পর বিপরীত তত্ত্ব সকল উৎপন্ন হইল—সৎ তৎ, নিরুক্ত অনিরুক্ত নিলয়ন অনিলয়ন বিজ্ঞান অবিজ্ঞান সত্য ও অনৃত। *

---

* "অসদ্ বা ইদমগ্র আসীৎ" শ্রুতির অন্য এক অর্থ হয়—সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মের অহং-জ্ঞান ছিল না। তাঁহার অহং জ্ঞান হইতেই সো'কাময়ত,তখন সৃষ্টি হইল। অঘমর্ষণমন্ত্র বলেন,

১৬। জগদ্‌বাচিত্বাৎ।

পূ। কৌষীতকি ব্রাহ্মণের চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে অজাতশত্রু বালাকিকে বলিলেন, "যঃ এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা, যস্য বৈ তৎ কর্ম্ম, স বৈ বেদিতব্যঃ" অনন্তর এক সুপ্ত মানবকে জাগরিত করিয়া বালাকিকে বলিলেন "ক্বৈয এতৎ পুরুষঃ অশয়িষ্ট? ক্ব বা এতৎ অভূৎ? কুতঃ এব এতৎ অগাৎ?" পরে নিজেই ঐ প্রশ্ন সকলের উত্তর দিলেন, "যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতি অথাস্মিন্ প্রাণে এব একধা ভবতি," যখন সে জাগরিত হয় "এতস্মাৎ আত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে, প্রাণেভ্যো দেবাঃ, দেবেভ্যো লোকাঃ।" যেমন গৃহস্বামী আত্মীযগণের সহিত ভোজন করেন এবং তাঁহার পরিবারবর্গ উপজীবিকার জন্য তাঁহারই উপর নির্ভর করে, "অয়মেব এষ আত্মা এতৈঃ আত্মভিঃ ভুঙ্‌ক্তে এবমেব আত্মানঃ এতং আত্মানং ভুঞ্জন্তি।" এখানে সন্দেহ হয়, এই পুরুষাণাং

"ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ অভিধ্যাৎ তপসঃ অধ্যজায়ত," অতএব প্রলয়ের সময় ঋতও ছিল না সত্যও ছিল না। সুতরাং অসৎই ছিল। আবার "অসতো মা সদ্ গময়" মন্ত্রেও তাহাই পাওযা যায়। এবিষয়ে ইউরোপীয় দার্শনিকদের মতও গ্রহণযোগ্য। আরিষ্টটল্ বলিয়াছেন দিন রাত্রি, ছায়া আতপ, সুখ দুঃখ, সৎ অসৎ এই (শব্দান্তর) বিপরীত তত্ত্ব সকল বস্তুতঃ একই পদার্থ। কাণ্ট বলিয়াছেন যে সত্তা সম্বন্ধে জ্ঞান হয় না, তাহা সত্তাই নহে। অতএব কাণ্টের মতানুসারে প্রলয়কালে ব্রহ্মকে অসৎ বলাই উচিত। সেই অসৎ নিজেকে যখন জানিলেন তখনি আত্মানং স্বয়ং অকুরুত, তিনি সৎ হইলেন। স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বং অসৃজত...... তদনুপ্রবিশ্য সৎ চ ত্যৎ চ অভবৎ নিরুক্তং চ অনিরুক্তঞ্চ...সত্যঞ্চ অনৃতঞ্চ। হেগেলের মতেও সৎ ও অসৎ এই দুই শব্দান্তরের (বিপরীত তত্ত্বের) মধ্যে যে প্রভেদ আছে তাহা অনিত্য হওয়ায় সৎ ও অসৎ একই বস্তু। ২।১।১৯ সূত্রে সম্বেষ্টিত পট এবং প্রসারিত পট যেমন একই বস্তু, অসৎ ও সৎ সেইরূপ একই বস্তু।

কর্ত্তা জীব, অথবা মুখ্যপ্রাণ (ইন্দ্রিয় সকলকে গৌণ প্রাণ বলে) অথবা পরমাত্মা ? গৃহস্বামী আত্মীয়গণের সহিত ভোজন করেন (শ্রেষ্ঠী স্বৈঃ ভুঙ্‌ক্তে) এইবাক্য জীবেই সঙ্গত হয়। "যস্য চৈতৎ কর্ম্ম" এই বাক্যও জীবকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। আবার স্বপ্ন পুরুষ দৃষ্টান্তে দেখান হইল, প্রাণ ভোক্তা নয়, অন্য কেহ ভোক্তা, ইহাতেও জীবই উপপন্ন হয়। অপি চ জীবই প্রাণধারণ করেন। সুতরাং এই পুরুষ জীবই হইতেছেন। (১।৩।৩০ সূত্র দেখ)

উ। এই শ্রুতি আরম্ভ কিরূপে হইয়াছে দেখ। বালাকি "ব্রহ্ম তে প্রব্রবাণি" ব্রহ্ম বলিব এই কথা বলিয়া প্রকরণের উপক্রম করিলেন। অনন্তর আদিত্য পুরুষ চন্দ্রোস্থিত পুরুষের কথা বলিয়া থামিয়া গেলেন। তখন অজাতশত্রু বলিলেন, "মৃষা বৈ খলু মা সম্বদিষ্ঠা ব্রহ্ম তে প্রব্রবাণি ইতি ;" এবং বালাকির কথিত আদিত্যাদি পুরুষ সকলের যিনি কর্ত্তা তাঁহার নির্দ্দেশ করিলেন। ব্রহ্ম ব্যতীত কেহই আদিত্যাদি পুরুষের কর্ত্তা হইতে পারে না। "যস্য বৈ এতৎ কর্ম্ম স বেদিতব্যঃ" এই এতৎ জগৎ যাহার কার্য্য তিনিই বেদিতব্য। অতএব ঐ কর্ত্তা ব্রহ্মই হইতেছেন।

১৭। জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেৎ তদ্‌ব্যাখ্যাতম্‌।

উ। চেৎ (যদি বল) ঐ শ্রুতিতে জীব ও মুখ্যপ্রাণের লিঙ্গ আছে। সে আপত্তির উত্তর (১।১।৩১ সূত্রে) দেওয়া হইয়াছে। জীব, মুখ্যপ্রাণ, পরমাত্মা তিন অর্থ করিলে উপাসনাত্রয়ের বিধান হয়। উপক্রমের কথা

১৬ সূত্রে বলিয়াছি। উপসংহারে ঐ জ্ঞানের যে ফলশ্রুতি আছে তাহাও ব্রহ্মবিষয়ক,—"সর্ব্বান্ পাপ্মনঃ অপহত্য সর্ব্বেষাঞ্চ ভূতানাং শ্রেষ্ঠং স্বারাজ্যং আধিপত্যং পর্য্যেতি য এবং বেদ।" মুখ্যপ্রাণ বা জীবকে জানিলে কি এরূপ ফল হইতে পারে ?

১৮। অন্যার্থন্তু জৈমিনিঃ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যাং অপি চৈবমেকে।

উ। ৪।১৯ কৌষীতকি উপনিষদে অজাতশত্রু এক সুপ্ত পুরুষকে জাগরিত করিয়া বালাকিকে প্রশ্ন করিলেন, "এ ব্যক্তি কোথায় সুপ্ত ছিল, কোথা হইতে আসিল ?" বালাকি উত্তর দিতে না পারায়, অজাতশত্রু ব্যাখ্যান করিলেন, "জীব যখন সুপ্ত হইয়া কোনও স্বপ্ন দেখে না, সে হৃদয়ের হিতানাম্নী নাড়ী সকলে থাকিয়া প্রাণের সহিত এক হইয়া যায়। তখন তাহার বাক্ নামের সহিত, চক্ষু রূপের সহিত, শ্রোত্র শব্দের সহিত, মন চিন্তার সহিত লীন হয়। যখন সে জাগ্রৎ হয়, যেমন জ্বলন্ত অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ সকল সর্ব্বদিকে বিক্ষিপ্ত হয়, তেমনই আত্মা হইতে তাহার ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়। ইন্দ্রিয় হইতে শক্তি, শক্তি হইতে লোক সমূহ বহির্গত হয়···যেমন অগ্নি অরণির মধ্যে থাকে, তেমনই এই জ্ঞানস্বরূপ আত্মা এই শরীরকে আত্মবোধ করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট থাকে।" এই প্রশ্ন ও ব্যাখ্যান দেখিয়া জৈমিনি বলিয়াছেন, "অন্যার্থং" (ব্রহ্মবিজ্ঞানের জন্যই) কৌষীতকিশ্রুতি এই জীব-বোধক বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন। সুষুপ্তিকালে জীব পরব্রহ্মের সহিত একতা প্রাপ্ত হয় (তার স্বরূপ প্রাপ্তি হয়)। জাগ্রৎ হইলে সেই স্বরূপ

হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সে জীবরূপে প্রত্যাগত হয়। কৌষীতকিশ্রুতি সেই স্বরূপকে (ব্রহ্মকে) উপলব্ধি করিতে বলিয়াছেন। অপি চৈবং একে— বৃহদারণ্যক (২।১।১৬—২০) শ্রুতিও তাহাই বলিয়াছেন, "যখন এই পুরুষ নিদ্রিত ছিল, তখন এই বিজ্ঞানময় পুরুষ…ইন্দ্রিয় সকলের শক্তি গ্রহণ কবিয়া হৃদয়াকাশে শযান ছিল। তখন এই পুরুষ দ্বারা ঘ্রাণ, বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র ও মনেব শক্তি গৃহীত হইয়াছিল। যখন এই পুরুষ স্বপ্নে বিচবণ কবে, তখন এই সমুদায় তাহার পরম লোক, তখন সে যেন মহাবাজা হয়…মহাবাজা যেমন জানপদগণকে নিজের অধীনে বাখিয়া জনপদে যথেচ্ছ বিচরণ করেন, তেমনই এই স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষ ইন্দ্রিয়গণকে নিজেব অধীনে বাখিয়া স্বশবীবে যথেচ্ছ বিচরণ কবেন। হৃৎপিণ্ড হইতে নির্গত হিতানাম্নী যে ৭২০০০ নাড়ী আছে তাহাব মধ্য দিয়া গিয়া পুবীতৎ নামক হৃদয়বেষ্টনী ভেদ কবিয়া তিনি হৃদয়ের অন্তর্গত দহবাকাশে শযান থাকেন…যেমন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়, তেমনই এই আত্মা হইতে ইন্দ্রিয় সকল, লোকসকল, ভূত সকল নির্গত হয়। প্রাণ সকল সত্য; এই আত্মা তাহাদিগের সত্য।" এই শ্রুতিতে জীবকেই স্বপ্নদ্রষ্টা বলা হইয়াছে, কিন্তু শ্রুতির উদ্দেশ্য এই যে জীবের স্বরূপ ব্রহ্ম। সুষুপ্তিকালে জীব সেই ব্রহ্মভাবাপন্ন হয়। (৩।২।৭ দেখ)

১৯। বাক্যান্বয়াৎ।

পূ। যাজ্ঞবল্ক্য সন্ন্যাসী হইবার সময় স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে সম্পত্তির ভাগ দিতে চাহিলে, মৈত্রেয়ী বলিলেন, যদ্বারা আমি অমৃত হইতে না পারিব

তাহা লইয়া কি করিব ? এ বিষয়ে ভগবান যাহা জানেন, আমাকে বলুন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "পতির, স্ত্রীর, পুত্রের, বিত্তের...প্রীতিবশতঃ উহারা প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই উহারা প্রিয় হয়। অতএব আত্মাকেই দর্শন, শ্রবণ, মনন ও ধ্যান করিতে হইবে। আত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও ধ্যান দ্বারা ঐ সমুদায় জানা যায়।...যে সমুদায় বস্তুকে আত্মা হইতে পৃথক্ মনে করে, সমুদায় বস্তু তাহাকে পরিত্যাগ করিবে।...ঋগ্বেদ প্রভৃতি সমুদায় সেই মহাভূতের নিঃশ্বাস। সমুদ্র যেমন সমুদায় জলের একায়ন, ত্বক্ সমুদায় স্পর্শের একায়ন, নাসিকা গন্ধের, জিহ্বা রসের, চক্ষু রূপের, শ্রোত্র শব্দের, মন সঙ্কল্পের, হৃদয় বিদ্যার, হস্ত কর্ম্মের, পদ গতির, বাক্ বেদের একায়ন, তেমনি আত্মা সমুদায়েরই একায়ন। যেমন সমুদ্র জল হইতে উৎপন্ন, লবণ জলে ফেলিয়া দিলে জলে গুলিয়া যায়, তাহাকে আর পৃথক্ ভাবে উদ্ধার করা যায় না, তেমনই পরমাত্মা হইতে জীবাত্মা উদ্ভূত হইয়া মৃত্যুর পর আবার পরমাত্মাতে মিশাইয়া যায় তাহার আর নাম রূপ (সংজ্ঞা) থাকে না। যতক্ষণ দ্বৈতভাব থাকে, একজন অন্যকে ঘ্রাণ, দর্শন, শ্রবণ করে। যখন তাহার নিকট সবই আত্মা হইয়া যায় সে কিরূপে কাহাকে ঘ্রাণ, দর্শন, শ্রবণ করিবে ? যাঁহা দ্বারা এই সমুদায়কে জানা যায় তাঁহাকে কিরূপে জানিবে ? বিজ্ঞাতাকে কিরূপে জানিবে ?" বৃহদারণ্যক (২।৪)। এখানে সন্দেহ হয়, শ্রুতি দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য মন্তব্য বলিয়াছেন জীবাত্মাকে অথবা পরমাত্মাকে ? পতি, পত্নী, পুত্র, বিত্ত, সমস্তই জীবের ভোগ্য, সেই জন্যই তাহারা জীবের প্রিয়। অতএব এস্থলে আত্মা = ভোক্তা আত্মা = জীবাত্মা।

উ। প্রথমে প্রকরণ কি তা দেখ। মৈত্রেয়ী বলিলেন যাতে আমি অমৃতত্ব (মোক্ষ) পাই তাই আমাকে বল। জীবাত্মাকে জানিলে কেহ মোক্ষ পায় না। অতএব প্রকরণটি পরমাত্মার প্রকরণ। তার পর শ্রুতি

বলিতেছেন, "আত্মনি…বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতং ;" জীবাত্মাকে জানিলে কিছুই বিদিত হয় না। "যঃ অন্যত্র আত্মনঃ সর্ব্বং বেদ সর্ব্বং তং পরাদাৎ"…যে এই সমস্তকে আত্মা হইতে ভিন্ন জ্ঞান করিবে সকলে তাহাকে ত্যাগ করিবে। "ইদং সর্ব্বং যদয়ং আত্মা।" ঋগ্বেদ প্রভৃতি যাঁহার নিশ্বাস ; যেমন সকল জলের একায়তন সমুদ্র ; যেমন লবণ জলে গুলিলে তাহা দেখা যায় না, কিন্তু সমস্ত জল লবণাক্ত হয়। এই আত্মা তেমনই বিজ্ঞানঘন। অনুবিনাশের পর সংজ্ঞা (নামরূপ) থাকে না কেন ? তখন সর্ব্বং আত্মৈবাভূৎ সবই ব্রহ্মময় হয়, কে কাকে দেখিবে ? কে কাকে জানিবে ? অতএব বাক্যান্বয়াৎ শ্রুতির বাক্য সকলের তাৎপর্য্য দৃষ্টে শ্রুত্যুক্ত আত্মা জীবাত্মা নয় পরমাত্মা, ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

২০। প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গং আশ্মরথ্যঃ।

পূ। যদি পরমাত্মাই ঐ শ্রুতির লক্ষ্য, তবে "আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি" বলিবার অর্থ কি ?

উ। বৃহদারণ্যকে (২।৪) শ্রুতি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, "আত্মনি… দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতং ," অন্য শ্রুতি বলিয়াছেন, "সর্ব্বং যদয়ং আত্মা।" জীব ও আত্মার অভেদ হইলেই ঐ প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হয়। "আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি" এখানে আত্মা = জীবাত্মা। আবার "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ…আত্মনি দৃষ্টে… সর্ব্বং বিদিতং" এখানে আত্মা = পরমাত্মা। আশ্মরথ্য বলেন, জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভিন্ন হইলেও শ্রুতির এই প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য উহাদিগকে এক মনে করিতে হইবে।

২১। উৎক্রমিষ্যত এবম্ভাবাৎ ইত্যৌ-ডুলোমিঃ।

উ। ঔড়ুলোমি বলেন, পরমাত্মা ও জীবাত্মার সংসারদশায় ভেদ থাকিলেও উৎক্রমিষ্যতঃ (যখন জীবের উৎক্রান্তি অর্থাৎ দেহত্যাগ হয়, তখন) এবম্ভাবাৎ (ব্রহ্মভাব অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত অভেদ ভাব হওয়ায়) ঐ শ্রুতি ঐরূপ ভেদ ও অভেদ ভাব আম্নাত করিয়াছেন। "এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেনরূপেণ অভি-সম্পদ্যতে," এই ৮।২।৩ ছান্দোগ্য শ্রুতিতে ঐ ভেদাভেদ স্পষ্ট হয়।

২২। অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্ন।

উ। কাশকৃৎস্ন বলেন, পরমাত্মাই জীবভাবে "অবস্থিতি" করেন, সুতরাং অবিকৃত পরমাত্মাই জীব। আশ্মরথ্য জীব ও ব্রহ্মের ভেদ প্রতিপাদন করিয়া শ্রুতির প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য উভয়ের মধ্যে কার্য্যকারণ ভাব আছে বলিয়াছেন। ঔড়ুলোমি বলিয়াছেন, সংসারদশায় জীব পরমাত্মা হইতে ভিন্ন হইলেও দেহত্যাগ কালে অভিন্ন হইয়া যায়।

পূ। এই মতত্রয়ের মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণীয় ?

উ। কাশকৃৎস্নের মতই শ্রুত্যনুযায়ী। কারণ বহু শ্রুতিস্মৃতি জীব ও ব্রহ্মের অভেদের উপদেশ দিয়াছেন :—"একোহয়মাত্মা নামমাত্র ভেদেন বহুধা'ভিধীয়তে" "আত্মৈবেদং সর্ব্বং," "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং," "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা," "নান্যতো'স্তি দ্রষ্টা," "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিদং," "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চ

মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত,” “সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং” ইত্যাদি।

২৩। প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ।

পূ। তুমি ১।১।২ সূত্রে বলিয়াছ ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ। তা হ'তে পারে। কিন্তু প্রকৃতিই জগতের উপাদান।

উ। তাহা হইলে শ্রুতির প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয় না, দৃষ্টান্ত সকলেরও হানি হয়। ছান্দোগ্য ৬।১।৩ শ্রুতি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, “উত তং আদেশং অপ্রাক্ষঃ (তুমি কি সেই উপদেশ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছ) যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি, অমতং মতং, অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং ?” বৃহদারণ্যক (২।৪) শ্রুতি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, “আত্মনি...দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতং।” ছান্দোগ্য ৬।১।৪ শ্রুতি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, “যথা···একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যং। যথা···একেন লোহমণিনা (স্বর্ণপিণ্ড দ্বারা) সর্ব্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচারম্ভণং (কথার কথা) বিকারো নামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যং।” অতএব প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত উভয়ের অনুপরোধাৎ (বিরোধ হয় না) অর্থাৎ সামঞ্জস্য হয় বলিয়া প্রকৃতিশ্চ (ব্রহ্ম জগতের উপাদানও সপ্রমাণ হইতেছেন)। (২।১।১১ সূত্র দেখ)

২৪। অভিধ্যোপদেশাচ্চ।

উ। অভিধ্যা—সৃষ্টিসঙ্কল্প। “ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ অভিধ্যাৎ তপসো'ধ্যজায়ত ;” “সো'কামায়ত বহুস্যাং প্রজায়েয় ;” “তদ্ ঐক্ষত বহুস্যাং

প্রজায়েয়।" তিনি সৃষ্টির সঙ্কল্প করিলেন, এই সঙ্কল্পই জগতের নিমিত্ত কারণ। "বহুস্যাম্" বহু হই বাক্যদ্বারা তিনি জগতের উপাদানও হইলেন।

২৫। সাক্ষাচ্চোভয়াম্নানাৎ।

উ। "ব্রহ্ম বনং ব্রহ্ম স বৃক্ষ আসীৎ যতো দ্যাবাপৃথিবী…এতদ যদধ্যতিষ্ঠদ ভুবনানি ধারয়ন্," ব্রহ্মই বন ব্রহ্মই সেই বৃক্ষ যাহা হইতে আকাশ ও পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে, এই শ্রুতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মকেই নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলায় তিনি উভয় কারণই হইতেছেন।

২৬। আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ।

উ। তৈত্তিরীয় ২।৭।১ শ্রুতি বলিয়াছেন, "তদাত্মনং স্বয়ং অকুরুত" ব্রহ্ম আপনাকে আপনিই পরিণমিত করিলেন। অতএব ব্রহ্মই কর্ত্তা, ব্রহ্মই উপাদান হইলেন।

পূ। যদি তিনি "স্বয়ং অকুরুত," তবে তাঁকে নিষ্ক্রিয় * কেন বল?

---

* রামানুজ ব্রহ্মকে সক্রিয় বলিয়াছেন। ৩।৭।৩ বৃহদারণ্যকের অন্তর্যামিব্রাহ্মণকে অবলম্বন করিয়া রামানুজ ব্রহ্মাণ্ডকে ব্রহ্মের শরীর এবং পরমাত্মাকে তাহার নিয়ন্তা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তন্মতে জীবও ব্রহ্মের শরীর, ব্রহ্ম তাহার নিয়ন্তা ও অন্তর্যামী। ব্রহ্মই ঈশ্বর, তিনি সগুণ, জগৎ ও জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। ভক্তিই মুক্তির উপায়। জীবাত্মা অণুপ্রমাণ, বিভু নয়। মোক্ষ হইলে জীব ব্রহ্মসালোক্য লাভ করে, ব্রহ্মভূত হয় না। শঙ্কর সৃষ্টিকে মায়ার কার্য্য ও ভ্রমাত্মক বলিয়া ব্রহ্মকে নিষ্ক্রিয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন। নিম্বার্ক 'পাদোস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতংদিবি," এই ঋকের একপাদে (সৃষ্টিতে) ব্রহ্ম সক্রিয়, অপর তিনি পাদে তিনি নিষ্ক্রিয় বলিয়া উভয়প্রকার শ্রুতির সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। (৪।৪।৭ সূত্র দেখ)

উ। মানুষ শিশু হইতে যুবক হয়, সে কি তার ক্রিয়া? রূপান্তর হওয়াকে ক্রিয়া বলা যায় না। অকুরুত = অভবৎ।

২৭। যোনিশ্চ গীয়তে।

উ। শ্রুতি "কর্ত্তারমীশং, পুরুষং ব্রহ্মযোনিং" "শিবং প্রশান্তং অমৃতং ব্রহ্মযোনিং ;" "যদ্ ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ" বলিয়া ব্রহ্মকে জগতের যোনি (উপাদান) বলিয়া গান করিয়াছেন। স্মৃতিও ব্রহ্মবিষয়ে বলিয়াছেন, "প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ং ;" "বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনং ;" "সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া," "অহং সর্ব্বস্য প্রভবো, মত্তঃ সর্ব্বপ্রবর্ত্ততে," "মমযোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহং। সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত," "অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা," ইত্যাদি।

২৮। এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতাঃ ব্যাখ্যাতাঃ।

উ। এই সকল যুক্তি দ্বারা ব্রহ্মই জগৎকারণ এই মর্ম্মের শ্রুতি সকল ব্যাখ্যাত হইল। অধ্যায় সমাপ্ত হইল ইহা দেখাইবার জন্য ব্যাখ্যাতাঃ শব্দ দুই বার বলা হইয়াছে।

সটীকসরলভাষ্যে ব্রহ্মসূত্রস্য প্রথমো'ধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

প্রথমঃ পাদঃ। *

১। স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্য-স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ।

পূ। ব্রহ্মকে তুমি জগৎকারণ বলিলে, কিন্তু ইহা কপিলস্মৃতির বিরোধী। শ্বেতাশ্বতর (৫।২) শ্রুতি বলিয়াছেন, "ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ।" সেই কপিল ঋষির মত তুমি খণ্ডন করিবে কিরূপে ?

উ। ঐ কপিল ঋষিই যদি কপিলস্মৃতি-প্রণেতা হন, তাঁহার স্মৃতি শ্রুতি-বিরুদ্ধ হওয়ায় অপ্রামাণ্য। বেদ বলিয়াছেন, "যদ্ বৈ কিঞ্চ মনুরবদৎ তদ্ ভেষজং।" মনু বলিয়াছেন, "সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজা," "অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীর্য্যমপাসৃজৎ," মনুস্মৃতির এই সকল বচনের সহিত শ্রুতির ঐক্য আছে। শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধ হইলে শ্রুতিই প্রমাণ্য হয়। স্মৃতিতে স্মৃতিতে বিরোধ হইলে যে স্মৃতি শ্রুতিসঙ্গত তাহাই প্রমাণ্য হইবে। অতএব কাপিলস্মৃতি বেদবিরোধী বলিয়া অপ্রামাণ্য। মনুস্মৃতি শ্রুত্যনুগত বলিয়া প্রামাণ্য। আরও অনেক স্মৃতি প্রমাণ আছে যে ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত এবঞ্চ উপাদান কারণ। পুরাণ † বলেন, "নারায়ণঃ

---

* এই পাদে সাংখ্যবাদীর আপত্তি সকল খণ্ডিত হইবে।

† "যদ্ ব্রাহ্মণানীতিহাসপুরাণানি কল্পান্ গাথা নারাশংসী" (শ্রুতি) ব্রাহ্মণ—ব্যাখ্যাত্মক বেদ। ইতিহাস—বেদে যে প্রাচীন ঘটনার উল্লেখ আছে, যেমন "তত্র দেবাসুরাঃ সংযত্তা

সর্ব্বমিদং পুরাণং। স স্বর্গকালে চ করোতি সর্গং। সংহারকালে চ তদত্তিভূয়ঃ॥" আপস্তম্ভ বলিয়াছেন, "তস্মাৎ কায়াঃ প্রভবন্তি সর্ব্বে স মূলং শাশ্বতিকঃ স নিত্যঃ।" ভগবদ্‌গীতার প্রমাণ ১।৪।২৭ সূত্রে দেওয়া হইয়াছে। অতএব সূত্র বলিতেছেন, চেৎ (যদি বল) স্মৃত্যনবকাশ-দোষপ্রসঙ্গ (কপিল স্মৃতিকে অমান্য করাতে দোষ হয়) ইতি ন (তাহা হয় না) অন্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ (সাংখ্যস্মৃতিকে প্রামাণ্য করিতে গেলে অন্য স্মৃতিকে অপ্রামাণ্য করিতে হয়) এইজন্য।

২। ইতরেষাঞ্চানুপলব্ধেঃ।

উ। ইতরেষাং (সাংখ্যেতর পাতঞ্জলস্মৃত্যাদির) অনুপলব্ধেঃ (বেদে অদর্শন হওয়ায়) তাহারাও অপ্রামাণ্য। *

৩। এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ।

পূ। পাতঞ্জল স্মৃতিও প্রধান, মহত্তত্ত্ব প্রভৃতির উপদেশ দিয়াছেন।

আসন্।" পুরাণ = জগতের বা বস্তুর পূর্ব্বাবস্থা বর্ণনাত্মক বেদ। যথা, "সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ" "আপো হ বা ইদমগ্রে সলিলমেবাস।" কল্পা মন্ত্রার্থসামর্থপ্রকাশিকাঃ। গাথা—যেমন যাজ্ঞবল্ক্য জনক সম্বাদ। নারাশংসী = নৃণাং যত্র প্রশংসা নৃভিস্তত্রপ্রশস্ততে তা ব্রাহ্মণনিরুক্তাদ্যন্তর্গতাঃ কথাঃ মনুষ্যবৃত্তান্ত প্রতিপাদক বেদাংশ। এই সকল প্রমাণে বেদের ব্রাহ্মণাংশই পুরাণ। কিন্তু ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য পুরাণের আধুনিক চলিত অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

* শঙ্কর কৃত অর্থ :—প্রধান হইতে ইতর মহদাদির বেদে ও লোকে অনুপলব্ধি (অদর্শন) হওয়ায়, তাহারাও অপ্রামাণ্য। নিম্বার্ককৃত অর্থ :—সাংখ্যেতরেষাঞ্চ (মন্বাদি স্মৃতিরও) অনভিমত হওয়ায় সাংখ্যস্মৃতি অপ্রামাণ্য।

কঠোপনিষৎ (৬।১১) বলিয়াছেন, "তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরাং ইন্দ্রিয়-ধারণাং। অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ।" শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ (২।৮—১৫) "ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য" প্রভৃতি শ্লোকে যোগের উপদেশ দিয়াছেন।

উ। এতেন (২য় সূত্রদ্বারা) যোগঃ প্রত্যুক্তঃ (যোগশাস্ত্রের অপ্রামাণ্য উক্ত হইয়াছে)। কঠ ও শ্বেতাশ্বতরের যে উক্তি ধৃত করিলে তাহার অর্থ ধ্যান, পাতঞ্জলির যোগশাস্ত্র নয়। শ্বেতাশ্বতর (৬।১৫) শ্রুতি বলিয়াছেন, "তমেব বিদিত্বা'তিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে'য়নায়।" দ্বৈতদর্শীর মোক্ষ হয় না। বৃহদারণ্যক (৪।৪।১৯) বলেন, "মৃত্যোঃ স মৃত্যু-মাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।" সাংখ্য ও যোগস্মৃতি দ্বৈতদর্শী; বেদে তাই তাহাদের উল্লেখ নাই।

পূ। উল্লেখ আছে বই কি! শ্বেতাশ্বতর (৬।১৩) শ্রুতি বলিয়াছেন, "তৎ কারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ।" অতএব বেদে উহাদের উল্লেখ আছে এবং সাংখ্য ও যোগস্মৃতি হইতেও মোক্ষ হয়।

উ। এখানে সাংখ্য=জ্ঞান, যোগ=ধ্যান। এই অর্থেই গীতার ২য় অধ্যায়কে সাংখ্যযোগ বলা হইয়াছে। গীতার (৫।৪) শ্লোকে সাংখ্য—কর্ম্ম সংন্যাস, যোগ—কর্ম্মযোগ। উহাদের সহিত সাংখ্যদর্শন ও পাতঞ্জল দর্শনের কোনও সম্বন্ধ নাই।

৪। ন বিলক্ষণত্বাৎ অস্য তথাত্বঞ্চ শব্দাৎ। পূ।

পূ। "প্রকৃত্যা সহ সারূপ্যং বিকারাণাং অবস্থিতং।
জগদ্ব্রহ্মসরূপঞ্চ নেতি নো তস্য বিক্রিয়া॥

বিশুদ্ধং চেতনং ব্রহ্ম জগদ্জড়ং অশুদ্ধিভাক্।
তেন প্রধানসারূপ্যাৎ প্রধানস্যৈব বিক্রিয়া॥"

কার্য্য ও কারণ সমান লক্ষণ যুক্ত হয়। শুদ্ধ চেতন ব্রহ্ম হইতে অশুদ্ধ অচেতন জগৎ উৎপন্ন হইতে পারে না।

উ। জগতে অচেতন কিছুই নাই। কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদিতে চৈতন্য অব্যক্ত আছে মাত্র, যেমন মূৰ্চ্ছিত জীবে চৈতন্য অব্যক্ত থাকে।

পূ। তৈত্তিরীয় (২।৭।৬) শ্রুতি বলিয়াছেন, "স...ইদং সর্ব্বং অসৃজত .....বিজ্ঞানঞ্চ অবিজ্ঞানঞ্চ।" অতএব অস্য জগতঃ তথাত্বং (ব্রহ্ম-বৈলক্ষণ্যং) শব্দাৎ (শ্রুতিদ্বারা) সিদ্ধ্যতি। সুতরাং ন (ব্রহ্ম জগৎকারণ নন)।

৫। অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্। পূ।

উ। শ্রুতি বলিয়াছেন, "মৃদব্রবীৎ," "আপঃ অব্রুবন্।" "তেজঃ ঐক্ষত" ; ইন্দ্রিয়সকল "অহং শ্রেয়সে বিবদমানাঃ ব্রহ্ম জগ্মুঃ," "তে হ বাচং উচুঃ ত্বং ন উদ্‌গায়।"

পূ। ঐসকল শ্রুতিদ্বারা তৎ তৎ অভিমানীদেবতা বুঝিতে হইবে। ছান্দোগ্য (৬।৩।২) শ্রুতিও বলিয়াছেন, "হন্তা'হং ইমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি।" "অগ্নির্বাগ্‌ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ, বায়ুঃপ্রাণোভূত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ, আদিত্যঃ চক্ষুর্ভূত্বা অক্ষিণী প্রাবিশৎ, দিশঃ শ্রোত্রং ভূত্বা কর্ণৌ প্রাবিশৎ" প্রভৃতি ঐতরেয়

শঙ্করাচার্য্য ৪,৫ সূত্রকে সিদ্ধান্তপক্ষ সূত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

(২।৪) শ্রুতি বিশেষ বিশেষ অনুগতি (প্রবেশ) দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের এক এক অনুগতা দেবতা আছেন। "তৎ তেজঃ ঐক্ষত", "মৃদব্রবীৎ" ইত্যাদিতেও বুঝিতে হইবে তেজঃ প্রভৃতিতে পরমাত্মার অধিষ্ঠান আছে। তৈত্তিরীয় (২।৭।৬) শ্রুতি বলিয়াছেন, "তৎসৃষ্ট্বা তদেব অনুপ্রাবিশৎ, তদনুপ্রবিশ্য সৎ'চ তৎ চ অভবৎ...বিজ্ঞানঞ্চ অবিজ্ঞানঞ্চ।" অতএব জগৎ অচেতন, চেতন ব্রহ্ম সেই অচেতন জগতের কারণ হইতে পারে না।

৬। দৃশ্যতে তু।

উ। তুমি বলিয়াছ চেতন হইতে অচেতনের উদ্ভব হয় না; তু দৃশ্যতে—কিন্তু লোকে দেখা যায় চেতন হইতে অচেতন, এবং অচেতন হইতে চেতন পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে। চেতন জীবের অচেতন কেশ, নখাদি, এবং অচেতন গোময় হইতে কীটাদি নিত্য উৎপন্ন হইতেছে। অতএব তর্কের জন্য জগৎকে অচেতন মানিয়া লইলেও চেতন ব্রহ্ম হইতে অচেতন জড়ের উৎপত্তি বলিলে বিরোধ হয় না।

৭। অসদিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ।

পূ। যদি চেতন হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্ম্মী অচেতনের উৎপত্তি সম্ভব হয়, আমি বলিব অসৎ হইতে সৎ (জগতের) উৎপত্তি হইয়াছে।

উ। অসৎ ইতি চেৎ (যদি বল অসৎই সৎ জগতের কারণ) ন (তাহা নয়)। ৬ সূত্রে আমরা বলি নাই যে কার্য্য কারণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন

হয়। আমরা এইমাত্র বলিয়াছি যে অচেতনবৎ প্রতীয়মান জগৎ কিয়ৎ পরিমাণে ব্রহ্মবিলক্ষণ। অর্থাৎ কার্য্য কারণ হইতে কিয়ৎপরিমাণে বিভিন্ন হইতে পারে। কিঞ্চিৎ ভেদই কারণ ও কার্য্যের পার্থক্য দেখায়। পুত্র পিতা হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন না হইলে পিতাপুত্রে ভেদ থাকে না, উভয়েব ঐক্য হয়। প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ কার্য্য ও কারণ সম্পূর্ণ এক, কোনও ভেদ নাই, কেবল ইহারই প্রতিষেধ হইয়াছে। কারণ ও কার্য্যে বাস্তবিক ভেদ না থাকিলেও ব্যবহারিক ভেদ আছে, যেমন জলকে আমরা তুষার বলি না। *

৮। অপীতৌ তদ্বৎপ্রসঙ্গাৎ অসমঞ্জসম্। পূ।

পূ। অপীতৌ (প্রলয়ে) তদ্বৎ প্রসঙ্গাৎ (কার্য্যরূপ অচেতন জগৎ কারণরূপ চেতন ব্রহ্মে লীন হইলে) লবণ যেমন বিশুদ্ধ জলকে দূষিত করে, সেইরূপ অচেতন জগৎ চেতন ব্রহ্মকে অচেতন করিবে। যদি বল জগৎ পরমাত্মা হইতে বিভক্তভাবে অবস্থান করিবে, অদ্বৈতবাদী তাহা বলিতে পারেন না। বিভক্তই যদি থাকিল, তবে প্রলয় কি? প্রলয়ও অসম্ভব হয়। এবং উপনিষদোক্ত কার্য্যকারণের অব্যতিরেকও অসম্ভব হয়। অতএব ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ এই উক্তি যুক্তির সহিত অসমঞ্জস।

---

* শঙ্করাচার্য্য কৃত অর্থ :—প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ—বহুশ্রুতি ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত সর্ব্ববস্তুরই প্রতিষেধ করিয়াছেন। অতএব অসৎ হইতে জগদুৎপত্তি হয় নাই। সৃষ্টির পূর্ব্বে কার্য্যজগৎ কারণ ব্রহ্মে অব্যক্তভাবে বর্ত্তমান ছিল। (২।১।১৪ সূত্র দেখ)।

৯। ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ।

উ। ন তু তুমি যাহা বলিলে তাহা নহে। দৃষ্টান্তভাবাৎ দৃষ্টান্ত বিদ্যমান থাকায়। কার্য্যজগৎ কারণ-ব্রহ্মকে দূষিত কি প্রকারে করিবে? লয়কালে কার্য্যের সমস্ত দোষ লুপ্ত হইয়া যাইবে। সমুদ্রের লবণাক্ত জল মেঘে লীন হইলে কি লবণাক্ত থাকে? কার্য্য যদি কারণে স্বধর্ম্মসমেত প্রবিষ্ট হইত, তাহা হইলে তাহার লয় হইল কই? বিকৃত কার্য্য অবিকৃত কারণে লীন হইলে কারণকে দূষিত করে না। ইহার বহু দৃষ্টান্ত আছে। পৃথিবী কারণ তাহার বিকার মৃতদেহ মলমূত্রাদি পৃথিবীতে পতিত হইলে পৃথিবীই হইয়া যায়, পৃথিবীকে মলমূত্রাদিতে পরিণত করে না। বিভাগ সকল অবিভক্ত হইলেই বা ক্ষতি কি? অবিভাগ প্রাপ্ত হইলেও পুনর্বিভাগ প্রাপ্তির দৃষ্টান্ত আছে। সুষুপ্তি ও সমাধিকালে জীব অবিভক্তভাবে ব্রহ্মে লীন হয়, আবার প্রবোধ বা ব্যুত্থানকালে পুনর্বিভক্ত হয়। সুষুপ্তিকালে সিংহ ব্যাঘ্র কীট পতঙ্গও সৎসম্পন্ন হন, অথচ তাহারা জানে না তাহারা ব্রহ্মে লীন হইয়াছে। জাগ্রদবস্থায় তাহারা পুনরায় সিংহত্ব, ব্যাঘ্রত্ব, কীটত্ব পতঙ্গত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব তাহাদের লীন অবস্থায়ও প্রভেদশক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে। এইরূপে মুক্ত ও অমুক্ত জীবেও বিভাগশক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে।

১০। স্বপক্ষদোষাচ্চ।

উ। সাংখ্যও প্রলয়কালে কারণে (প্রকৃতিতে) কার্য্যের (জগতের) অবিভাগ স্বীকার করেন। সুতরাং তিনি যে দোষ বেদান্তে আরোপ করিতেছেন, সে দোষ তাঁহার স্বপক্ষেও আছে।

১১। তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপি অন্যথানুমেয়ং ইতি চেৎ এবমপি অবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ।

উ। তর্ক মাত্রই অপ্রতিষ্ঠিত। একের তর্ক অন্যে খণ্ডন করে। অতএব শাস্ত্রগম্য বস্তুতে তর্কের আদর করা অন্যায়।

পূ। তা কেন ? মনু বলিয়াছেন, "আর্যং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা। যস্তর্কেনানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥"

উ। তোমার তর্ক যে বেদশাস্ত্রবিরোধী। অপি চ তর্ক প্রতিষ্ঠিত হইলেও তর্কপ্রভব জ্ঞানে মুক্তি হয় না। যম নাচিকেতাকে বলিয়াছেন, "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া।" স্মৃতি বলিয়াছেন,

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ ন তান্ তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণং।"

পূ। অপি অন্যথানুমেয়ং ? আমি যদি অন্যথা (সুপ্রতিষ্ঠিত তর্ক) অনুমেয়ং (অনুমানের বলে করিতে পারি ?)

উ। ইতি চেৎ এবং অপি অবিমোক্ষ প্রসঙ্গঃ। যদি তাহা বল, তাহা হইলেও অবিমোক্ষ প্রসঙ্গ—তর্কদ্বারা মুক্তি হয় না, এই আপত্তির প্রসঙ্গ হইবে।

১২। এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ।

উ। সাংখ্যের প্রধানবাদ বৈদিকমতের সন্নিহিত (কাছাকাছি) হইলেও এতেন (এই সকল যুক্তি দ্বারা) ব্যাখ্যাত (নিরাকৃত) হইয়াছে। অতএব

প্রধান মল্ল নিপাতন ন্যায়ে (প্রধান মল্ল নিপাতিত হইলে ছোট ছোট মল্লও নিপাতিত হইল বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় এই যুক্তিতে) শিষ্টাপরিগ্রহাঃ শিষ্টৈঃ মন্বাদিভিঃ অপরিগ্রহাঃ অগৃহীতাঃ (মন্বাদি শিষ্টজন কর্ত্তৃক অপরিগৃহীত) অন্যান্য বাদও নিরাকৃত হইল বুঝিয়া লইতে হইবে।

১৩। ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ। *

পূ। ব্রহ্মকারণ বাদে ভোক্তা ও ভোগ্যের ভেদ থাকে না।

উ। ভেদ না থাকাই উচিত। লোকে অজ্ঞানবশতঃ অভিন্ন বস্তুতে ভেদ দেখে। সমুদ্র ও তাহার ঢেউ, ফেনা এবং বুদ্বুদ এক ও অভিন্ন হইলেও লোকে ভিন্ন বোধ করে। ঘটাকাশ, মঠাকাশ, মহাকাশ এক ও অভিন্ন হইলেও লোকে ভিন্ন মনে করে। জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক ও অভিন্ন হইলেও লোকে ভিন্ন মনে করে। জগৎ ব্রহ্ম হইতে এবং জীব হইতে অভিন্ন হইলেও লোকে উহাকে ভোগ্য এবং জীবকে ভোক্তা মনে করে। বস্তুত সবই ব্রহ্ম। তাই গীতা বলিয়াছেন,

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতং।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥" (২।২।১০ সূত্র দেখ)।

১৪। তদনন্যত্বং আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।

উ। তৎ তস্য ভোগস্য অনন্যত্বং (ভোক্তা ও ভোগ্যের অনন্যত্ব অর্থাৎ অভেদ) আরম্ভণ শব্দাদিদ্বারা জানা যায়। ছান্দোগ্য (৬।১।৪)

* নিম্বার্ক কৃত অর্থ :—অবিভাগে'পি বিভাগব্যবস্থা উপপদ্যতে সমুদ্রতরঙ্গয়োঃ দৃষ্টান্ত সদ্ভাবাৎ। শঙ্কর কৃত অর্থ :—ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু না থাকিলেও সমুদ্র ও তরঙ্গের ন্যায় ভোক্তা ও ভোগ্যের ভেদ লোক মধ্যে চিরকাল থাকিবে।

শ্রুতি বলিয়াছেন "যথা···একেন মৃৎপিণ্ডেণ বিজ্ঞাতেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং-স্যাৎ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকা এব সত্যং।" বাচা এব কেবলং অস্তি ইতি আরভ্যতে, ঘটাদি নাম কেবল কথার কথা মৃত্তিকাই সত্য। বস্তুতঃ কার্য্যসকল কারণ হইতে নামমাত্রে ভিন্ন বস্তুতঃ ভিন্ন নহে। (২।১।৭ ও ২।৩।৬ সূত্র দেখ)

১৫। ভাবে চোপলব্ধেঃ

উ। কারণের ভাবে (কারণ থাকিলে) কার্য্যের উপলব্ধি হয় (কার্য্য থাকে) কারণের অভাবে (কারণ না থাকিলে) কার্য্য থাকে না। এই হেতুতেও কার্য্যকারণ অভিন্ন। মৃত্তিকা থাকিলে ঘটের উপলব্ধি হয়। তন্তু থাকিলে পটের উপলব্ধি হয়। কিন্তু অশ্ব থাকিলে গাভীর উপলব্ধি হয় না। কারণ উহারা ভিন্ন পদার্থ, উহাদের মধ্যে কার্য্য কারণ ভাব নাই। "সন্মূলাঃ···ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎ প্রতিষ্ঠাঃ।" সৎ আছেন বলিয়াই সৃষ্টি আছে। ছান্দোগ্য (৬।৮।৪)।

১৬। সত্ত্বাচ্চাবরস্য।

উ। অবরস্য (যাহা পরে হইয়াছে এমন কার্য্যের) সত্ত্বাৎ চ (কারণ রূপেণ অবস্থানাৎ চ) কার্য্য ও কারণ নাম মাত্রে ভিন্ন বস্তুতঃ অভিন্ন। "সদেব সোম্য ইদম্ অগ্রে আসীৎ"—সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ সৎ ছিল—অর্থাৎ কার্য্য জগৎ কারণরূপ ঈশ্বরে লীন ছিল। অতএব জগৎ ও ঈশ্বর নাম মাত্রে ভিন্ন হইলেও বস্তুতঃ অভিন্ন।

১৭। অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ।

পূ। "অসদ্ বা ইদমগ্র আসীৎ", "অসদেবেদমগ্র আসীৎ" প্রভৃতি শ্রুতিতে ত কার্য্য কারণ ভাব নাই।

উ। প্রথমে অসৎ ছিল—জগৎ প্রথমে অব্যক্ত ধর্ম্মবান্ ছিল, পরে ব্যক্ত ধর্ম্মবান হইল। এখানে জগৎ এক ধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিল, ইহাই বলা হইয়াছে। তাহাতে কার্য্য কারণের অভাব হইবে কেন? ১।৪।১৫ সূত্র দেখ। ছান্দোগ্যের শ্রুতিটি এইরূপ—"অসদেবেদমগ্র আসীৎ তৎ সদাসীৎ," বাক্য শেষাৎ (তৎ সদাসীৎ এই শেষের বাক্য হইতে) প্রতিপন্ন হয় যে অসৎ—অব্যক্ত সৎ।

১৮। যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ।

উ। যুক্তি ও শব্দান্তর দ্বারাও কার্য্যের কারণরূপে থাকা সিদ্ধ হয়। যুক্তি যথা—যাহারা দধি, ঘট, বা রুচক (অলঙ্কার) প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করে, তাহারা যথাক্রমে দুগ্ধ, মৃত্তিকা ও সুবর্ণ (নির্দ্দিষ্ট কারণ অর্থাৎ উপাদান) সংগ্রহ করে। দধিলিপ্সু (যে দধি চায়) মৃত্তিকা সংগ্রহ করে না। ঘটলিপ্সু দুগ্ধ সংগ্রহ করে না। উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য যদি কোথাও না থাকে, তবে দুগ্ধ হইতেই দধি কেন উৎপন্ন হয়? মৃত্তিকা হইতে হয় না কেন? দুগ্ধে দধি সম্বন্ধীয় অতিশয় (শক্তি) আছে বলিয়াই দুগ্ধ হইতে দধি হয়। মৃত্তিকায় দধি সম্বন্ধীয় অতিশয় নাই বলিয়া মৃত্তিকা

নিম্বার্ক ১৭,১৮ সূত্র একত্রে দিয়াছেন।

হইতে দধি উৎপন্ন হয় না। অতএব, অতিশয়—কারণ; এবং কার্য্য—অতিশয়ের স্বরূপ। শব্দান্তর যথা,—"সদেব ইদমগ্র আসীৎ" ছান্দোগ্য (৬।২।২) শ্রুত্যুক্ত এই বাক্যান্তর দ্বারাও প্রতিপন্ন হয় যে উৎপত্তির পূর্ব্বেও কার্য্য থাকে কিন্তু কারণের ভিতর প্রচ্ছন্ন থাকে। যেমন বটের ক্ষুদ্র বীজে বৃহৎ বটবৃক্ষ প্রচ্ছন্ন থাকে।

১৯। পটবচ্চ।

উ। সংবেষ্টিত পট এবং প্রসারিত পট যেমন একই বস্তু, অসৎ ও সৎও সেইরূপ একই বস্তু। ১।৪।১৫ সূত্র দেখ।

২০। যথা চ প্রাণাদি।

উ। যেমন প্রাণাদি (প্রাণ, অপান, উদান, সমান, ব্যান) কুম্ভক দ্বারা রুদ্ধ হইলে তাহাদের ভিন্নধর্ম্ম থাকে না। শরীরের আকুঞ্চন প্রসারণ আদি না করিয়া তাহারা কেবল কারণরূপে অবস্থিত হইয়া প্রাণায়াম-কারীর জীবনরক্ষা করে মাত্র, আবার রেচক দ্বারা মুক্ত হইয়া তাহারা স্ব স্ব ভিন্ন স্বভাব প্রাপ্ত হয়; প্রাণ যেমন পাঁচ প্রকার হইয়াও বস্তুতঃ পরস্পর অভিন্ন, জগৎও তেমনই ব্রহ্ম হইতে বস্তুতঃ অভিন্ন।

২১। ইতরব্যপদেশাৎ হিতাকরণাদি-দোষপ্রসক্তিঃ। পূ।

পূ। ব্রহ্মই যদি ইতর (জীব) হন, তিনি নিজের অহিত (দুঃখ, শোক, জরা, মরণ, নরকাদি) কেন সৃজন করিবেন? সৃজন করিয়াও যেমন

ঐন্দ্রজালিক নিজকৃত ইন্দ্রজালকে উপসংহার করে, সেরূপ করেন নাই কেন ? তিনি সচেতন হইলে, জানিয়া শুনিয়া নিজের হিতাকরণ (হিতের অকরণ—অহিতকরণ) করিবেন কেন ? অতএব চেতন ব্রহ্ম জগৎকারণ হইতে পারেন না।

২২। অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ।

উ। আমরা ত জীবকে জগৎস্রষ্টা বলি নাই, ব্রহ্মকে বলিয়াছি। ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি ও নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ অতএব তিনি জীব হইতে "অধিক।" এই আধিক্যবশতঃই তিনি জীব হইতে ভিন্ন।

পূ। তবে তুমি "তৎত্বমসি" প্রভৃতি শ্রুতি দ্বারা জীবকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়াছ কেন ?

উ। ঘটাকাশ ও মহাকাশে বাস্তব ভেদ না থাকিলেও কাল্পনিক ও ব্যবহারিক ভেদ আছে। তেমনই জীব ও ব্রহ্মে বাস্তব ভেদ না থাকিলেও ব্যবহারিক ভেদ আছে।

২৩। অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ।

উ। অশ্ম (প্রস্তর) মৃত্তিকারই বিকার। সকল পাথরেই মাটি আছে। অথচ হিরক বহুমূল্য, লোষ্ট্রের মূল্য নাই। একই বীজ হইতে পত্র পুষ্প ফল গন্ধ রস প্রভৃতি নানা পদার্থের উদ্ভব হয়। একই অন্ন হইতে রক্ত পিত্ত কেশ নখ লোমাদি উৎপন্ন হয়। তেমনই একই ব্রহ্ম হইতে জড় ও জীব উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব তদনুপপত্তি (তোমার আপত্তি অনুপপন্ন)।

২৪। উপসংহারদর্শনাৎ নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি।

পূ। লোকে (জগতে) দেখিতে পাই ঘটকার ও পটকার উপসংহা-রের (উপাদানের—মৃত্তিকাদি সামগ্রীর) সাহায্যে ঘটপটাদি নির্ম্মাণ করে। বেদান্তের ব্রহ্ম একক ও অসহায়। তাঁহার কোনও উপাদান নাই। তাঁহার সৃষ্টিকর্তৃত্ব অসম্ভব।

উ। দুগ্ধ হইতে দধি হয়, জল হইতে হিমানি (বরফ) হয়। ইহাদের ত উপসংহারের প্রয়োজন হয় না।

পূ। হয় বৈ কি। আতঞ্চন (দম্বল) ও উষ্মা ব্যতীত দধি হয় না। শৈত্য না থাকিলে হিমানি হয় না।

উ। উষ্মা ও আতঞ্চন কেবল শীঘ্রতা সম্পাদন করে, দুগ্ধ আপনিই দধি হয়। তুমি দুগ্ধের সহিত ব্রহ্মের তুলনা করিতেছ। ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান ও বিচিত্র শক্তিমান। "পরাস্য শক্তিবিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞান-বলক্রিয়া চ।" এই ৬।৮ শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি কথিত আছে।

২৫। দেবাদিবদপি লোকে।

উ। লোকে (এই জগতে) দেবাদি (দেব, পিতৃ, ঋষি প্রভৃতি) যেমন বিনা উপকরণে, স্বমহিমাবলে সঙ্কল্পমাত্রে বহুবিধ শরীর, অট্টালিকা, রথাদি নির্ম্মাণ করিতে পারেন, সেইরূপ ব্রহ্মও জগৎ সৃষ্টি করেন।

২৬। কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দ-কোপোবা। পূ।

পূ। ব্রহ্মই যদি জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হন, ব্রহ্মই জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন। অতএব জগৎ ছাড়া ব্রহ্ম নাই, কারণ ব্রহ্মের অংশ নাই। কৃৎস্নপ্রসক্তি (সমুদায় ব্রহ্মের জগৎরূপে পরিণাম) হইলে মূল থাকে না। ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব নষ্ট হইয়া জগৎ হইয়াছে, ইহাই পাওয়া যায়। জগৎ জন্মনাশশীল হওয়ায় ব্রহ্মও জন্মনাশশীল হন। শ্রুতি যে ব্রহ্মকে অজর অমর বলিয়াছেন, সেই উক্তির ব্যাকোপ হয়। এই দোষের নিরাকরণ জন্য যদি ব্রহ্মকে সাবয়ব বল, তাহা হইলে "নিষ্কলং (নিরবয়বং) নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং দিব্যোহ্যমূর্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ" এই শ্বেতাশ্বতর (৬।১৯) শ্রুতি কথিত ব্রহ্মের নিরবয়বত্বের ব্যাকোপ হয়। (৪।৪।৭ সূত্র দেখ)।

২৭। শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ।

উ। তু (তা হয় না) শ্রুতেঃ—শ্রুতিপ্রমাণে কৃৎস্নপ্রসক্তি হয় না,—"তাবান্ অস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" (ব্রহ্মের চতুর্থাংশ মাত্র জগৎ, তিন অংশ জগতের বাহিরে) "স ভূমিং সর্ব্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং"। আবার "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে" এই শ্রুত্যনুসারে ব্রহ্মের কৃৎস্নপ্রসক্তি হইলেও যে ব্রহ্ম সেই ব্রহ্ম থাকিয়া যান্, মূল নষ্ট হয় না। শব্দমূলত্বাৎ :—ব্রহ্ম শ্রুতির শব্দমূলক অর্থাৎ শব্দপ্রমাণক। শ্রুতি ব্রহ্মের নিরবয়বতা ও একাংশে

জগতের অবস্থান প্রমাণ করিয়াছেন। স্মৃতিও বলিয়াছেন ;—বিষ্টভ্যাহং ইদং কৃৎস্নং একাংশেন স্থিতো জগৎ।" এ সকল বিষয় তর্কের দ্বারা সাধনীয় নয়। (২।১।১১ সূত্র দেখ)।

পূ। শব্দও (শ্রুতিও) বিরুদ্ধ অর্থ বুঝাইতে পারে না। ব্রহ্ম নিরবয়ব, অথচ তাঁহার একাংশের পরিণাম হবে, তিন অংশ খালি থাকবে, ইহা বিরুদ্ধার্থ।

উ। ব্রহ্মের পরিণাম কেবল ব্যবহারিক ভাষায় বলা হয়। পরমার্থতঃ তাঁহার অংশও নাই, পরিণামও নাই। জগৎ ব্যবহারিক অর্থে সত্য, পারমার্থিক অর্থে মিথ্যা। ব্রহ্ম বস্তু অপরিবর্ত্তনীয়। (৪।১।৭ দেখ)।

সতো নাবয়বাঃ শঙ্ক্যাস্তদংশস্যানিরূপণাৎ।
নামরূপে ন তস্যাংশৌ তয়োবাদ্যাপ্যনুদ্ভবাৎ॥ পঞ্চদশী

২৮। আত্মনিচৈবং বিচিত্রাশ্চ হি।

উ। আত্মাতেও স্বপ্নদর্শন কালে বিচিত্রসৃষ্টি হয়। অথচ আত্মা অবিকৃত থাকে। ন তত্র রথা ন রথযোগা (ঘোড়া) ন পন্থানো ভবন্তি অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে।" (বৃহদারণ্যক ৬।৩।১০)। জাগ্রদবস্থায়ও লোকে কল্পনায় অট্টালিকা নির্ম্মাণ করে, আপনাকে রাজা উজীর মনে করে। কবিরাও কাব্যে ও উপন্যাসে বহু নরনারীর সৃষ্টি করেন। ইহারা কি সত্য ?

২৯। স্বপক্ষদোষাচ্চ।

উ। সাংখ্যেরও সাবয়বত্ব দোষ আছে। তাঁহাদের সত্ব রজ তম গুণ প্রত্যেকে নিরবয়ব, অথচ সত্ব, রজের সাহায্যে বা তমর সাহায্যে, বা

রজঃ, সত্ত্বের বা তমর সাহায্যে প্রপঞ্চের (বিস্তারের) উপাদান হয়। সেই-রূপে পরমাণুবাদের (বৈশেষিক ন্যায় দর্শনেরও) স্বপক্ষ দোষ আছে। পরমাণু নিরবয়ব ; এক পরমাণু অন্য পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হইতে গেলে কৃৎস্নসংযোগই হইবে। কৃৎস্নসংযোগ হইলে প্রথিমা (স্থৌল্য, সাবয়বত্ব) হইবে না। একদেশ (পাশাপাশি) সংযোগ হইলে পরমাণুর নিরবয়বত্ব ব্যর্থ হয়। (২।২।১৬,১৭ সূত্র দেখ)।

৩০। সর্ব্বোপেতা চ সা তদ্দর্শনাৎ।

পূ। পরব্রহ্ম যে বিচিত্র শক্তিসম্পন্ন, তাহা তুমি কিসে জানিলে ?

উ। সর্ব্বোপেতা (সর্ব্বশক্তিসম্পন্না সা পরদেবতা) কুতঃ ? তদ্দশনাৎ শ্রুতি বলিয়াছেন ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন। "সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বং ইদং অভ্যাত্তঃ অবাকী অনাদরঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পো যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ," "পরাস্য শক্তিবিবিধৈব শ্রূয়তে," ইত্যাদি।

৩১। বিকরণত্বান্নেতি চেত্তদুক্তং।

পূ। তিনি বিকরণ (নিরিন্দ্রিয়) "অচক্ষুষ্কং অশ্রোত্রং অবাক্ অমনাঃ" অতএবং সর্ব্বশক্তিমান্ হইলেও তদ্বারা কোনও কার্য্য হইতে পারে না।

উ। ব্রহ্মের ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয় না। তিনি সঙ্কল্পমাত্রে জগৎ-সৃষ্টি করেন। যদি বল তা অসম্ভব, সে আপত্তির উত্তর (২।১।১১ ও২।১।২৭ সূত্রে) দেওয়া হইয়াছে। ব্রহ্মতত্ত্ব অতি গম্ভীর ; তদ্ বিষয়ে তর্কের স্থান

নাই। অবশ্য শ্রুতিপ্রমাণ আছে:—"অপাণিপাদো জবনো গৃহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।" (২।৩।৭ সূত্র দেখ)।

৩২। ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ। পূ।

পূ। ব্রহ্ম "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং।" এই নিরঞ্জন অর্থাৎ নির্লিপ্ত শান্ত অর্থাৎ নিত্য তৃপ্ত ব্রহ্মের জগৎ সৃজনের কি প্রয়োজন ছিল?

৩৩। লোকবৎ তু লীলাকৈবল্যম্।

উ। লোকে যেমন নানাপ্রকার খেলা করে, সৃষ্টি তেমনই ব্রহ্মের আত্মক্রীড়া, তাঁহার আনন্দের বিকাশমাত্র। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ। সৃষ্টি না থাকিলে তাঁহার চৈতন্যের ও আনন্দের বিকাশ হয় না; তাঁর সত্তাও নিরর্থক হয়। তাই শাস্ত্র বলেন, প্রলয়কালে ব্রহ্ম নিদ্রিত হন। যেমন "জগন্নাস্ত্যন্যদানন্দাৎ," তেমনই সৃষ্টি না থাকিলে ব্রহ্মও নাস্তির মতনই হন।* সৃষ্টি ব্রহ্মের ক্রিয়া নয়, সম্ভূতি। এই সৃষ্টির দ্বারা ব্রহ্মের নিষ্ক্রিয়ত্বের ব্যাকোপ হয় না। (৩।৪।৭ দেখ)

* "Neither things, nor thoughts can be treated as simply self-identical. They are essentially parts of a whole, or stages in a process. The life of God is a play of love with itself." Hegel

৩৪। বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি।

পূ। বৈষম্য (উত্তমাধমের সৃষ্টি) নৈর্ঘৃণ্য (নির্দ্দয়তা) এই দুই দোষই সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরে আরোপিত হইতেছে।

উ। সৃষ্টি—সৃষ্টপদার্থের কর্ম্মফল সাপেক্ষ। যে পূর্ব্বজন্মে সুকৃতি করিয়াছে সে ইহজন্মে উত্তম হইয়া সুখভোগ করিতেছে; যে পূর্ব্বজন্মে দুষ্কৃতি করিয়াছে সে ইহজন্মে অধম হইয়া দুঃখভোগ করিতেছে, "পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন" (বৃহদারণ্যক ৩।২।১৩)। ইহাতে ঈশ্বরে পক্ষপাত বা নৈষ্ঠুর্য্য দোষ আসে না। (২।২।৩৭ সূত্র দেখ)।

৩৫। ন কর্ম্মাবিভাগাৎ ইতি চেৎ ন অনাদিত্বাৎ।

পূ। সৃষ্টির পূর্ব্বে "সদেব...ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং।" তখন কাহারও কর্ম্ম ছিল না, কর্ম্মফলও ছিল না, তবে বৈষম্য কোথা হইতে আসিল ?

উ। সংসার অনাদি। এ সৃষ্টির পূর্ব্বে যে সংসার ছিল তাহারই কর্ম্মানুযায়ী এ সৃষ্টিতে বৈষম্য হইয়াছে।

৩৬। উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ।

পূ। সংসার অনাদি, এ কথা কোথা পাইলে ?

উ। উপপদ্যতে—সংসারের অনাদিত্ব যুক্তি দ্বারা উপপন্ন হয়। পূর্ব্বে কিছুই ছিল না, হঠাৎ জগৎ সৃষ্ট হইল, ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ। উপলভ্যতে চ—শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণ দ্বারা উপলব্ধও হয়। শ্রুতি প্রমাণ:—"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।" পূর্ব্বকল্পের মত সৃষ্টি করিলেন। স্মৃতি প্রমাণ:—"ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদি র্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা।" ইহ (এ সৃষ্টিতে) অস্য (ব্রহ্মের) রূপ, অন্ত, আদি ও সম্প্রতিষ্ঠা উপলব্ধ হয় না, অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্টির কথাও ভাবিতে হয়।

৩৭ সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ।

উ। চেতন ব্রহ্মকে জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ বলিয়া গ্রহণ করিলে তাঁহাতে সর্ব্বধর্ম্মের উপপত্তি হয়, অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিতা, মহামায়াবিত্ত প্রভৃতি সমুদায় কারণধর্ম্মের তাঁহাতে উপপত্তি হয়। এই জন্য তাঁহাকে জগৎকারণ বলিয়া গ্রহণ করিলে কোনও শঙ্কা থাকে না।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।*

১। রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানং।

পূ। এ জগতে এমন কি আছে যাহা প্রধান কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইতে পারে না?

উ। এই রচনা (সুশৃঙ্খল জগৎ রচনা) অচেতন প্রধানকৃত ইহা অনুপপন্ন। অতএব প্রধানকে জগৎকারণ বলিয়া অনুমান করা যায় না। (২।২।৯ সূত্র দেখ)। †

* এই পাদে সাংখ্য, বৈশেষিক, বৌদ্ধ, জৈন, শৈব ও ভাগবতদর্শনের খণ্ডন হইবে।

† This is the Teleological argument to prove the existence of God. The obviously intentional design in Nature proclaims that it could not be the creation of blind forces acting by chance, but was planned by an intelligent God. The idea of man must have been in God's mind, before man was created. The plausibility of this theory is so great that the greatest minds have succumbed to it. Hume first questioned it. Kant partly refuted it. Kant showed that Teleology is brought into Nature by our own understanding which wonders at a miracle of its own creation. Even if true, we have only an architect of the world; we have no originator of matter, and therefore

২। প্রবৃত্তেশ্চ।

উ। রচনা দূরে থাক, রচনা সিদ্ধির যে প্রবৃত্তি তাহাও অচেতন প্রধানের পক্ষে স্বাধীনভাবে হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

৩। পয়োঽম্বুবচ্চেৎ তত্রাপি।

পূ। পয়ঃ (দুগ্ধ) স্বভাবতঃ বৎসের বর্দ্ধনের জন্য স্তনে সঞ্চিত হয়; অম্বু (জল) স্বভাবতঃ লোকের উপকারের জন্য বৃষ্টিরূপে পতনে প্রবৃত্ত হয়, তবে প্রধান স্বভাবতঃ রচনায় প্রবৃত্ত হইবে, ইহাতে বিচিত্র কি ?

উ। ধেনু সচেতন, তাহার ইচ্ছায় পয়ঃ ক্ষরণে প্রবৃত্ত হয়। পৃথিবীর আকর্ষণে বৃষ্টির প্রবর্ত্তন হয়। তোমার দুইটি দৃষ্টান্তেই চেতনের অধিষ্ঠান পাওয়া যাইতেছে। কারণ বৃহদারণ্যক (৩।৭।৪) শ্রুতি বলিয়াছেন "যোঽপ্সু

no creator. But even Kant acknowledged that though the mind's authority to give a mechanical interpretation of all phenomena is theoretically unlimited, yet its actual capacity for such interpretation does not extend to the phenomena of organic life; here we are compelled to have recourse to a *purposive*—therefore *supernatural* principle. Miller also admitted that mental action and reproduction were mysterious. Darwin sought to explain them by his theories of "Struggle for existence," "natural selection" and "heredity", but in vain. So the Vedanta view stands.

তিষ্ঠন্…অপো'ন্তরো যময়তি," "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্…পৃথিবীং অন্তরো যময়তি ;" ঐ ৩।৮।৯ বলেন, "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ…নদ্যঃ স্যন্দনে…অস্মিন্ নু খলু অক্ষরে… আকাশঃ ওতশ্চ প্রোতশ্চ।" এই সকল শ্রুতি দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে ব্রহ্মই প্রবর্ত্তক, অচেতনপ্রধান কোনও কার্য্যের প্রবর্ত্তক হয় না।

৪। ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ।

উ। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই সাংখ্যের প্রধান। তদ্ব্যতিরেকে প্রধানের কার্য্যপ্রবর্ত্তক অপর কিছুই অবস্থিত নাই। পুরুষ আছেন বটে, কিন্তু তিনি উদাসীন ও নিষ্ক্রিয়। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে প্রধান অনপেক্ষ, সৃষ্টিবিষয়ে কাহারও অপেক্ষা করে না, কাহারও সাহায্য চায় না। প্রধান সৃষ্টিতে স্বয়ং প্রবৃত্ত হয়। ঐ প্রবৃত্তি প্রধানের স্বভাব। কেহ তাহার প্রবর্ত্তক নাই। তবে প্রধানের কখন সৃষ্টিতে প্রবৃত্তি, কখন প্রলয়ে প্রবৃত্তি কেন হয় ?

পূ। কেন হইবে না ? তৃণ কি স্বভাবতঃ দুগ্ধে পরিণত হয় না ? আবার গোময়ে পরিণত হয় না ?

৫। অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ।

উ। ধেনু কর্ত্তৃক ভুক্ত না হইলে তৃণ দুগ্ধও হয় না গোময়ও হয় না। বৃষ কর্ত্তৃক ভুক্ত হইলে তৃণ দুগ্ধ হয় না। ধেনুশরীরসম্বন্ধাৎ অন্যত্র ক্ষীরস্য অভাবাৎ, ন তৃণাদিবৎ তৃণাদির ন্যায় প্রধানের স্বাভাবিক পরিণাম (সৃষ্টি ও প্রলয়ে প্রবৃত্তি) হয় না।

৬। অভ্যুপগমেʼপি অর্থাভাবাৎ।

উ। অভ্যুপগমেʼপি (প্রধানের স্বতঃপ্রবৃত্তি স্বীকার করিলেও) অর্থাভাবাৎ (উদ্দেশ্যের অভাব—সৃষ্টির প্রয়োজনের অভাব হওয়ায় সাংখ্যের প্রধান সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারে না।) অপিচ "প্রধানং পুরুষস্য অর্থং সাধয়িতুং প্রবর্ত্ততে"—প্রধানের নিজের স্বার্থ নাই, সে পুরুষের অর্থ সাধন করিতে প্রবৃত্ত হয়—সাংখ্যের এই প্রতিজ্ঞা নিষ্ফল হইবে। পুরুষের কোন্ অর্থই বা প্রধান সাধন করিবে? ভোগ? পুরুষ নির্গুণ নিষ্ক্রিয়, তাহার ভোগ অসিদ্ধ। মোক্ষ? তিনি ত চিরমুক্ত।

পূ। প্রধান নিজের ঔৎসুক্য নিবৃত্তির জন্য সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন?

উ। প্রধান ত অচেতন, তাহার আবার ঔৎসুক্য কি?

পূ। পুরুষের ঔৎসুক্য নিবৃত্তির জন্য প্রধান সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

উ। নির্ম্মল পুরুষের ঔৎসুক্য হয় না।

পূ। সৃষ্টি না হইলে পুরুষের দৃক্শক্তি ও প্রধানের সৃষ্টিশক্তি ব্যর্থ হইবে।

উ। প্রধানের সৃষ্টিশক্তি নিত্য হইলে সৃষ্টি নিত্য হয়। সৃষ্টি নিত্য হইলে প্রলয় ও মোক্ষ অসম্ভব হয়।

৭। পুরুষাশ্মবৎ ইতি চেৎ তথাপি।

পূ। পুরুষবৎ—পুরুষ দৃক্শক্তিসম্পন্ন কিন্তু পঙ্গু; প্রধান—গতিশক্তিবিশিষ্ট কিন্তু অন্ধ, এইরূপ হইলে পুরুষ অধিষ্ঠাতা হইয়া প্রধানকে প্রবর্ত্তিত করিবে। আবার অশ্মবৎ—যেমন চুম্বক পাথর গতিশক্তিহীন হইয়াও লৌহকে চালিত করে, সেইরূপ পুরুষ প্রধানকে চালিত করিবে।

উ। পঙ্গুর বাক্‌শক্তি প্রভৃতি আছে, তদ্বারা সে অন্ধকে প্রবর্ত্তিত করিতে পারে, কিন্তু পুরুষের ত সেরূপ বাক্‌শক্তি নাই। চুম্বকের সন্নিধান অনিত্য, তাহা কখন কখন হয়। অপি চ চুম্বক পরিমার্জ্জন ও ঋজু স্থাপনের অপেক্ষা করে। অতএব পঙ্গু ও চুম্বক এ বিষয়ে ঠিক দৃষ্টান্ত হয় না।

৮। অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ।

উ। সাংখ্যমতে প্রলয়কালে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় সাম্যভাবে থাকে, ঐ গুণ সকলের অঙ্গাঙ্গিভাব (অসম হইয়া পরস্পরের সাহায্য-কারিত্ব) হইলে সৃষ্টি হয়। কিন্তু গুণ সকলের সাম্য ভঙ্গ করিয়া অঙ্গাঙ্গিভাব আনে এমন কোনও তত্ত্ব সাংখ্যে নাই। অতএব সাংখ্যের সৃষ্টিপ্রক্রিয়া অনুপপন্ন।

৯। অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ।

পূ। আমরা অন্যথা অনুমান করিব, আমরা বলিব গুণত্রয়ের স্বভাবই কার্য্যানুযায়ী, সাম্যাবস্থাতেও তাহাদের অসম হইবার শক্তি থাকে।

উ। তাহা হইলেও জ্ঞশক্তি (জ্ঞানশক্তি) না থাকায় প্রধানের দ্বারা এরূপ বিচিত্র ও সুশৃঙ্খল জগৎ রচিত হইতে পারে না। জ্ঞানশক্তি স্বীকার করিলেই ব্রহ্মবাদ স্বীকৃত হইবে। গুণ সকলের সাম্যকালেও বৈষম্য-যোগ্যতা থাকে, ইহা মানিলেও বিনা কারণে সাম্যভঙ্গ হয় না। সে কারণ কি, সাংখ্যবাদী তাহা বলিতে পারেন না। যদি বিনা কারণে সাম্যভঙ্গ

হয় স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও প্রশ্ন উঠিবে, সর্ব্বদা বৈষম্য হয় না কেন ? *

১০। বিপ্রতিষেধাৎ চ অসমঞ্জসম্ ।

উ। শ্রুতি স্মৃতিবিরুদ্ধ বলিয়া এবং সাংখ্যাচার্য্যগণের মত পরস্পর বিরোধী বলিয়া কপিলমত অসমঞ্জস। কোন সাংখ্যাচার্য্য বলেন ইন্দ্রিয় ৭টী, কেহ বলেন ১১টী। কোন সাংখ্যাচার্য্য বলেন মহত্তত্ব হইতে তন্মাত্রের উৎপত্তি হইয়াছে, কেহ বলেন অহঙ্কার হইতে তন্মাত্রের উদ্ভব হয়। এক সাংখ্যমত তিন অন্তঃকরণের অস্তিত্ব বলেন, অন্য মত এক অন্তঃকরণ মাত্র আছে বলেন। *

* সাংখ্যবাদ নিরাকৃত করিয়া এইবার সূত্রকার পরমাণুবাদ নিরাকৃত করিবেন। পরমাণুবাদ is the atomic theory of কণাদ, Leucippus, Democritus and of Epicurus. They believed in Gods, thus differing from modern materialists. With the atomists, atom is indivisible and at the same time elastic. This leads to an obvious contradiction. No elasticity is possible without change with respect to the position of the compound particles of an elastic body. That is to say elasticity can pertain to only those bodies which are changeful and divisible. The atom being elastic must, therefore, be divisible and must consist of sub-atoms. And these sub-atoms are in their turn either non-elastic (in which case they are of no dynamic importance) or they are elastic also ; and in that case they too are subject to divisibility. And thus ad-infinitum. But infinite divisibility of atoms resolves matter into

১১। মহদ্দীর্ঘবদ্ বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্।

পূ। পরমাণুবাদী বলেন, সাবয়ব পদার্থমাত্রই বিভাজ্য। ভাগ যখন আর হয় না তখন নিরবয়ব পরমাণু আসে। এই পরমাণুই জগৎ-কারণ। পরমাণু চতুর্ব্বিধ :—ক্ষিতিপরমাণু, জলপরমাণু, তেজঃপরমাণু ও বায়ুপরমাণু। একরূপ পরমাণু হইতে অন্যরূপ বস্তু হয় না। বায়ু-পরমাণু হইতে জল, তেজঃ, ক্ষিতি হয় না; জলপরমাণু হইতে বায়ু, তেজঃ, ক্ষিতি হয় না ইত্যাদি। প্রলয়কালে সকল পরমাণু পরস্পর পৃথক্ থাকে বলিয়া তখন কোনও সাবয়ব বস্তু থাকে না। পরমাণুর পরিমাণকে পরি-মণ্ডল বলে। প্রলয়কালে সকল পরমাণুরই পরিমণ্ডল অবস্থা থাকে। দুইটি পরমাণুর সংযোগে দ্ব্যণুকের উৎপত্তি হয়। ইহার পরিমাণকে হ্রস্ব বলে। একটি দ্ব্যণুক একটি পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হইলে ত্র্যণুকের

simple centres of force *i. e.* precludes the possibility of conceiving matter as an objective substance. This vicious circle is fatal to materialism. If they say an atom is non-elastic, then we may ask: How does the universe move in this case and how does its forces cor-relate? A world built on absolutely non-elastic atoms, is like an engine without steam; it is doomed to eternal inertia. Scientific letters—Butlerof.

Mr. Crookes found that atoms sometimes exercise a discretion as regards selection: some precipitating, others not. He said, "What power directs each atom to choose the proper path? We may picture to ourselves some directive force passing the atoms one by one in review, selecting

উৎপত্তি হয়। ইহার পরিমাণকে মহৎ বলে। দুইটি দ্ব্যণুক মিলিত হইলে চতুরণুক জন্মে। চতুরণুকের পরিমাণকে দীর্ঘ বলে। সজাতীয় মহদ্দীর্ঘ-হ্রস্বপরিমণ্ডলও পরস্পর বিভিন্ন। দীর্ঘ হইতে মহৎ, হ্রস্ব হইতে পরিমণ্ডল হয় না। কারণের গুণ কার্য্যে সজাতীয় গুণ জন্মায়। কৃষ্ণসূত্রে শুক্লবস্ত্র হয় না। অতএব চেতনব্রহ্ম হইতে অচেতনজগতের উৎপত্তি অসম্ভব।

উ। জগৎ অচেতন নয়। সর্ব্বত্র চেতনের অধিষ্ঠান আছে।

পূ। ২।১।৪ সূত্রে সপ্রমাণ হইয়াছে জগৎ ব্রহ্মবিলক্ষণ। কারণ হইতে কার্য্য বিলক্ষণ হয় না।

উ। কার্য্য কারণের সহিত সম্পূর্ণ একলক্ষণাক্রান্ত হয় না। কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য হয়ই। এ কথা ২।১।৬,৭ সূত্রে প্রতিপন্ন হইয়াছে। যদি স্বীকারও করি যে জগৎ অচেতন, তোমার আপত্তি প্রতিপন্ন হয় না।

the one for precipitation and another for selection till all have been adjusted."

With Leibnitz material atoms are contrary to reason. For him, matter was a simple representation of the monad, whether human or atomic. Monads are everywhere. Thus the human soul is a monad, and every cell in the human body has its monad, as every cell in animal, vegetable and the so-called inorganic bodies. Every monad of Leibnitz reflects every other. Every monad is a living mirror of the universe within its own sphere. He draws a distinction between monads and atoms, because "bodies with all their qualities are only phenomenal like the rainbow."

Epicurus taught that the soul was composed of a fine, tender essence, formed from the smoothest, roundest and finest atoms.

তোমাদের পরিমণ্ডল হ্রস্ব, মহৎ ও দীর্ঘ একই বায়ুপরমাণুর হইলেও ভিন্ন প্রকৃতির। তবে চেতনব্রহ্ম হইতে ভিন্নপ্রকৃতিক অচেতনজগৎ কেন উৎপন্ন হইবে না? যখন তোমরা নিজে সমান জাতির উৎপত্তি বিষয়ক নিয়ম ভঙ্গ করিয়েছ, আমাদের বেলা আপত্তি কেন করিবে? আচ্ছা বল দেখি তোমাদের সৃষ্টিই বা কিরূপে হয়, প্রলয়ই বা কিরূপে হয়।

১২। উভয়থাপি ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ।

পূ। যাহা কিছু সাবয়ব সমস্তই স্বানুগত (নিজের স্বভাবের মত) সহযোগকৃত। বস্ত্র অবয়বী, সূত্র তাহার অবয়ব; সূত্র অবয়বী, অংশু তাহার অবয়ব। ক্ষিতি অপ্ তেজ ও মরুৎ এই চারিভূত অবয়বী, তাহাদের অবয়ব যথাক্রমে ক্ষিতিপরমাণু, জলপরমাণু, তেজপরমাণু ও বায়ুপরমাণু। যখন ক্ষিত্যাদি চরমবিভাগে বিভক্ত হইয়া পরমাণু হইয়া যায়, তখন প্রলয় হয়। যখন আবার সৃষ্টিকাল আসে তখন অদৃষ্টকারণে প্রথমে বায়বীয় পরমাণু সক্রিয় হয়, ঐ ক্রিয়া দ্বারা বায়বীয় দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয়, ক্রমে ত্র্যণুক, চতুরণুক প্রভৃতি হইয়া বায়ুর উৎপত্তি হয়। ঐরূপে যথাক্রমে অগ্নির, জলের ও পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। পরে সেন্দ্রিয় দেহ ও জগৎ উৎপন্ন হয়। যে অণুতে যে রূপ ও যে রস ছিল সেই রূপ ও সেই রস হইতেই দ্ব্যণুক রূপের ও দ্ব্যণুক রসের উৎপত্তি হয়।

উ। তাহা হইলে পরমাণুর অক্রিয় অবস্থায় সৃষ্টি হয় না, সক্রিয় অবস্থাতেই সৃষ্টি হয়। ঐ যে সক্রিয় অবস্থা তাহার ক্রিয়া কি জন্য (উৎপন্ন) বস্তু, না নিত্য?

পূ। ঐ ক্রিয়া নিত্য নহে, জন্য।

উ। যাহা জন্য তাহার কারণ আছে, ঐ ক্রিয়ার কারণ কি?

পূ। প্রযত্ন বা অভিঘাত।

উ। শরীরস্থ মনের সহিত আত্মার সংযোগ না হইলে প্রযত্নও হয় না, অভিঘাতও হয় না। প্রযত্ন ও অভিঘাত ক্রিয়োৎপত্তির কারণ হইতে পারে, কিন্তু তাহা সৃষ্টির পরে। ক্রিয়ার প্রথম উন্মেষের কারণ প্রযত্ন ও অভিঘাত হইতে পারে না।

পূ। অদৃষ্টই ক্রিয়ার প্রথম উন্মেষের কারণ।

উ। অদৃষ্ট অচেতন। অচেতন অদৃষ্ট স্বতঃ প্রবৃত্তও হয় না, অন্য কাহাকে প্রবৃত্তও করায় না। সৃষ্টির পূর্ব্বে আত্মা অচেতন থাকে। অদৃষ্ট আত্মাতেই থাকে। পরমাণুর সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকে না। সুতরাং অদৃষ্ট পরমাণুর ক্রিয়াশক্তি উৎপাদন করিতে পারে না।

পূ। অদৃষ্ট আত্মার সহিত সম্বদ্ধ। আত্মা সর্ব্বব্যাপী; তাহার পরমাণুর সহিত সম্বন্ধ আছে।

উ। সে সম্বন্ধ তাহা হইলে নিত্য। সম্বন্ধ নিত্য হইলে সৃষ্টিও নিত্য হওয়া উচিত। তবে প্রলয়কালেও কেন সৃষ্টি হয় না? অতএব তুমি নিষ্ক্রিয় পরমাণুর সক্রিয় হইবার কোনও কারণ দেখাইতে পারিলে না। তোমার পরমাণুকারণবাদে আর একটি আপত্তি আছে:—এক পরমাণু অন্য পরমাণুতে সংযুক্ত হয়, সে সংযোগ কি আংশিক (পাশাপাশি) না সার্ব্বাত্মিক (সর্ব্বাংশে ঐক্যপ্রাপ্ত হয়)?

পূ। ঐ সংযোগ সার্ব্বাত্মিক।

উ। তাহা হইলে যে পরমাণু সেই পরমাণুই থাকিবে, তাহার প্রথিমা (বড় হওয়া) হইবে না। লোকে আমরা এরূপ সার্ব্বাত্মিক সংযোগ ত দেখিতে পাই না।

পূ। না—না; সংযোগ আংশিকই হয়।

উ। তাহা হইলে স্বীকার কর যে পরমাণুরও অংশ হয়?

পূ। পরমাণুর বাস্তবিক অংশ না থাকিলেও কল্পিত অংশ হয়।

উ। তাহা হইলে সংযোগও কল্পিত, সৃষ্টিও কল্পিত হয়। আচ্ছা বল দেখি মহাপ্রলয়ে পরমাণুর বিশ্লেষণ কিরূপে হয় ?

পূ। অদৃষ্টবশতঃই হয়।

উ। ধর্মাধর্মনামক অদৃষ্ট সুখদুঃখভোগ বিষয়েই প্রসিদ্ধ। অদৃষ্ট প্রলয়ের কারণ হইতে পারে না। অতএব দেখা গেল উভয়থাপি (ক্রিয়ার প্রথম উন্মেষের কারণ থাক বা না থাক) ন কর্ম (প্রবৃত্তির অর্থাৎ ক্রিয়ার উৎপত্তির ব্যাঘাত হইতেছে)। একথা বলিতে পার না যে পরমাণুতে অদৃষ্ট আছে ; ইহাও বলিতে পার না আত্মাতে অদৃষ্ট আছে। সৃষ্টিকালে পরমাণুতে পরমাণুতে সংযোগ কিরূপে হয় তাহাও জান না, প্রলয়ে পরমাণুতে পরমাণুতে বিয়োগ কিরূপে হয় তাহাও জান না। অতঃ তদ্ অভাবঃ অতএব সৃষ্টিরও অভাব, প্রলয়েরও অভাব। তোমার পরমাণুবাদ অসিদ্ধ।

১৩। সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ।

পূ। পরমাণুকারণবাদীরা সমবায় নামক এক পৃথক্ তত্ত্বের দ্বারা ঐ সংযোগ বিয়োগের উৎপত্তি করেন। দুই পরমাণু সংযোগ দ্বারা দ্ব্যণুক হয়, কিন্তু পরমাণু হইতে দ্ব্যণুক সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। কেবল সমবায় সম্বন্ধের বলে দ্ব্যণুকের দুই পরমাণু হওয়া সম্ভব হয়।

উ। সমবায় তত্ত্বকে অভ্যুপগম (স্বীকার) করিলেও তদ্দ্বারা বিরোধ দূর হইবে না। দ্ব্যণুক যেমন পরমাণু হইতে ভিন্ন হইয়াও সমবায় দ্বারা

পরমাণু হইতে অভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়, সেইরূপ সমবায়ও সমবায়ী দ্রব্য হইতে ভিন্ন ; সুতরাং সমবায়েরও অন্য সমবায় দ্বারা সমবেত হওয়া উচিত। আবার সে সমবায় অন্য সমবায়ে, এইরূপে অনন্ত সমবায় কল্পনায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রকৃত জ্ঞাতব্যের মূল নষ্ট হইবে।

পূ। সংযোগ যেরূপ সমবায়ের অপেক্ষা করে, সমবায় সেরূপ সম্বন্ধান্তরের অপেক্ষা করে না, সমবায় নিজেই সম্বন্ধস্বরূপ ও স্বপ্রধান।

উ। সংযোগের ব্যাপারে সংযোগান্তরের অপেক্ষা হইবে সমবায়ের বেলা হইবে না ; এই যুক্তি অনবস্থতাদোষ দুষ্ট। সংযোগান্তর প্রয়োগ করিলে অনন্তকল্পনা দোষ, না করিলে অনবস্থা দোষ, দুই দিকেই সমান দোষ হইবে।

১৪। নিত্যমেব চ ভাবাৎ।

উ। প্রবৃত্তিস্বভাবত্বে নিত্যমেব প্রবৃত্তের্ভাবাৎ প্রলয়াভাবপ্রসঙ্গঃ পরমাণু সকলের যদি প্রবৃত্তিস্বভাব হয় অর্থাৎ যদি তাহারা নিত্য সৃষ্টিকার্য্যে উন্মুখ হয়, প্রলয় হইতে পারে না। নিবৃত্তিস্বভাবত্বে'পি নিত্যমেব নিবৃত্তের্ভাবাৎ সর্গাভাবপ্রসঙ্গঃ যদি তাহাদের নিবৃত্তি স্বভাব হয় সৃষ্টি হইতে পারে না। পরমাণু উভয়স্বভাবও হইতে পারে না, কারণ প্রবৃত্তি নিবৃত্তির বিরোধী। পরমাণু যদি নিস্বভাব হয় অর্থাৎ প্রবৃত্তিস্বভাবও নয় নিবৃত্তিস্বভাবও নয়, এরূপ হয়, তাহা হইলে কাল অদৃষ্ট বা ঈশ্বরেচ্ছা ভিন্ন জগতের নিমিত্ত কারণ থাকে না। কাল, অদৃষ্ট ও ঈশ্বরেচ্ছা যদি নিত্য ও নিয়ত সন্নিহিত হয়, নিত্য সৃষ্টি হইবে। যদি অনিত্য ও অতন্ত্র হয় সৃষ্টিতে নিত্য অপ্রবৃত্তি হইবে। অতএব পরমাণুকারণবাদ অনুপপন্ন।

১৫ । রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়োদর্শনাৎ ।

উ। বৈশেষিকেরা স্বীকার করেন পরমাণুর রূপ আছে। দর্শনাৎ আমরা লোকে (সর্ব্বত্র) দেখিতে পাই যাহার রূপ আছে তাহাই স্থূল (সাবয়ব) ও অনিত্য। কিন্তু বৈশেষিকমতে পরমাণু অস্থূল ও নিত্য। অতএব বৈশেষিকমতে বিপর্য্যয়ঃ (বিরোধ) দৃষ্ট হয়।

১৬। উভয়থা চ দোষাৎ ।

উ। আকাশের এক গুণ,—শব্দ ; বায়ুর দুই গুণ,—শব্দ ও স্পর্শ : তেজের (অগ্নির) তিন গুণ,—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ; জলের চার গুণ,—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ; পৃথিবীর পাঁচগুণ,—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। অতএব পঞ্চভূত—আকাশ, বায়ু, তেজ, অপ্ ও পৃথিবীকে উপচিতাপচিত (অধিক ও অল্প) গুণযুক্ত দেখা যায়। যাহার গুণ যত অধিক তাহার গুণ তত স্থূল হওয়া উচিত। অতএব এই পঞ্চভূতের গুণের স্থূলসূক্ষ্মতারূপ তারতম্য আছে। বৈশেষিকেরা ওরূপ তারতম্য স্বীকার করেন কি ?

পূ। যদি স্বীকার করি ?

উ। তাহা হইলে গুণের উপচয় (বৃদ্ধি) হইলে মূর্ত্তিরও উপচয় হইবে। যে পরমাণুর অধিক গুণ তাহা অধিক স্থূল হইবে। কিন্তু তাহা হইলে পরমাণুর পরমাণুত্ব থাকে না।

পূ। গুণাধিক্য হইলে মূর্ত্তির স্থৌল্য হয় না।

উ। না হইলে আকাশের পরমাণুতে একটি গুণ পৃথিবীর পরমাণুতে পাঁচটি গুণ কিরূপে প্রতীত হইবে ? অতএব উভয়থাই দোষ দেখা যায় বলিয়া পরমাণুকারণবাদ অসিদ্ধ।

১৭। অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা।

উ। বৈশেষিকদর্শনের আরও অনেক দোষ আছে। ইহাতে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য (জাতি), বিশেষ ও সমবায় এই ছয়টী ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের নির্দ্দেশ আছে। কিন্তু দ্রব্য ও তাহার গুণ ত ভিন্ন নয়। আবার কর্ম্ম, জাতি, বিশেষ ও সমবায়ও দ্রব্য হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ হয় না। অতএব বৈশেষিকদর্শনের ছয় পদার্থের অস্তিত্ব অনুপপন্ন। বৈশেষিকেরা বলেন, যুতসিদ্ধ (পৃথক্‌সিদ্ধ) পদার্থদ্বয়ের পরস্পর সম্বন্ধের নাম সংযোগ ও অযুতসিদ্ধ (অপৃথক্‌সিদ্ধ) পদার্থদ্বয়ের পরস্পর সম্বন্ধের নাম সমবায়। কিন্তু কার্য্যের পূর্ব্বে সর্ব্বথা কারণ বিদ্যমান থাকায় কোনও পদার্থই অযুতসিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ পৃথক্‌সিদ্ধ কিন্তু কার্য্য অপৃথক্‌সিদ্ধ, ইহা হয় না। অযুতসিদ্ধ কথার অর্থ কি ? অপৃথক্ দেশ, না অপৃথক্ কাল, না অপৃথক্ স্বভাব ? যদি বল অপৃথক্ দেশ। তাহা হয় না। কারণ গাভীর দেশই দুগ্ধের দেশ, দুগ্ধের দেশই ঘৃতের দেশ। যদি বল অপৃথক্ কালত্বই অযুতসিদ্ধত্ব। তাহাও হয় না। একই গাভীর বাম দক্ষিণ শৃঙ্গ এককালপ্রভব হইলেও পৃথক্। যদি বল অপৃথক্ স্বভাবত্বই অযুতসিদ্ধত্ব। তাহাও হয় না। এমন কোন্ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ আছে যাহার স্বভাব পৃথক্ নহে ? অতএব অযুতসিদ্ধ পদার্থ হইতে পারে না। আবার সংযোগই বল, সমবায়ই বল, কোনও সম্বন্ধই সম্বন্ধী হইতে পৃথক পদার্থ নহে। সমবায় পদার্থ যে কি, তাহা বুঝা কঠিন। এ পর্য্যন্ত সমবায় কাহারও অনুভবগোচর হয় নাই। আরও দেখ বৈশেষিক-মতে পরমাণু, আত্মা ও মন, এ তিনের প্রদেশ (অবয়ব বা অংশ) নাই। কিন্তু প্রদেশ না থাকিলে সংযোগের সম্ভাবনা থাকে না। আবার পরমাণু যখন পরিচ্ছিন্ন পদার্থ তাহার ১, ২, ৩, ৪ যতগুলি দিক থাকুক, ততগুলি

অবয়বের দ্বারা সে অবশ্য সাবয়ব। * সাবয়ব হইলেই পরমাণু অনিত্য। এই সকল দোষ থাকায় কোনও ঋষি পরমাণুবাদের কোনও অংশ পরিগ্রহ (গ্রহণ) করেন নাই। অতএব উহা উপেক্ষণীয়।

১৮। সমুদায়ে উভয়হেতুকে'পি তদপ্রাপ্তিঃ। †

উ। সর্ব্বাস্তিবাদী বলেন পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় এই চারি প্রকার পরমাণু; ক্ষিত্যপ্তেজোমরুৎ এই চারি ভূত, রূপ, শব্দ, রস, গন্ধ

* Pythagoras considered a point to correspond in proportion to unity; a line to 2; a superfices to 3, a solid to 4, and he defined a point as a monad having position, and the beginning of all things; a line was thought to correspond with duality.

† এইবার সূত্রকার বৌদ্ধবাদের অযৌক্তিকত্ব প্রতিপন্ন করিতেছেন। বৌদ্ধমত ত্রি প্রকার :—(১) সর্ব্বাস্তিবাদ—ঘটপটাদি বাহ্যবস্তুও আছে, জ্ঞানাদি আন্তর পদার্থও আছে। বাহিরে ভূত ও ভৌতিক, অন্তরে চিত্ত ও চৈত্ত সবই আছে। (২) বিজ্ঞানাস্তিবাদ—বাহিরে কিছুই নাই, সমস্তই অন্তরে। অন্তরের বিজ্ঞানই বাহিরের বলিয়া বোধ হয়। এই পরিদৃশ্যমান জগতের বাহিরে অস্তিত্ব নাই, উহাদের সম্বন্ধে আমাদের চক্ষুতে বা কর্ণে বা নাসিকায় বা জিহ্বায় বা ত্বকে যে জ্ঞান হয়, তাহাকেই আমরা বাহ্য বলিয়া বোধ করি। (৩) সর্ব্বশূন্যবাদ—আন্তর বিজ্ঞানও অসৎ, বাহ্য বিজ্ঞানও অসৎ। ১৮ সূত্রে সর্ব্বাস্তিবাদের প্রতিবাদ হইতেছে।

ও স্পর্শ এই পঞ্চ তন্মাত্র; এবং চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়; এই সকল পদার্থেরই অস্তিত্ব আছে। পার্থিব পরমাণু খরস্বভাব[১], জলীয় পরমাণু স্নিগ্ধস্বভাব[২], তৈজস পরমাণু উষ্ণস্বভাব[৩] এবং বায়বীয় পরমাণু চলন স্বভাব[৪]; এই সকল পরমাণু পরস্পর সংহত[৫] হইয়া বাহ্যজগৎ উৎপাদন করিয়াছে। অধ্যাত্ম বা আন্তর জগতের কারণ স্কন্ধপঞ্চক[৬]—রূপ, বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার। এই পঞ্চ স্কন্ধ সংহত হইয়া আন্তর ব্যবহার নির্ব্বাহিত করিতেছে। কিন্তু এ মত ভ্রম-সঙ্কুল। এই 'বাহ্য সমুদায়' (সংহতিও) নাই, আন্তর সমুদায় (সংহতিও) নাই। উভয়বিধ সমুদায়েরই অপ্রাপ্তি (অনুপপত্তি) হয়, কারণ ঐ সমস্ত পদার্থই অচেতন; বৌদ্ধগণ এক বিজ্ঞানপ্রবাহ ব্যতীত ঐ সকল পরমাণুর ও স্কন্ধের নিয়ামক কোনও স্থির চেতন পদার্থ স্বীকার করেন না। পরমাণু ও স্কন্ধ সকল স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কার্য্যসাধন করিলে অবিশ্রান্ত সৃষ্টি হইতে পারে; কিন্তু প্রলয়ও হয় না, মোক্ষও হয় না। বিজ্ঞানপ্রবাহ (সমষ্টি) এক একটি (ব্যষ্টি) বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন তাহা নিরূপিত হয় না। তাহারা অভিন্ন হইলে ক্ষণিকবাদ অসিদ্ধ হয়। তাহারা স্থির এরূপ বলিলে নিত্য আত্মা মানিতে হয়। প্রত্যেক বিজ্ঞান যদি ভিন্ন হয়, তাহারা ক্ষণিক হওয়ায় জন্মিয়াই মরিবে, তাহাদের আর কোনও কার্য্য থাকে না। সমুদায় (সংহতিই) যদি অসিদ্ধ হইল লোকযাত্রা কিরূপে সম্ভব হইবে? জগৎ কিরূপে চলিবে?

১। Hard　　২। Liquid　　৩। Hot
৪। Mobile　　৫। Combine　　৬। Five Categories

১৯। ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদুপপন্নমিতি চেন্ন সঙ্ঘাতভাবানিমিত্তত্বাৎ।

পূ। অবিদ্যাদির মধ্যে ইতরেতর প্রত্যয়[১] (পরস্পরের হেতু হেতুমৎ ভাব) থাকায় মেলনকারি[২] স্থির চেতন (সাংখ্যের পুরুষ ও বেদান্তের আত্মার ন্যায় যে চেতন ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানকে একত্র করিয়া ধারাবাহিক[৩] করে) না মানিলেও লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হয়।

উ। তুমি বলিতে চাও অবিদ্যা সংস্কারের হেতু, সংস্কার বিজ্ঞানের হেতু, এইরূপ ইতরেতর প্রত্যয় থাকায় একটা ধারাবাহিক ভাব হয়। কিন্তু অবিদ্যাও ক্ষণধ্বংসী, সংস্কারও ক্ষণধ্বংসী ; ধারা কিরূপে হইবে, সমুদায় বা মেলন[৪] কিরূপে হইবে ?

পূ। অবিদ্যাদি = অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবনা, দুঃখ ও দৌর্মনস্য। যাহা ক্ষণিক তাহাকে স্থির জ্ঞান করাই অবিদ্যা। অবিদ্যা হইতে সংস্কার অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ ও মোহের উৎপত্তি হয়। সংস্কার হইতে বিজ্ঞান (আমি আমি জ্ঞান, অহং জ্ঞান), বিজ্ঞান হইতে নাম, নাম হইতে রূপ। বিজ্ঞান, পৃথিবী, জল, তেজ, মরুৎ ও রূপ এই ছয়টি মিলিয়া ষড়ায়তন হয়। নাম, রূপ ও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধের নাম স্পর্শ[৫]। স্পর্শ হইতে বেদনা[৬] অর্থাৎ সুখ ও দুঃখের অনুভব। বেদনা হইতে

১। Causal sequence. ২। Linking. ৩। Chain
৪। One-ness of the chain. ৫। Contact. ৬। Sensation.

তৃষ্ণা[1] (তন্‌হ)। তৃষ্ণা হইতে চেষ্টা[2]; এই চেষ্টাকেই উপাদান বলে। উপাদান হইতে ভব (জন্ম) অর্থাৎ পুনঃপুনঃ উৎপত্তি। উৎপত্তি হইতে জাতি (দেহবিশেষ প্রাপ্তি)। দেহ হইতে জরা, জরা হইতে মৃত্যু, মৃত্যু হইতে শোক, শোক হইতে পরিদেবনা (ক্রন্দন), পরিদেবনা হইতে দৌর্মনস্য। এই ইতরেতরপ্রত্যয় (পারম্পর্য্য) সকলেরই স্বীকার্য্য। পারম্পর্য্য হইলেই ধারা হইবে।

উ। অবিদ্যাদি পরম্পরের নিমিত্তকারণ হইলেও সঙ্ঘাতের (মেলনের) কারণ হইতে পারে না। একের পর অপরের উৎপত্তি হইল কিন্তু তাহাদিগকে সংহত[3] (একসূত্রে একত্রিত) কিসে করিবে?

পূ। একের পর অপরের অস্তিত্ব (উৎপত্তি) হইলেই সঙ্ঘাত হইবে। সঙ্ঘাত না হইলে অবিদ্যাদির স্বরূপ নিষ্পত্তি হয় না।

উ। সঙ্ঘাতকে আশ্রয় করিয়াই যদি অবিদ্যাদির স্বরূপ নিষ্পত্তি হয় তাহা হইলে অবিদ্যাদি সঙ্ঘাতের কারণ হইতে পারে না।

পূ। সংসার অনাদি। সঙ্ঘাতও বীজাঙ্কুরের ন্যায় (বীজ, অঙ্কুর, বৃক্ষ; আবার বীজ, এইরূপ) অনাদি প্রবাহযুক্ত। একটী সঙ্ঘাতের অব্যবহিত পরেই আর একটী সঙ্ঘাতের জন্ম হয়। অবিদ্যাদিও সেই অবিচ্ছিন্ন সঙ্ঘাতপ্রবাহের[4] আশ্রয়ে স্বরূপ লাভ করে।

উ। এক সঙ্ঘাতের পর যে অন্য সঙ্ঘাত জন্মিবে তাহা কি পূর্ব্ব সঙ্ঘাতের সদৃশ না অসদৃশ? এ বিষয়ে কি কোন নিয়ম আছে? না অনিয়মে সদৃশ অসদৃশ উভয়বিধ সঙ্ঘাত জন্মে? যদি নিয়ম স্বীকার কর মনুষ্য জীবাত্মার দেবযোনি বা তির্য্যকযোনি হওয়া অসম্ভব হয়, অথচ

১। Desire. ২। Effort. ৩। Combine.
৩। Unbroken chain of causal sequence.

তোমরা মনুষ্যের দেবতির্য্যকযোনি হওয়া স্বীকার কর। যদি অনিয়মে হয় বল, মনুষ্য একক্ষণে হস্তী, দ্বিতীয়ক্ষণে দেবতা, তৃতীয়ক্ষণে তির্য্যক, চতুর্থক্ষণে আবার মনুষ্য হইতে পারে অর্থাৎ তাহার মনের ভাব যখন যেমন হইবে দেহ তদনুরূপ হইবে। মানুষের প্রতিক্ষণে নূতন দেহ হইলেও মানুষ মানুষই থাকে, ক্ষণে ক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন জীব হয় না, ইহাও তোমরা স্বীকার কর। আরও দেখ যাহার ভোগের নিমিত্ত সঙ্ঘাত (দেহ) হয়, সেই ভোক্তা জীব তোমাদের মতে ক্ষণস্থায়ী। ভোগীই ভোগ চায়। মুমুক্ষুই মোক্ষ চায়। ভোগী যদি পরমুহূর্ত্তে মুমুক্ষু হয়, সে ভোগ চাহিবে কেন ? মুমুক্ষু যদি পরমুহূর্ত্তে ভোগী হয়, সে মোক্ষ চাহিবে কেন ? অতএব অবিদ্যাদি পরস্পরের কারণ হইলেও সঙ্ঘাতভাব (তাহাদের মেলন হওয়া) অনিমিত্তত্বাৎ (কারণ না থাকায়) অসিদ্ধ।

২০। উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ।

উ। যাহার অভাব হইয়াছে,[1] তাহা অন্য ভাবের[2] কারণ হইতে পারে না। ক্ষণিকবাদী বলেন উত্তরোৎপাদে (পরজন্মাক্ষণ জন্মিবামাত্র) পূর্ব্বনিরোধঃ (পূর্ব্বক্ষণ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়) তস্মাৎ (এরূপ হইলে) পূর্ব্বক্ষণ পরক্ষণের কারণ হইতে পারে না।

পূ। যতক্ষণ দ্বিতীয় পদার্থের জন্ম না হয় ততক্ষণ প্রথম পদার্থ বর্ত্তমান থাকে, এবং বর্ত্তমান থাকিয়া পরবর্ত্তী পদার্থের কারণ হয়।

উ। তাহা হইলে তোমাদের ক্ষণভঙ্গবাদ বিনষ্ট হয়।

পূ। ভাব (উৎপত্তিই) যে তাহার স্বভাব।

---

1. The non-existent 2. Existence.

উ। তাহা হইলে হেতুত্ব নষ্ট হয়। ক্ষণিকবাদে আর এক আপত্তি তুলিতেছি। নবোৎপন্ন বস্তু কি পূর্ব্ব বস্তুর অবস্থান্তর? না সম্পূর্ণ নূতন বস্তু?

পূ। অবস্থান্তর।

উ। তাহা হইলে তোমাকে এক বস্তুকে আদি, মধ্য, অন্ত এই তিনক্ষণ স্থায়ী বলিতে হয়। আদিক্ষণে সে উৎপন্ন হইল, মধ্যক্ষণে স্থায়ী হইল, অন্তক্ষণে বিনষ্ট হইল। ইহাতে ক্ষণভঙ্গবাদ নষ্ট হয়।

পূ। যদি বলি সম্পূর্ণ নূতন বস্তুই হয়।

উ। তাহা হইলে বিনাশ ও উৎপত্তির সহিত বস্তুর সম্পর্ক থাকে না। যে বস্তুর বিনাশ ও উৎপত্তি নাই তাহা অবিনাশী। বস্তুর উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ এই তিন অবস্থা। যে বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ নাই, তাহার স্থিতি চিরস্থায়ী হয়।

২১। অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো-যৌগপদ্যমন্যথা।

পূ। কারণ না থাকিলেও কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে; যেমন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, রক্তবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, শস্যে কীটের উৎপত্তি ইত্যাদি।

উ। তোমাদের প্রতিজ্ঞা কি তাহা স্মরণ কর—"চতুর্ব্বিধান্ হেতূন্ প্রতীত্য চিত্তচৈত্তা উৎপদ্যন্তে"—চার প্রকার হেতু হইতে চিত্ত চৈত্ত জন্মে। কারণ না থাকিলেও (অসতি) কার্য্য উৎপন্ন হয় বলিলে তোমাদের এই প্রতিজ্ঞার উপরোধ (হানি) হয়।

পূ। কার্য্যের যতক্ষণ উৎপত্তি না হয় ততক্ষণ কারণ বিদ্যমান থাকে।

উ। তাহা হইলে কারণ ও কার্য্যের যৌগপদ্য (একই সময়ে দুই থাকা) হয়। অতএব অসতি (যদি বল কারণ নাই) প্রতিজ্ঞার উপরোধ (হানি) হয়, অন্যথা (কারণ থাকে বলিলে) যৌগপদ্য হয়।

২২। প্রতিসংখ্যা'প্রতিসংখ্যানিরোধা-প্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ।

উ। অবিচ্ছেদাৎ[১] (কার্য্যকারণ ধারার বিচ্ছেদ অসম্ভব হওয়ায়) প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধ[২] উভয়েরই অপ্রাপ্তি (অসম্ভবত্ব) হয়। বৌদ্ধমতে সমস্ত পদার্থই সংস্কৃত অর্থাৎ কার্য্যকারণরূপে উৎপন্ন ও ক্ষণিক ; ঐ মতে কেবল তিন প্রকার বিনাশ সংস্কৃত নয় (কার্য্যকাবণরূপে উৎপন্ন নয়), তাহারা প্রতিসংখ্যানিরোধ, অপ্রতিসংখ্যানিরোধ ও আকাশ (আবরণের অভাব)। কার্য্যকারণ সন্ততির[৩] (শৃঙ্খলের) মধ্যে বিচ্ছেদ[৪] (ফাক) থাকা অসম্ভব হওয়ায় প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতি-সংখ্যা নিরোধ দুই-ই অসম্ভব হয়। ১৯ সূত্রে তুমি বলিয়াছ অবিদ্যা হইতে সংস্কার জন্মে ; সংস্কারের জন্ম দিয়া অবিদ্যা বিনষ্ট হয় ; আবার বিজ্ঞানের

১। There being no break in the chain of causal sequence.

২। প্রতিসংখ্যা = বুদ্ধি। একটা মশাকে এক চড়ে মারিলে তাহার প্রতিসংখ্যানিরোধ হয়। জলের বুদ্‌বুদ্ স্বয়ং বিনষ্ট হওয়ার তাহার অপ্রতিসংখ্যানিরোধ হয়।

৩। Chain of causal sequence. ৪। Break.

জন্ম দিয়া সংস্কার বিনষ্ট হয়; এইরূপ কার্য্যকারণের সন্তান[১] (শৃঙ্খল বা স্রোত) চলিয়াছে। যে দুই প্রকার নিরোধের কথা বলিতেছ সে নিরোধ (বিনাশ) কার? সন্তানের (শৃঙ্খল বা স্রোতের) অথবা সন্তানীর[২] (একের পর অপর যে পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে তার)? সন্তানের নিরোধ হইতেই পারে না। সন্তানীরই বা নিরোধ কিরূপে হইবে? সন্তানীর নিরোধ হইলেই সন্তান নিরুদ্ধ হইবে। বৌদ্ধমতে আকাশ অভাবরূপী অবস্তু[৩]। তাহার আবার নিরোধ কি?

২৩। উভয়থা চ দোষাৎ।

উ। তোমরা (বৌদ্ধরা) বল অবিদ্যার বিনাশ হইলে নির্ব্বাণলাভ হয়। সে বিনাশ কি প্রতিসংখ্যানিরোধ (বুদ্ধিপূর্ব্বক অর্থাৎ যমনিয়মাদির দ্বারা হয়)? অথবা অপ্রতিসংখ্যানিরোধ (আপনিই হয়)? যদি বল যমনিয়মাদির দ্বারা অবিদ্যার নিরোধ হয়, তাহা হইলে "সমুদায় পদার্থ স্বভাবতঃ ক্ষণবিনাশী" তোমাদের এই প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হয়। যদি বল অবিদ্যা আপনি বিনষ্ট হয়, অবিদ্যার নাশের জন্য এত উদ্যমের প্রয়োজন কি? অতএব উভয় দিকেই দোষ হয়।

২৪। আকাশে চাবিশেষাৎ।

উ। তুমি (বৌদ্ধ) আকাশকে অবস্তু কিরূপে বলিতে পার? শ্রুতি

১। Chain. ২। Link.
৩। Being mere vacancy, has no existence.

বলিয়াছেন "আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ।" ইহাই আকাশের বস্তুত্বের যথেষ্ট প্রমাণ। যদি তুমি শ্রুতিপ্রমাণ না মান, শব্দগুণ থাকায় আকাশের অস্তিত্ব ও বস্তুত্ব অনুমিত হইবে। বুদ্ধদেবকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল, "পৃথিবী ভগবন্ কিং সন্নিশ্রয়ঃ ?" এইরূপ প্রশ্নোত্তরের শেষে "বায়ুঃ কিং সন্নিশ্রয়ঃ ?" প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন, "বায়ুরাকাশসন্নিশ্রয়ঃ।" অতএব বুদ্ধদেব আকাশের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তোমরা বল প্রতিসংখ্যানিরোধ, অপ্রতিসংখ্যানিরোধ ও আকাশ এই তিনটি খপুষ্পের (আকাশ কুসুমের) ন্যায় নিরুপাখ্য (তুচ্ছ), অবস্তু, অথচ নিত্য। অবস্তু ও নিত্য এই শব্দদ্বয় কি বিরোধী নয় ? তোমরা বল আবরণাভাবই আকাশ। তা যদি হয় একটি পক্ষী উড়িলেই আকাশ থাকিল না, দ্বিতীয় পক্ষীর উড্ডীয়মান হওয়া অসম্ভব হইল।

পূ। তা কেন ? যেখানে আবরণের অভাব, সেখানে উড়িবে।

উ। তাহা হইলে আবরণাভাবের বিশেষ হয়। অতএব আকাশ আবরণাভাব নয়, এক প্রকার বস্তু।

২৫। অনুস্মৃতেশ্চ।

উ। তুমি (বৌদ্ধ) বল, অন্য সকল পদার্থের ন্যায় পুরুষও ক্ষণ-বিনাশী। তাহা হইলে স্মৃতি * কিরূপে সম্ভব হয় ? পূর্ব্বদৃষ্ট বা পূর্ব্বশ্রুত বা পূর্ব্বানুভূত বস্তুরই স্মৃতি হয়। আবার যে পূর্ব্বে দেখিয়াছে, তারই পরে স্মৃতি হয়। একজন দেখিলে অন্যের স্মৃতি হয় না। কর্ত্তা এক হইলেই অনুস্মৃতির সম্ভব হয়। তোমরা বল, জন্ম অবধি মানুষ এক

---

* Memory.

থাকে না ; এক কর্ত্তা থাকে না ; ক্ষণে ক্ষণে নূতন কর্ত্তা জন্মে ; তাহারা পরস্পর ভিন্ন হইলেও সাদৃশ্য থাকায় ও অবিচ্ছেদে উৎপন্ন হওয়ায় এক বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু এই সাদৃশ্য বোধ হইবে কাহার? পুরুষের ক্ষণিক পরিবর্ত্তনের মধ্যে, যদি এক নিত্য বোদ্ধা থাকিত, তবেই ত সে সাদৃশ্য বোধ করিত। যদি বল, দ্বিতীয় জ্ঞান হওয়া পয্যন্ত পুরুষের অস্তিত্ব থাকে, তাহা হইলে তোমার ক্ষণবিনাশ প্রতিজ্ঞা নষ্ট হয়। লোকে কেহ পূর্ব্বদৃষ্ট পুত্রকে ও ক্ষণপরে দৃষ্ট সেই পুত্রকে সদৃশ বলিয়া মনে করে না, সেই পুত্র বলিয়াই মনে করে। তুমি কি মনে কর সন্ধ্যার আমি প্রাতের আমির মতন? বাহ্য বস্তু সম্বন্ধে কখন কখন এরূপ সন্দেহ হইতে পারে এ বস্তু সেই কিংবা তৎসদৃশ, কিন্তু নিজ সম্বন্ধে সে সন্দেহ হয় না। অতএব অনুস্মৃতি একই কর্ত্তার হয়।

২৬। নাসতো'দৃষ্টত্বাৎ।

পূ। বিনাশ ব্যতীত কোনও বস্তুর উৎপত্তি হয় না। বীজ বিনষ্ট হইয়া অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। দুগ্ধ বিনষ্ট হইয়া দধি হয়। মৃৎপিণ্ডের বিনাশ না হইলে ঘটের উৎপত্তি হয় না। অতএব পূর্ব্বদিনের পুরুষের বিনাশ না হইলে পরদিনের পুরুষের জন্ম হয় না।

উ। অসৎ (অভাব) হইতে সৎ (ভাবের) উৎপত্তি ন (হয় না) অদৃষ্টত্বাৎ (সেরূপ দেখা যায় না)। অভাব সবই একরূপ। এক অভাবের সহিত অন্য অভাবের পার্থক্য নাই। অভাব হইতে যদি ভাব হয় আম্রবীজ বিনষ্ট হইলে (অভাবগ্রস্ত হইলে) পনস বৃক্ষের উৎপত্তি হয় না কেন? অতএব সপ্রমাণ হইল বীজ বিনষ্ট হয় না। বীজের স্বরূপের বিনাশ হয় সত্য; কিন্তু সে বিনাশ

প্রকৃত বিনাশ নয়। পূর্ব্বাবস্থ বীজ বিনষ্ট না হইতেই তাহা উত্তরাবস্থ অঙ্কুরে পরিণত হয়। আবার বৈনাশিক বৌদ্ধ চতুর্ব্বিধ পরমাণু হইতে সর্ব্ববিধ ভৌতিক পদার্থের উৎপত্তি স্বীকার করিয়া, পশ্চাৎ অভাব হইতে ভাবের উদ্ভবের কথা বলিতেছেন। এ মতদ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধ।

২৭। উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ।

উ। অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হইলে উদাসীন অর্থাৎ নিশ্চেষ্ট পুরুষের সর্ব্বকার্য্যসিদ্ধি হইত। কৃষক গৃহে বসিয়াই শস্য পাইত। কুম্ভকার মৃত্তিকা ও চক্র ব্যতীতই ঘট নির্ম্মাণ করিত। তন্তুবায় বিনা সূত্রেই বস্ত্রবয়ন করিত।

২৮। নাভাব উপলব্ধেঃ

পূ। স্তম্ভজ্ঞান, কুড্যজ্ঞান, ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান—জ্ঞানেরই বিশেষ বিশেষ ভাব হইতেই সম্পন্ন হয়। জ্ঞানেরই তৎতৎ বিষয়াকার হয়। জ্ঞানের

* ২৮ সূত্রে বিজ্ঞানাস্তিবাদের নিরাকরণ হইবে। বিজ্ঞানবাদী বলেন বাহিরে কিছুই নাই, সমস্তই অন্তরে (Subjective), সবই জ্ঞানের আকার বিশেষ। প্রমাণ প্রমেয় ফল সমস্তই বুদ্ধিতে নিষ্পন্ন হয়, বাহিরে হয় না। অতএব প্রমেয় সকল (objects) বুদ্ধিরই আকার বিশেষ। তুমি এই স্তম্ভ দেখিতেছ ; যদি তুমি অন্ধ হইতে স্তম্ভ দেখিতে পাইতে কি? অতএব সপ্রমাণ হইল স্তম্ভের আকৃতি, বর্ণ ইত্যাদি তোমার চক্ষুর কার্য্য ; তোমারে

বিষয়াকার হওয়া মানিলে আর বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না। একমাত্র জ্ঞানের প্রকারভেদ দ্বারা সমস্ত বাহ্য বস্তুর কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। জ্ঞান ও বিষয় সহোপলব্ধ। বিষয় ব্যতীত জ্ঞান হয় না। জ্ঞান না হইলে বিষয়ের অস্তিত্ব বোধ হয় না। অতএব বিষয় ও জ্ঞান অভিন্ন। স্বপ্নে, মরুমরীচিকায়, ইন্দ্রজাল দর্শনে বাহ্য বস্তুর অভাবেও অন্তরে বস্তুর জ্ঞান হয়। অতএব জ্ঞানসংস্কার দ্বারা বিচিত্র জ্ঞান জন্মিতে পারে। বাসনাই ঐ জ্ঞানসংস্কারের কারণ।

উ। নাভাব উপলব্ধেঃ। বাহ্য বস্তুর অভাব উপলব্ধ হয় না।* যেহেতু বাহ্য বস্তুর উপলব্ধি হয়, সেই হেতু বাহ্যবস্তুর অভাব উপলব্ধি হয় না। যাহার উপলব্ধি হয় তাহার অভাব হয় না।

পূ। বাহ্য বস্তু অনুভূত হয় সত্য, কিন্তু ঐ অনুভূতি ব্যতীত অন্য কিছু

চক্ষুর বাহিরে আকার ও বর্ণের অস্তিত্ব নাই। যদি তোমার স্পর্শজ্ঞানও না থাকিত, তোমার নিকট স্তম্ভের অস্তিত্ব মোটেই থাকিত না। ইহাই Berkely's Idealism : A thing is a sum of perceptions—a collection of ideas which have no existence save in a mind perceiving them.

* Bergson says :—The idea of naught—of void—is a pseudo idea. Can you imagine a void ? No. You may vacate everything, but you cannot vacate the idea of self. Therefore the representation of Nothing is not an image, but an idea like that of a square circle, therefore no idea at all. In negating, we add a "not" to an affirmation, A negative proposition expresses a judgment on a judgment. For a mind that would follow the thread of experience, there would be no void.

অনুভূত হয় না। যাহা যাহা অনুভব করি সমস্তই জ্ঞান। পদার্থ সকল অন্তরেই আছে, কিন্তু বহির্বৎ অবভাসিত হয়।

উ। বহির্বৎ বলিলেই বহিঃকে স্বীকার করিতে হয়। যাহার সত্তা নাই তাহাকে বৎপ্রত্যয়ান্ত করিতে পার না। অতএব তোমাকে মানিতে হইবে বহির্বৎ অবভাসিত হয় না বহিঃই অবভাসিত হয়।* বিষয় না থাকিলে বিষয়ের সারূপ্য হয় না। জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের যে সহোপলব্ধি নিয়ম আছে, উহা অভেদমূলক নহে, উপায়োপেয়মূলক (সাধ্যসাধকমূলক)। ঘটজ্ঞান ও পটজ্ঞানে জ্ঞান একই, প্রভেদ কেবল ঘটে পটে। অতএব বস্তু ও বস্তুবিষয়ক জ্ঞান এক নহে, ভিন্ন।

* Bergson says :—Perception is entirely directed towards action, not towards pure knowledege. It is not in my body. It is in the thing perceived. An image may *be* without being perceived. It may be *present* without being *represented*. Its representation is less than its presence, because it has tó abandon something of itself, to be represented. As my body moves in space, all other images vary, while that image my body, remains invariable. I must, therefore, make it a centre to which I refer all other images. The notion of Interior and Exterior arises from the distinction of my body and other bodies. We must, therefore, start with the universe, not with my body. Consciousness (spirit) means virtual action. A living body is exposed to the action of external

পূ। বিজ্ঞানই অনুভূত হয়, বাহ্যবস্তু অনুভূত হয় না।

উ। বাহ্যবস্তুও অনুভূত হয়।

পূ। বিজ্ঞান প্রদীপের ন্যায় স্বপ্রকাশ, প্রকাশরূপী। তাহা স্বয়ং অনুভূত হয়। বহির্বস্তু স্বয়ং অনুভূত হয় না, বিজ্ঞানের সঙ্গেই অনুভূত হয়। এই জন্যই বিজ্ঞান স্বীকার্য্য, বহির্বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার্য্য।

উ। বিজ্ঞান স্বয়ং অনুভূত হয় বলাও যা, অগ্নি নিজেকে নিজে দগ্ধ করে বলাও তাই। বস্তু ব্যতীত কেবল বিজ্ঞান অনুভূত হয় না।

causes, which threaten to disintegrate it. It struggles and thus absorbs some part of this action. Here is the source of *affection*. *Perception* measures our possible action upon things, and thereby inversely the possible action of things upon us. My perception is *outside* my body; my *affection* is within it. There can be no perception without affection. Affection is that part of the inside of our body which we mix with the image of external bodies (perception). Perception is a part of things. But this is true in theory only. Actual perception and memory always interpenetrate each other. Past experience requires the preservation of the images perceived. Thus pure perception is matter. Actual perception is matter *plus* memory. Conscious perception consists in discerning and separating from the rest that which interests our various needs.

ক্ষণে ক্ষণে জাত বিজ্ঞান নিজের জন্ম বিনাশ জানিতে অসমর্থ। ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানের উৎপত্তি বিনাশ দেখিবার জন্য একজন নিরপেক্ষ সাক্ষীর প্রয়োজন। সেই সাক্ষী বিজ্ঞানাতিরিক্ত আত্মা। নিরাত্ম পদার্থের নিকট প্রদীপও প্রকাশ পায় না। বিজ্ঞানও অন্য এক বস্তু (আত্মা) দ্বারা প্রকাশ্য।

২৯। বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ।

উ। তুমি বলিয়াছ বিজ্ঞানের জন্য বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বের প্রয়োজন হয় না, অবিদ্যমান বস্তুসকলও স্বপ্নে দৃষ্ট হয়। তোমার এ দৃষ্টান্ত ঠিক নহে। বৈধর্ম্ম্যাৎ জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থা পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত। স্বপ্নে অতীত বিজ্ঞানের স্মৃতির বিকাশ হয়। জাগ্রদবস্থায় বর্ত্তমান জ্ঞানের উপলব্ধি হয়। স্মৃতি অবিদ্যমান বিষয়ক, উপলব্ধি বিদ্যমান বিষয়ক।

৩০। ন ভাবো'নুপলব্ধেঃ।

উ। তুমি ২৮ সূত্রে বলিয়াছ বিচিত্র বাসনা (জ্ঞানসংস্কার) থাকাতেই জ্ঞানের বিচিত্রতা জন্মে। যদি পদার্থই না থাকে, বাসনা কিসের হইবে ?

পূ। অনাদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাসনা হইতেই বীজাঙ্কুরের ন্যায় পর পর জ্ঞানভেদ জন্মে।

উ। বাসনা এক প্রকার সংস্কার ; সংস্কার নিরাশ্রয় হয় না। বিনা পদার্থজ্ঞানে পদার্থজ্ঞান-সংস্কার হয় না। অথচ তোমরা বাসনার আশ্রয়

স্বীকার কর না। বাহ্য বিষয় না থাকিলে তাহার উপলব্ধি হয় না; উপলব্ধি না হইলে বাসনার অভাব হয়।

৩১। ক্ষণিকত্বাচ্চ।

পূ। বাসনার আশ্রয় আলয়বিজ্ঞান (অহংজ্ঞান)।

উ। তোমাদের আলয়বিজ্ঞান ও ক্ষণিক।

পূ। যদি আলয়বিজ্ঞানকে অক্ষণিক (স্থির) বলি ?

উ। তাহা হইলে তোমাদের ক্ষণিকবাদ থাকে না। অপি চ বিজ্ঞানবাদেও ক্ষণিকত্ব দোষ আছে। (২০ সূত্র দেখ) কালত্রয়স্থায়ী কোন এক সাক্ষীপদার্থই বাসনার আশ্রয় হইতে পারে।

৩২। সর্ব্বথানুপপত্তেশ্চ।

উ। বৌদ্ধমত সর্ব্বপ্রকারেই অনুপপন্ন অর্থাৎ যুক্তিবহির্ভূত। বাহ্যার্থবাদী ও বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের মত নিরাকৃত হইল। শূন্যবাদী বৌদ্ধের মত সর্ব্বপ্রমাণ-বিরুদ্ধ, সুতরাং তাহার খণ্ডনের চেষ্টা করা বৃথা। এই যে সর্ব্বপ্রমাণপ্রসিদ্ধ লোকব্যবহার ইহার অপহ্নব করিতে কোনও নির্দ্দিষ্ট তত্ত্বের আবশ্যক। সে তত্ত্বের অভাবে লোকব্যবহার বর্ত্তমান থাকিবে। জগৎপ্রপঞ্চ নাই, তাহার মূলও নাই, সমস্তই শূন্য এ মত কেহ গ্রাহ্য করিবে না।

৩৩। নৈকস্মিন্ অসম্ভবাৎ। *

উ। একস্মিন্ পদার্থে বহু বিরুদ্ধধর্ম্মাণাং অসম্ভবাৎ জৈনমতং অগ্রাহ্যং। আছে, নাই, বক্তব্য, অবক্তব্য, এরূপ বলায় কোন পদার্থের নিশ্চয়তা থাকে না। জৈনদিগের উপাস্য দেবতা অনাদিসিদ্ধ জিনেরও অস্তিত্ব এবং স্বভাবও সংশয়িত হয়। জৈনরাও বলেন পুদ্‌গলসংজ্ঞক পরমাণুর সঙ্ঘাতে সৃষ্টি হয়। পরমাণুকরণবাদ নিরাকরণে জৈনদিগের সে মতও নিরাকৃত হইয়াছে।

৩৪। এবঞ্চাত্মা'কাৎস্ন্যম্।

উ। স্যাদ্‌বাদে (জৈনমতে) আত্মাকে অকাৎস্ন্য (শরীর পরিমাণ) বলা হইয়াছে। কিন্তু মানুষ যদি মরিয়া হস্তী হয়, মানুষের আত্মা হস্তীর

* এইবার জৈনমত নিরাকৃত হইতেছে। জৈনরা জীব, অজীব, আস্রব (আস্রাবয়তি পুরুষং বিষয়েষু = ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি), সম্বর (শমদমাদিরূপ প্রবৃত্তি), নির্জর (সুখদুঃখভোগেন পুণ্যাপুণ্যং জরয়তি), বন্ধ ও মোক্ষ এই সাত পদার্থ ব্যতীত কোনও পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। এই ৭ পদার্থের মধ্যে জীব ও অজীবই প্রধান, অন্য ৫ পদার্থ জীব ও অজীবের অন্তর্গত। জীব ও অজীবের বিস্তার ৫ প্রকার :—জীবাস্তিকায় (অস্তিকায় = পদার্থবোধক সংজ্ঞা), পুদ্‌গলাস্তিকায় (পরমাণুবোধক সংজ্ঞা), ধর্ম্মাস্তিকায়, অধর্ম্মাস্তিকায় ও আকাশাস্তিকায়। প্রত্যেক অস্তিকায়ের আবার সপ্তভঙ্গ (৭ ভাগ) আছে :—স্যাদস্তি, (এক প্রকারে আছে), স্যান্নাস্তি (অন্য প্রকারে নাই), স্যাদবক্তব্য (এক প্রকারে আছে অন্য প্রকারে নাই), স্যাদস্তি চ নাস্তি চ, স্যাদস্তি চাবক্তব্য, স্যান্নাস্তি চাবক্তব্য, স্যাদস্তি চ নাস্তি চাবক্তব্য। আত্মা শরীরপরিমিত। মুক্ত আত্মা সকল জগতের বাহিরে চিরকাল সুখে বাস করেন।

পরিমাণের সমান হইবে না। অথবা মানুষ যদি মরিয়া পিপীলিকা হয়, মানুষের বৃহৎ আত্মা পিপীলিকার ক্ষুদ্রদেহে কুলাইবে না। তোমাকে অবশ্য বলিতে হইবে আত্মা স্বল্পদেহে সঙ্কুচিত ও বৃহদ্দেহে বিস্ফারিত হয়; অথবা আত্মার কিয়দংশ নষ্ট হয়, অথবা আত্মা দেহের বাহিরেও থাকেন। যে কোনও উত্তরই দেও "আত্মা শরীরপরিমিত ও অনন্ত" তোমাদের এ প্রতিজ্ঞা নষ্ট হয়। আরও দেখ, আত্মাকে শরীরপরিমাণ বলিলে আত্মাকে পরিচ্ছিন্ন বলা হয়। যাহা কিছু পরিচ্ছিন্ন তাহাই অনিত্য। আত্মা শরীরপরিমিত অথচ অসীম ও অনন্ত এরূপ বলিলে বিরুদ্ধবাদ হয়।

৩৫। ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ।

পূ। আত্মা স্থিতিস্থাপক; বৃহৎ শরীরে আত্মার বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র শরীরে আত্মার হ্রাস হয়।

উ। তাহা হইলে নিরন্তর হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া আত্মার বিকারিত্ব দোষ জন্মায়। সবিকার হইলেই আত্মা অনিত্য হইবে। অনিত্য হইলে তাহার বন্ধমোক্ষব্যবস্থা নষ্ট হইবে। অতএব পর্য্যায়াৎ অপি (অবয়বের হ্রাসবৃদ্ধি মানিলেও) বিকারিত্ব আদি দোষে আত্মার দেহপরিমাণতা অবিরোধঃ ন (বিরোধ হইবে অর্থাৎ অসিদ্ধ হইবে)।

৩৬। অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদ-বিশেষঃ।

উ। জৈন বলেন অন্ত্য (মুক্ত) অবস্থায় জীবাত্মার পরিমাণ অবস্থিত (একরূপ)। কিন্তু আত্মা যদি নিত্য হয়, আদ্য মধ্য অবস্থাতেও জীবাত্মার একরূপ হওয়া উচিত। অতএব আদ্য মধ্য অন্ত্য অবস্থায় আত্মার পরিমাণের বিশেষ থাকিল না।

৩৭। পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ

উ। ১।৪।২৩ ও ১।৪।২৪ সূত্রে দেখান হইয়াছে যে, ব্রহ্মই নিমিত্ত-কারণ, ব্রহ্মই প্রকৃতি (উপাদানকারণ)। শৈব বলেন, ব্রহ্ম নিমিত্ত-কারণ মাত্র। তিনি কেবল নিমিত্তকারণ হইলে পত্যুঃ (ঈশ্বরের) অসামঞ্জস্য দোষ হয়; তিনি কাহাকেও বড় ও সুখী, কাহাকে ছোট ও দুঃখী করিয়াছেন এই পক্ষপাত দোষ হয়।

পূ। ঈশ্বর জীবের কর্ম্মানুসারে তাহাদিগকে হীন, মধ্যম ও উত্তম করিয়া সৃজন করিয়াছেন।

---

* জৈনমত নিরাকৃত হইল। এইবার শৈবমত নিরাকৃত হইবে। শৈবরা বলেন, ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ বটে, কিন্তু উপাদানকারণ নন। বেদান্তমতে ঈশ্বর উভয় কারণ। অতএব শৈবমত নিরাকৃত হওয়া আবশ্যক। শৈবমত সেশ্বরসাংখ্যের অনুরূপ। ঈশ্বর মহত্তত্ত্বাদি চতুর্ব্বিংশ তত্ত্বের নিমিত্তকারণ, প্রধান উপাদানকারণ। পশু—জীব; এইজন্য শিব পশুপতি। শৈবমত চারি প্রকার—শৈব, পাশুপত, কারুণিকসিদ্ধান্ত ও কাপালিক।

উ। তাহা হইলে তোমার মত পরস্পরাশ্রয় দোষে দুষ্ট হয়। * জীবের কর্ম্ম অনুসারে ঈশ্বরের প্রবৃত্তি এবং জীবের কর্ম্ম ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী। ঈশ্বর স্বেচ্ছায় হীন, মধ্যম ও উত্তম সৃষ্টি করেন না, জীবগণের কর্ম্ম তাঁহাকে ঐরূপ করায়। কর্ম্ম জড় সুতরাং অপ্রবর্ত্তক। কর্ম্মের প্রবর্ত্তক ঈশ্বর। আবার ঈশ্বরের প্রবর্ত্তক কর্ম্ম। এই পরস্পরাশ্রয় তর্ক উভয় সিদ্ধান্তকেই নষ্ট করিবে।

পূ। কর্ম্ম ও ঈশ্বরের প্রবর্ত্ত্য প্রবর্ত্তকের ভাবপ্রবাহ অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

উ। তাহা হইলে অন্ধপরম্পরা দোষ হয়। এক অন্ধ অন্য অন্ধকে চালাইতে পারে না। (২।১।৩৪ সূত্র দেখ)। †

৩৮। সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ।

উ। সেশ্বরসাংখ্যমতে (অতএব পাশুপতমতে) ঈশ্বর, প্রধান ও জীবাত্মা, এই তিন স্বতন্ত্র পদার্থ। যদি প্রধান ও জীবাত্মার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ না থাকে, ঈশ্বর প্রধান ও জীবাত্মাকে নিয়মানুগামী (শাসন) করিতে পারেন না। সে সম্বন্ধ কিরূপ সম্বন্ধ হইবে? সেশ্বরসাংখ্যমতে ঈশ্বর, প্রধান ও জীবাত্মা, তিনই সর্ব্বব্যাপী ও নিরবয়ব; অতএব উহাদের মধ্যে সংযোগ সম্বন্ধ হওয়া অসম্ভব। আবার ঐ তিনই

---

* Argument in a circle.

† নিম্বার্ককৃত অর্থ :—বেদ বলিয়াছেন ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ। পাশুপতমত বলেন, ঈশ্বর কেবল নিমিত্তকারণ, প্রধান উপাদানকারণ। অতএব পত্যুঃ (ঈশ্বরের) অসামঞ্জস্যাৎ (বেদের সহিত অসঙ্গতি হওয়ায়) পাশুপতমত অগ্রাহ্য।

স্বতন্ত্র, কেহ কাহারও আশ্রিত বা অনুগত নহে। অতএব তাহাদের সমবায়-সম্বন্ধও হয় না। এই তিনের মধ্যে কার্য্যকারণ ভাব না থাকায় অন্য কোনও সম্বন্ধও কল্পনা করা যায় না। *

৩৯। অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ।

উ। কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকার অধিষ্ঠাতা হইয়া ঘট রচনা করে, ঈশ্বর সেইরূপ প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হইয়া জগৎ রচনা করেন, এ তর্ক অনুপপন্ন;

---

* জর্ম্মান দার্শনিক Leibnitz জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন :— God has created each monad to represent a certain phase of the whole. All these phases form in the mind of God the complete scheme of the world. Monads are of three classes : (1) dark or simple monads, (2)twilight-souls which have perception—e.g. Souls of plants and lower animals, and (3)Minds—e. g. human Souls which have apperception. The individual mind is not only a reflection of the world, it is likewise an image of God, of the intellectual unity of the world, the microcosm in this macrocosm. The relation of the monads to each other and to the world at large is expressive of pre-established harmony forming the World of Nature. The relation of the thinking monads (human minds) to the creator is expressive of the spiritual ground of that harmony. It forms the world of grace. Thinking monads reflect the order of the world in two ways : as unconscious mirrors and conscious images of the minds of God. The latter is the reason why there exists a *moral* as well as a *natural* order.

কারণ অপ্রত্যক্ষ ও রূপাদিবিহীন প্রধান, অধিষ্ঠেয় হইবার অযোগ্য। আবার কুম্ভকারের দৃষ্টান্তে ঈশ্বরেরও ইন্দ্রিয় থাকা আবশ্যক হয়।

৪০। করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ।

পূ। জীবাত্মা অপ্রত্যক্ষ ও অরূপ হইয়াও ইন্দ্রিয় সকলের অধিষ্ঠাতা হয়, ঈশ্বরও সেইরূপ প্রধানের অধিষ্ঠাতা হন।

উ। জীবাত্মা যে ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা, তাহা জীবের সুখদুঃখাদি ভোগ হইতে জানা যায়। ঈশ্বর প্রধানের অধিষ্ঠাতা হইলে তাঁহারও সুখদুঃখ ভোগ কল্পিত হয় অথবা ঈশ্বরের ইন্দ্রিয় থাকা কল্পনা করিতে হয়।

৪১। অন্তবত্ত্বং অসর্ব্বজ্ঞতা বা।

উ। ঈশ্বর অনন্ত, প্রধান অনন্ত, পুরুষের (জীবাত্মার) সংখ্যাও অনন্ত। অপি চ ইহারা পরস্পর ভিন্ন। এই তিন অনন্ত পরস্পর দ্বারা পরিচ্ছিন্ন কি অপরিচ্ছিন্ন ?

পূ। পরিচ্ছিন্ন।

উ। তাহা হইলে তিনের কোনওটি অনন্ত হয় না। ভিন্ন বস্তু সবই নিশ্চিত পরিমাণ অর্থাৎ সান্ত।

পূ। তবে অপরিচ্ছিন্ন।

উ। যদি প্রধান ও জীব অপরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ অপরিমিত হয়, তাহা

হইলে ঈশ্বরও তাহাদের ইয়ত্তা করিতে পারেন না। জীবাত্মার সংখ্যা কত, প্রধানের পরিমাণ কি, ঈশ্বরও জানিতে পারেন না। তাহা হইলে ঈশ্বরেব সর্ব্বজ্ঞতা নষ্ট হয়। অন্যথা প্রধানের ও জীবাত্মার অন্তবত্ত্ব স্বীকার করিতে হয়।

৪২। উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ। *

উ। জীবস্য উৎপত্তিঃ ন সম্ভবতি তস্মাৎ ভাগবতবাদস্য অপি অসামঞ্জস্যং। জীব যদি উৎপত্তিমান হয়, তাহা হইলে অনিত্য হইবে। অনিত্য হইলে তাহার মোক্ষ হইতে পারে না। (২।৩।১৭ সূত্র দেখ) †

* শৈবমত ও সেশ্বরসাংখ্যমত খণ্ডিত হইল। এইবার ভাগবতদিগের মতের খণ্ডন হইবে। ভাগবতেরা বলেন, ঈশ্বরই প্রকৃতি এবং ঈশ্বরই অধিষ্ঠাতা। ভগবান বাসুদেব এক, নিরঞ্জন, জ্ঞানস্বরূপ ও পরামার্থতত্ত্ব। তিনি আপনাকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া আছেন :- -বাসুদেবব্যূহ (পরাপ্রকৃতি বা মূল কারণ), সঙ্কর্ষণব্যূহ (জীবাত্মা), প্রদ্যুম্নব্যূহ (মন) ও অনিরুদ্ধব্যূহ (অহঙ্কার)। বাসুদেব হইতেই সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের উৎপত্তি হইয়াছে। নারায়ণ প্রকৃতির পর এবং তিনি আপনা আপনি অনেক প্রকারে অর্থাৎ ব্যূহভাবে বিরাজিত। এ পর্যন্ত ভাগবতমত শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে। নিবস্তর অভিগমন (মন্দিরে গমন), উপাদান (পুষ্প অর্ঘ্য আদি আহরণ), ইজ্যা (পূজা), স্বাধ্যায় (মন্ত্রজপ) ও যোগ (ধ্যান) দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া লোকে পরাপ্রকৃতি ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। ইহাও শ্রুতিবিরুদ্ধ নয়। কিন্তু ভাগবত যে বলেন পরমাত্মা (বাসুদেব) হইতে জীবাত্মার (সঙ্কর্ষণের) জন্ম হয়, এ মত শ্রুতিবিরুদ্ধ অতএব নিরাকরণীয়।

† নিম্বার্ক বোধ হয় স্বয়ং ভাগবত-মতবাদী ছিলেন, তাই ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫ সূত্রদ্বারা ভাগবতবাদের পরিবর্ত্তে শক্তিবাদের খণ্ডন করিয়াছেন। শক্তিবাদীরা বলেন, পুরুষসহযোগ বিনা কেবল শক্তি হইতেই জগৎ উৎপন্ন হয়।

৪২ সূত্রের অর্থ :—সেরূপ জগতের উৎপত্তি অসম্ভব। কিন্তু নিম্বার্ক ২।৩।১৬, ১৭ সূত্রের অন্য অর্থ করেন নাই। তথায় জীবাত্মার অনুৎপত্তি কথিত হইয়াছে।

৪৩। ন চ কর্ত্তুঃ করণং।

উ। লোকে (সচরাচর) কর্ত্তা (যে করে) হইতে করণের (যদ্দারা করে) উৎপত্তি দেখা যায় না। অথচ ভাগবতেরা বলেন সঙ্কর্ষণ (জীব) যিনি কর্ত্তা, তিনি প্রদ্যুম্নকে (মনকে) উৎপন্ন করেন। মন ইন্দ্রিয় সুতরাং মন করণ। আবার ঐ মন (প্রদ্যুম্ন) কর্ত্তা হইয়া অনিরুদ্ধের (অহঙ্কারের) জন্ম দেন। এইরূপ উপদেশ শ্রুতিতে নাই। ইহার দৃষ্টান্তও নাই। *

৪৪। বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ।

পূ। সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ সকলেই বিজ্ঞানাদি ভাবযুক্ত (জ্ঞান ঐশ্বর্য্য শক্তি বল বীর্য্য তেজযুক্ত অর্থাৎ সকলেই ঈশ্বর) সুতরাং তাঁহাদের উৎপত্তি অসম্ভব নয়।

উ। তদপ্রতিষেধঃ (ওরূপ বলিলেও তাঁহাদের উৎপত্তির অসম্ভবতা দোষ নিবারিত হইবে না) তাহা হইলে বহু ঈশ্বর হয়। তোমরা বলিয়াছ চতুর্ব্যূহ ভগবানেরই। ভগবান্ ও তাঁহার ব্যূহ সমধর্ম্মী হইতে পারেন না। ভগবান্ সঙ্কর্ষণ হইতে বড় না হইলে, তাঁহা হইতে সঙ্কর্ষণের উৎপত্তি হইতে পারে না। সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন হইতে বড় না হইলে, সঙ্কর্ষণ হইতে

* নিম্বার্ককৃত অর্থ :—সৃষ্টির পূর্ব্বে কর্ত্তুঃ (পুরুষের) ন করণং (ইন্দ্রিয় থাকে না) অতএব ইহাও বলিতে পার না যে, শক্তি প্রথমে পুরুষের সংসর্গ করিয়া পরেসৃষ্টি করেন।

প্রদ্যুম্নের জন্ম হয় না ইত্যাদি। অথচ ভাগবতদিগের পঞ্চরাত্রি শাস্ত্র বলেন, বাসুদেবাদির জ্ঞানের ও শক্তির তারতম্য নাই, সবই সমান, সবই বাসুদেব। আবার দেখ, ভগবানের ব্যূহ (ভিন্ন ভিন্ন সংস্থান) কি মোট চারটি? ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদায় জগৎই যে ভগবদ্ব্যূহ।*

৪৫। বিপ্রতিষেধাচ্চ।

উ। বিপ্রতিষেধ (বিরুদ্ধোক্তি) আছে বলিয়াও ভাগবতের জীবোৎপত্তিবাদ অযুক্ত। নিজেই গুণ, নিজেই গুণী এরূপ হয় না। †

* নিম্বার্ককৃত অর্থ :—যদি বল শক্তি বিজ্ঞানাদি সম্পন্ন, তাহা হইলে ব্রহ্মবাদ আসিয়া পড়ে ও শক্তিবাদ বিনষ্ট হয়। অতএব প্রতিষেধের প্রয়োজন হয় না।

† নিম্বার্ককৃত অর্থ :—শক্তিবাদ শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ হওয়ায় অপ্রামাণ্য।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

তৃতীয়ঃ পাদঃ। *

১। ন বিয়দশ্রুতেঃ। পূ।

পূ। ছান্দোগ্য (৬।২।২,৩) শ্রুতি বলেন "সদেব···ইদমগ্র আসীৎ··· তদৈক্ষত বহুস্যাং···তৎ তেজো অসৃজত। তৎ তেজঃ ঐক্ষত বহুস্যাং··· তদপো'সৃজত···তা আপঃ ঐক্ষন্ত বহ্বঃ স্যাম...তা অন্নং অসৃজন্ত। ইহাতে আকাশ সৃষ্টির উল্লেখ নাই। অতএব আকাশ অনুৎপন্ন পদার্থ।†

২। অস্তি তু।

উ। তু (তুমি যা বলিলে তা নয়, আকাশ উৎপত্তিশীল) তৈত্তিরীয় শ্রুতি ব্রহ্মানন্দবল্লীতে আকাশের উৎপত্তির কথা বলিয়াছেন "সত্যং জ্ঞানং

---

* ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদে আকাশাদির সৃষ্টি সম্বন্ধে ও প্রাণের সংখ্যা সম্বন্ধে যে সকল প্রভেদ আছে, তৃতীয় পাদে তাহার সমন্বয় হইবে।

† The whole universe is expanding. The spectra of the nebulae indicate that they are running away from one another very fast. অতএব আকাশ নিত্য সৃষ্ট হইতেছে।

অনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্…তস্মাৎ বা এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্ বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধীভ্যো'ন্নং। অন্নাদ্ রেতঃ। রেতসঃ পুরুষঃ।"

৩। গৌণ্যসম্ভবাৎ। পূ।

পূ। তৈত্তিরীয় শ্রুতির অর্থ গৌণী, আকাশের উৎপত্তির কথা বলা ঐ শ্রুতির উদ্দেশ্য নয়। আকাশের উৎপত্তি অসম্ভব বলিয়াই ছান্দোগ্য তাহার উল্লেখ করেন নাই। ছান্দোগ্য প্রথমেই তেজের উৎপত্তির কথা বলিয়াছেন, কারণ তখন সমস্ত অন্ধকার ছিল, তেজ সৃষ্ট হইলে আলো হইল। য়হুদীরাও প্রথমে তেজের সৃষ্টির কথা বলিয়াছেন। অন্ধকার ছিল বলিয়াই তেজ সৃষ্ট হইল। আকাশসৃষ্টির কি প্রয়োজন ছিল? প্রথমে কি সব অনবকাশ (নিরেট) ছিল, চরাচরে কি কোথাও ছিদ্র ছিল না যে, অবকাশ সৃষ্টির প্রয়োজন হইল? কাণাদগণ (বৈশেষিকেরাও) তাহাই বলেন। আকাশীয় পরমাণু না থাকায়, আকাশের সমবায়ী কারণ নাই। আকাশের অসমবায়ী কারণও নাই, কারণ সংযোগই অসমবায়ী কারণ। সমবায়ী দ্রব্য না থাকিলে সংযোগ কাহার হইবে? যখন এই দুই প্রধান-কারণ নাই, তখন নিমিত্তকারণও নাই। অতএব আকাশ অনুৎপন্ন ও নিত্য। যেমন ঘটাকাশ মঠাকাশ প্রভৃতিতেও আকাশ গৌণ অর্থে উক্ত হইয়াছে, যেমন বেদের "আরণ্যান্ আকাশেষু আলভেরন্" (আকাশে আরণ্যজীব বধ করিবে) বাক্যে আকাশ গৌণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তেমনই তৈত্তিরীয় শ্রুতিতেও আকাশ গৌণ অর্থে উক্ত হইয়াছে।

৪। শব্দাচ্চ। পূ।

পূ। শব্দ (বৃহদারণ্যক ২।৩।৩ শ্রুতিও) আকাশের অনুৎপত্তি সপ্রমাণ করিতেছেন। "বায়ুশ্চ অন্তরিক্ষঞ্চ এতদমৃতং।" যাহা অমৃত তাহার উৎপত্তি হয় না। "আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ," "আকাশ-শরীরং ব্রহ্ম আকাশ আত্মেতি চ," ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারাও আকাশের নিত্যত্ব সপ্রমাণ হইতেছে।

৫। স্যাচ্চৈকস্য ব্রহ্মশব্দবৎ। পূ।

উ। তৈত্তিরীয় (২।১।৩) শ্রুতির "সম্ভূত" শব্দ একবার মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে, উহাই বায়ু, অগ্নি প্রভৃতিতে অনুবর্ত্তিত হইবে, অর্থাৎ আকাশাৎ বায়ুঃ সম্ভূতঃ, বায়োরগ্নিঃ সম্ভূতঃ,...রেতসঃ পুরুষঃ সম্ভূতঃ, এইরূপ শেষ পর্য্যন্ত হইবে। তুমি কেবল আকাশেরই সম্ভব হওয়া স্বীকার কর না, বায়ু প্রভৃতির সম্ভব স্বীকার কর। অতএব "সম্ভূতঃ" শব্দ বায়ু প্রভৃতিতে মুখ্য অর্থে উক্ত হইয়াছে ইহা স্বীকার কর। তবে তুমি কিরূপে বলিবে আকাশের পক্ষে সম্ভূত গৌণ অর্থে উক্ত হইয়াছে ?

পূ। "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব তপোব্রহ্ম" এখানে যেমন প্রথম ব্রহ্ম শব্দ মুখ্যার্থে, দ্বিতীয় ব্রহ্মশব্দ গৌণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেইরূপ "সম্ভূত" শব্দও প্রথমে গৌণ অর্থে পরে মুখ্যার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। একস্য সম্ভূতশব্দস্য গৌণো মুখ্যশ্চ প্রয়োগঃ স্যাৎ ; ব্রহ্মশব্দবৎ।

উ। আকাশ যদি অনুৎপন্ন ও নিত্য হয়, তাহা হইলে দুই নিত্য পদার্থ হয় ; "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই প্রতিজ্ঞা নষ্ট হয়।

পূ। আকাশ থাকিলেও ব্রহ্ম সদ্বিতীয় হইবেন না। ভিন্ন লক্ষণযুক্ত অন্য পদার্থ থাকিলেই পদার্থ সদ্বিতীয় হয়। উৎপত্তির পূর্ব্বে আকাশ ও ব্রহ্ম সমলক্ষণ ছিল।

উ। "ব্রহ্মণিবিদিতে সর্ব্বং বিদিতং স্যাৎ" এ প্রতিজ্ঞা কিরূপে রক্ষিত হইবে?

পূ। "আকাশশরীরং ব্রহ্ম" শ্রুতি ব্রহ্ম ও আকাশের অভেদ বর্ণিত করিয়াছেন। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানে সর্ব্বজ্ঞানের বাধা হয় না। অপিচ উৎপন্ন বস্তুমাত্র আকাশের অব্যতিরিক্ত-দেশকাল হইয়া জন্মে। আবার আকাশ ব্রহ্মের দেশকালাদির অব্যতিরিক্ত; সুতরাং ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইলে আকাশও বিজ্ঞাত হয়।

৬। প্রতিজ্ঞা'হানিরব্যতিরেকাৎ শব্দেভ্যঃ।

উ। "যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি, অমতং মতং, অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং," "আত্মনি,…দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতং;" "কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি;" "ন কা চন সদ্ বহির্ধা বিদ্যাস্তি;" "একমেবাদ্বিতীয়ং," বেদান্তের এই সকল প্রতিজ্ঞার হানি হয়, যদি আকাশকে অনুৎপন্ন ও নিত্য ধরা হয়। (১।৪।২১ দেখ) আকাশ যদি ব্রহ্মোৎপন্ন না হয়, ব্রহ্মকে জানিলে আকাশকে জানা যায় না। কিন্তু ছান্দোগ্যশ্রুতিতে আকাশের উৎপত্তি কথিত নাই বলিয়া তুমি আকাশকে অনুৎপন্ন ও নিত্য বলিতে পার না। কারণ তৈত্তিরীয় শ্রুতি আকাশের উৎপত্তির কথা বলিয়াছেন।

পূ। শ্রুতিবিরোধ হইলে শ্রুতির প্রামাণ্য থাকে না।

উ। শ্রুতির ত বিরোধ নাই। তৈত্তিরীয় শ্রুতি স্পষ্ট বলিয়াছেন, "তস্মাদ্ বা এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাৎ বায়ুঃ, বায়োঃ অগ্নিঃ ;" শ্রুত্যুক্ত এই ক্রম তুমি কিছুতেই ভাঙ্গিতে পার না। ছান্দোগ্য শ্রুতি আকাশ ও বায়ুর উল্লেখ না করিয়াই একেবারে তেজের উল্লেখ করিয়াছেন। তুমি ইচ্ছা করিলে এই দুইটিকে পূর্ণ করিয়া দিতে পার। ছান্দোগ্যে স্পষ্ট নির্দ্দেশ না থাকায় তাহার অধিকার্থ করিতে পার। ছান্দোগ্য শ্রুতি বায়ুরও উল্লেখ করেন নাই। তবে কি বায়ুও নিত্যপদার্থ হইবে? ঐ ছান্দোগ্য শ্রুতির প্রকরণ কি তা দেখ। ছান্দোগ্য (৬।২।২) বলিলেন, "সদেব···অগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং। তৎ ঐক্ষত বহুস্যাং...তৎ তেজঃ অসৃজত:।" এইরূপে ভূত সকল উৎপন্ন হইল···তাহারা তিন প্রকার—অণ্ডজ, জীবজ, উদ্ভিজ্জ। পরে দেবতা ঐ তিনে প্রবেশ করিয়া নাম রূপাদির সৃষ্টি করিলেন। সে নামরূপ কিরূপ? "যদগ্নেঃ রোহিতং রূপং তেজসঃ তদ্রূপং, যৎশুক্লং তদ অপাং, যৎ কৃষ্ণং তদ্ অন্নস্য অপাগাৎ অগ্নে অগ্নিত্বং বাচারম্ভণং···ত্রীণি রূপাণি ইত্যেব সত্যং। যদাদিত্যস্য রোহিতং রূপং তেজসঃ তদ্রূপং...যচ্চন্দ্রমসঃ রোহিতং রূপং তেজসঃ তদ্রূপং···যদ বিদ্যুতঃ রোহিতং রূপং তেজসঃ তদ্রূপং"···এইরূপে তেজের কথা বলিয়া অষ্টম খণ্ডে বলিলেন, "তস্য ক মূলং স্যাৎ অন্যত্র অদ্ভ্যঃ অদ্ভিঃ···শুঙ্গেন তেজোমূলং অন্বিচ্ছ। অস্য পুরুষস্য প্রযতঃ বাঙ্‌মনসি সম্পদ্যতে, মনঃ প্রাণে, প্রাণস্তেজসি, তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং।" অতএব পাওয়া যাইতেছে প্রকরণটি তেজঃ সম্বন্ধীয়। ব্রহ্ম হইতে তেজ, তেজ হইতে ভূত সকল উৎপন্ন হয়; আবার লয় কালে তেজ দিয়াই ব্রহ্মে লয় হয়। আকাশ ও বায়ুর কথা এ প্রকরণের অবান্তর বলিয়াই তাহাদের উল্লেখ হয় নাই। সৃষ্টির ক্রম বলা এ শ্রুতির উদ্দেশ্য নয়। তৈত্তিরীয় শ্রুতির তাহাই উদ্দেশ্য। তুমি

আকাশকে অনুৎপন্ন অর্থাৎ অজ বলিতেছ, এদিকে শ্রুতি বলিতেছেন, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্", "এতদ্ আত্ম্যং ইদং সর্ব্বং", "ইদং সর্ব্বং যদয়ং আত্মা", আকাশ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন ইহাই এই সকল শ্রুতি দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব অব্যতিরেকাৎ (সবই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, ইহাতে কিছুই ব্যতিরিক্ত বা বর্জ্জিত না থাকায়), প্রতিজ্ঞার অহানি, এবং শব্দেভ্যঃ শ্রুত্যুক্ত শব্দ সকল দ্বারা, আকাশ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন ইহাই সিদ্ধ হইল। (২।১।১৪ সূত্র দেখ)

৭। যাবদ্‌বিকারন্তু বিভাগো লোকবৎ।

পূ। আকাশীয় পরমাণু না থাকায় আকাশের উৎপত্তি অসম্ভব।

উ। সমান জাতীয় দ্রব্যই বস্ত্বন্তর উৎপাদন করিবে, অসমান জাতীয় দ্রব্য করিবে না, এমন কথা ত তোমরা বল না। নিমিত্ত ও অসমবায়ী কাবণ বিষয়েও সাজাত্য থাকিবার নিয়ম নাই। অনেকগুলি কারণদ্রব্য মিলিয়া একদ্রব্য জন্মায়, একদ্রব্য হইতে কিছুই উৎপন্ন হয় না, এমন নিয়মও তোমরা মান না। তোমরা পরমাণুর ও মনের প্রথম স্পন্দনরূপ আদিমক্রিয়া স্বীকার কর। তোমরা বল যে ঐ প্রথম স্পন্দনে দ্রব্যান্তরের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। অতএব একথা বলিতে পারিবে না যে, এক কারণ কিছুই জন্মাইতে পাবে না, অনেক কারণ মিলিত হইয়া কার্য্য জন্মায়। সুতরাং এক ব্রহ্ম হইতে আকাশাদি ভূতের উৎপত্তি অনুপপন্ন হয় না, একথা ২।১।২৪ সূত্রে বলা হইয়াছে।

পূ। আকাশ যদি উৎপন্ন হয়, সৃষ্টির পূর্ব্বে কি সমস্ত জগৎ অসুষির বা অচ্ছিদ্র ছিল? সৃষ্টির পর তাহাতে অবকাশ (ফাক) হইল?

উ। আকাশের ধর্ম্ম অবকাশ। সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন জগৎই ছিল না,

কানও পদার্থই ছিল না, তখন অবকাশের প্রয়োজনাভাব ছিল। সে বস্থায় অবকাশের তুমি কল্পনা করিতে পার কি? আকাশের আর এক র্থ শব্দাশ্রয়। যখন শব্দই ছিল না তখন শব্দের আশ্রয় কি করিবে?

পূ। শ্রুতি আকাশকে অমর বলিয়াছেন।

উ। শ্রুতি দেবতাদিগকেও অমর বলিয়াছেন। এখানে অমর শব্দ আপেক্ষিক, অর্থাৎ অন্য সকল পদার্থ অপেক্ষা অধিককাল স্থায়ী। লোকে যেমন বলে সূর্য্য তীরের ন্যায় ছুটিতেছে, তেমনই শ্রুতি বলিয়াছেন ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় অমর।

পূ। তৈত্তিরীয় শ্রুত্যুক্ত আকাশ সৃষ্টি গৌণ অর্থে ব্যবহৃত।

উ। যাবদ্ বিকারস্তু বিভাগো লোকবৎ। লোকবৎ (লোকে জগতে) যাহা কিছু বিভক্ত পদার্থ আছে, যাহা কিছু পৃথগ্ভাগে আছে সমস্তই বিকার (জন্য অর্থাৎ অনিত্য) আকাশ পৃথিব্যাদি হইতে বিভক্ত. পৃথিব্যাদি হইতে পৃথগ্ভাবে অবস্থিত। যে হেতু বিভক্ত, যে হেতু পৃথক, সেই হেতু আকাশ জন্য অর্থাৎ উৎপত্তি বিনাশশীল।

পূ। আত্মা পৃথিবী ও আকাশ হইতে বিভক্ত, তবে আত্মাও জন্য, উৎপত্তিবিনাশশীল?

উ। শ্রুতি বলিয়াছেন আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হয়। অন্য কোনও বস্তু হইতে আত্মা উৎপন্ন হন একথা ত বলেন নাই। আত্মা স্বয়ং সিদ্ধ, আত্মার অস্তিত্ব অন্যের দ্বারা সিদ্ধ নহে, অন্যের অস্তিত্বই আত্মা দ্বারা সিদ্ধ। সকল প্রমাণই আত্মার আশ্রিত, আত্মার অধীন। আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণেরও বিষয় নহে, তর্কেরও বিষয় নহে। (২।১।১১, ১৭, ৩১ সূত্র দেখ)। *

* These are the cosmological and ontological arguments to prove the existence of God.

৮। এতেন মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ।

পূ। সেই ছান্দোগ্য শ্রুতিতে মাতরিশ্বা (বায়ুর) উৎপত্তির কথা নাই অতএব বায়ুও অনুৎপন্ন এবং নিত্য। অপিচ শ্রুতিতে শ্রুতিতে বিরোধ আছে।

উ। এই সকল আপত্তি ৭ সূত্রে নিরাকৃত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে বায়ুর কথা আছে, ছান্দোগ্যে নাই। তুমি তৈত্তিরীয় শ্রুতির ক্রমভঙ্গ করিয়া বায়ুকে উড়াইয়া দিতে পার না ; কিন্তু ছান্দোগ্যে যে দুই পদার্থ (আকাশ ও বায়ু) উল্লিখিত নাই, তাহা পূর্ণ করিয়া লইতে পার, "অধিকন্তু ন দোষায়।" দুই শ্রুতির প্রকরণ ভিন্ন থাকায় শ্রুতিতে শ্রুতিতে বিরোধ নাই।

৯। অসম্ভবস্তু সতো'নুপপত্তেঃ।

পূ। আকাশের যদি উৎপত্তি হয় তবে ব্রহ্মেরও উৎপত্তি হয়।

উ। ব্রহ্ম সৎস্বরূপ। সতের উৎপত্তি অসম্ভব।

পূ। কেন অসম্ভব ?

উ। সতের উৎপত্তি অনুপপন্ন বলিয়া। সৎ হইতে সতের উৎপত্তি হয় না, অসৎ হইতেও হয় না। "কথমসতঃ সজ্জায়েত ?" "স কারণং করণাধিপাধিপো ন চা'স্য কশ্চিৎ জনিতা ন চাধিপঃ," এই সকল শ্রুতি প্রমাণেও ব্রহ্মের উৎপত্তি অসম্ভব।

১০। তেজো'তস্তথাহ্যাহ।

উ। অতঃ (অতএব) তেজ ও বায়ু উৎপন্ন পদার্থ। তথাহি (সেইরূপে) আহ (শ্রুতি বলিয়াছেন) বায়ু হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়। ছান্দোগ্যশ্রুতি অক্রমবাদিনী, তৈত্তিরীয় শ্রুতি ক্রমবাদিনী। অতএব তৈত্তিরীয় শ্রুতি হইতেই আকাশ, বায়ু ও তেজের সৃষ্টিক্রম গ্রহণীয়। *

১১। আপঃ।

উ। অতঃ তথাহি আহ আপঃ তেজসঃ অজায়ন্তঃ। ইহা অতিদেশসূত্র। পূর্ব্ব সূত্রের অতস্তথাহি আহ এই সূত্রে যোগ করিতে হইবে। অর্থাৎ সেইরূপে শ্রুতি বলিয়াছেন তেজ হইতে জল উৎপন্ন হইয়াছে।

১২। পৃথিব্যধিকাররূপশব্দান্তরেভ্যঃ।

পূ। জলের উৎপত্তির পর ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন "তা অন্নং অসৃজন্ত", এই অন্ন অবশ্য ধান্যাদি। কারণ তার পরেই শ্রুতি বলিয়াছেন,

---

* নিম্বার্ক ১০, ১১, ১২ সূত্রকে পূর্ব্বপক্ষ সূত্র করিয়া ১৩ সূত্রকে তাহার সিদ্ধান্তসূত্র করিয়াছেন। ১০। বায়ু তেজ সৃষ্টি করিলেন কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন "বায়োরগ্নিঃ।" ১১। শ্রুতি বলিয়াছেন "অগ্নেরাপঃ।" অতএব অগ্নিই জলকে সৃজন করিয়াছেন। ১২। জল পৃথিবীকে সৃজন করিয়াছেন. কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন. "তা অন্নমসৃজন্ত।" ১৩। "তদাত্মানং স্বয়ং অকুরুত" এই শাস্ত্রলিঙ্গাৎ এবং তদভিধ্যানাৎ (তস্য বহুস্যাং ইতি সঙ্কল্পাৎ) সঃ (পরমাত্মা এব স্রষ্টা)।

"তস্মাৎ যত্র ক্ক চ বর্ষতি তদেব ভূয়িষ্ঠং অন্নং ভবতি। অদ্‌ভ্য এব তদ্‌ অধি অন্নাদ্যং জায়তে।"

উ। ছান্দোগ্যের এই অধিকারে (প্রকরণে) কেবল মহাভূতের প্রসঙ্গ আছে। অতএব জল হইতে পৃথিবী জন্মিল, ইহাই বলিবার উদ্দেশ্য। পৃথিবী না জন্মিলে ধান্যাদি জন্মিবে কোথায়? "যৎ কৃষ্ণং তৎ অন্নস্য" কৃষ্ণবর্ণ (রূপ) বলায়ও অন্ন শব্দে পৃথিবী বুঝাইতেছে। শব্দান্তর অর্থাৎ অন্য শ্রুতি (বৃহদারণ্যক ২।২) বলিয়াছেন, "তদ্‌ যদ্‌ অপাং শর আসীৎ তৎ সমহন্যত সা পৃথিবী অভবৎ"—জলে যে শর পড়িয়াছিল তাহাই কঠিন হইয়া পৃথিবী হইল। তৈত্তিরীয় শ্রুতিও বলিতেছেন, "আকাশাদ্‌ বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অদ্‌ভ্যঃ পৃথিবী, পৃথিব্যা ওষধয়ঃ, ওষধিভ্যঃ অন্নং।" অতএব অধিকাররূপশব্দান্তরেভ্যঃ প্রকরণ, বর্ণ ও অন্য শ্রুতির প্রমাণে অন্ন=পৃথিবী।

১৩। তদভিধ্যানাদেব তু তল্লিঙ্গাৎ সঃ।

পূ। "তৎ তেজঃ অসৃজত তৎ তেজঃ ঐক্ষত বহুস্যাং তদ্‌ অপঃ অসৃজত...তা আপঃ ঐক্ষন্ত বহ্ব্যঃ স্যাম...তা অন্নং অসৃজন্ত" এই ছান্দোগ্য শ্রুতিতে ইহাই পাওয়া যায় যে, তেজঃ স্বীয় কর্ত্তৃত্বে জল সৃষ্টি করিল। জল স্বীয় কর্ত্তৃত্বে অন্ন সৃজন করিল।

উ। তাহা নয়। বৃহদারণ্যক (৩।৭।৫) শ্রুতি ব্রহ্মকেই নিয়ামক বলিয়াছেন:—"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্‌......পৃথিবীং অন্তরো যময়তি।" তৈত্তিরীয়শ্রুতি সৃষ্টিপ্রকরণে (১।৪।১৫ সূত্রধৃত প্রকরণ দেখ) বলিয়াছেন

"সঃ অকাময়ত বহুস্যাং…স তপঃ অতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বং অসৃজত…তদেব অনুপ্রাবিশৎ। তদনুপ্রবিশ্য সৎ চ ত্যৎ চ অভবৎ… তদাত্মানং স্বয়ং অকুরুত।" এই শ্রুতি দেখাইতেছেন ব্রহ্ম সর্ব্বরূপ। 'তৎ তেজ ঐক্ষত', 'তা আপ ঐক্ষন্ত', এই ঈক্ষন্ (দেখা, আলোচনা) কার্য্য ব্রহ্মের আবেশ বশতঃই হইয়াছে। কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন, "নান্যো'তো'স্তি দ্রষ্টা" তিনি ভিন্ন অন্য কোন দ্রষ্টা নাই। এই প্রকরণের আরম্ভেই শ্রুতি বলিয়াছেন "সৎ...এব...অগ্র আসীৎ...তদৈক্ষত বহুস্যাং ...," সেই প্রসঙ্গই শেষ পর্য্যন্ত চলিয়াছে।

১৪। বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমো'ত উপপদ্যতে চ।

পূ। ভূত সকল যে ক্রমে উৎপন্ন, সেই ক্রমেই লয় প্রাপ্ত হইবে ?

উ। ভূত সকল যে ক্রমে উৎপন্ন হয়, তাহার বিপরীত ক্রমে লয় প্রাপ্ত হয়, এই মতই যুক্তিযুক্ত।

"জগৎপ্রতিষ্ঠা দেবর্ষে পৃথিব্যপ্সু প্রলীয়তে।
জ্যোতিষ্যাপঃ প্রলীয়ন্তে জ্যোতির্বায়ৌ প্রলীয়তে ॥"

১৫। অন্তরা বিজ্ঞানমনসীক্রমেণ তল্লিঙ্গাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ।

পূ। এক তৈত্তিরীয় ভিন্ন অন্য কোনও শ্রুতিতে সৃষ্টির ক্রম বলা হয় নাই ?

উ। "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ু-

জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী।" মাণ্ডুক্য উপনিষদ (২।১।৩) ধৃত এই অথর্ব্ববেদের মন্ত্রও তৈত্তিরীয় শ্রুতির অনুরূপ, কেবল অন্তরা (ব্রহ্ম ও আকাশের মধ্যে) প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তির কথা আছে।

পূ। এই অথর্ব্ব মন্ত্র তৈত্তিরীয় শ্রুতির সৃষ্টিক্রমভঙ্গ করিলেন।

উ। ইন্দ্রিয়গণ ভৌতিক। সেই প্রসঙ্গেই ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন "অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ আপোময়ঃ প্রাণঃ তেজোময়ী বাক্।" অথর্ব্বশ্রুতি ইন্দ্রিয়গণের ও ভূতগণের পূর্ব্বাপরত্ব বলিয়াছেন, তাহাদের উৎপত্তির ক্রম বলেন নাই। অন্য এক শ্রুতি ভূতোৎপত্তির ক্রমের অনুরূপ ইন্দ্রিয়োৎপত্তির ক্রম বলিয়াছেন:—"প্রজাপতির্বা ইদমগ্র আসীৎ স আত্মানং ঐক্ষৎ স মনঃ অসৃজত, তন্মনঃ এব আসীৎ তৎ আত্মানং ঐক্ষত তদ্ বাচং অসৃজত" অতএব অন্তরা (মধ্যে) প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়ের কথন হওয়ায় তৈত্তিরীয় শ্রুতির সৃষ্টিক্রমের ভঙ্গ হয় নাই। তল্লিঙ্গাৎ অথর্ব্ববেদোক্ত সৃষ্টিবাক্যাৎ তৈত্তিরীয়োক্তস্য সৃষ্টিক্রমস্য বাধ ইতি চেৎ, ন, অবিশেষাৎ (উভয় শ্রুতির মধ্যে প্রভেদ না থাকায় যদি বল বাধ অর্থাৎ বিরোধ হইয়াছে, তাহা হয় নাই)।

১৬। চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু স্যাৎ তদ্ব্যপদেশো ভাক্তস্তদ্ভাবভাবিত্বাৎ।

পূ। তুমি ৯ সূত্রে বলিয়াছ ব্রহ্মের উৎপত্তি হয় না। কিন্তু জীবের অনুৎপত্তির কথা বল নাই। অতএব জীবের উৎপত্তি নিশ্চয় হয়, না হইলে লোকে কেন বলিবে অমুক জন্মিল, অমুক মরিল, অমুকের জাতকর্ম্মাদি হইল।

উ। ছান্দোগ্য (৬।১১।৩) শ্রুতি বলিয়াছেন, "জীবাপেতং বাব কিল ইদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়তে"—জীবপরিত্যক্ত শরীরই মরে, জীব মরে না। কঠ (১।২।১৮) শ্রুতি বলেন, "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ।" গীতাও বলিয়াছেন "অজো নিত্যঃ শাশ্বতো'য়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।" লোকে জীবের জন্মমৃত্যু গৌণ অর্থে বলে। ভৌতিক শরীরের জন্ম ও মৃত্যু মুখ্য অর্থে কথিত হয়; জীব সেই শরীরে স্থিত বলিয়া জীবে জন্মমৃত্যুর উপচার (কল্পনা) হয়। শ্রুতিও বলিয়াছেন দেহের জন্মমৃত্যু হয় বলিয়াই জীবের জন্মমৃত্যু কথিত হয়:—"স বা অয়ং পুরুষো জায়মানঃ শরীরং অভিসম্পদ্যমানঃ স উৎক্রামন্ ম্রিয়মানঃ।" জাতকর্ম্মাদির বিধান দেহের উৎপত্তিঘটিত, কারণ জীবের উৎপত্তি নাই। তদ্‌ব্যপদেশঃ (তয়োঃ জন্মমরণযোঃ ব্যপদেশঃ উল্লেখঃ)। চরাচর ব্যাপাশ্রয়ঃ (স্থাবরজঙ্গমদেহবিষয়ঃ) স্যাৎ তদ্‌ভাবভাবিত্বাৎ (তস্য দেহস্য ভাব জন্ম তস্মিন্ ভাবিত্বাৎ জন্মবত্বাৎ) ভাক্তঃ গৌণার্থঃ।

১৭। নাত্মা'শ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ।

পূ। "যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেব অস্মাৎ আত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ" এইরূপে জীবের ইন্দ্রিয় সকলের সৃষ্টির কথা বলিয়া শ্রুতি বলিতেছেন, "সর্ব্বে এতে আত্মানঃ ব্যুচ্চরন্তি"—এই সকল জীবাত্মা উৎপন্ন হয়। "যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তি স্বরূপাঃ তথা অক্ষরাৎ বিবিধাঃ……ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি" এই শ্রুতিতে স্বরূপ শব্দ থাকায় জীবাত্মারই উৎপত্তি ও বিনাশ প্রতিপন্ন হইতেছে। স্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নির স্বরূপ, জীবাত্মাও তেমনই পরমাত্মার

স্বরূপ। "তদাত্মানং স্বয়ং অকুরুত," এখানে নিজের আত্মার বিকার দ্বারা জীবাত্মার সৃষ্টি করিলেন, এই অর্থই হয়। যাহা বিকৃত তাহারই উৎপত্তি আছে। অতএব জীবাত্মা উৎপন্ন পদার্থ।

উ। অশ্রুতেঃ (শ্রুতি কথিত সৃষ্টিপ্রকরণে জীবের উৎপত্তির কথা আম্নাত হয় নাই বলিয়া), চ (অপি চ) তাভ্যঃ শ্রুতিভ্যঃ নিত্যত্বাৎ ন আত্মা (নিম্নলিখিত শ্রুতি সকল হইতে নিত্য বলিয়া জীবাত্মার অনুৎপত্তিই সপ্রমাণ হয়):—"ন জীবো ম্রিয়তে;" "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ," "অজো নিত্যঃ শাশ্বতো'য়ং পুরাণঃ;" "তৎসৃষ্ট্বা তদেব অনুপ্রাবিশৎ;" "অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি;" "স এষ ইহ প্রবিষ্টঃ আনখাগ্রেভ্যঃ," "তৎত্বমসি;" "অহং ব্রহ্মাস্মি," "অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ।" "একো দেব সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" প্রভৃতি শ্রুতি দ্বারা জানা যায় পরমাত্মাই অবিভক্তভাবে সর্ব্বজীবে গূঢ় আছেন। আকাশ যেমন ঘটাকাশ মঠাকাশরূপে বিভক্ত প্রতীয়মান হইলেও সত্য বিভক্ত হয় না, সেইরূপ পরমাত্মা বহুজীবে অধিষ্ঠিত হইয়াও বিভক্ত হন না।

১৮। জ্ঞো'ত এব।

পূ। আমরা (বৈশেষিকেরা) আত্মাকে আগন্তুক চৈতন্য বলি। অগ্নির সহিত ঘটের সংযোগ হইলেই ঘট রক্তবর্ণ হয়, তদ্রূপ মনের সহিত আত্মার সংযোগ হইলেই আত্মার চৈতন্য জন্মে। সেইজন্যই জীব সুষুপ্ত বা মূর্চ্ছিত হইলে তাহাতে চৈতন্য থাকে না। তাহারা জাগ্রৎ বা স্বস্থ হইলে জ্ঞান ফিরিয়া আসে।

উ। অতঃ এব (পূর্ব্বে যে সকল কথা বলিয়াছি সেই হেতু) জ্ঞঃ (আত্মা) নিত্য চৈতন্যস্বরূপ, তিনি আগন্তুক চৈতন্য নন। "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম ;" "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ," "অনন্তরো'বাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব ;" "অসুপ্তঃ সুপ্তান্ অভিচাকশীতি ;" "অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতির্ভবতি ;" "ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে" , "যো বেদ ইদং জিঘ্রাণি…স আত্মা," এই সকল শ্রুতি দ্বারা পরমাত্মার বিজ্ঞানের লোপ হয় না। জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে অভিন্ন হওয়ায় জীবাত্মারও বিজ্ঞানের লোপ হয় না।

পূ। "যো বেদ ইদং জিঘ্রাণি…স আত্মা" যদি হইল তবে ইন্দ্রিয়াদির প্রয়োজন কি ?

উ। "গন্ধায় ঘ্রাণং" শ্রুতি বলিয়াছেন গন্ধের জন্য ঘ্রাণ।

পূ। সুষুপ্তের চৈতন্য থাকে না।

উ। শ্রুতি বলিয়াছেন সুষুপ্ত পুরুষ—"যদ্ বৈ তৎ ন পশ্যতি, পশ্যন্ বৈ তন্নপশ্যতি, ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ, ন তু তৎ দ্বিতীয়মস্তি ততঃ অন্যদ্ বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ", সুষুপ্ত পুরুষ দেখিয়াও দেখেন না ; দ্রষ্টব্যই দেখেন না, দ্রষ্টার লোপ হয় না, দ্রষ্টা অবিনাশী, তখন দ্বিতীয় না থাকায় কে কাহাকে দেখিবে ? জাগ্রদাবস্থায় দ্রষ্টব্য দ্রষ্টা হইতে বিভক্ত থাকায় দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে চৈতন্যের অভাব হয় না, বিষয় সকল আত্মচৈতন্যে লীন হওয়ায় দেখিবার শুনিবার কিছুই থাকে না।

১৯। উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাং। পূ।

পূ। জীবাত্মা দেহত্যাগ করিয়া পরলোকগত হয়, আবার ইহলোকে আগত হয়। এই জীবাত্মার পরিমাণ কি ? সর্ব্বব্যাপীর গত্যাগতি নাই।

অতএব জীবাত্মার অণুপরিমাণ হওয়াই সম্ভব। জীবাত্মার উৎক্রান্তির শ্রুতি প্রমাণ আছে :—"স যদা অস্মাৎ শরীরাৎ উৎক্রামতি সহৈব এতৈঃ সর্ব্বৈঃ উৎক্রামতি।" গতির প্রমাণ :—"যে বৈ কে চ অস্মাৎ লোকাৎ প্রযান্তি চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি।" আগতির প্রমাণ :—"তস্মাৎ লোকাৎ পুনঃ এতি অস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে।" *

২০। স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ। পূ।

পূ। উৎক্রান্তির কথা ১৯ সূত্রে বলিয়াছি। উত্তরয়োঃ বাকী দুইটির (গতি ও অগতির) স্বাত্মনা (কর্ত্তার সহিত সম্বন্ধ থাকায়) কর্ত্তার চলন ব্যতীত গতি ও অগতি অসম্ভব হয়। জীবাত্মা সর্ব্বব্যাপী হইলে জীবের (কর্ত্তার) চলন (গত্যাগতী) হইতে পাবে না। অতএব জীবাত্মা অণু পরিমাণ ইহাই উপপন্ন হয়।

* শঙ্করাচার্য্যের মতে জীবাত্মা পরমাত্মারই মত অনন্ত। (২৯ সূত্র দেখ)। নিম্বার্ক মতে জীবাত্মা পরিমাণে অণু হইয়াও শক্তিতে বিভু। নিম্বার্ক ১৯ হইতে ২৮ সূত্র পর্য্যন্ত সমস্তই সিদ্ধান্ত সূত্র করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য উহাদিগকে পূর্ব্বপক্ষ সূত্র করিয়াছেন। শঙ্কর ২৯ সূত্রে ঐ পূর্ব্বপক্ষ সূত্রের সিদ্ধান্ত করিয়া বলিয়াছেন, আত্মা তদ্‌গুণসারত্বাৎ (বুদ্ধিগুণ সারত্বাৎ– বুদ্ধিগুণ প্রধান বলিয়া) তদ্ব্যপদেশঃ (বুদ্ধিগুণ অনুসারে ব্যপদিষ্ট হন) বস্তুতঃ আত্মার উৎক্রান্তিও নাই, গত্যাগতিও নাই। প্রাণই উৎক্রান্ত হয়, আত্মাতে তাহার উপচার হয় মাত্র। নিম্বার্ক মতে আত্মার উৎক্রান্তি ও গত্যাগতি হয়। আত্মা অণু হইয়াও তদ্‌গুণসারত্বাৎ (নিজ শক্তির বলে) প্রাজ্ঞবৎ অনন্ত। জীব ক্ষুদ্র হইয়াও অনন্ত ব্রহ্মের উপলব্ধি করে, অনন্ত কোটি ক্রোশ দূরস্থ নক্ষত্রাদি দর্শন করে। কিন্তু গীতা জীবাত্মাকে "যেন সর্ব্বমিদং ততং" (২।১৭) ও অনাশিনো' প্রমেয়স্য, বলিয়াছেন।

২১। নাণুরতৎশ্রুতেরিতি চেন্নেতরা-ধিকারাৎ। পূ।

পূ। "স বা এষ মহান্ অজঃ আত্মা;" "আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ," "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" প্রভৃতি শ্রুতি আত্মাকে মহান্ বলিয়াছেন, কিন্তু এ সকল স্থানে আত্মা=পরমাত্মা। অতএব অতৎশ্রুতেঃ (যে শ্রুতি আত্মাকে অণুর বিপরীত বলিয়াছেন) তাহা ইতরাধিকারাৎ (ব্রহ্মসম্বন্ধে উক্ত হওয়ায়) নাণুঃ চেৎ ন (জীবাত্মা অণু নয় যদি বল তা নয়) অর্থাৎ অণুই।

২২। স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ। পূ।

পূ। স্বশব্দঃ সাক্ষাৎ অণুত্ববাচী শ্রুতি এবং উন্মান-(পরিমাণ) বাচী শ্রুতি হইতে জীবাত্মা অণু ইহাই উপপন্ন হয়। অণুত্ববাচী শ্রুতি ঃ— (মুণ্ডক ৩।১।৯) "এষঃ অণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ।" উন্মানবাচী শ্রুতি ঃ (শ্বেতাশ্বতর ৫।৯)—"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য তু ভাগো জীবঃ;" "আরাগ্রমাত্রোহ্যবরো'পি দৃষ্টঃ" ইত্যাদি।

২৩। অবিরোধশ্চন্দনবৎ। পূ।

উ। যদি আত্মা অণুপ্রমাণ হন, শরীরের একাংশেই থাকেন, তবে সমস্ত শরীরে যুগপৎ বেদনা কিরূপে অনুভূত হয়?

পূ। যেমন শরীরের একস্থানে এক বিন্দু চন্দন দিলে সর্ব্বদেহে আহ্লাদ জন্মে, সেইরূপ একদেশস্থ আত্মাও সর্ব্বদেহে বেদনা অনুভব করেন।

২৪। অবস্থিতিবৈশেষ্যাৎ ইতি চেন্ন অভ্যুপগমাৎ হৃদি হি। পূ।

উ। অবস্থিতিবৈশেষ্যাৎ—চন্দনবিন্দুর একদেশস্থ (ললাটস্থ বা হৃদয়স্থ) হওয়া নিশ্চিত, কিন্তু আত্মার ঐরূপ শরীরের একদেশে থাকা নিশ্চিত নয়। তুমি এখনও আত্মার হৃদয়ে বা ললাটে থাকার প্রমাণ দেও নাই। অতএব তুমি চন্দনের দৃষ্টান্ত দিতে পার না।

পূ। ইতি চেৎ (তা যদি বল) ন (তা নয়)। অভ্যুপগমাৎ হৃদি হি—আত্মার একদেশস্থ (হৃদয়স্থ) হওয়ার শ্রুতিপ্রমাণ রহিয়াছে :—"হৃদি হ্যেষ আত্মা ;" "হৃদি কতম আত্মা ;" "যো'য়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ।" স্মৃতিপ্রমাণও আছে :—"তস্মাৎ অজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং," "সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ ;" "হৃদি সর্ব্বস্যধিষ্ঠিতম্," "সর্ব্বস্য চা'হং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ," "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে'র্জ্জুন তিষ্ঠতি," ইত্যাদি। অতএব চন্দনের দৃষ্টান্ত ঠিক হইয়াছে।

২৫। গুণাদ্ বালোকবৎ। পূ।

পূ। বা (যদি চন্দনের দৃষ্টান্ত ঠিক নাই হয়) আলোকের দৃষ্টান্ত দিব। গুণাৎ (চৈতন্যগুণের ব্যাপ্যভাব থাকায়) দীপ যেরূপ অণু

হইয়াও বহুদূর আলোকিত করে, সেইরূপ অণুমাত্র জীব সর্ব্বদেহে চৈতন্য প্রকাশ করে।

২৬। ব্যতিরেকোগন্ধবৎ। পূ।

উ। গুণীকে ছাড়িয়া গুণ কিরূপে অন্যত্র যাইবে ?

পূ। পুষ্পের গন্ধ পুষ্পকে ছাড়িয়া যেমন অন্যত্র যায়।

উ। দীপের প্রভা ও পুষ্পের গন্ধ দীপের ও পুষ্পের গুণ নয়, উহারাও দ্রব্য।

পূ। দ্রব্য হইলে দীপ ও পুষ্পের ক্ষয় হইত।

উ। তেজ-পরমাণু ও গন্ধ-পরমাণু সূক্ষ্ম হওয়ায় মূলের ক্ষয় জানা যায় না, কিন্তু ক্ষয় অবশ্য হয়।

পূ। পরমাণু মাত্রেই অতীন্দ্রিয়, তাহারা দর্শন ও ঘ্রাণের বিষয় হইতে পারে না। অতএব আলোক ও গন্ধ দ্রব্য নয়, গুণই হইতেছে। ব্যতিরেকঃ (বিস্তৃতি) গন্ধবৎ (ফুলের গন্ধের ন্যায় হয়)।

২৭। তথা চ দর্শয়তি। পূ।

পূ। কৌষীতকি শ্রুতি (৪।২০) বলেন, "আত্মা ইদং শরীরং অনুপ্রবিষ্টঃ আলোমেভ্যঃ আনখাগ্রেভ্যঃ"—চৈতন্যগুণে সর্ব্বশরীরব্যাপ্ত

২৮। পৃথগুপদেশাৎ। পূ।

পূ। "প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহ্য" শ্রুতিতে আত্মা আরোহণ ক্রিয়ার কর্ত্তা, প্রজ্ঞা করণ। এইরূপে প্রজ্ঞাকে আত্মা হইতে পৃথকরূপে উপদিষ্ট করিয়া শ্রুতি বুঝাইয়াছেন—চৈতন্যগুণের দ্বারাই আত্মার শরীরব্যাপিতা। "তদেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানং আদায়" এই শ্রুতিতেও জীব ও বিজ্ঞানের ভেদ আম্নাত হইয়াছে।

২৯। তদ্গুণসারত্বাৎ তু তদ্গুণব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ।

উ। ১৯ হইতে ২৮ সূত্র পর্য্যন্ত পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইয়া সূত্রকার তু শব্দে পক্ষব্যাবর্ত্তন করিয়া বলিতেছেন, আত্মার উৎক্রান্তি বা গত্যাগতি নাই। তদ্গুণসারত্বাৎ (বুদ্ধিপ্রধান বলিয়া) তদ্ব্যপদেশঃ (আত্মা বুদ্ধিরূপে ব্যপদিষ্ট হন) বুদ্ধির গত্যাগতিই আত্মাতে আরোপিত হয়। আত্মা হৃদিস্থিত এ বাক্যও বুদ্ধিনিমিত্তক, অথবা প্রাণসম্বন্ধীয়। প্রাণই উৎক্রান্ত হয়, আত্মায় তাহার উপচার হয়। "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য তু, ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে," শ্বেতাশ্বতরোক্ত আত্মার এই অণুত্ব—দুর্জ্ঞেয়ত্ব। প্রাজ্ঞবৎ—পরমাত্মাকে যেমন "অণীয়ান্ ব্রীহের্বা যবাদ্ বা" "অণুভ্য অণু" "সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং" "এষো'ণুরাত্মা" বলা হইয়াছে, সেইরূপ জীবাত্মাকেও অণু বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ জীবাত্মা পরমাত্মাই, এবং অনন্ত। গীতাও (২।১৮) জীবাত্মাকে বলিয়াছেন,

"অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ
অনাশিনো'প্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত।"

এখানে অপ্রমেয় = অসীম। গীতা (২।২৪) বলিয়াছেন, "নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলো'য়ং সনাতনঃ।" এখানে সর্ব্বগতঃ = অসীম, বিভু। অতএব সিদ্ধান্ত হইল জীবাত্মা অপ্রমেয়, সর্ব্বগত, অনন্ত। তাহার উৎক্রান্তি ও গত্যাগতি হয় না; বুদ্ধি ও প্রাণের উৎক্রান্তি হয়। *

* জর্ম্মান দার্শনিক Leibnitzও জীবাত্মাকে অণু ও অনন্ত বলিয়াছেন :—"The monads have no extension (being geometrical points), but their intensity is infinite.......Like a cone standing on its point, a monad has only a punctual existence in this physical world of space, but an infinite depth of inner life in the metaphysical world of thought." জীবের আত্মা ত অনন্ত বটেই, জীবের দেহও অনন্ত। Bergson বলিয়াছেন, "A body is present wherever its influence is felt; its attractive force, to speak only of that, is exerted on the Sun, on the planets, perhaps on the entire universe. ......From this ocean of life, in which we are immersed, we are continually drawing something. We feel that our being, at least our intellect has been formed therein by a kind of local concentration. Philosophy is only an effort to dissolve it again into the whole. Faradayও বলিয়াছেন, "All atoms interpenetrate; each of them fills the world." Plato বলিয়াছেন, "The macrocosm may be known by the microcosm." Swedenborg বলেন, "God is the Grand Man." Malpighi বলেন, "Nature exists entire in leasts." বেদান্ত বলেন জীবাত্মা পরমাত্মা এক। এক সূর্য্য যেমন অনন্তকোটি শিশির বিন্দুতে বিম্বিত হয়, তেমনই এক পরমাত্মা অনন্তকোটি জীবে আত্মারূপে অধিষ্ঠিত হন।

৩০। যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষ-স্তদ্দর্শনাৎ।

পূ। বুদ্ধি ত সকল সময় থাকে না; সুষুপ্তি কালে, সমাধি অবস্থায় বুদ্ধির লোপ হয়।

উ। যাবৎ আত্মভাবিত্বাৎ (যতদিন জীবত্মাব অহং জ্ঞান অর্থাৎ সংসারিত্ব থাকে) তাবৎ বুদ্ধি থাকে বলিলে ন দোষঃ (দোষ হয় না)। তদ্দশনাৎ—শ্রুতি তাহাই বলিযাছেন:—"ন হি বিজ্ঞাতুঃ বিজ্ঞাতেঃ বিপরিলোপঃ বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ।" যেহেতু জীবাত্মা অবিনাশী তাহার বিজ্ঞাতৃত্ব গুণ (বুদ্ধি) চিরস্থায়ী।

৩১। পুংস্ত্বাদিবৎ তস্য সতো'ভিব্যক্তি-যোগাৎ।

পূ। সুষুপ্তি ও সমাধিকালে আত্মার বুদ্ধিরূপ গুণের লোপ যদি না হয়, তাহা কোথায় থাকে?

উ। শৈশবে যেমন পুংস্ত্বাদি (রেতঃ শ্মশ্রু প্রভৃতি) অব্যক্ত থাকে যৌবনে অভিব্যক্তিযোগাৎ প্রকট হয়, সেইরূপ বুদ্ধি, সুষুপ্তি ও সমাধিকালে অব্যক্ত থাকে, সতঃ বীজভাবেন বিদ্যমানস্য তদ্গুণস্য প্রবোধে সমাধিভঙ্গে বা অভিব্যক্তিযোগাৎ (প্রকাশ হইবার যোগ্যতা হওয়ায়) প্রকট হয়। অতএব জীবের সহিত বুদ্ধির নিত্যসংযোগ আছে।

৩২। নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গো'ন্য-তরনিয়মো বা'ন্যথা।

পূ। মানুষ যখন অন্যমনস্ক থাকে তাহার বুদ্ধি লোপ হয়। তখন তাহার সম্মুখ দিয়া হস্তী চলিয়া গেলেও সে দেখিতে পায় না।

উ। আত্মার সহিত বুদ্ধির নিত্যসংযোগ। অন্যথা (যদি নিত্য-সংযোগ না হইত) যখন বুদ্ধির সংযোগ হইত নিত্যোপলব্ধিপ্রসঙ্গ (হস্তী চলিয়া গেলে নিত্য দেখিতে পাইত) যখন বুদ্ধির বিয়োগ হইত নিত্য অনুপলব্ধিপ্রসঙ্গ (হস্তী সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলে কখনই দেখিতে পাইত না), এইরূপ অন্যতর নিয়ম অর্থাৎ দুইএর একটি হইত। কিন্তু তাহা ত হয় না। অন্যমনস্ক থাকিলেও আমরা অনেক সময় সব দেখিতে পাই, আবার সমনস্ক থাকিলেও দেখিতে পাই না। সাংখ্য (২।৪১) বলেন, মনের ব্যভিচার (না থাকা) অসম্ভব। পতঞ্জলি (কৈবল্যপাদ ১৬ সূত্রে) বলিয়াছেন চিত্তে বস্তু প্রতিবিম্বিত হইলেই বস্তু জ্ঞাত হয়, অন্যথা অজ্ঞাত হয়। কাহার কাহার মন এক দিকে ব্যাপৃত থাকিলে অন্যদিকে কার্য্য করে না; কাহারও মন একত্রে শতদিকে কার্য্য করে। অন্তঃকরণের চারিভাগ ঃ—মন, বুদ্ধি, বিজ্ঞান ও চিত্ত। চিত্তে বস্তুর প্রতিবিম্ব না পড়িলে মন তাহাকে গ্রহণ করে না। চিত্ত ইন্দ্রিয় পথে নির্গত হইয়া যে বস্তুতে উপরক্ত হইবে, সেই বস্তুই চিত্তের প্রকাশ্য হইবে। অন্য বস্তু অপ্রকাশ্য থাকিবে। এইজন্য যুগপৎ সকল বস্তু প্রকাশিত হয় না। যাহা প্রকাশিত হয় না সেই সম্বন্ধে আমরা অন্যনমস্ক। তাই বৃহদারণ্যক (১।৫।৩) শ্রুতি বলিয়াছেন, "অন্যত্রমনা অভূবং না দর্শং অন্যত্রমনা অভূবং নাশ্রৌষং ইতি মনসা হ্যেব পশ্যতি মনসা

শৃণোতি......সর্ব্বং মন এব।" "কৌষীতকি (৩।৭) শ্রুতিও তাহাই বলিয়াছেন। *

৩৩। কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ।

পূ। তবে বুদ্ধিই কর্ত্তা, জীব কর্ত্তা নয়?

উ। জীবই কর্ত্তা। শ্রুতি বলিয়াছেন, "এষ হি দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ।" শাস্ত্র বলিয়াছেন, এইরূপে যজ্ঞ করিবে, এইরূপে হবন করিবে, এইরূপে দান করিবে, মিথ্যা বলিবে না, সত্য বলিবে। এই সকল শাস্ত্রকথিত বিধিনিষেধ জীবের কর্ত্তৃত্ব হইলেই সার্থক হয়।

৩৪। বিহারোপদেশাৎ।

উ। "স ঈয়তে অমৃতো যত্র কামং"—সেই অমৃত আত্মা যথা ইচ্ছা বিহার করেন। "স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে"—নিজ দেহে যথা ইচ্ছা বিহার করেন। জীব স্বপ্নে বিহার করেন, শ্রুতিতে এই উপদেশ থাকায়ও জীবের কর্ত্তৃত্ব উপপন্ন হয়।

---

* নিম্বার্ক কৃত অর্থ :—অন্যথা (জীবাত্মা সর্ব্বগত ও বিভু হইলে) আত্মাপলব্ধ্যনুপলব্ধ্যোঃ (জ্ঞান ও অজ্ঞান দুই জীবাত্মার নিত্য হইত) বন্ধমোক্ষয়োঃ নিত্যং প্রসঙ্গঃ স্যাৎ (বন্ধ ও মোক্ষ দুইই নিত্য হইত) নিত্যবদ্ধো বা নিত্যমুক্তো বা আত্মা ইতি অন্যতরনিয়মো বা স্যাৎ। জীব প্রথমে বদ্ধ থাকিয়া পরে মুক্ত হইতে পারিত না।

শঙ্করাচার্য্য কৃত অর্থ সরলভাষ্য হইতে ভিন্ন হইলেও ফলে এক।

৩৫। উপাদানাৎ।

উ। "তদেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানং আদায়"—আত্মা সজ্ঞান ইন্দ্রিয়গণকে গ্রহণ করিয়া শয়ন করেন। "এবং এব এষ এতান্ প্রাণান্ গৃহীত্বা" এই উপাদানাৎ (গ্রহণাৎ) আত্মার কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয়।

৩৬। ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেন্নির্দেশবিপর্য্যয়ঃ।

উ। "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্ম্মাণি তনুতে'পি চ" এই তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলিয়াছেন বিজ্ঞানই যজ্ঞ ও কর্ম্ম করে।

পূ। এখানে ত বিজ্ঞানকেই কর্ত্তা বলা হইয়াছে?

উ। বিজ্ঞান (বুদ্ধি) যদি কর্ত্তা হইত বিজ্ঞানং না বলিয়া বিজ্ঞানেন বলা হইত। ক্রিয়ায়াং (যজ্ঞাদিষু) জীবকর্ত্তৃত্বস্য ব্যপদেশাৎ (নির্দ্দেশাৎ) জীব এব কর্ত্তা। নো চেৎ নির্দ্দেশবিপর্য্যয়ঃ—নতুবা বিজ্ঞান শব্দ কর্ত্তৃকারক না হইয়া করণকারক হইত।

৩৭। উপলব্ধিবদনিয়মঃ।

পূ। বুদ্ধি কর্ত্রী না হইয়া, জীবই যদি কর্ত্তা হইতেন, তিনি স্বাধীনভাবে কেবল নিজের হিতই সাধন করিতেন। কিন্তু তাহা ত দেখি না।

উ। সে বিষয়ে দেশ-কালাদির অপেক্ষা আছে।

পূ। তাহা হইলে তাঁহার কর্ত্তৃত্বের লোপ হইল।

উ। জল, কাষ্ঠ, বহ্নি প্রভৃতি সহকারী থাকিলেও পাচকের পাক কর্ত্তৃত্ব লুপ্ত হয় না। তা ছাড়া আত্মা ভাল মন্দ যেমন বুঝেন তেমনই করেন। ইষ্টভ্রমে অনিষ্টও করেন, অনিষ্ট ভ্রমে ইষ্টও করেন। অর্থাৎ যেমন যেমন উপলব্ধি হয় তেমনই তেমনই করেন, এ বিষয়ে কোনও নিয়ম নাই।

৩৮। শক্তিবিপর্য্যয়াৎ।

উ। বুদ্ধি কর্ত্রী হইলে করণ কে হইবে? বস্তুতঃ জীব কর্ত্তা বুদ্ধি করণমাত্র। বুদ্ধিকে কর্ত্রী বলিলে কর্ত্তৃকরণ শক্তির বিপর্য্যয় (উল্টোপাল্টা) হয়।

৩৯। সমাধ্যভাবাচ্চ।

উ। বুদ্ধি কর্ত্রী হইলে সমাধি কে করিবে ?

৪০। যথা চ তক্ষোভয়থা।

পূ। জীবের কর্ত্তৃত্ব কি স্বাভাবিক? জীব কি কর্ত্তৃত্ব করিতে বাধ্য? কর্ত্তৃত্ব না করিয়া কি থাকিতে পারে না?

উ। জীবের কর্ত্তৃত্ব বাস্তব নয়, ঔপাধিক। তক্ষা (ছুতর) যেমন যন্ত্র হস্তে কর্ত্তা ও দুঃখী হয়, আবার যন্ত্রত্যাগ করিলে অকর্ত্তা ও সুখী হয়, সেইরূপ জীব জাগ্রদবস্থায় ইন্দ্রিয়রূপ যন্ত্র সকল লইয়া কর্ত্তা ও দুঃখী হন, আবার সুষুপ্তি ও মোক্ষকালে ইন্দ্রিয়রূপ যন্ত্র সকল ত্যাগ করিয়া অকর্ত্তা ও সুখী হন। কর্ত্তৃত্ব স্বাভাবিক হইলে জীবের মোক্ষ অসম্ভব হয়। অগ্নি যেমন সদা উষ্ণ জীব তেমনই সদাকর্ত্তা অর্থাৎ সদা বদ্ধ হন। কারণ কর্ত্তৃত্বই দুঃখ। *

৪১। পরাত্তু তৎশ্রুতেঃ।

পূ। জীবের কর্ত্তৃত্ব ঔপাধিক হইলেও স্বাধীন ; কারণ ইহাতে ঈশ্বর হস্তক্ষেপ করেন না। জীব নিজে স্বীয় রাগদ্বেষাদি দোষবশতঃ ক্রিয়া-নিষ্পাদক সমস্ত সামগ্রীসম্পন্ন হইয়া কর্ত্তৃত্ব অনুভব করে। ঈশ্বর তাহার কি করিবেন ? কৃষিকার্য্যে কৃষক বৃষেরই অপেক্ষা করে, ঈশ্বরের অপেক্ষা করে না। যদি সকল বিষয়ে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব থাকিত, তিনি বিষমকারী (পক্ষপাতী) ও নির্দ্দয় হইতেন। (২।১।৩৪ ও ২।২।৩৭ সূত্র দেখ)। তুমি ২।১।৩৪ সূত্রে বলিয়াছ ঈশ্বরের কারয়িতৃত্ব জীবকর্ম্মসাপেক্ষ অর্থাৎ জীবের পূর্ব্বকর্ম্মের উপর নির্ভর করে, সুতরাং তিনি বিষমকারী ও নির্দ্দয় নন। কিন্তু জীবকর্ম্মসাপেক্ষতা অসম্ভব। কারণ কর্ম্মসাপেক্ষতা সিদ্ধ হইলে ধর্ম্মাধর্ম্ম সিদ্ধ হয়। ধর্ম্মাধর্ম্ম সিদ্ধ হইলে ঈশ্বরকে ধর্ম্মাধর্ম্ম সাপেক্ষ

---

* নিম্বার্ককৃত অর্থ :—নিজের ইচ্ছানুসারে তক্ষা কায করে অথবা অলস থাকে। বুদ্ধি যদি কর্ত্তা হইত সে সর্ব্বদা কর্ম্ম করিত অথবা সর্ব্বদা অলস থাকিত।

হইতে হয় অতএব চক্রক দোষ * আসে। যদি ঈশ্বর জীবের পূর্ব্বকর্ম্মের অপেক্ষা না করেন, তিনি কিসের অপেক্ষা করিবেন ? যদি পূর্ব্বকর্ম্মের অপেক্ষা না করিয়াই তিনি জীবকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন ; তাহা হইলে অকৃতাভ্যাগম (অকৃতকার্য্যের ফলভোগ ; দোষ হইবে। অতএব জীবের কর্ত্তৃত্ব স্বাধীন। †

উ। জীবের কর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরাধীন। পরাৎ পরস্মাৎ আত্মনঃ এব কর্ত্তৃত্বং। তৎশ্রুতেঃ—কৌষীতকি ৩।৮ শ্রুতি বলিয়াছেন, "এষ হ্যেব সাধু-কর্ম্ম কারয়তি তং যং এভ্যো লোকেভ্যো উন্নিনীষতে, এষ হ্যেব অসাধু-কর্ম্ম কারয়তি তং যং অধোনিনীষতে," বৃহদারণ্যক ৩।৭।১৫ বলেন, "য সর্ব্বাণি ভূতানি অন্তরো যময়তি ;" অন্য শ্রুতি বলিয়াছেন "অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং," ইত্যাদি।

৪২। কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিতপ্রতিষিদ্ধা-বৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ

পূ। জীবের কর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরাধীন হইলে বিষমকারিত্ব (পক্ষপাত) ও নির্দ্দয়তা, এই দুই দোষই ঈশ্বরে আরোপিত হয় এবং জীবের অকৃতা-ভ্যাগম (অকৃতকার্য্যের ফলভোগ) হয়।

---

* Argument in a circle.

† This is the doctrine of Free Will. Leibnitz says—Man is free in as much as he is quite free to follow his own individual development. But the pre-established harmony of all things has prescribed to every man his peculiar course, and in the lapse of time, everything is

উ। জীবের প্রযত্ন অনুসারে ঈশ্বর তাহাকে কার্য্য-প্রবৃত্ত করান। এইরূপ বলিলে ঐ দোষ হয় না।

পূ। জীবের প্রযত্ন অনুসারে ঈশ্বর প্রবর্ত্তক হন কিরূপে জানিলে?

উ। ঐরূপ না হইলে সমস্ত বিধিনিষেধ শাস্ত্র ব্যর্থ হয়। পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম অনুসারে জীবের এক কর্ম্মসংস্কার বা শ্রদ্ধা জন্মে। ইহাকে প্রযত্ন বলে। কর্ম্ম যেমন জীবে জীবে ভিন্ন, প্রযত্নও তেমনই জীবে জীবে ভিন্ন।

determined by that which precedes it and also by the plan of the universe. This is the doctrine of Modified Determinism or Necessity.

With Spinoza, the world is nothing, God is all. If I deny my own reality as part of the finite world, I, in one and the same act re-assert it as essentially related to God. Spinozism is an attempt to find in the idea of God a principle from which the whole universe could be evolved by a necessity as strict as that by which the properties of a triangle follow from its definition. This is the doctrine of Absolute or rigid Determinism.

Hegel says—"The truth of necessity is freedom, because determination by another is always ultimately to be explained as self-determination." With Hegel the idea of absolute unity to which all existence is referred, leaves room for a real freedom and independence, a real self-centred life in other beings than the absolute Being. Hegel's universe is not like the universe of Spinoza, in which every difference of mind is lost in the abstract attribute of Infinite Intelligence, and every distinction

একজন যে কার্য্যকে অবশ্য কর্ত্তব্য মনে করিবে, অন্য তাহাকে মহাপাতক বলিয়া পরিত্যাগ করিবে। এই শ্রদ্ধাই জীব। "শ্রদ্ধাময়োয়ং পুরুষঃ যো যৎশ্রদ্ধঃ স এব সঃ।" ঈশ্বর সেই শ্রদ্ধারূপে জীবকে কর্ম্ম করান, কিন্তু জীব মনে করে সে স্বাধীনভাবে করিতেছে। যাহা সে স্বাধীনভাবে করে মনে করিতেছে, তাহার ফল তাহাকে অবশ্য ভোগ করিতে হইবে। এইরূপ অর্থ করিলে ঈশ্বরে বিষমকারিত্ব দোষও হয় না, জীবের অকৃতাভ্যাগম দোষও হয় না। (৩।২।৩৮ দেখ)।

of matter in the abstract attribute of infinite extension. Hegel's is a universe in which every thought is a truth and every particle of dust an organization, a macrocosm made up of microcosms which is all in every part Though the organism is organic in all its parts, yet these parts have their specific determination, and it is through this specific determination that they form one whole. Though a self-determining principle is necessarily present in the determinations of the parts and gives them a certain independence, yet they are limited in themselves and only maintain themselves as they surrender themselves to the life of the whole. (This is another form of modified determinism).

Huxley regards the future & the past as calculable functions of the present. The existing world lay potentially in the cosmic vapour. A sufficient intellect could have predicted the state of the fauna in Devonshire in 1931 with certainty. This is the Mechanistic theory of Determinism.

৪৩। অংশোনানাব্যপদেশাৎ অন্যথা চা'পি দাশকিতবাদিত্বং অধীয়ত একে।

পূ। ব্রহ্ম ও জীবে সম্বন্ধ কি? যখন তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলিয়াছেন ব্রহ্ম আত্মানং স্বয়মকুরুত। ঐতরেয় শ্রুতি বলিয়াছেন ব্রহ্মই সর্ব্বজীবে অনুপ্রবিষ্ট, বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন ব্রহ্মই সর্ব্বভূতে অন্তর্যামীরূপে আছেন, তখন ব্রহ্ম ও জীবে সেব্য সেবকের সম্বন্ধ হইতে পারে না। উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ ভেদ না থাকিলে ঐক্য ছাড়া অন্য কোনও সম্বন্ধই হয় না।

Bergson points out that this mechanistic theory overlooks *duration* which is the foundation of our being. He says, "With the Determinist, the self hesitates between two contrary feelings, the self and the feelings remaining identical during the whole of the process. The truth is that the self is changing all the time. After experiencing the first feeling, and before the second supervenes the self has changed, and consequently modified the two feelings which agitate it. A dynamic series of states is thus formed which permeate and strengthen one another and which will lead by a natural evolution to a *free act.* Causality means regular succession. But is that true in the domain of consciousness? The Determinists admit that observed facts are the only source of the principle of causality, But can they apply the principle of causality to those deep seated states of consciousness in-

উ। ১।১।১৭ ও ২১ সূত্রে জীব ও ব্রহ্মে ভেদ কথিত হইয়াছে।

পূ। সে অন্য প্রসঙ্গে। তৈত্তিরীয় শ্রুতি ও অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ জীবকে বা পরমাত্মাকে উদ্দেশ করিয়া আম্নাত এই সন্দেহের নিষ্পত্তি করিবার জন্য ঐ ভেদ কথিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা জীব ও ব্রহ্মে ভেদ কথিত হয় নাই।

উ। "সো'ন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।" "য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মানং অন্তরো যময়তি।" "এতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি।" "দ্বা সুপর্ণা... সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।" "জ্ঞা জ্ঞৌ দ্বৌ অজৌ ঈশানীশৌ" প্রভৃতি শ্রুতি জীব ও ব্রহ্মের নানা ব্যপদেশ (ভেদ নির্দ্দেশ) করিয়াছেন।

পূ। ও ভেদ জীবাত্মা পরমাত্মার নয়, জীবের বুদ্ধির সহিত পরমাত্মার ভেদ।

উ। পরমার্থতঃ জীব ব্রহ্মে ভেদ না থাকিলেও নানাপ্রকার ব্যবহারিক ভেদ লোকচক্ষুতে দৃষ্ট হয়। জীব দুর্ব্বল, ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্; জীব বিশেষ দর্শী, ব্রহ্ম সর্ব্বদর্শী ; জীব শরীরী, ব্রহ্ম অশরীর।

পূ। ব্রহ্মই জীবের বল, ব্রহ্মই জীবের চক্ষু দিয়া দেখেন, জীবের শরীর ব্রহ্মেরই শরীর। ওতে জীব ব্রহ্মে ভেদ হয় না। (৪।৪।৭ দেখ)।

উ। হেমন্তের প্রাতে কোটি তৃণাগ্রের শিশিরবিন্দুতে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য আদিত্য হইতে যেমন ভিন্ন......

পূ। ভিন্ন কেন হইবে উহারা একই।

which no regular succession has yet been discovered? Freedom is real, but indefinable. We cannot define a free act by saying of the act, when it is once done, that it might have been left undone; because this assertion implies the identity of concrete duration with its spatial symbol and leads to rigid determinism.

উ। এক হইলেও বিম্বিত সূর্য্য আদিত্য অপেক্ষা ক্ষীণবীর্য্য ও ক্ষুদ্র হওয়ায় লোকচক্ষুতে ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হয়। তেমনই জীব ব্রহ্ম না হইলেও লোকচক্ষুতে ভিন্ন ও আদিত্যের অংশ বলিয়া গণ্য হয়। তেমনই জীব ব্রহ্মের অংশ।

পূ। বিম্বিত সূর্য্য যদি গোল না হইয়া আংশিক হইত তাকে অংশ বলিতে পারিতে। বিম্বিত সূর্য্য আদিত্যের অংশ নয়।

উ। অংশ না হইলেও বিম্বিত সূর্য্যের তেজ নাই, আলোক কম, ইত্যাদি কারণে উহা আদিত্য হইতে ভিন্ন।

পূ। একে অধীয়তে—অথর্ব্ববেদ বলিযাছেন, "ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মেমে কিতবা উত।" শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলিয়াছেন,

"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি, ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি, ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥"

জেলে, দাস, জুয়াড়ি সবই যখন ব্রহ্ম, ভিন্নভাব ও অংশাংশি ভাব অসম্ভব।

উ। বৃহদারণ্যক (২।১।২০) শ্রুতি বলিয়াছেন, "যথা'গ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেব অস্মাৎ আত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ...ব্যুচ্চরন্তি।" কৌষীতকি (৩।৩) শ্রুতিও তাহাই বলিয়াছেন। অতএব পরমার্থতঃ জীব ব্রহ্মে ভেদ বা অংশাংশি ভাব না থাকিলেও অন্যথা চা'পি (অন্য প্রকারে অর্থাৎ শ্রুতিপ্রমাণে) জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলা যাইতে পারে।

পূ। তড়িৎবাতি তড়িতের অংশ নয়। স্ফুলিঙ্গ অগ্নির অংশ নয়, সাক্ষাৎ অগ্নি।

উ। ছান্দোগ্য উপনিষদের ৬।৭ শ্রুতি বলিয়াছেন, "যথা···মহতঃ অভ্যাহিতস্য একঃ অঙ্গারঃ খদ্যোতমাত্রঃ পরিশিষ্টঃ স্যাৎ তেন ততো'পি ন বহু দহেৎ এবং···তে ষোড়শানাং কলানাং একা কলা অতিশিষ্টা স্যাৎ

তয়া এতর্হি বেদান্ ন অনুভবসি।" এই শ্রুতিতে একখানি অঙ্গারকে যোল কলারূপ মহৎ প্রজ্বলিত অগ্নির এক কলা অর্থাৎ অংশ বলা হইয়াছে। অর্থাৎ শ্রুতি বিস্ফুলিঙ্গকে অগ্নির অংশ বলিয়াছেন। অতএব জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিলে দোষ হয় না। * ১৭ পৃষ্ঠা দেখ।

৪৪। মন্ত্রবর্ণাচ্চ।

উ। "তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ।
পাদো'স্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যা'মৃতং দিবি॥"

এই মন্ত্রের সর্ব্বাভূতানি—জীব, অজীব, স্থাবর, জঙ্গম সমস্ত। অতএব মন্ত্রব্রহ্ম স্পষ্ট বলিয়াছেন সমস্তই ব্রহ্মের অংশ। (৪।৪।৭ দেখ)।

* শঙ্করাচার্য্য এই সূত্রের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন :—জীব ঈশ্বরের অংশ হইবার যোগ্য, যেমন বিস্ফুলিঙ্গ অগ্নির অংশ। নিরবয়ব পদার্থের মুখ্য অংশ অসম্ভব হইলেও অংশের কল্পনা করিতে হইবে। কেন? নানাব্যপদেশাৎ। বহু শ্রুতি জীব ও ব্রহ্মে ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন এই জন্য। যদি বল ঐ ভেদ প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধেও সঙ্গত হয় কেবল অংশাংশিভাবে হয় না। তাহার উত্তর এই যে—"অন্যথা চা'পি"—অথর্ব্ববেদ বলিয়াছেন "ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মেমে কিতবা উত" . অতএব জীব ও ব্রহ্মে চৈতন্যাংশে ভিন্নতা নাই। অগ্নি ও বিস্ফুলিঙ্গ উভয়েই যেমন উষ্ণ, তেমনই জীব ও ব্রহ্ম উভয়েই চৈতন্যস্বরূপ। "অতো ভেদাভেদাবগমাভ্যাং অংশত্বাগমঃ।" এইরূপে শঙ্করাচার্য্য জীব ও ব্রহ্মের ভেদ ও অভেদ স্বীকার করিয়াছেন। এই স্বীকারোক্তি তাঁহার জীবব্রহ্মের অভেদ প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধ। এখানে তিনি নিম্বার্কাচার্য্যের সহিত এক মত হইয়াছেন। নিম্বার্ক ২।৩।৪৩ সূত্র দ্বারা স্বীয় ভেদাভেদ মত স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনটি বিষয়ে নিম্বার্ক শঙ্কর হইতে ভিন্নমত (১) এই ভেদাভেদে। জীব ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন হইলে অবিদ্যাবশতঃ হত-জ্ঞান হইত না ও তাহার জীবত্ব সিদ্ধ হইত না। (২) এই ভিন্নভাব মোক্ষ অবস্থায়ও জীবের থাকে। তখনও জীব স্বীয় ইন্দ্রিয়গণসহ নিজের জীবত্ব অক্ষুন্ন রাখে, ব্রহ্মে মিশিয়া

৪৫। অপি চ স্মর্য্যতে।

উ। স্মৃতিও তাই বলিয়াছেন,—"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" অংশাংশিভাব সিদ্ধ হইলেও শাস্য শাসক সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি নাই। নিরতিশয় উপাধিসম্পন্ন ঈশ্বর হীনোপাধি জীবকে শাসন করিতে পারেন। শ্রুতি বলিয়াছেন "য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মানং অন্তরো যময়তি।" সেব্য সেবক ভাবও শ্রুতির বিরুদ্ধ নয়।

৪৬। প্রকাশাদিবন্নৈবং পরঃ

পূ। জীব যদি ব্রহ্মের অংশ হয়, ব্রহ্ম জীবের সুখ দুঃখের ভাগী হন। তিনি যদি বিশ্বজগতের সমস্ত প্রাণী ও উদ্‌ভিদের দুঃখভোগ করেন, তাঁহার মত দুঃখ আর কাহারও হয় না। তবে কেন জীব মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা করিবে? মোক্ষ হইলেই ত জীব ব্রহ্মের দুঃখ পাইবে।

উ। জীবের দুঃখ অহঙ্কারবশতঃ, সত্য নহে। পুত্রাদিতে অহং মম জ্ঞান থাকাতেই স্নেহের বশ হইয়া জীব তাহাদের দুঃখ নিজের উপর আরোপ করে। নিজের দেহের প্রতি আত্মজ্ঞান থাকায় দৈহিক পীড়ায় জীব কাতর হয়। নৈবং পরঃ পরমেশ্বর এরূপ নন। তাঁহার

যায় না। (কিন্তু নিম্বার্ক ৩।২।২৬, ৩।৩।৩০ এবং ৪।১।১৯ সূত্রে মিশিয়া যাওয়া মানিয়া লইয়াছেন অথচ ৪।২।১২ সূত্রে মিশিয়া যায় না বলিয়াছেন) (৩) জীবাত্মা অণুপ্রমাণ, বিভু নহে। ২।৩।২৯ সূত্রের সরলভাষ্যে জীবের অণুত্ব খণ্ডিত হইয়াছে। ২।৩।৪৩ সূত্রের সরল ভাষ্যে ভেদাভেদ মত খণ্ডিত হইয়াছে।

অবিদ্যাও নাই, দেহাভিমানও নাই, সুতরাং দুঃখও নাই। প্রকাশাদিবৎ—সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতির আলোক পৃথিবীকে স্পর্শ করে বলিয়া সূর্য্য চন্দ্র পৃথিবীর মলে মলিন হয় না। সেইরূপ জীবের ভ্রমাত্মক দুঃখে ব্রহ্মের দুঃখভোগ হয় না।

৪৭। স্মরন্তি চ।

উ। স্মৃতি বলেন,—

"তত্র যঃ পরমাত্মা হি স নিত্যোনির্গুণ স্মৃতঃ।
ন লিপ্যতে ফলৈশ্চা'পি পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥
কর্ম্মাত্মত্বপরো যো'সৌ মোক্ষবন্ধৈঃ স যুজ্যতে।
স সপ্তদশকেনা'পি রাশিনা যুজ্যতে পুনঃ॥"

১৭ রাশি = ১০ইন্দ্রিয়, ৫ প্রাণ, মন ও বুদ্ধি। সূত্রে চ শব্দ থাকায় শ্রুতি ও উহ্য হইয়াছে। শ্রুতিপ্রমাণ যথা, "তয়োরেকঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্নন্যো'ভিচাকশীতি।" "একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোক দুঃখেন বাহ্যঃ।"

৪৮। অনুজ্ঞাপরিহারৌ দেহসম্বন্ধাৎ জ্যোতিরাদিবৎ।

পূ। "নান্ততো'স্তি দ্রষ্টা;" "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি;" "তৎত্বমসি;" "অহং ব্রহ্মাস্মি;" ইত্যাদি শ্রুতি বলিয়াছেন জীব ব্রহ্মে ভেদ নাই। তবে লৌকিক ও বৈদিক বিধিনিষেধ কিরূপে সঙ্গত হইবে? জীব ব্রহ্মে ভেদ না থাকিলে শাস্ত্রাদিরও সার্থকতা হয় না।

উ। যতদিন জীবের দেহাভিমান থাকে বিধিনিষেধরূপ শাস্ত্রের সার্থকতা থাকে। যতদিন সম্যক্ দর্শন দ্বারা আত্মজ্ঞান না হয়, দেহাত্মজ্ঞান দূর হয় না। সম্যক্ জ্ঞানী কৃতার্থ, তাঁহার সম্বন্ধে বিধিনিষেধ নিষ্প্রয়োজন।

পূ। দেহাত্মজ্ঞান থাকিলেই বা বিধিনিষেধের সার্থকতা কি? বস্তুতঃ জগতে ভাল মন্দ বলিয়া ত কিছুই নাই, তবে অনুজ্ঞাই (বিধি) বা কিসের, পরিহার (নিষেধই) বা কিসের?

উ। একই বস্তুকে আমরা লৌকিক ব্যবহারে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখি। জ্যোতিরাদিবৎ অগ্নি এক বস্তু, অথচ আমরা হোমাগ্নিকে পূজা করি, শ্মশানাগ্নিকে পবিহার করি। জল এক বস্তু, অথচ আমরা গঙ্গাজলের পূজা করি, খানার জলকে পরিহার করি।

৪৯। অসন্ততেশ্চাব্যতিকর

পূ। তোমার আমার আত্মা যখন এক, আমার পাপে তোমার নরক, আমার পুণ্যে তোমার স্বর্গ হওয়া উচিত।

উ। আমার আত্মার সহিত তোমার দেহের সম্বন্ধ নাই। জীব উপাধির অধীন। সেই উপাধি অসন্তান অর্থাৎ অন্য দেহের সহিত অসম্বদ্ধ। অতএব আমার কর্ম্ম ও তোমার কর্ম্ম অব্যতিকরঃ (মিশ্রিত নয়) *

---

* নিম্বককৃত অর্থ—জীবাত্মা অণুপ্রমাণ হওয়ায় একের কর্ম্ম অন্য জীবের কর্ম্মের সহিত লয় না।

৫০। আভাস এব চ।

উ। জলে যেমন সূর্য্যের আভাস হয় (প্রতিবিম্ব পড়ে), জীবে তেমনই ব্রহ্মের আভাস হয়। অতএব জীব ও ব্রহ্ম এক হইয়াও ভিন্ন। শত শরাবের জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। তুমি এক শরাব কম্পিত কর, সেই শরাবের প্রতিবিম্বিত সূর্য্যই কম্পিত হইবে, অন্য শরাবের প্রতিবিম্বিত সূর্য্য কম্পিত হইবে না। সেইরূপ এক জীবের কর্ম্ম অন্য জীবে ব্যতিকর (মিশ্রিত) হয় না।

পূ। সাংখ্যদর্শনে প্রতি দেহে পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন, তাহাতে ঐরূপ ব্যতিকরের সম্ভাবনা হয় না।

উ। সাংখ্যের প্রধান সর্ব্বদেহে এক, প্রধানই কর্ম্মভোগ করায় অতএব সাংখ্যের জীবেই কর্ম্মসাঙ্কর্য্যের (কর্ম্ম মিশ্রণের) সম্ভাবনা অধিক। বেদান্তের আত্মা সর্ব্বদেহে এক হইলেও দেহ ভিন্ন, দেহরূপ উপাধিবশতঃই কর্ম্মফল হয়, সুতরাং বেদান্তে কর্ম্মসাঙ্কর্য্য হইতে পারে না। বৈশেষিক মতেও কর্ম্মসাঙ্কর্য্যের সম্ভাবনা আছে। তাঁহাদের আত্মা বহু ও সর্ব্বব্যাপী হইলেও দ্রব্যমাত্ররূপী ও অচেতন। আত্মার উপকরণ মনও বহু ও অচেতন। অথচ সে সকল সূক্ষ্ম পরমাণুতুল্য। সেই মনের সংযোগে আত্মায় ইচ্ছাদি নয়টি গুণ জন্মে। যে সময়ে মন এক আত্মায় সংযুক্ত হয়, সন্নিধানাদির বিশেষ না থাকায় তখন তাহা অবাধে অন্য আত্মায় সংযুক্ত হইতে পারে। *

* নিম্বার্কধৃত পাঠ—"আভাসা এব চ"—সাংখ্যের আত্মার বিভুত্ববাদ আভাসা এব-অপসিদ্ধান্ত।

৫১। অদৃষ্টানিয়মাৎ।

উ। অমুক আত্মার এই অদৃষ্ট এইরূপ চিহ্নিত করিবার নিয়ম না থাকায় এবং সাংখ্যমতে ধর্ম্মাধর্ম্ম আত্মায় না থাকিয়া প্রধানে থাকায় কর্ম্ম-সাঙ্কর্য্য অনিবার্য্য। বৈশেষিকদিগের অদৃষ্টও সর্ব্বাত্মসাধারণ, অতএব এক আত্মার অদৃষ্টের সহিত অন্য আত্মার অদৃষ্ট মিশ্রিত হইবে না এমন কোনও নিয়ম নাই। সুতরাং বৈশেষিক মতেও কর্ম্মসাঙ্কর্য্য অবশ্যম্ভাবী।

৫২। অভিসন্ধ্যাদিষ্বপি চৈবম্।

উ। সাংখ্য ও বৈশেষিকের অভিসন্ধি* প্রভৃতিও সাধারণ হওয়ায় কর্ম্মসাঙ্কর্য্যের সম্ভাবনা হয়।

৫৩। প্রদেশাদিতি চেন্নান্তর্ভাবাৎ।

পূ। বৈশেষিকদের আত্মা শরীরপ্রমাণ। অতএব মনের আত্ম-সংযোগ শরীরের মধ্যেই হইবে। তবে অন্যের সহিত কর্ম্মসাঙ্কর্য্য কেন হইবে?

উ। বৈশেষিকদের মতে সকল আত্মাই সর্ব্বব্যাপী হওয়ায় যুগপৎ সর্ব্বশরীরব্যাপী। প্রতি আত্মাই জগতের সর্ব্বদেহে অবস্থিত। তবে বৈশেষিক কিরূপে আত্মার শরীরাবচ্ছিন্নত্ব প্রতিপন্ন করিবেন? যাহা সর্ব্বব্যাপী তাহার প্রদেশ হয় না। সকল আত্মাই সর্ব্বব্যাপী হওয়ায় সর্ব্বাত্ম সন্নিধানেই শরীরের জন্ম। তবে এই আত্মার এই শরীর, ও শরীর নয়, ইহা কিরূপে বলিবে? বহু আত্মার সর্ব্বব্যাপিতাই অসম্ভব।

---

* অভিসন্ধি—motive.

দ্বিতীয়োऽধ্যায়ঃ

চতুর্থঃ পাদঃ।*

১। তথাপ্রাণাঃ।

পূ। ছান্দোগ্যের ও তৈত্তিরীয়ের সৃষ্টিপ্রকরণে প্রাণের উল্লেখ নাই। অতএব প্রাণ সৃষ্টপদার্থ নয়।

উ। বৃহদারণ্যক (২।১।২০) শ্রুতি বলিয়াছেন, "যথা অগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেব অস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ ব্যুচ্চরন্তি।" প্রশ্নোপনিষৎ (৩য় প্রশ্নে) বলিয়াছেন, "আত্মনঃ এষ প্রাণো জায়তে।" মুণ্ডক (২।৮) শ্রুতি বলেন, "সপ্তঃ প্রাণাঃ প্রভবন্তি অস্মাৎ।" অন্য এক শ্রুতি বলেন, "স প্রাণং অসৃজত প্রাণাৎ শ্রদ্ধাং।" অথর্ব্ববেদ বলিয়াছেন, "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিবাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্যধারিণী।" অতএব আত্মা হইতে যেমন আকাশ বায়ু মন প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে, "তথা প্রাণাঃ অপি।"

পূ। ছান্দোগ্য (৭।১৫।১) শ্রুতি বলিয়াছেন, "যথা...অরা নাভৌ সমর্পিতা এবং অস্মিন্ প্রাণে সর্ব্বং সমর্পিতং ;" ঐ (৭।১৫।৪) বলিয়াছেন, "প্রাণো হি এব এতানি সর্ব্বাণি ভবতি।" সনৎকুমার প্রাণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কাহাকেও বলেন নাই। তিনি প্রাণকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন। অতএব প্রাণের উৎপত্তি নাই।

---

* এই পাদে প্রাণ, ইন্দ্রিয়, নামরূপ ও মাংসাদির উৎপত্তি কথিত হইবে।

উ। প্রাণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিছু আছে কি না নারদ জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তাই সনৎকুমার নিজেই বলিয়া দিলেন, "আত্মতঃ প্রাণঃ," আত্মা হইতেই প্রাণ উৎপন্ন হইয়াছে। (ছান্দোগ্য ৭।২৬।১)।

২। গৌণ্যসম্ভবাৎ।

পূ। প্রাণকে যখন ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, প্রাণের উৎপত্তি হইতে পারে না। ছান্দোগ্য ৭।২৬।১ শ্রুতি গৌণী অর্থাৎ গৌণ অর্থে উক্ত হইয়াছে।

উ। ৭।১।৫ হইতে আরম্ভ করিয়া ছান্দোগ্যে নামকে ব্রহ্ম, নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বাক্‌কে ব্রহ্ম, বাক্‌ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনকে ব্রহ্ম, মন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পকে ব্রহ্ম, সঙ্কল্প অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ চিত্তকে ব্রহ্ম, চিত্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধ্যানকে ব্রহ্ম, ধ্যান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানকে ব্রহ্ম, বিজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলকে ব্রহ্ম, বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্নকে ব্রহ্ম, অন্ন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জলকে ব্রহ্ম, জল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তেজকে ব্রহ্ম, তেজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আকাশকে ব্রহ্ম, আকাশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্মৃতিকে ব্রহ্ম, স্মৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশাকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। কিন্তু আশা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রাণকে ব্রহ্ম না বলিয়া ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে। অতএব এই সকল শ্রুতির গৌণ অর্থ হইবে। ১ম সূত্রে ধৃত শ্রুতি সকলের গৌণ অর্থ হওয়া অসম্ভব।

৩। তৎপ্রাক্ শ্রুতেঃ।

উ। ১ম সূত্রে ধৃত অথর্বশ্রুতিতে প্রাক্ (প্রথমেই) প্রাণের উৎপত্তি কথিত আছে, পরে মন, ইন্দ্রিয়, খং, বায়ু প্রভৃতির উল্লেখ আছে। তুমি

মন প্রভৃতির উৎপত্তি বিষয়ে মুখ্যার্থ অস্বীকার কর নাই। কেবল প্রাণের উৎপত্তি সম্বন্ধে গৌণার্থ করিতে চাহিতেছ ইহা অন্যায়।

৪। তৎপূর্ব্বকত্বাদ্ বাচঃ

পূ। ছান্দোগ্য সৃষ্টিক্রমে প্রাণের উৎপত্তি কথিত হয় নাই কেন?

উ। ছান্দোগ্যের ৬।২।৩,৪ শ্রুতি বলিয়াছেন, "তৎ তেজো'সৃজত…তদপো'সৃজত...তা অন্নং অসৃজন্ত।" ছান্দোগ্য ৬।৫।৪ ও ৬।৬।৫ শ্রুতি বলিয়াছেন, "অন্নময়ং হি…মনঃ, অপোময়ঃ প্রাণঃ, তেজোময়ী বাক্।" অতএব ব্রহ্ম হইতে তেজের উৎপত্তি এবং তেজঃ হইতে প্রাণের উৎপত্তি ঐ শ্রুতি হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং তৎপূর্ব্বকত্বাৎ তেজঃ অপ্ ও অন্নের ব্রহ্মকারণকত্বাৎ—বাক্, প্রাণ ও মনেরও ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি সিদ্ধ হইয়াছে।

৫। সপ্ত গতের্ব্বিশেষিতত্বাচ্চ। পূ।

পূ। বৃহদারণ্যক (৪।৪) শ্রুতি বলিয়াছেন, উৎক্রান্তিকালে সকল প্রাণই (ইন্দ্রিয় সকল) জীবের সহিত উৎক্রান্ত হয়। জীব তখন ন পশ্যতি, ন জিঘ্রতি, ন রসয়তে, ন বদতি, ন শৃণোতি, ন মনুতে, ন স্পৃশতে। অতএব গতেঃ (উৎক্রান্তিকালে সপ্তেন্দ্রিয়ের গতি কথিত হওয়ায়) বিশেষিতত্বাচ্চ ("সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ"—শ্রুতিতে এইরূপ বিশেষিত অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট থাকাতেও) সপ্ত—প্রাণের (ইন্দ্রিয়ের) সংখ্যা সাত, অর্থাৎ চক্ষু, ঘ্রাণ, জিহ্বা, বাক্, শ্রোত্র, মন ও ত্বক্।

৬। হস্তাদয়স্তু স্থিতেঽতো নৈবম্ ।

উ। কঠোপনিষৎ (২।২) "পুরমেকাদশদ্বারং" বলিয়াছেন। বৃহদারণ্যক (৩।২।৪) শ্রুতি বলিয়াছেন, "হস্তো বৈ গ্রহঃ।" ঐ (৩।৯।৪) শ্রুতি বলিয়াছেন, "দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশঃ।" অতঃ (অতএব) হস্তাদি (হস্ত, পদ, পায়ু ও উপস্থ) স্থিতে অবধারিতে সতি নৈবম্— ইন্দ্রিয় ৭ নয়, ১১ই হইতেছে। ইহারা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন।

৭। অণবশ্চ।

পূ। প্রাণ যখন একাদশটি, তাহাদেব সমষ্টি বেশ স্থূলায়তন হইবে।

উ। প্রাণ অণুর ন্যায় সূক্ষ্ম।

পূ। প্রাণ কি পরমাণু ?

উ। পরমাণু নয়। পরমাণু হইলে প্রাণের কৃৎস্নদেহব্যাপী কার্য্যের অনুপপত্তি হয়। প্রাণ এত সূক্ষ্ম যে দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রাণ স্থূল হইলে মৃত্যুকালে পার্শ্বস্থ লোক প্রাণেব উৎক্রান্তি দেখিতে পাইত। প্রাণ সর্ব্বব্যাপী নহে। সর্ব্বব্যাপী হইলে কেবল শরীরের অভ্যন্তরে তাহার কার্য্য নিবদ্ধ থাকিত না। অতএব প্রাণ সূক্ষ্ম ও পরিচ্ছিন্ন (অসীম নহে)।

৮। শ্রেষ্ঠশ্চ।

পূ। "ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি, ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং, তস্মাদ্ধান্যন্ন কিঞ্চনাস॥"

এই শ্রুতির 'আনীদবাতং' বাক্য হইতে পাওয়া যায় যে, ব্রহ্ম শ্বাস প্রশ্বাস করিতেন। অতএব সৃষ্টির পূর্ব্বেও প্রাণের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়।

উ। তখন ত বায়ু ছিল না। আনীদবাতং = বায়ু ব্যতিরেকে শ্বাস প্রশ্বাস করিতেন।

পূ। শ্বাস প্রশ্বাসের কথা যখন রহিয়াছে বায়ু না থাকিলেও প্রাণ ছিল।

উ। ব্রহ্ম "অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রঃ।" কেনোপনিষৎ (১।৮) শ্রুতি বলিয়াছেন, "যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।"

পূ। তবে নাসদাসীয় সূক্ত কেন বলিলেন "আনীদবাতং ?"

উ। কারণে যাহা নাই তাহা কার্য্যে থাকিতে পারে না। তাই বায়ু না থাকিলেও ব্রহ্ম "আনীৎ"—শ্বাস প্রশ্বাস করিতেন বলিয়া জীবের শ্বাস প্রশ্বাসের মূল ব্রহ্মে ছিল, ইহাই বলা হইয়াছে।

পূ। তবে ছান্দোগ্য (৫।১।১) শ্রুতি কেন বলিলেন, "প্রাণোবাব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ ?" জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ হইলে অজ ও নিত্য হয় না কি ?

উ। অন্য ইন্দ্রিয় হইতে মুখ্যপ্রাণ সমধিক গুণসম্পন্ন হওয়ায় প্রাণকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে (ছান্দোগ্য ৩।২ এবং ৫।১)। গর্ভাধানের প্রথমেই প্রাণের সঞ্চার হয় বলিয়া প্রাণ জ্যেষ্ঠ। অতএব প্রাণ অজ বা নিত্য নহে, ইহা ব্রহ্মোদ্ভব।

৯। ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ।

পূ। শ্রুতি বলিয়াছেন, "যঃ প্রাণঃ স এব বায়ুঃ পঞ্চবিধঃ প্রাণো'-পানোব্যান উদানঃ সমানঃ।" সাংখ্যস্মৃতিও বলেন, "সামান্যা করণবৃত্তিঃ

প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ”—ইন্দ্রিয়গণের সাধারণ বৃত্তিই প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু। অতএব বায়ুই প্রাণ।

উ। মুখ্যপ্রাণ বায়ুও নহে, ইন্দ্রিয়সকলের সাধারণ বৃত্তিও নহে। শ্রুতি প্রাণকে পৃথক্রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, “প্রাণ এব ব্রহ্মণঃ চতুর্থঃ পাদঃ স বায়ুনা জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ।” প্রাণ যদি বায়ু হইত ‘বায়ুনা ভাতি’ বলা হইত না। প্রাণ ইন্দ্রিয়বৃত্তি হইলে, “এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ, খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী” শ্রুতিতে প্রাণকে ইন্দ্রিয় সকল হইতে পৃথক করিয়া বলা হইত না, বায়ু হইতেও পৃথক করিয়া বলা হইত না।

পূ। প্রাণ ত এক ইন্দ্রিয়ের কার্য্য নয়, সমুদায় ইন্দ্রিয়ের একীভূত কার্য্য।

উ। তাহা কিরূপে হইবে? হস্ত পদ ও চক্ষুর সহিত প্রাণের কোনও সম্বন্ধ বা সাজাত্য ত দেখা যায় না। অপি চ একীভূত কার্য্য হইলে প্রাণকে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ কেন বলিবে?

পূ। তবে শ্রুতি, “যঃ প্রাণঃ স এষ বায়ু” এমন কথা কেন বলিলেন?

উ। এ বায়ু ভৌতিক বাহ্য বায়ু নহে। ইহা অধ্যাত্মভাবাপন্ন পঞ্চব্যূহ, অন্য ইন্দ্রিয় হইতে বিশেষভাবে স্থিত ও প্রাণ নামে কথিত; ইহা বায়ুও নহে, কোনও পৃথক তত্ত্বও নহে। (২।৪।১৮ দেখ)।

১০। চক্ষুরাদিবৎ তু তৎসহশিষ্ট্যাদিভ্যঃ।

পূ। “সুপ্তেষু বাক্ আদিষু প্রাণ এবৈকো জাগর্ত্তি,” “প্রাণ এবৈকো মৃত্যুনা অনাপ্তঃ;” “প্রাণঃ সম্বর্গো বাগাদীন্ সংবৃঙ্‌ক্তে;” “প্রাণঃ ইতরান্ প্রাণান্ রক্ষতি মাতেব পুত্রান্;” “প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠশ্চ,” প্রভৃতি

শ্রুতি প্রাণের নানাপ্রকার বিভূতি কীর্ত্তন করিয়া জীবাত্মার ন্যায় প্রাণের স্বাতন্ত্র্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অতএব জীবাত্মার ন্যায় প্রাণও ভোক্তা।

উ। জীবাত্মাই ভোক্তা, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ জীবাত্মার ভোক্তৃত্বের করণমাত্র। "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" শ্রুতি, প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়সকলকে তৎসহশিষ্টিঃ (তাহাদের সহিত শাসিত অর্থাৎ উপদিষ্ট অর্থাৎ একত্রে উল্লিখিত করায়) প্রাণকে উহাদের সমধর্ম্মী বলিয়াই মনে হয়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ অচেতন, প্রাণ উহাদের সমধর্ম্মী হওয়ায় অচেতন বলিয়াই গণ্য হইতেছে। অচেতন প্রাণ ভোক্তা হইতে পারে না।

১১। অকরণত্বাচ্চ ন দোষস্তথা হি দর্শয়তি।

পূ। প্রাণ চক্ষুরাদির সমধর্ম্মী কিরূপে হইতে পারে ? চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ প্রত্যেকে এক এক কার্য্যের কবণ। প্রাণ ত কোনও কার্য্যেব করণ নয়।

উ। নিম্নলিখিত আখ্যায়িকা, কৌষীতকি, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকে পাওয়া যায়। প্রাণ সকল (ইন্দ্রিয়েরা) নিজ নিজ প্রাধান্য লইয়া বিবাদ করায় ব্রহ্মা বলিলেন, "যস্মিন্ বঃ উৎক্রান্তে শরীরং পাপিষ্ঠতরং (ঘৃণ্যতরং) ইব দৃশ্যেত স বঃ শ্রেষ্ঠঃ।" ব্রহ্মার বাক্যানুসারে বাগাদি ইন্দ্রিয় সকল একে একে শরীর হইতে উৎক্রান্ত হইলে দেখা গেল, যে যে ইন্দ্রিয় উৎক্রান্ত হইল কেবল সেই সেই ইন্দ্রিয়েরই অভাব হইল, জীবনযাত্রা চলিতে লাগিল। কিন্তু প্রাণ উৎক্রান্ত হইলে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের হানি হইল, অপি চ

জীবনেরও হানি হইল। এতদ্বারা সিদ্ধান্ত হইল, প্রাণই শ্রেষ্ঠ, প্রাণই মুখ্য, ইন্দ্রিয়াদির ও শরীরের অবস্থান ঐ মুখ্যপ্রাণের অধীন। তখন সেই বরিষ্ঠপ্রাণ ইন্দ্রিয়গণকে বলিল, "মা মোহং আপদ্যথ, অহমেব এতৎ পঞ্চধা আত্মানং প্রবিভজ্য এতৎ বাণং (শরীরং) অবষ্টভ্য বিধারয়ামি।" অন্য শ্রুতি বলিয়াছেন, জীব সুষুপ্ত হইলে প্রাণই দেহরূপে গৃহ রক্ষা করে, "প্রাণেন রক্ষন্ অবরং কুলায়ং।" আর এক শ্রুতি বলেন, "যস্মাৎ কস্মাৎ চ অঙ্গাৎ প্রাণ উৎক্রামতি তদেব তৎ শুষ্যতি। তেন যদশ্নাতি যৎ পিবতি তেন ইতরান্ প্রাণান্ অবতি।" আবার অন্য শ্রুতি বলিতেছেন, "কস্মিন্ অহং উৎক্রান্তে উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি, কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে অহং প্রতিষ্ঠাস্যামি ইতি স প্রাণং অসৃজত" —কে উৎক্রান্ত হইলে আমি উৎক্রান্ত হইব, কে প্রতিষ্ঠিত হইলে আমি প্রতিষ্ঠিত হইব, এই ভাবিয়া আত্মা প্রাণকে সৃজন করিলেন। অতএব তুমি বলিতে পার না যে প্রাণের কার্য্য নাই। অকরণত্বাৎ চ ন দোষঃ চক্ষুরাদির ন্যায় প্রাণ এক বিশেষ কার্য্যের করণ না হইলেও দোষ হয় না। তথা হি দর্শয়তি—শ্রুতি ইহা দেখাইয়াছেন, প্রাণের দ্বারা জীবের প্রতিষ্ঠা ও উৎক্রান্তি হয়, ইহাই প্রাণের কার্য্য।

১২। পঞ্চবৃত্তির্মনোবৎ ব্যপদিশ্যতে।

উ। মনের যেমন পঞ্চবৃত্তি :—শ্রবণনিমিত্ত শব্দজ্ঞান, চক্ষুনিমিত্ত বর্ণ ও রূপজ্ঞান, নাসিকানিমিত্ত গন্ধজ্ঞান, জিহ্বানিমিত্ত রসজ্ঞান ও ত্বক্‌নিমিত্ত স্পর্শজ্ঞান ; তেমনই প্রাণেরও পাঁচবৃত্তি,—প্রাগ্‌বৃত্তির নাম প্রাণ, তাহার কার্য্য শ্বাস প্রশ্বাস ; অবাগ্‌বৃত্তির নাম অপান, তাহার কার্য্য মলমূত্র ত্যাগ ; এতদুভয়ের সন্ধিস্থলের বৃত্তির নাম ব্যান, তাহার কার্য্য বলপ্রয়োগ দ্বারা

কর্ম্মসাধন ; উদান ঊর্দ্ধবৃত্তি, ইহার কার্য্য উৎক্রান্তি ; সর্ব্বাঙ্গে সমবৃত্তির নাম সমান, ইহা অন্নের রস শোণিতরূপে সর্ব্বশরীরে আনয়ন করে।

১৩। অণুশ্চ।

পূ। তুমি ৭ সূত্রে প্রাণকে "অণবশ্চ" বলিয়াছ, কোন্ প্রমাণে ?

উ। বৃহদারণ্যক (৪।৪।২) বলিয়াছেন, "প্রাণমুৎক্রামন্তং সর্ব্বেপ্রাণা অনূৎক্রামন্তি," সূক্ষ্ম বলিয়াই প্রাণের উৎক্রান্তি কেহ দেখিতে পায় না।

পূ। তবে বৃহদারণ্যক (১।৩।২২) শ্রুতি প্রাণকে "সমো মশকেন··· সম এভিস্ত্রিভির্লোকৈঃ" কেন বলিয়াছেন ?

উ। জীবের প্রাণ মশকের ন্যায় সূক্ষ্ম। যে প্রাণ "সম এভিস্ত্রিভির্লোকৈঃ" কৌষীতকি উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে ইন্দ্র সেই প্রাণের কথা প্রতর্দ্দনকে বলিয়াছেন, "প্রাণোস্মি প্রজ্ঞাত্মা তং মাং আয়ুরমৃতং ইত্যুপাস্ব।" এই প্রাণের কথাই কৌষীতকি (৩।৮) শ্রুতি বলিয়াছেন, "তদ্ যথা রথস্য অরেষু নেমিঃ অর্পিতঃ নাভৌ অরা অর্পিতাঃ এবং এব এতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাসু অর্পিতাঃ প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণে অর্পিতাঃ। স এব প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা আনন্দঃ অজরঃ অমৃতঃ।" ১।১।২৮, ২৯ সূত্র দেখ।

১৪। জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানন্তু তদামননাৎ।

পূ। তুমি বলিয়াছ প্রাণ নিষ্ক্রিয় নহে, তাহার এক স্বতন্ত্র বৃত্তি আছে। তাহা হইলে প্রাণ স্বতন্ত্র (স্বাধীন) হইল।

উ। প্রাণের যে পৃথক্ বৃত্তির কথা ১১ সূত্রে বলিয়াছি, তাহা স্বাধীন নহে। দেবতাদিগের অধিষ্ঠানবশতঃই প্রাণের পাঁচ প্রকার ক্রিয়া হয়।

ঐতরেয় (১।২।৪) শ্রুতি বলিয়াছেন "অগ্নির্বাগ্ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ, বায়ুঃ-প্রাণোভূত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ।" অন্য এক শ্রুতি বলিয়াছেন, "বাগেব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ স অগ্নিনা জ্যোতিষা ভাতি চ, তপতি চ।" "স বৈ বাচমেব প্রথমাং অত্যবহৎ সা যদা মৃত্যুং অত্যমুচ্যত সঃ অগ্নিরভবৎ।" অর্থাৎ তিনি প্রথমাং (বেদবাক্যরূপ শ্রেষ্ঠা) বাক্‌কে মিথ্যা পারুষ্যাদি পাপরূপ মৃত্যু হইতে মুক্ত করায় বাক্ অগ্নিদেবতাত্ব প্রাপ্ত হইলেন। স্মৃতি বলেন বাগিন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক, বক্তব্য (কথা) আধিভৌতিক, এবং অগ্নি বাগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। অতএব প্রাণের স্বতন্ত্রতা নাই। জ্যোতিবাদির (অগ্ন্যাদির) অধিষ্ঠানে প্রাণ সকল স্ব স্ব কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হয়। তদামননাৎ—শ্রুতি স্মৃতির প্রমাণ দ্বারা একথা জানা যায়।

১৫। প্রাণবতা শব্দাৎ।

পূ। দেবতারাই যদি ইন্দ্রিয়সকলের অধিষ্ঠাত্রী হইলেন, জীবের ভোক্তৃত্ব কোথায় থাকিল ?

উ। "অথ যত্রৈতৎ আকাশং অণুপ্রবিষণ্ণং চক্ষুঃ স চাক্ষুষঃ পুরুষো দর্শনায় চক্ষুঃ"—চক্ষু অভিমানী আত্মার দর্শনের জন্যই এই চক্ষু। "অথ যো বেদ ইদং জিঘ্রাণীতি স আত্মা গন্ধায় ঘ্রাণং"—যিনি জানেন, আমি শুঁকিতেছি তাঁহারই গন্ধজ্ঞানের জন্য এই নাসিকা। অতএব জীবাত্মাই ভোক্তা হইলেন। অপি চ ইন্দ্রিয় সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বহু। এক দেহে বহু ভোক্তা থাকা অসম্ভব। অতএব প্রাণবতা (যাহার প্রাণ আছে অর্থাৎ জীবের সহিতই) প্রাণগণের সম্বন্ধ। শব্দাৎ (ইহাই শ্রুতি প্রমাণে পাওয়া যায়)।

১৬। তস্য চ নিত্যত্বাৎ।

উ। দেবতারা পরমৈশ্বর্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত। শ্রুতি বলেন পাপ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করে না। "পুণ্যমেব অমুং গচ্ছতি, ন চ বৈ দেবান্ পাপং গচ্ছতি।" দেবতারা কি জীবের হীন শরীরে দুঃখভোগ করিতে আসিবেন? অপি চ জীবেরই সহিত প্রাণের নিত্যসম্বন্ধ। বৃহদারণ্যক (৪।৪।২) শ্রুতি বলেন, "তমুৎক্রান্তং প্রাণঃ অনূৎক্রামতি, প্রাণং অনূৎক্রামন্তং সর্ব্বেপ্রাণাঃ অনূৎক্রামন্তি"—জীব উৎক্রমণে উদ্যত হইলে প্রাণ তাহার পশ্চাদ্‌গামী হয়। প্রাণ উৎক্রমনে উদ্যত হইলে ইন্দ্রিয় সকল প্রাণের পশ্চাদ্‌গামী হয়। অতএব ইহাই প্রমাণ হইল যে, জীবের সহিত প্রাণের নিত্যসম্বন্ধ থাকায় জীবই ভোক্তা। দেবতারা কেবল ইন্দ্রিয়-সকলের অধিষ্ঠাত্রী ও সহায়। তাঁহারা ভোক্তা নন।

১৭। ত ইন্দ্রিয়াণি তদ্‌ব্যপদেশাৎ অন্যত্র শ্রেষ্ঠাৎ।

পূ। তুমি এক মুখ্য ও একাদশ গৌণপ্রাণের কথা বলিয়াছ। গৌণ-প্রাণ সকল মুখ্যপ্রাণেরই বৃত্তিভেদ। অতএব তাহারা মুখ্যপ্রাণ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। বৃহদারণ্যকের সম্বর্গ বিদ্যায় আছে, "হন্ত অস্যৈব সর্ব্বে রূপং অসাম ইতি। তত্র তস্য এব সর্ব্বে রূপং অভবন্"—ইতর প্রাণেরা বলিল আমরা সকলে মুখ্যপ্রাণের রূপ প্রাপ্ত হইব, তাহাই হইল। অপি চ মুখ্যপ্রাণও প্রাণ, গৌণপ্রাণও প্রাণ। একার্থ বলিয়াই উহাদের এক শব্দ এক নাম (প্রাণ) হইয়াছে। অতএব ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, এক

মুখ্যপ্রাণের বৃত্তিভেদে যেমন পঞ্চপ্রাণ হয়, তেমনই এক মুখ্যপ্রাণের বৃত্তিভেদে একাদশ ইন্দ্রিয়ও হয়।

উ। মুখ্যপ্রাণই প্রাণবাচক। একাদশ ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়বাচক। অথর্ব্ব শ্রুতিও প্রাণকে পৃথক্ ও ইন্দ্রিয়গণকে পৃথক্ বলিয়াছেন, "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।" কি শ্রুতি, কি স্মৃতি কোথাও মুখ্যপ্রাণকে ইন্দ্রিয় বলা হয় নাই। অতএব "শ্রেষ্ঠাৎ অন্যত্র" (শ্রেষ্ঠ বা মুখ্যপ্রাণ ছাড়া) "তে ইন্দ্রিয়াণি" তাহারা, (একাদশ প্রাণ) ইন্দ্রিয়ই, প্রাণ নহে। "তদ্ব্যপদেশাৎ" শ্রুতি তাহাদিগকে ইন্দ্রিয় বলিয়াছেন এই হেতু।

১৮। ভেদশ্রুতেঃ।

উ। "মনোবাচং প্রাণং তানি আত্মনে অকুরুত"—শ্রুতি মন, বাক্য ও প্রাণকে পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ছান্দোগ্যের প্রাণসম্বাদেও ইন্দ্রিয় সকলের প্রাণ হইতে ভেদ কথিত হইয়াছে। দেবাসুর যুদ্ধে দেবতারা প্রথমে নাসিক্যং প্রাণং (শ্বাসপ্রশ্বাসকারী প্রাণকে) উদ্‌গীথত্বে বরণ করিলেন। অসুরেরা নাসিক্যপ্রাণকে পাপবিদ্ধ করিল। পরে দেবতারা বাচঃ উদ্‌গীথং উপাসাঞ্চক্রিরেতাং। অসুরেরা বাক্যকেও পাপবিদ্ধ করিল। এইরূপে দেবতারা অসুরদিগকে পরাজয় করিবার জন্য চক্ষু, শ্রোত্র, মনকেও উদ্‌গীথত্বে বরণ করিলেন। অসুরগণ ইহাদিগকেও পাপবিদ্ধ করিল। তখন দেবতারা মুখ্যপ্রাণকে উদ্‌গীথত্বে বরণ করিলেন। অসুরেরা মুখ্যপ্রাণকেও বিদ্ধ করিতে গিয়া যেমন মাটির গোলা পাথরে লাগিয়া চূর্ণ হয় সেইরূপ বিধ্বস্ত হইল। এই শ্রুতিও মুখ্যপ্রাণকে অন্য ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্ করিয়াছেন।

১৯। বৈলক্ষণ্যাচ্চ।

উ। ইতরপ্রাণের (বাগাদি ইন্দ্রিয়ের) সহিত মুখ্যপ্রাণের বৈলক্ষণ (লক্ষণভেদ) আছে। তুমি ১৭ সূত্রে বলিয়াছ ইতরপ্রাণেরা মুখ্যপ্রাণের রূপ প্রাপ্ত হইল, অতএব তাহারা মুখ্যপ্রাণ হইতে অভিন্ন। কিন্তু "তত্র তস্যৈব রূপং অভবন্" বাক্যের পরে শ্রুতি কি বলিতেছেন দেখ। "তানি মৃত্যু শ্রমো ভূত্বা উপযেমে, তস্মাৎ শ্রাম্যতি এব বাক্।" এইরূপে একে একে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কথা বলিয়া "অথ ইমং এব নাপ্নোৎ যো'য়ং মধ্যমঃ প্রাণঃ"—মৃত্যু সকল ইন্দ্রিয়কে পাইল কেবল প্রাণকে পাইল না। "অয়ং বৈ নঃ শ্রেষ্ঠঃ" ইন্দ্রিয়েরা তখন বলিল, এই প্রাণই আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অতএব "তস্যৈব রূপং অভবন্" এই বাক্যের অর্থ তাহাদের প্রাণের তাদাত্ম্যপ্রাপ্তি নহে, বাগাদির প্রাণের অধীন পরিস্পন্দ (স্বকার্য্যসাধন ক্রিয়া) লাভ মাত্র। নতুবা শ্রুতির বিরোধ হয়। "তত্র তস্যৈব সর্ব্বেরূপমভবন্, তস্মাৎ এতে এতেন আখ্যায়ন্তে প্রাণাঃ" শ্রুতি ইহার প্রমাণ। প্রাণের অধীন পরিস্পন্দলাভ * হওয়ায় ইন্দ্রিয়দের নাম প্রাণ হইল। এই মাত্র।

২০। সংজ্ঞামূর্ত্তিকৢপ্তিস্তু ত্রিবৃৎ কুর্ব্বত উপদেশাৎ।

পূ।† ছান্দোগ্যের সৃষ্টিপ্রকরণে (৬।২,৩) আছে,—"তেষাং খলু এষাং ভূতানাং ত্রীণি এব বীজানি ভবন্তি, অণ্ডজং জীবজং উদ্ভিজ্জমিতি। সা

* Functioning

† নিম্বার্ক—১৮ ও ১৯ সূত্রকে একত্র করিয়াছেন।

ইয়ং দেবতা ঐক্ষত হন্ত অহং ইমে তিস্রো দেবতা অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি। তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং একৈকাং করবাণি ...সা ইয়ং দেবতা ইমাঃ তিস্রো দেবতা অনেনৈব জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ।" এই নামরূপ ব্যাকরণের কর্তা কে? "অনেন জীবেনাত্মনা অনুপ্রবিশ্য' বাক্য দ্বারা জীবকেই কর্তা বলিয়া বোধ হয়।

উ। সংজ্ঞামূর্তিক্লৃপ্তি (নামরূপের কল্পনা) অর্থাৎ সৃষ্টির কথা উপদেশাৎ (বলায়) সেই সৃষ্টি, ত্রিবৃৎকারী (সৃষ্টিকারক) ঈশ্বরের, ইহাই বুঝায়। কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন, "সা ইয়ং দেবতা ঐক্ষত অহং নামরূপে ব্যাকরবাণি"—আমিই সৃষ্টি করিব। জীবাত্মা এখানে করণ মাত্র, কর্তা নহে।

২১। মাংসাদি ভৌমং যথাশব্দং ইতরয়োশ্চ।

উ। ঐ শ্রুতিই পরে বলিতেছেন, "অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে, তস্য যঃ স্থবিষ্ঠঃ (স্থূলতমঃ) ধাতুঃ তৎ পুরীষং ভবতি, যো মধ্যমঃ তৎ মাংসং ভবতি, যঃ অণিষ্ঠঃ (সূক্ষ্মতম) তন্ মনঃ।" এই মাংসাদি অন্ন হইতে উৎপন্ন, অতএব ভৌম (ভূমির বিকার)। ইতরয়োঃ (জল ও তেজের) কার্য্যং যথা শব্দং জ্ঞাতব্যং—শ্রুতির কথা অনুসারে বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ত্রিবৃৎকৃত ভূমি হইতে মাংসাদির উৎপত্তি। ত্রিবৃৎকৃত আপঃ হইতে মূত্র, রক্ত ও প্রাণের উৎপত্তি, এবং ত্রিবৃৎকৃত তেজঃ হইতে অস্থি, মজ্জা ও বাকের উৎপত্তি হয়।

২২। বৈশেষ্যাৎ তু তদ্‌বাদঃ তদ্‌বাদঃ।

পূ। যদি ভূমিই মাংসাদি হয়, জলই প্রাণাদি হয়, তেজঃই বাগাদি হয়, তবে মাংসাদিকে ভূমি, প্রাণাদিকে জল, বাগাদিকে তেজ বল না কেন? বিশেষ বিশেষ নামের প্রয়োজন কি?

উ। ত্রিবৃৎকৃত শব্দের অর্থ রজ্জুর মত তিন খাই পাক দিয়া এক করা। শ্রুতি প্রথমে বলিয়াছেন, তেজঃ হইতে জল হয়, জল হইতে অন্ন হয়। পরে বলিতেছেন, অন্ন অশিত (ভুক্ত) হইলে ত্রিবৃৎকৃত হইয়া মাংসাদি হয়, জল পীত হইয়া ত্রিবৃৎকৃত হইয়া প্রাণাদি হয়, তেজঃ অশিত হইয়া বাগাদি হয়। মাংস কেবল অন্ন নয়, ইহাতে জল ও তেজের অংশ আছে (তিনের মিশ্রণকেই ত্রিবৃৎকরণ বলে); প্রাণ কেবল আপঃ নয়, ইহাতে ভূমি ও তেজের অংশ আছে; বাক্ কেবল তেজঃ নয়, ইহাতে ভূমি ও জলের অংশ আছে। যে দ্রব্যে যে ভাগের আধিক্য আছে, তাহার সেই নাম হইয়াছে। তাই সূত্র বলিতেছেন, বৈশেষ্যাৎ (স্বভাগাধিক্যাৎ) তদ্বাদঃ (তন্নামঃ)। অগ্নিতে তেজের আধিক্য থাকায় উহার নাম তেজঃ, আপঃতে জলেব আধিক্য থাকায় উহার নাম জল; অন্নে ভূমির আধিক্য থাকায় উহার নাম ভূমি হইয়াছে।

সটীক সবলভাষ্যে ব্রহ্মসূত্রস্য দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

প্রথমঃ পাদঃ *

১। তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষ্বক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্ ।

পূ। দেহত্যাগ কালে জীব সূক্ষ্মদেহ গ্রহণ করিয়া যান না। কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন, "স এতাঃ তেজোমাত্রাঃ সমভ্যাদদানঃ"—তিনি কেবল ইন্দ্রিয়গণকে লইয়া যান।

উ। ৬।২।২ বৃহদারণ্যকে (৫।৩ ছান্দোগ্যেও প্রায় এইরূপ) প্রবাহণ শ্বেতকেতুকে প্রশ্ন করিলেন, "বেথ উ যতিথ্যাং আহুত্যাং (যে আহুতিতে) হুতায়াং আপঃ পুরুষবাচোভূত্বা বদন্তি ?" প্রবাহণ নিজেই সেই প্রশ্নের এইরূপ নিরূপণ করিলেন, পঞ্চাগ্নিহোত্রে † জল যথাক্রমে শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি, অন্ন ও রেতঃরূপে দিব্, পর্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও যোষিৎরূপ পঞ্চ

* এই অধ্যায়ে জীবের সংসারগতি ও তাহার অবস্থান্তর সকল, ব্রহ্মের সত্ত্বা, বিদ্যার (উপাসনার) ভেদাভেদ, গুণের (উপাসনাঙ্গের) উপসংহার ও অনুপসংহার, সম্যক্‌দর্শন পুরুষার্থসিদ্ধি, সম্যক্‌দর্শনের উপায়, মোক্ষের ঐকরূপ্য বর্ণিত হইবে।

† পঞ্চাগ্নিবিদ্যা :—অসৌ বৈ লোকঃ...অগ্নিঃ অস্য আদিত্য এব সমিৎ রশ্ময়ো ধূমঃ অহঃ অর্চিঃ দিশঃ অঙ্গারাঃ অবান্তরদিশো বিস্ফুলিঙ্গাঃ। তস্মিন্...অগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি, তস্যাঃ আহুত্যাঃ সোমোরাজা সম্ভবতি। পর্জন্যো বা অগ্নিঃ...তস্য সম্বৎসর এব সমিৎ অভ্রাণি ধূমো বিদ্যুৎ অর্চিঃ অশনিঃ অঙ্গারাঃ হ্রাদুনয়ঃ (বজ্রপাতের শব্দ) বিস্ফুলিঙ্গাঃ,

অগ্নিতে আহুত হয়। এই শেষ (পঞ্চমী) আহুতিতে পুরুষ উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ পুরুষশব্দ বাচ্য হয়। অতএব জীব উৎক্রান্তিকালে অপ্ রূপ সূক্ষ্মদেহ পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করে।

পূ। "তদ্ যথা তৃণজলায়ুকা তৃণস্য অন্তংগত্বা অন্যং আক্রম্য আত্মানং উপসংহরতি।" বৃহদারণ্যকের এই ৪।৪।৩ শ্রুতি বলেন, যেমন জোঁক তৃণান্তর গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ব্বধৃত তৃণ ত্যাগ করে, তেমনই জীব দেহান্তর গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বদেহ ত্যাগ করে। অতএব পঞ্চাগ্নি শ্রুতি তৃণজলায়ুকা শ্রুতির বিরুদ্ধ। *

উ। জীব মরিয়াই দেহান্তর প্রাপ্ত হয় না। মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাহার কর্ম্মসকল আগামী দেহবিষয়ক এক ভাবনা উৎপাদন করে (৪।২।১৭ সূত্র দেখ); তৎপরে দেহত্যাগ হয়। জলায়ুকা শ্রুতি ঐ ভাবনাময় দেহের কথা বলিয়াছেন। অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে শ্রুতির প্রমাণই প্রমাণ। এখানে বুদ্ধিপ্রমাণ খাটে না। বুদ্ধিপ্রমাণে কত ভিন্ন ভিন্ন মত হইয়াছে। সাংখ্য বলেন, আত্মাও ব্যাপী, করণ (ইন্দ্রিয় সকলও) ব্যাপী, কর্ম্মবশে

তস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ সোমং রাজানং জুহ্বতি। তস্যাঃ আহুত্যোঃ বৃষ্টিঃ সম্ভবতি। অয়ং বৈঃ লোকঃ অগ্নিঃ...তস্য পৃথিবী এব সমিৎ অগ্নিঃ ধূমো রাত্রিঃ অর্চ্চিঃ চন্দ্রমা অঙ্গারাঃ নক্ষত্রাণি বিস্ফুলিঙ্গাঃ। তস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ বৃষ্টিঃ জুহ্বতি, তস্যাঃ আহুত্যাঃ অন্নং সম্ভবতি। পুরুষঃ বৈ অগ্নিঃ তস্য ব্যাত্তং (হাঁকরা মুখ) এব সমিৎ প্রাণো ধূমো বাগর্চ্চিশ্চক্ষুরঙ্গারাঃ শ্রোত্রং বিস্ফুলিঙ্গাঃ। তস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ অন্নং জুহ্বতি। তস্যাঃ আহুত্যোঃ রেতঃ সম্ভবতি। যোষা বৈ অগ্নিঃ তস্যাঃ উপস্থঃ এব সমিৎ, লোমানি ধূমঃ, যোনিঃ অর্চ্চিঃ, যৎ অন্তঃকরোতি তে অঙ্গারাঃ, অভিনন্দাঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ, তস্মিন্—অগ্নৌ দেবাঃ রেতঃ জুহ্বতি। তস্যৈ আহুত্যোঃ পুরুষঃ সম্ভবতি...। তারপর ঐ পুরুষ মরিলে তাহার দাহও একটি আহুতিরূপে বৃহদারণ্যকে উক্ত আছে, ছান্দোগ্যে নাই। ৩।৩।২ দেখ।

* বৌদ্ধমতে জীবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাহার কর্ম্মানুরূপ দেহে জন্ম হয়। এই জলায়ুকাশ্রুতি উক্ত বৌদ্ধমতের সমর্থক।

আত্মার যে জন্ম হইবে, তদ্রূপ বৃত্তিলাভ করিবে। বৌদ্ধ বলেন, দেহ যেমন নূতন হয়, ইন্দ্রিয়গণও তেমনই নূতন হয়। কাণাদগণ বলেন, মন সঙ্গে যায়, নূতন দেহে নূতন ইন্দ্রিয় হয়। জৈনরা বলেন, পক্ষী যেমন এক বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে যায়, জীব তেমনই এক দেহ হইতে দেহান্তরে যায়। এইসকল মত শ্রুতিবিরুদ্ধ হওয়ায় অগ্রাহ্য। অতএব জীবঃ তদন্তর প্রতিপত্তৌ (দেহান্তর গ্রহণায়) সম্পরিষক্তঃ ভূতসূক্ষ্মৈঃ বেষ্টিতঃ রংহতি গচ্ছতি। প্রশ্ননিরূপণাভ্যাং পঞ্চাগ্নিবিষয়কপ্রশ্নোত্তরাভ্যাং এতদ্ জ্ঞাতব্যং।

২। ত্র্যাত্মকত্বাৎ তু ভূয়স্ত্বাৎ।

পূ। পঞ্চাগ্নি শ্রুতির প্রমাণে জীব কেবল অপ্ (জলেরই ভূতসূক্ষ্ম) পরিবেষ্টিত হইয়া দেহান্তরে যায়। তবে তুমি কেন বলিতেছ জীব সমুদায় ভূতসূক্ষ্ম সহ যায়?

উ। ঐ শ্রুত্যুক্ত অপ্ ত্র্যাত্মক, কেবল জল নয়। ত্রিবৃৎকরণ শ্রুতি (ছান্দোগ্য ৬।৩।৩) তাহার প্রমাণ। তদ্দ্বারা দেহে তেজঃ জল ও ভূমি এই তিনেরই কার্য্য দেখা যায়। অন্য এক প্রমাণ এই যে জীবদেহে বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা, এই ত্রিধাতু বিদ্যমান। এই তিন ধাতুই জলীয়। এই জন্য দেহে জলেরই প্রাধান্য। ভূয়স্ত্বাৎ এই আধিক্যবশতঃই শ্রুতি বলিয়াছেন জীব অপ্ পরিবেষ্টিত হইয়া উৎক্রান্ত হয়।

৩। প্রাণগতেশ্চ।

উ। "তমুৎক্রান্তং প্রাণো'নূৎক্রামতি, প্রাণং অনূৎক্রামন্তং সর্ব্বেপ্রাণাঃ অনূৎক্রামন্তি" এই বৃহদারণ্যক (৬।৪।২) শ্রুতি বলিতেছেন প্রাণ ইন্দ্রিয়

সকলের সহিত গমন করে। ইন্দ্রিয় সকল গেলেই তাহাদের আশ্রয়ীভূত সমুদায় ভূতের গমন অনিবার্য্য। অতএব প্রাণের সমস্ত ইন্দ্রিয় সমভিব্যাহারে গতি হইতেই সর্ব্ব ভূতের গতি উপপন্ন হয়।

৪। অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেরিতি চেন্ন ভাক্তত্বাৎ।

পূ। বৃহদারণ্যক (৩।২।১৩) শ্রুতি বলিয়াছেন "যত্র অস্য পুরুষস্য মৃতস্য অগ্নিং বাক্ অপ্যেতি, বাতং প্রাণঃ, চক্ষুরাদিত্যং, মনশ্চন্দ্রং, দিশঃ শ্রোত্রং, পৃথিবীং শরীরং, আকাশং আত্মা, ওষধীর্লোমানি, বনস্পতীন্ কেশাঃ, অপ্সু লোহিতঞ্চ রেতশ্চ নিধীয়তে।" মৃত পুরুষের বাক্ অগ্নিতে এবং প্রাণ বায়ুতে অপ্যয় (লীন) হয়। অতএব বাক্যেন্দ্রিয় ও প্রাণ দেহের সহিত গমন করে ইহা অপ্রতিপন্ন হইল।

উ। "ওষধীর্লোমানি বনস্পতীন্ কেশাঃ" উক্তি যেমন ভাক্ত (গৌণ) অর্থে উক্ত, তেমনই বাক্যেন্দ্রিয়ের অগ্নিতে গমনও ভাক্ত। যেমন জীবের লোম ওষধীতে এবং কেশ বনস্পতিতে সত্য সত্য যায না, তেমনই জীবের বাক্ও অগ্নিতে সত্য সত্য যায় না। শ্রুতির ঐসকল প্রয়োগ ঔপচারিক।

৫। প্রথমে'শ্রবণাদিতি চেন্ন তা এব হ্যুপপত্তেঃ।

পূ। তুমি প্রথম সূত্রে যে পঞ্চাগ্নিতে পঞ্চ আহুতির কথা বলিয়াছ, তাহার প্রথম আহুতিতে শ্রদ্ধার উল্লেখ আছে। শ্রদ্ধাকে তুমি জল কিরূপে বলিতে পার?

উ। শ্রদ্ধা মনের একটি ভাব, তাহাকে কিরূপে আহুতি দিবে? ঐ শ্রুতিতে শ্রদ্ধা—জল। তৈত্তিরীয় সংহিতা বলিয়াছেন, "শ্রদ্ধা বা আপঃ;" "আপো হাস্মৈ শ্রদ্ধাং সংনমন্তে পুণ্যায় কর্ম্মণে"—জলই পুণ্যকর্ম্মে যজমানের শ্রদ্ধা জন্মায়। প্রথমে প্রথমাগ্নৌ অশ্রবণাৎ অপাং অনুল্লেখাৎ চেৎ (যদি মনে কর পুরুষ অপ্ বেষ্টিত হইয়া উৎক্রান্ত হয় না) তন্ন (তা নয়) হি (যতঃ) তা এব (আপ এব) উপপত্তেঃ শ্রদ্ধাশব্দ দ্বারা উপপন্ন হয়।

৬। অশ্রুতত্বাদিতি চেন্নেষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ।

পূ। যদি শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ আপঃ মানিয়া লই, এবং আপের পরিণাম পুরুষ, ইহাও স্বীকার করি, তবু আপের সহিত জীব দেহান্তরে গমন করেন, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। অশ্রুতত্বাৎ—এরূপ শ্রুতি নাই বলিয়া।

উ। ইষ্টাপূর্ত্তাদি পুণ্যকর্ম্মকারী জীব ধূমাদি অবলম্বনে পিতৃযান পথে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়। এই ধূম আপঃ ভিন্ন কিছুই নয়। ইহার শ্রুতিপ্রমাণ রহিয়াছে, ছান্দোগ্য (৫।১০।৩,৪):—"অথ য ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তং ইত্যুপাসতে তে ধূমং অভিসম্ভবন্তি। ধূমাৎ রাত্রিং, রাত্রেঃ অপরপক্ষং অপরপক্ষাৎ যান্ ষড়্দক্ষিণৈতি মাসান্ তান্ এতে সংবৎসরং অভি-প্রাপ্নুবন্তি। মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং, পিতৃলোকাৎ আকাশং, আকাশাৎ চন্দ্রমসং এষ সোমো রাজা তদ্দেবানাং অন্নং তং দেবা ভক্ষয়ন্তি।" আবার "তস্মিন্......অগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি তস্যা আহুতিঃ সোমো রাজা সম্ভবতি।" অতএব শ্রদ্ধার (জলের) আহুতিতে জীবের চন্দ্রলোক গতি প্রতীত হয়। দধি, দুগ্ধ, সোমরস প্রভৃতি জলময় দ্রব্য যজ্ঞে আহুতি দেওয়া

হয়। তাহারা সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়া অদৃষ্টরূপে যজমানকে আশ্রয় করে। যজমানের দেহ অগ্নিদগ্ধ করিবার সময় "অসৌ স্বর্গায় লোকায় স্বাহা" বলিয়া পুরোহিত যজমানের দেহ অগ্নিতে আহুতি দেন। তখন সেই যজ্ঞে পূর্ব্ব আহুত দধি দুগ্ধাদির সূক্ষ্মভূত আপঃ অদৃষ্ট বা পুণ্যরূপে মৃত জীবকে বেষ্টন করিয়া নূতন দেহে লইয়া যায়। "শ্রদ্ধাং জুহোতি" বাক্যের এই অর্থ। ধূমাবলম্বনে চন্দ্রলোকে গমন ও সোমরাজত্ব প্রাপ্ত হইয়া দেবতাদের অন্ন হওয়া শ্রুতিরও এই অর্থ। শ্রদ্ধাহুতি বাক্যাৎ ইষ্টাদিকারিণাং অদ্ভিঃ সহ গতিঃ প্রতীয়তে।

৭। ভাক্তং বা অনাত্মবিত্ত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি।

পূ। দেবতারা যদি সোমরাজত্বপ্রাপ্ত জীবকে ভক্ষণই করিলেন, তাহাদের দেহান্তরপ্রাপ্তি কিরূপে সম্ভব হইবে ?

উ। এ ভক্ষণ ভাক্ত (ঔপচারিক অর্থাৎ গৌণ)। শাস্ত্র বলিয়াছেন, "বিশো'ন্নং রাজ্ঞাং পশবো'ন্নং বিশাং"—বৈশ্যরা রাজার অন্ন, পশুরা বৈশ্যের অন্ন। এখানে অন্ন—ভোগের বিষয়। রাজা কি বৈশ্যদের চর্ব্বণ করেন ? দেবতারা চন্দ্ররূপে অমৃতত্বপ্রাপ্ত জীবসকলকে ভোগ করেন, "ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্তি এতদেব অমৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি" ইতি শ্রুতিঃ। অনাত্মবিত্ত্বাৎ (চন্দ্রলোকগামী জীবেরা কেবল যজ্ঞ, দান ও ইষ্টাপূর্ত্তকৃৎ ও আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানহীন হওয়ায়) ভাক্ত অর্থে দেবভোগ্য হন। তথাহি দর্শয়তি (বৃহদারণ্যক ১।৪।১০ বলিয়াছেন, "অথ যো'ন্যাং দেবতাং উপাস্তে অন্যঃ অসৌ অন্যো'হমস্মীতি ন স বেদ পশুরেব স দেবানাং।")

৮। কৃতাত্যয়েঽনুশয়বান্ দৃষ্টস্মৃতিভ্যাং যথেতমনেবঞ্চ।

উ। কৃতস্য পুণ্যস্য অত্যয়ে ক্ষয়ে অনুশয়বান্ (অনুশয়ঃ—স্বর্গার্থস্য কর্ম্মণঃ ভুক্তফলস্য অবশেষঃ) চন্দ্রলোকাৎ ইমং লোকং অবরোহতি।

পূ। কিরূপে তাহা জানিলে ?

উ। দৃষ্টস্মৃতিভ্যাং—শ্রুতিস্মৃতি প্রমাণ দ্বারা।

পূ। চন্দ্রলোকাৎ ইমং লোকং অবরোহয়তি—বলিলে কোন্ পথে অবরোহণ করে ?

উ। যথেতং—যেন মার্গেণ গতবান্ তেনৈব মার্গেণ ; অনেবঞ্চ—তদ্ বিপর্য্যয়েণ চ। চন্দ্রলোকে থাকিতে থাকিতে পুণ্যফল ক্ষীণ হইয়া আসিলে, অল্পমাত্র অবশিষ্টপুণ্য জীব (অনুশয়বান্) পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে। যে পথে গিয়াছিল, সেই পথেই বিপরীতক্রমে ফিরিয়া আসে।

পূ। পুণ্যফল সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হইলেই জীব পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে। কারণ শ্রুতি বলেন, "তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতং উষিত্বা অথৈতং এব অধ্বানং পুনঃ নিবর্ত্তন্তে যথেতং।" (সম্পাত—কর্ম্মাশয়। সম্পতন্তি অনেন। যাবৎ সম্পাতং—যতদিন কর্ম্মাশয় থাকে।) অন্য শ্রুতি বলেন, "প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য যৎকিঞ্চেহ করোত্যয়ং। তস্মাল্লোকাৎ পুনরেতি অস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে।" যৎকিঞ্চ শব্দ দ্বারা পুণ্যফল নিঃশেষিত হইলেই প্রত্যাবর্ত্তন হয় ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

উ। ছান্দোগ্য ৫।১০।৭ শ্রুতি বলিয়াছেন :—"তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিং আপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়-যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বা অথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং

যোনিং আপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা।" নিষ্কারণ জন্ম হয় না। যদি চন্দ্রলোকে সমস্ত কর্ম্মফল ক্ষয় হইল, কোন্ পুণ্যফলে জীব রমণীয়যোনি প্রাপ্ত হইবে? স্মৃতিও বলিয়াছেন,—"কর্ম্মফলং অনুভূয় ততঃ শেষেণ বিশিষ্টজাতিকুলরূপায়ুঃ শ্রুতবৃত্তবিত্তসুখমেধসো জন্ম প্রতিপদ্যন্তে।" ভাণ্ড তৈল ঢালিয়া ফেলিলেও যেমন কিছু শেষ ভাণ্ডাশ্রিত থাকে, সেইরূপ চন্দ্রলোকে কর্ম্ম শেষ হইলেও কিছু অবশিষ্ট থাকে। স্বল্পাবশেষ কর্ম্ম লইয়া জীব চন্দ্রলোকে থাকিতে পারে না। তুমি "প্রাপ্যান্তং" ও "যৎকিঞ্চ" শব্দ লইয়া আপত্তি তুলিয়াছ। উহাদের অর্থ যে নিঃশেষিত শেষ নয় তাহা "রমণীয়চরণা" শ্রুতি দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

পূ। সকল কর্ম্মের যুগপৎ ফল হয় না। এক কর্ম্মের ফল শেষ হইলে, অন্য কর্ম্মের ফল আরব্ধ হয়। কখন কখন পাপকর্ম্মের ফলভোগ যতদিন শেষ না হয় ততদিন পুণ্যকর্ম্ম ফলহীন থাকে; স্মৃতি বলেন,—

"কদাচিৎ সুকৃতং কর্ম্ম কূটস্থং ইহ তিষ্ঠতি।
পচ্যমানস্য সংসারে যাবদ্ দুঃখাদ্ বিমুচ্যতে॥"

মৃত্যুকালে যে সকল কর্ম্মের ফল আরব্ধ হয় নাই, তাহা মৃত্যুর পরে ফলোন্মুখ হয়। অনুশয় শব্দের অর্থ "যে কর্ম্মের ফল ভোগ হয় নাই" (৩।১।৯ সূত্র দেখ)। কিন্তু লোকে দেখা যায় যে মৃত্যুর পরে সমস্ত কর্ম্মই ফলদান করে। অতএব চন্দ্রলোকে অনুশয় থাকা যুক্তিবিরুদ্ধ।

উ। মৃত্যুকালে সমুদায় সঞ্চিত কর্ম্ম ফলদানে উন্মুখ হয় না। অনারব্ধফল কর্ম্মের মধ্যে যাহারা প্রবল, মৃত্যু তাহাদিগকেই ফলদানার্থ উন্মুখ করে; যাহারা দুর্ব্বল, তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করে না। অতএব মৃত্যুকালে সমুদায় কর্ম্ম উদ্বুদ্ধ হইয়া ফলদান করে, এবং চন্দ্রলোকে অনুশয় থাকে না, এ কথা অগ্রাহ্য।

৯। চরণাদিতি চেন্নোপলক্ষণার্থেতি কার্ষ্ণাজিনিঃ।

পূ। ছান্দোগ্য (৫।১০।৭) শ্রুতির রমণীয়চরণা শব্দের চরণ = আচরণ = আচার = শীল = চারিত্র = চরিত্র। অতএব ঐ শ্রুতি আচরণের দ্বারা জন্মবিশেষ প্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন, অনুশয় দ্বারা নহে। বৃহদারণ্যক (৬।৪।৫) ও বলিয়াছেন, "যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি, সাধুকারী সাধুর্ভবতি, পাপকারী পাপোভবতি, পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেণ। অথ খলু আহুঃ কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি, স যথাকামো ভবতি তৎ ক্রতুর্ভবতি, যৎ ক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম্ম কুরুতে, যৎ কর্ম্ম কুরুতে তদভিসম্পদ্যতে।...তদেব সক্তঃ সহ কর্ম্মণৈতি লিঙ্গং মনো যত্র নিষক্তমস্য। প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য যৎ কিঞ্চেহ করোত্যয়ং। তস্মাৎ লোকাৎ পুনরেতি অস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে।"

উ। চরণ শব্দ এখানে আচরণার্থ নয়। কার্ষ্ণাজিনি বলিয়াছেন, লক্ষণাদ্বারা চরণ = অনুশয়।

১০। আনর্থক্যমিতি চেন্ন তদপেক্ষত্বাৎ।

পূ। চরণ শব্দের অর্থ আচরণ না হইয়া যদি অনুশয় হয়, তাহা হইলে সদাচারের আনর্থক্য হয় অর্থাৎ সদাচারের আর কোনও প্রয়োজন থাকে না।

উ। আনর্থক্যং ইতি চেৎ (যদি বল সদাচারের আনর্থক্য হয়) ন (তা নয়) তদপেক্ষত্বাৎ (ইষ্টাপূর্ত্তাদি সমুদায় কর্ম্ম সদাচারসাপেক্ষ হওয়ায়)

কোনও শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মেই সদাচারহীনের অধিকার নাই। পাপীর খনিত কূপ তড়াগাদি এই জন্য কোনও পুরোহিত প্রতিষ্ঠা করেন না। স্মৃতি বলিয়াছেন, "আচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ ;" "কর্ম্ম চ সর্ব্বার্থকারী।" কর্ম্মই শীলোপলক্ষিত অনুশয় হইয়া সদসৎ যোনিতে জন্মগ্রহণ করায় ইহাই কার্ষ্ণাজিনির মত।

১১। সুকৃতদুষ্কৃতে এবেতি তু বাদরি। পূ।

পূ। বাদরি কিন্তু চরণ শব্দের সুকৃত দুষ্কৃত অর্থই করিয়াছেন।

উ। কর্ম্মই যদি শীলোপলক্ষিত অনুশয় হইয়া সদসৎ যোনিতে জন্মগ্রহণ করায়, তবে বাদরির কার্ষ্ণাজিনির সহিত মতভেদ রহিল কই ?

১২। অনিষ্টাদিকারিণামপি চ শ্রুতম্। পূ।

পূ। কৌষীতকি শ্রুতি (১।২) বলেন, "যে বৈ কে চ অস্মাৎ লোকাৎ প্রযন্তি চন্দ্রমসং এব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি।" এতদ্দ্বারা ইহাই পাওয়া যায় যে, ইষ্টকারী অনিষ্টকারী সকলেই চন্দ্রলোকে গমন করে।

উ। তবে পাপী ও পুণ্যাত্মার প্রভেদ কি রহিল ?

পূ। পাপী চন্দ্রলোকে অসুখী হয়, পুণ্যাত্মা সুখী হয়।

১৩। সংযমনে ত্বনুভূয়েতরেষাং আরোহাবরোহৌ তদ্গতিদর্শনাৎ।

উ। সংযমনে (যমপুরে) যামীঃ যাতনা অনুভূয় (যমযন্ত্রণা ভোগ করিয়া) ইতরেষাং (পাপীনাং) আরোহাবরোহৌ ভবতঃ।

পূ। তুমি কিরূপে তাহা জানিলে ?

উ। তদ্‌গতি দর্শনাৎ। কঠ (১।২।৬) শ্রুতি মৃত পাপীর যমবশ্যতা বলিয়াছেন :—"ন সাম্পরায়ঃ * প্রতিভাতি বালং, প্রমাদ্যন্তং বিত্তরাগেণ মূঢ়ং। অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী, পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে"—যম এই কথা নচিকেতাকে বলিয়াছিলেন। "বৈবস্বতং সঙ্গমনং জনানাং" ঋকও বহুলোকের যমালয়ে গমন প্রতিপন্ন করিতেছেন। চন্দ্রমণ্ডলে পুণ্যাত্মাই যায়। পাপী যমপুরে আরোহণ করিয়া যমযন্ত্রণা ভোগ করিয়া পুনঃ পৃথিবীতে অবরোহণ করে।

১৪। স্মরন্তি চ।

উ। স্মৃতিও যমপুরে পাপীর যাতায়াতের কথা বলিয়াছেন। "প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকে'শুচৌ।" "ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং", "সর্ব্বে চৈতে বশং যান্তি যমস্য ভগবন্ কিল" ইত্যাদি।

১৫। অপি চ সপ্ত।

উ। রৌরব প্রভৃতি সাত প্রকার নরক পুরাণে বর্ণিত আছে। সেইখানেই পাপী যায়। পাপী চন্দ্রলোকে কেন যাইবে ?

১৬। তত্রাপি চ তদ্‌ব্যাপারাৎ অবিরোধঃ।

পূ। স্মৃতি বলিয়াছেন রৌরবাদি নরকে চিত্রগুপ্তাদি বহু অধিষ্ঠাতা আছেন, সেখানে যমের প্রভুত্ব কিরূপে সম্ভবে ?

উ। চিত্রগুপ্তাদি যমের নিয়োগী, তাঁহার অধীনে কর্ম্ম করেন।

* সাম্পরায়—পরলোক।

১৭। বিদ্যাকর্ম্মণোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ।

পূ। এত লোক যে চন্দ্রলোকে যায়, চন্দ্রলোক পূর্ণ হইয়া যায় না কেন ?

উ। এই প্রশ্নের উত্তর ছান্দোগ্য (৫।১০।৮) শ্রুতি এইরূপে দিয়াছেন, —"অথ এতয়োঃ পথোঃ ন কতরেণ চ তানি ইমানি ক্ষুদ্রাণি অসকৃৎ আবর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি জায়স্ব ম্রিয়স্ব ইত্যেতৎ তৃতীয়ং স্থানং তেন অসৌ লোকঃ ন সম্পূর্য্যতে"—যাহারা দেব পিতৃযান পথের অযোগ্য, তাহারা তৃতীয় স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মশকাদি হইয়া থাকে, জন্মায় ও শীঘ্র মরে। তাহারা চন্দ্রলোকে যায় না, এইজন্য চন্দ্রলোক পূর্ণ হয় না।

পূ। তুমি তৃতীয় স্থানের কথা বলিতেছ, ওদিকে কৌষীতকি শ্রুতি বলিয়াছেন, "যে বৈ কে চ অস্মাৎ লোকাৎ প্রযন্তি চন্দ্রমসং এব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি।"

উ। ঐ ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন "এতয়োঃ পথোঃ"—এই দুই পথের অতিরিক্ত তৃতীয় পথ খোলা আছে। এই দুই পথের এক পথ বিদ্যার (উপাসনার) অপর পথ কর্ম্মের (ইষ্টাপূর্ত্তের ও দানের)। প্রকৃতত্বাৎ—শ্রুতি বিদ্যার ফল দেবযান, ও কর্ম্মের ফল পিতৃযান, এইরূপ বলায় কৌষীতকির "তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি" শ্রুতির অর্থ এইরূপ হইবে, "যে বৈ কেচিৎ অধিকৃতা অস্মাৎ লোকাৎ প্রযন্তি চন্দ্রমসং এব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি"—যাহারা চন্দ্রলোকে যাইবার অধিকারী তাহারা সকলেই চন্দ্রলোকে যায়। অন্যরা তৃতীয় পথে যায়।

১৮। ন তৃতীয়ে তথোপলব্ধেঃ।

পূ। জীব চন্দ্রলোকে না গেলে, বর্ষণাদি দ্বারা তাহার পৃথিবীতে আসা ও রেতঃ রূপ হইয়া যোষিতে আহুতি হওয়া অসম্ভব হইবে।

উ। ঐ শ্রুতিতে এমন কোনও বাক্য নাই যে পঞ্চম আহুতি বিনা কোনও দেহ জন্মিবে না। যাহাদের চন্দ্রলোকে আরোহণ অবরোহণ সম্ভবপর তাহারাই পঞ্চমী আহুতিতে জন্মে।

পূ। তৃতীয় পথের পথিকদের পক্ষে পঞ্চমী আহুতি অসম্ভব, কারণ পুরুষ শব্দ মনুষ্যবাচক। শ্রুতি বলিয়াছেন, "পঞ্চম্যাং আহুতৌ আপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি।"

উ। উহাদের জন্য আহুতিব নিয়ম নাই। বিনা আহুতিতেই—তথোপলব্ধেঃ—তৃতীয়স্থানপ্রাপ্তিরুপলভ্যতে।

১৯। স্মর্য্যতে'পি চ লোকে।

উ। স্মৃতিতে দ্রোণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সীতা ও দ্রৌপদীর অযোনিসম্ভবত্ব কথিত আছে। অতএব কীট পতঙ্গের কা কথা মনুষ্য সম্বন্ধেও পঞ্চমী আহুতি কখন কখন অনাবশ্যক হয়। বকীও মেঘগর্জ্জনে গর্ভ ধারণ করে।

২০। দর্শনাচ্চ।

উ। দেখা যায় যে চতুর্বিধ জীবের মধ্যে স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ জীবপক্ষে পঞ্চমী আহুতি অনাবশ্যক।

২১। তৃতীয়শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্য।

পূ। তুমি চতুর্বিধ জীব কোথা পাইলে? ছান্দোগ্য (৬।৩।১) শ্রুতি বলিয়াছেন, "তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্তি—অণ্ডজং জীবজং উদ্ভিজ্জমিতি।"

উ। সংশোকজ (স্বেদজ) উদ্ভিজ্জেরই অন্তর্ভুক্ত। উভয়েই ভূমি জল ভেদ করিয়া উৎপন্ন হয়। তাই শ্রুতি উদ্ভিজ্জের মধ্যে সংশোকজের অবরোধ (সংগ্রহ) করিয়াছেন। *

২২। সাভাব্যাপত্তিরুপপত্তেঃ।

পূ। চন্দ্রলোক হইতে অবরোহণ সম্বন্ধে ছান্দোগ্য শ্রুতি (৫।১০।৫,৬) বলিয়াছেন, "অথ এতমেব অধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে যথেতং আকাশং, আকাশাদ্ বায়ুং, বায়ুর্ভূত্বা ধূমোভবতি, ধূমোভূত্বা অভ্রং ভবতি, অভ্রংভূত্বা মেঘোভবতি, মেঘোভূত্বা প্রবর্ষতি।" অতএব অবরোহণকারী জীব আকাশাদির স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।

উ। স্বরূপ প্রাপ্ত হয় না, সাভাব্য (তুল্য ভাব) প্রাপ্ত হয়।

পূ। তাহা হইলে শ্রুতির মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া গৌণ অর্থ গ্রহণ করিতে হয়। যেখানে আক্ষরিক অর্থ সম্ভব হয়, সেখানে লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ করা অসঙ্গত।

উ। চন্দ্রমণ্ডলে জীবের ভোগার্থে যে অপ্‌ময় দেহ হইয়াছিল, তাহা উপভোগ দ্বারা ক্ষীণ হইলে সূক্ষ্মাকাশের সম (মত) হইয়া বায়ুর বশ্য হয় এবং ধূমাদির সহিত মিশ্রিত হইয়া অভ্র (মেঘের প্রথমাবস্থা) হয় ; অভ্র হইতে মেঘ, মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়। আকাশ সর্ব্বব্যাপী, জীবের আকাশ স্বরূপ হওয়া অসম্ভব। জীব আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম হয় ইহা বলাই শ্রুতির উদ্দেশ্য। সাভাব্যং সাম্যং ন তু তত্তদ্ভাবাপত্তিঃ। তদেব উপপদ্যতে। সমান হওয়া অর্থই সঙ্গত।

---

* অবরোধ করা—Include.

২৩। নাতিচিরেণ বিশেষাৎ।

উ। নাতিচিরেণ অল্পকাল আকাশসাম্য অবস্থায় থাকিয়া বৃষ্টির সহিত পৃথিবীতে পতিত হয়।

পূ। অল্পকাল তুমি কিরূপে জানিলে?

উ। চন্দ্রলোক হইতে বৃষ্টিরূপে ভূপতিত হইতে অধিক সময় লাগে না। কিন্তু ধান্যাদি হইতে মুক্ত হইয়া যোষিতে সিক্ত হইতে অনেক বিলম্ব হয়। এই বিশেষাৎ—ভেদ দর্শনে বলিতেছি আকাশসাম্যং নাতিচিরেণ সমাপ্তং।

পূ। কিরূপে জানিলে ধান্যাদি হইতে মুক্ত হইতে বিলম্ব হয়?

উ। ছান্দোগ্য (৫।১০।৬) শ্রুতি প্রমাণে,—"অতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরং"—(দুর্নিষ্ক্রমতরং)।

২৪। অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ব্ববদভিলাপাৎ।

পূ। ঐ ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন, চন্দ্র হইতে অবরোহণ কালে বৃষ্টির পর "তে ইহ ব্রীহিযবা ওষধিবনস্পতয়ঃ তিলমাষা ইতি জায়ন্তে।" যখন জীব ধান্যাদিতে জন্মগ্রহণ করে, অবশ্যই ধান্যাদির স্থাবরত্ব দুঃখ অনুভব করে। করাই উচিত, কারণ তাহারা স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য যজ্ঞে পশুবধ করিয়া অশুদ্ধ হইয়াছিল।

উ। অন্যৈঃ জীবৈঃ অধিষ্ঠিতেষু ব্রীহ্যাদিষু সংসর্গমাত্রং অনুশয়িনঃ প্রতিপদ্যন্তে ন তৎসুখদুঃখভাজো ভবন্তি,— অনুশয়ীর বায়ু, ধূম প্রভৃতির সংসর্গ যেমন বাস্তবিক ধূমাদি ভাব নয়, কেবল সংশ্লেষ মাত্র, তেমনই ব্রীহ্যাদি ভাবও প্রকৃত ব্রীহ্যাদি হওয়া নহে কেবল সংশ্লেষ মাত্র। অতএব অনুশয়ী স্থাবরত্ব দুঃখ পায় না।

পূ। কিরূপে জানিলে ?

উ। পূর্ব্ববৎ অভিলাপাৎ—পূর্ব্ববৎ (বায়ু আদিতে) শ্রুতির যেমন অভিলাপ (কথন) আছে—অর্থাৎ সংশ্লেষ হওয়ার উপদেশ আছে, ব্রীহ্যাদি সম্বন্ধেও সেইরূপ থাকায় বুঝা যায় অনুশয়ী স্থাবরত্ব দুঃখ পায় না।

২৫। অশুদ্ধমিতি চেৎ ন শব্দাৎ।

উ। যজ্ঞে পশুবধ করিয়া জীব অশুদ্ধ হয় না, ইহা শাস্ত্রে উক্ত আছে।

পূ। শাস্ত্র ত বলিয়াছেন, "ন হিংস্যাৎ সর্ব্বান্ ভূতান্।"

উ। ও সামান্যশাস্ত্র[১]। বিশেষশাস্ত্র[২] বলিয়াছেন, "অগ্নিষোমীয়ং পশুং আলভেত।"

২৬। রেতঃসিগ্‌যোগো'থ।

উ। সেই ব্রীহি দেহধারী জীবকে যে অন্নরূপে আহার করিবে তাহার সিক্ত রেতঃ সংযোগে অনুশয়ীর পুনর্জন্ম হইবে, কারণ ঐ ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন "যো যো হি অন্নং অত্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি তদ্‌ভূয় এব ভবতি।"

২৭। যোনেঃ শরীরং।

উ। রেতঃ সেকের পর যোনির অভ্যন্তরে অনুশয়ীর ভোগায়তন শরীর প্রাপ্তি হয়। অর্থাৎ ইহার পূর্ব্বে ব্রীহ্যাদিতে ভোগায়তন শরীর প্রাপ্তি হয় নাই।

১। সামান্য = General. ২। বিশেষ = Special.

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ। *

১। সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি। পূ।

পূ। ৪।৩।৯,১০ বৃহদারণ্যক বলেন, "তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবতঃ ইদঞ্চ, পরলোকঞ্চ, সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং। তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্ এতে উভে স্থানে পশ্যতি, ইদঞ্চ পরলোকঞ্চ···স যত্র প্রস্বপিতস্য লোকস্য সর্বাবতো মাত্রাং অপাদায় স্বয়ং বিহত্য স্বয়ং নির্মায় স্বেন ভাসা স্বেন জ্যোতিষা প্রস্বপিতি অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতির্ভবতি। ন তত্র রথা ন রথযোগা, ন পন্থানো ভবন্তি, অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে, ন তত্র আনন্দা মুদঃ প্রমুদো ভবন্তি অথ আনন্দান্ মুদঃ প্রমুদঃ সৃজতে, ন তত্র বেশন্তাঃ পুষ্করিণ্যঃ স্রবন্ত্যো ভবন্তি, অথ বেশন্তাঃ স্রবন্ত্যঃ সৃজতে, স হি কর্তা" †—এই শ্রুতি কথিত স্বপ্নের সৃষ্টি, জাগ্রৎসৃষ্টির ন্যায় সত্য, কারণ ঐ শ্রুতি তাহাকে সত্য বলিয়াছেন—"রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে;" শেষে বলিয়াছেন "স হি কর্তা।" প্রাজ্ঞ আত্মাই এই স্বপ্নের কর্তা। অতএব স্বপ্নের সৃষ্টি মিথ্যা হইতে পারে না।

---

* প্রথম পাদে পঞ্চাগ্নিবিদ্যা সম্বন্ধীয় জীবের সংসারগতি কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদে জীবের অবস্থাভেদের কথা বলা হইবে।

† ইহলোক ও পরলোক পুরুষের দুই স্থান এবং উহাদের সন্ধিস্থানে তৃতীয় স্বপ্নস্থান আছে। সেই স্বপ্নস্থানে থাকিয়া পুরুষ ইহলোক পরলোক দুই লোকই দর্শন করেন।

২। নির্ম্মাতারঞ্চৈকে পুত্রাদয়শ্চ। পূ।

পূ। একে, অন্য শাখা বলেন, "য এব সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ"—এই কঠ (২।২।৮) শ্রুতির কামং কামং অর্থে পুত্রাদি বুঝায়। যিনি 'স্বপ্নেষু জাগর্ত্তি' তিনি প্রাজ্ঞ আত্মা, কারণ প্রকরণটি প্রাজ্ঞবিষয়ক, "অন্যত্র ধর্ম্মাৎ অন্যত্রাধর্ম্মাৎ" যিনি, তাঁর বিষয়ে বল, বলিয়া প্রকরণ আরম্ভ হইয়াছে, এবং উপসংহারে বলা হইয়াছে "তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু-নাত্যেতি কশ্চন॥" প্রাজ্ঞ আত্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হওয়ায় জাগ্রদবস্থার সৃষ্টি যেমন সত্য, তেমনই স্বপ্নাবস্থার সৃষ্টিও সত্য। শ্রুতি বলিয়াছেন, অথ খল্বাহুর্জ্জাগরিতদেশ এবাস্যৈষ ইতি যানি হ্যেব জাগ্রৎ পশ্যতি তানি সুষুপ্তঃ।" অতএব স্বপ্নসৃষ্টি ও জাগ্রৎসৃষ্টি দুই সমান সত্য।

৩। মায়ামাত্রন্তু কাৎর্স্ন্যেনানভিব্যক্ত-স্বরূপত্বাৎ। *

উ। স্বপ্নের সেই সৃষ্টি মায়ামাত্র, কারণ তাহা কাৎর্স্ন্যেন (সত্য ধর্ম্মেণ) অভিব্যক্ত স্বরূপ হয় না; অর্থাৎ সত্যবস্তুর যে দেশ, কাল, নিমিত্ত

সুপ্তিকালে তিনি এই সমুদায়কে স্বয়ং বিনাশ করিয়া নূতন জগৎ স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়া স্বীয় জ্যোতিদ্বারা স্বপ্ন দর্শন করেন। তখন তিনি স্বয়ং জ্যোতিঃ হন। সেখানে রথও নাই ঘোড়াও নাই; পুরুষ রথ, ঘোড়া ও পথ সৃষ্টি করেন। সেখানে আমোদ প্রমোদ নাই, তিনি আমোদ প্রমোদ সৃষ্টি করেন। সেখানে ডোবা, পুকুর বা নদী নাই, পুরুষই উহাদিগের সৃষ্টি করেন। তিনিই কর্ত্তা।

* নিম্বার্ক কৃত অর্থ:—বদ্ধাবস্থায় জীবের সৃষ্টিক্ষমতা না থাকায় এই মায়ামাত্র (আশ্চর্য্য) সৃষ্টি তৎকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইতে পারে না, ইহা ঈশ্বরসৃষ্ট। নিম্বার্কের এই সিদ্ধান্ত প্রশ্নোপনিষদ (৪) এর বিরোধী।

ও বাধরাহিত্য ধর্ম্ম থাকে তাহা স্বাপ্নিক বস্তুতে প্রকাশ প্রাপ্ত হয় না। স্বপ্নস্থানে কি রথাদি চলিবার দেশ আছে? স্বপ্নদ্রষ্টা মুহূর্ত্ত মধ্যে শত শত যোজন ভ্রমণ করিয়া আইসে, জাগ্রদবস্থায় কি তাহা সম্ভব? স্বপ্নদৃষ্ট ক্রিয়ার নিমিত্তও (কারণও) নাই। নিদ্রিত ব্যক্তির ইন্দ্রিয় সকল সুপ্ত থাকায় দর্শন শ্রবণাদি ক্রিয়া কিরূপে হইবে? রথাদির নিমিত্ত (কারণ) কাষ্ঠাদিই বা কোথা হইতে আসিল? জাগ্রদবস্থার দৃষ্টবস্তু সকলে বাধরাহিত্য থাকে; যে রথ এখন দেখিতেছি সে রথ বহুকাল থাকিবে; তাহার অস্তিত্বে বাধা হয় না। কিন্তু স্বপ্নদৃষ্ট রথ এই আছে এই নাই।

৪। সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্‌বিদঃ। পূ।

পূ। তদ্‌বিদঃ স্বপ্নবিদঃ (যাঁরা স্বপ্নতত্ত্ববিৎ) আচক্ষতে (বলেন) স্বপ্ন ভবিষ্যৎ শুভাশুভের সূচক। শ্রুতেঃ চ ছান্দোগ্য (৫।২।৯) শ্রুতিও বলিয়াছেন "যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াৎ।" অন্য শ্রুতি বলিয়াছেন "পুরুষং কৃষ্ণং কৃষ্ণদন্তং পশ্যতি স এনং হন্তি।" অরিষ্ট বিজ্ঞান বলেন, কোন নারী রক্ত কিংবা কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান করিয়া হাসিতে হাসিতে দক্ষিণ দিকে লইয়া যাইতেছে, কিংবা উলঙ্গ সন্ন্যাসী হাসিতেছে নাচিতেছে, কিংবা গর্ত্তে পড়িলাম উঠিতে পারিলাম না, কিংবা অগ্নি মধ্যে বা জলে ডুবিলাম উঠিতে পারিলাম না, এইরূপ স্বপ্ন দেখিলে শীঘ্র মৃত্যু হয়। স্বপ্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন স্বপ্নে হস্ত্যারোহণ শুভ, গর্দ্দভারোহণ অশুভ। অতএব স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু সত্য, মায়ামাত্র নয়।

উ। স্বপ্ন ভবিষ্যৎ শুভাশুভের সূচক হইলেও মিথ্যা। অতএব স্বপ্নের

সত্যতা বিষয়ক শ্রুতি সকলের গৌণ অর্থ হইবে। সুপ্ত ব্যক্তি সত্য রথাদি সৃজন করে না। জাগ্রদবস্থায় আত্মা স্বয়ম্প্রকাশ হয় না। সুষুপ্তিকালে আত্মা প্রকাশিত হন। "ন তত্র রথা ন রথযোগাঃ...রথান্ রথযোগান সৃজতে" এই শ্রুতিতে রথাদির সৃষ্টি গৌণ অর্থে ধরিতে হইবে। "য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম"— এই শ্রুতি জীবাত্মাকেই স্বপ্নের নির্ম্মাতা বলিয়াছেন। স্বপ্নদ্রষ্টা, জীবই। "স্বয়ং বিহৃত্য স্বয়ং নির্ম্মায় স্বেন ভাসা স্বেন জ্যোতিষা প্রস্বপিতি" শ্রুতিতে জীবেরই স্বপ্নের নির্ম্মাণ কর্ত্তৃত্ব উক্ত হইয়াছে। জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন এই কথা বলিবার জন্যই শ্রুতি শেষে বলিয়াছেন, "তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম।" তবে প্রাজ্ঞ আত্মা সর্ব্বেশ্বর। সকল বিষয়েই তাহার অধিষ্ঠাতৃত্ব আছে। প্রাজ্ঞ আত্মার অধিষ্ঠাতৃত্বেই জীব স্বপ্ন দেখে। প্রশ্নোপনিষদে (৪।১) গার্গ্য প্রশ্ন করিলেন, "কোন্ শক্তি স্বপ্ন দেখে, সুখ কাহার হয়, কাহাতে সকলে সম্প্রতিষ্ঠিত থাকে?" পিপ্পলাদ উত্তর দিলেন, (৪।৪) "মনো হ বাব যজমান ইষ্টফলমেবোদানঃ স এনং যজমানং অহরহঃ ব্রহ্ম গময়তি। (৪।৫) অত্র এষ দেবঃ (মনঃ) স্বপ্নে মহিমানং অনুভবতি যদ্দৃষ্টং দৃষ্টমনুপশ্যতি শ্রুতং...অনুশৃণোতি...।" (৪।৬) স যদা তেজসা অভিভূতো ভবতি। অত্রৈষ দেবঃ (মনঃ) স্বপ্নান্ ন পশ্যতি অথ তদা এতস্মিন্ শরীরে এতৎ সুখং ভবতি।...(৪।৯) এষ হি দ্রষ্টা... বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ। স পরে অক্ষরে আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে। অতএব পরমাত্মার অধিষ্ঠাতৃত্বে জীবাত্মাই স্বপ্ন দেখে। ইহাই সিদ্ধান্ত। *

* নিম্বার্ক কৃত অর্থ :—স্বপ্ন মঙ্গল ও অমঙ্গলসূচক। জীব যখন বুদ্ধিপূর্ব্বক কেবল ইষ্টসূচক স্বপ্ন না দেখিয়া অমঙ্গলসূচক স্বপ্নও দেখে, পরমাত্মাই স্বপ্নের নির্ম্মাতা। শঙ্করও এই সূত্রকে সিদ্ধান্ত সূত্র করিয়াছেন।

৫। পরাভিধ্যানাৎ তু তিরোহিতং ততোহস্য বন্ধবিপর্য্যয়ৌ।

পূ। তুমি জীবকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিতেছ, তবে জীবের সৃষ্ট স্বাপ্নিক বস্তু সত্য না হইয়া মায়িক কেন হইবে? পরাভিধ্যানাৎ পরমেশ্বরসঙ্কল্পাৎ (ঈশ্বরকৃত সৃষ্টি হইতে) অসত্য কেন হইবে?

উ। জীব ঈশ্বরের ন্যায় সত্যসঙ্কল্প নয়। তাই জীবের স্বপ্নসৃষ্টি মিথ্যা। যদি জীবের ঈশ্বর তুল্য সৃষ্টিশক্তি থাকেও তাহা তিরোহিতং (অবিদ্যয়া আবৃতং)। ততঃ (সেই জন্যই) জীবের বন্ধবিপর্য্যয়ৌ (বন্ধ ও তাহার বিপরীত মোক্ষ হয়)। ঈশ্বরের স্বরূপ না জানিলেই জীব বন্ধ হয়, জানিলেই তাহার মোক্ষলাভ হয়। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন, "জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপহানিঃ। তস্যাভিধ্যানাৎ তৃতীয়ং দেহভেদে বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবল আপ্তকামঃ॥" ব্রহ্মকে জানিলে জীব মৃত্যুর পর সকল ঐশ্বর্য্য লাভ করে। (৪।৪।৮,৯ দেখ) *

৬। দেহযোগাদ্ বা সোঽপি।

উ। জীবের সৃষ্টিশক্তি যদি কিছু ছিলও বা, তাহা দেহযোগবশতঃ লুপ্ত হইয়াছে।

---

* নিম্বার্ককৃত অর্থ:—জীবের স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু সকলের নির্ম্মাণশক্তি থাকিলেও, পরমেশ্বর-সঙ্কল্প দ্বারা তাহা জীবের বদ্ধাবস্থায় তিরোহিত। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন পরমাত্মাই জীবের "সংসারবন্ধস্থিতিমোক্ষহেতুঃ।"

৭। তদভাবো নাড়ীষু তৎশ্রুতেরাত্মনি চ।

পূ। জীব পরমাত্মার অধিষ্ঠাতৃত্বে স্বপ্ন দেখেন, সুষুপ্তিকালে তিনি কোথায় থাকেন ?

উ। তদভাবো (স্বপ্নদর্শনাভাবঃ=সুষুপ্তি) নাড়ীষু আত্মনি চ ভবন্তি। বৃহদারণ্যক (২।১।১৭) শ্রুতি বলিয়াছেন, "যদা সুষুপ্তো ভবতি তদা ন কস্যচন বেদ, হিতা নাম নাড্যঃ দ্বাসপ্ততিসহস্রাণি হৃদয়াৎ পুরীততং অভিপ্রতিষ্ঠন্তে, তাভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরীততি শেতে।" (১।৪।১৮ দেখ)

পূ। পুরীতৎ=হৃৎপিণ্ডের মাংসময় প্রাচীর, তাহাতে ত আকাশ নাই, জীব সুষুপ্তিকালে সেখানে কিরূপে শয়ন করিবেন ?

উ। জীব নাড়ীরূপ দ্বার দিয়া গিয়া পুরীতৎ প্রাচীর ভেদ করিয়া দহরাকাশরূপ ব্রহ্মগৃহে সুষুপ্ত হন। বৃহদারণ্যক (২।১।১৯) বলিয়াছেন "য এষ অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ তস্মিন্ শেতে," জীব এই দহরাকাশরূপ আত্মায় সুপ্ত হন।

পূ। তবে যে বলিলে, "তদভাবো নাড়ীষু আত্মনি চ ভবন্তি ?"

উ। নাড়ীর ভিতর দিয়া গিয়া আত্মনি (দহরাকাশে) সুষুপ্তি হয়। জীব যেমন পরমাত্মার অধিষ্ঠাতৃত্বে স্বপ্ন দেখে, সুষুপ্তিকালেও তেমনই পরমাত্মাতেই সুপ্ত হয় ; কারণ দহরাকাশ=ব্রহ্ম। (১।৩।৩৪ সূত্র) *

---

* নিম্বার্ককৃত অর্থ :—স্বপ্নের কর্তা যেমন পরমাত্মা, তেমনই সুষুপ্তিতেও তিনিই জীবের আশ্রয়।

শঙ্করকৃত অর্থ :—জীব—নাড়ী, পুরীতৎ ও ব্রহ্ম এই তিন স্থানে বিকল্পে শয়ন করেন না, নাড়ী ও আত্মা উভয় স্থানে সমুচ্চয়ে শয়ন করেন।

৮। অতঃ প্রবোধো'স্মাৎ।

উ। অতএব অস্মাৎ (এই পরমাত্মা হইতেই) জীব প্রবুদ্ধ হয়। জীব পরমাত্মাতেই সুপ্ত হয়, পরমাত্মা হইতেই জাগরিত হয়। কিন্তু জীব জানিতে পারে না যে ব্রহ্ম হইতে প্রবুদ্ধ হইয়াছে, "সত আগম্য ন বিদুঃ সত আগচ্ছামহে।" (ছান্দোগ্য ৬।১০।২)। *

৯। স এব তু কর্ম্মানুস্মৃতিশব্দবিধিভ্যঃ।

পূ। যখন জীব সৎসম্পন্ন (ব্রহ্মভূত) হইয়া আত্মায় সুপ্ত হয়, তখন তাহার আত্মায় মিশিয়া যাওয়া উচিত। জলবিন্দু জলাশয়ে পড়িলে, তাহাকে কি পুনরুদ্ধার করা যায়? সুপ্ত জীব আত্মায় মিশিবার পর যে জীব আত্মা হইতে বাহির হয়, সে, যে জীব সুপ্ত হইয়াছিল, সে জীব নয়, অন্য জীব।

উ। কর্ম্ম, অনুস্মৃতি, শব্দ ও বিধি এই চারি হেতুতে জানা যায়, স এব তু—যে সুপ্ত হইয়াছিল সেই জাগরিত হয়, অন্য কেহ নয়। কর্ম্ম—জীব সুষুপ্ত হইবার পূর্ব্বে যে কর্ম্ম করিতেছিল, জাগ্রৎ হইয়া তাহা সমাপ্ত করে; অনুস্মৃতি—তাহার স্মৃতি থাকে সে সুপ্তির পূর্ব্বে ঐ কর্ম্ম করিতেছিল। শব্দ (শ্রুতিপ্রমাণ) আছে যে জাগ্রৎ ও সুপ্ত জীব সেই একই ব্যক্তি, "তথা হি পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যা দ্রবতি বুদ্ধান্তায়ৈব ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহঃ গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তি। ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহোবা…দংশোমশকো বা যদ্ যদ্ ভবন্তি তৎ তদা ভবন্তি"

---

* শঙ্করকৃত অর্থ:—জীব যদি বিকল্পে নাড়ী, পুরীততে বা আত্মায় সুপ্ত হইত, কেবল আত্মা হইতে জাগরিত কেন হইবে?

(ছান্দোগ্য ৬।১০।২)। যদি সুষুপ্ত হইলেই জীব ব্রহ্মে মিশিয়া যাইত, আর তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিত না, তাহা হইলে সুষুপ্তিই মোক্ষ। সুষুপ্তি হইলে আর পুনরাবৃত্তি থাকিত না। বিধি—জীব আত্মায় মিশিয়া গেলে যজ্ঞ, উপাসনা, ধ্যানাদি সমস্তই নিরর্থক হইত। তুমি যে জলবিন্দু ও জলাশয়ের দৃষ্টান্ত দিয়াছ তাহা ঠিক নয়। জলবিন্দুর আত্মজ্ঞান নাই, জীবের আত্মজ্ঞান আছে।

১০। মুগ্ধেঽর্দ্ধসম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ।

পূ। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মৃত্যু, জীবের চারি অবস্থা হইতে মুগ্ধ বা মূর্চ্ছা অবস্থা পৃথক, অতএব তাহাকে পঞ্চম অবস্থা বলা উচিত। কিন্তু শ্রুতি ও স্মৃতি জীবের চারি অবস্থা বলায় মূর্চ্ছা ঐ চারি অবস্থার অন্যতমের অন্তর্গত হইবে। মূর্চ্ছাবস্থা জাগৎ অবস্থা নয়, স্বপ্নও নয়, অতএব প্রতিপন্ন হয় যে মূর্চ্ছা সুষুপ্তির অন্তর্গত।

উ। মূর্চ্ছা ও সুষুপ্তি ভিন্নাবস্থা। মূর্চ্ছিতের দেহ কম্পিত, মুখ ভীষণ, শ্বাস রুদ্ধ থাকে, সুষুপ্তের তাহা হয় না। মূর্চ্ছায় সুষুপ্তির অর্দ্ধ লক্ষণ আছে, কারণ মূর্চ্ছিতেরও ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। অতএব সুষুপ্তি হইতে পরিশেষ (আধিক্য) থাকায় উহাকে অর্দ্ধশক্তিসম্পন্ন এক পৃথক্ অবস্থা বলিতে হইবে।

১১। ন স্থানতোঽপি পরস্য উভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি।

পূ। মাণ্ডূক্য উপনিষদ ব্রহ্মের চারি স্থানের নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, জাগরিত স্থানের ব্রহ্ম বৈশ্বানর, স্বপ্ন স্থানের ব্রহ্ম তৈজস, সুষুপ্ত স্থানের ব্রহ্ম

প্রাজ্ঞ ঈশ্বর. চতুর্থ স্থানের ব্রহ্ম অলক্ষণং অচিন্ত্যং অদ্বৈতং। অতএব পর (ব্রহ্ম) কখন সগুণ কখন নির্গুণ।

উ। তাহাতে দোষ হয় না। শ্রুতি সর্ব্বত্র তাঁহাকে উভয় লিঙ্গ (সগুণ ও নির্গুণ বলিয়াছেন)। (৩।২।১২, ৩।২।২৩ ও ৪।৪।৭ দেখ)। *

১২। ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমতদ্-বচনাৎ।

উ। চেৎ (যদি বল স্থানচতুষ্টয় ভেদে ব্রহ্মের অবস্থাভেদ হয়) ন (তা হয় না) প্রত্যেকং (প্রত্যেক উপাধিভেদ) অতদ্ বচনাৎ (ব্রহ্মের অভেদই বলেন)। উপাসনার সুবিধার জন্যই তাঁহার উভয় লিঙ্গত্ব কল্পনা, বস্তুতঃ তাঁহার অন্তর্বাহ্য ভেদ নাই। "যশ্চায়ং এতস্যাং পৃথিব্যাং তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ যশ্চায়ং অধ্যাত্মং শারীরঃ তেজোময়ো'মৃতময়ঃ পুরুষঃ অয়মেব স যো'য়মাত্মা," "ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতং" প্রভৃতি শ্রুতি ভিন্ন অবস্থায়ও তাঁহার একরূপত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। ভেদশ্রুতিরও তাৎপর্য্য অভেদে। +

* শঙ্করাচার্য্যকৃত অর্থ :—স্থানতঃ (পৃথিব্যাদি উপাধিযোগাৎ) অপি পরস্য (পরমাত্মানঃ) উভয় লিঙ্গং (সগুণনির্গুণত্বং) ন (সম্ভবতি) হি (যতঃ; সর্ব্বত্র (সর্ব্বাসু শ্রুতিষু) নির্গুণ ব্রহ্ম এব উপদিশ্যতে।

নিম্বার্ককৃত অর্থ :—জীবের হৃদয়ে ব্রহ্মের স্থান হওয়ায় তাঁহাতে জীবের দোষ স্পর্শে না। কারণ, শ্রুতি তাঁহাকে নিত্যশুদ্ধ ও অন্তর্যামী উভয়রূপেই সর্ব্বত্র বর্ণন করিয়াছেন।

+ নিম্বার্ককৃত অর্থ :—অন্তর্যামিত্ব হেতু পরমাত্মার জীবাত্মার ন্যায় দোষ হয় না, কারণ বৃহদারণ্যক ৩।৭।৩ শ্রুতি বলিয়াছেন—"এষ তে আত্মা অন্তর্যাম্যমৃতঃ।" অন্য শ্রুতিও তাহাই বলিয়াছেন।

১৩। অপি চৈবমেকে।

উ। একে (মুণ্ডক শ্রুতি) বলিয়াছেন সগুণ নির্গুণ উভয় ভাবই একই দেহে অবস্থিত আছে,—"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো'ভিচাকশীতি।" *

১৪। অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ।

উ। ব্রহ্ম অরূপবৎ এব রূপরহিতং এব। হি যতঃ তৎপ্রধানত্বাৎ (অধিকাংশ শ্রুতি অরূপ ব্রহ্মেরই কীর্ত্তন করিয়াছেন বলিয়া):— "অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং ;" "আকাশো বৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম ;" "দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ ;" "তদেতদ্ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যম্ ;" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ ;" ইত্যাদি। (১।১।৪ দেখ)

১৫। প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ।

পূ। তবে সাকাবাদী শ্রুতি সকল নিরর্থক ?

উ। প্রকাশবৎ—শুভ্র আলোক যেমন নীল কাচের আবরণে নীল, লাল কাচের আবরণে লাল হইয়া উপাধিধর্ম্মবান হয়, তেমনই ব্রহ্মও সগুণ জগতের উপাধিযুক্ত হইয়া সগুণ বলিয়া বোধ হন। এইরূপে সাকারবাদী শ্রুতিসকলের অবৈয়র্থ্য (সার্থকতা) হয়।

---

* শঙ্কর কৃত অর্থ :—কোন কোন শাখা ভেদদৃষ্টির নিন্দা করিয়া অভেদ দর্শন করিতে বলিয়াছেন—যথা বৃহদারণ্যক ৬।১৪।১৯—"মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।"

১৬। আহ চ তন্মাত্রং।

পূ। সগুণ নির্গুণ উভয় প্রকার বলার উদ্দেশ্য কি ?

উ। যে প্রকরণে যাহা বলা প্রয়োজন শ্রুতি তন্মাত্রং আহ কেবল সেইটুকুই বলিয়াছেন। যেখানে সৃষ্টির কথা হইতেছে সেখানে শ্রুতি ব্রহ্মকে সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকৃৎ অর্থাৎ সগুণ বলিয়াছেন। অন্যান্য স্থলে শ্রুতি ব্রহ্মকে নির্গুণ বলিয়াছেন। এই জন্যও ব্রহ্মের সাকারবাদী শ্রুতি সকলের অবৈয়র্থ হয়। *

১৭। দর্শয়তি চাথো অপি স্মর্য্যতে।

উ। দর্শয়তি চ (শ্রুতি ব্রহ্মকে সগুণ বলিয়াই তাঁহার নির্গুণত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যথা, "কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ।) অথো অপি (অপি চ) স্মর্য্যতে (স্মৃতিও) তাহাই করিয়াছেন—"সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং। অসক্তং সর্ব্বভৃৎ চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥" "অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতং," ইত্যাদি। +

১৮। অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ।

উ। এই জন্যই শাস্ত্র জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য ও চন্দ্রের সহিত আত্মার উপমা দিয়াছেন :—"যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বান্ অপো ভিন্না

---

* শঙ্করাচার্য্য তন্মাত্রং শব্দের অর্থ করিয়াছেন—চৈতন্যমাত্রং। শ্রুতি বলিয়াছেন, চৈতন্য ব্যতীত ব্রহ্মের কোনও বিলক্ষণ রূপ নাই।

+ শঙ্কর কৃত অর্থ :—"নেতি নেতি," "ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে" প্রভৃতি বাক্য দ্বারা শ্রুতি স্মৃতি ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, ইহাই দেখাইয়াছেন।

নিম্বার্ক কৃত অর্থ—শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়েই ব্রহ্মের দ্বৈরূপ্য নিরূপণ করিতেছেন।

বহুধৈকো'নুগচ্ছন্। উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো দেবঃ ক্ষেত্রেষেবং অজো'য়মাত্মা॥" "এক এব তু ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জল চন্দ্রবৎ॥"

১৯। অম্বুবদগ্রহণাৎ তু ন তথাত্বম্। পূ।

পূ। সূর্য্য মূর্ত্ত, জলও মূর্ত্ত, অপি চ সূর্য্য জল হইতে দূরদেশস্থ। আত্মা অমূর্ত্ত এবং তাঁহা হইতে পৃথক ও দূরস্থ কোনও উপাধি নাই। অম্বুবৎ (জলে প্রতিবিম্বিতের ন্যায়) অগ্রহণাৎ (গ্রহণ করা যায় না বলিয়া) ন তথাত্বং (তোমার দৃষ্টান্ত ঠিক নয়)।

২০। বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বং অন্তর্ভাবাৎ উভয়-সামঞ্জস্যাৎ এবং।

উ। অন্তর্ভাবাৎ (উপাধির ভিতরে, দৃষ্টান্তে জলের মধ্যে আছে বলিয়াই) সূর্য্যের যেমন বৃদ্ধি হ্রাস হয় (শিশিরকণায় ক্ষুদ্র বিম্ব, জলাশয়ে বৃহৎ বিম্ব হয়) সেইরূপ জীবরূপ উপাধির মধ্যে থাকেন বলিয়াই আত্মার হ্রাস বৃদ্ধি (হিরণ্যগর্ভে ও ইন্দ্রাদিতে বৃহৎ, কীট পতঙ্গে ক্ষুদ্র) ভাক্ত্ব (কল্পিত) হয়। কেবল এই সাদৃশ্যটুকু দেখাইবার উদ্দেশ্য থাকায় উভয়ের, (দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিকের) সামঞ্জস্য আছে। সর্ব্বাংশে কখনও উহাদের সামঞ্জস্য হয় না।

২১। দর্শনাচ্চ।

উ। বৃহদারণ্যক (৪।৫।১৮) শ্রুতিও ব্রহ্মের দেহাদিরূপ উপাধিতে অনুপ্রবেশের ঐরূপ দৃষ্টান্ত দিয়াছেন:—"পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্চক্রে

চতুষ্পদঃ। পুরঃ স পক্ষী ভূত্বা পুরঃ পুরুষ আবিশৎ।" সেই পুরুষ দ্বিপদের (মানুষের) পুর (দেহ) সৃষ্টি করিলেন, চতুষ্পদের পুর সৃষ্টি করিলেন এবং পক্ষী (লিঙ্গ শরীরী) হইয়া সেই সকল দেহে প্রবেশ করিলেন। এইরূপে বহু শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াও ব্রহ্ম নির্বিশেষ থাকেন, বহুরূপ হন না। *

২২　প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ।

পূ। বৃহদারণ্যক (২।৩।১) শ্রুতি বলিয়াছেন, "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চ এব অমূর্ত্তঞ্চ···তদেতৎ মূর্ত্তং যদন্যৎ বায়োঃ চ অন্তরিক্ষাচ্চ (বায়ু ও আকাশ ছাড়া সবই মূর্ত্ত) এতৎ মর্ত্ত্যং···অথ অমূর্ত্তং বায়ুশ্চ অন্তরিক্ষঞ্চ এতদমৃতং···অথাত আদেশ নেতি নেতি অন্যৎ পরং অস্তি···সত্যস্য সত্যং ইতি, প্রাণা বৈ সত্যং তেষাং এষ সত্যং।" এই শ্রুতি ব্রহ্মের সাকার ও নিরাকার দুই মূর্ত্তি বলিয়া, পৃথিবী, জল ও তেজ এই তিন ভূতকে ব্রহ্মের সাকাররূপ, মরুৎ ও ব্যোম্‌কে ব্রহ্মের নিরাকাররূপ বলিয়াছেন। শেষে নেতি নেতি বলিয়া তাঁর নিরাকাররূপের প্রতিষেধ করিয়াছেন; কারণ সাকাররূপ প্রত্যক্ষ হওয়ায় প্রতিষেধযোগ্য নহে।

উ। হি (যেহেতু) প্রকৃতং যৎ এতাবত্ত্বং (প্রকরণে যে মূর্ত্তামূর্ত্ত লক্ষণ বলা হইয়াছে) তদেব (সেই দ্বৈরূপ্যই) প্রতিষেধতি (নিষেধ করা হইয়াছে)। ততো ভূয়ঃ ব্রবীতি চ অন্যৎ পরং অস্তি সত্যস্য সত্যং। ব্রহ্ম মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত উভয়েরই অতীত। তিনি সত্যেরও সত্য। প্রকরণে মূর্ত্ত অমূর্ত্ত উভয়ের প্রস্তাব থাকায় উভয়েরই নিষেধ হইবে। নেতি নেতি দুইবার বলায়, দুইয়েরই নিষেধ পাওয়া যায়।

---

* নিম্বার্ক—দেখা যায় সাদৃশ্য আংশিকই হয়। পুরুষসিংহ—সিংহের মত সাহসী। এই মাত্র।

পূ। দুইয়েরই নিষেধ হইলে শূন্যবাদ আসিবে।

উ। ঐ নেতি নেতি বাক্য রূপপ্রপঞ্চের প্রতিষেধ করিয়া ব্রহ্মকে পরিশোধিত করিয়াছেন। যদি মাত্র নেতি নেতি বলিয়া প্রকরণ শেষ হইত, তুমি বলিতে পারিতে শ্রুতি মূর্ত্ত অমূর্ত্ত এই দুইয়ের একের অথবা উভয়েরই নিষেধ করিয়াছেন। তাহা না করিয়া শ্রুতি শেষে বলিয়াছেন, "অন্যৎ পরং অস্তি সত্যস্য সত্যং।" অতএব ঐ শ্রুতির অর্থ এই :— তিনি মূর্ত্তও নন্ অমূর্ত্তও নন্। তিনি সত্যের সত্য। প্রাণা বৈ সত্যং তেষাং এব সত্যং। *

২৩। তদব্যক্তমাহ হি।

পূ। যদি মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত হইতে অতীত কোনও ব্রহ্ম থাকিতেন, তিনি অবশ্য আমাদের জ্ঞানগম্য হইতেন। যেহেতু তিনি জ্ঞানগম্য হন না, তিনি নাই।

উ। রূপাদি নাই বলিয়া তদ্ অব্যক্তং আহ তাঁহাকে অব্যক্ত বলা হইয়াছে। তিনি অসৎ এই হেতু তাঁহাকে অব্যক্ত বলা হয় নাই। শ্রুতি বলিয়াছেন, "ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা। স এব নেতি নেত্যাত্মা অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে॥" "যৎতদদ্রেশ্যং

* নিম্বার্ককৃত অর্থ :—ঐ শ্রুতি ব্রহ্মের মূর্ত্ত অমূর্ত্ত দ্বিরূপতা সিদ্ধ করিয়া বলিয়াছেন, "ন হি এতস্মাৎ ইতি নেতি অন্যৎ পরং অস্তি...সত্যস্য সত্যং প্রাণা বৈ সত্যং তেষাং এব সত্যং"—এই ব্রহ্ম হইতে পরং শ্রেষ্ঠং নাস্তি ইতি ন ; এই দ্বিরূপ ব্রহ্ম অপেক্ষা ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ রূপ নাই এরূপ মনে করিও না। তাঁহার তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রূপ আছে, তাহা সত্যেরও সত্য, প্রাণ সত্য, ব্রহ্ম প্রাণেরও সত্য। অর্থাৎ শ্রুতি ব্রহ্মের দ্বৈরূপ্যের প্রতিষেধ করেন নাই, দ্বিরূপ অপেক্ষা ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ রূপ নাই এই কথার প্রতিষেধ করিয়াছেন মাত্র।

অগ্রাহ্যং ;" "যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্ অদৃশ্যে অনাত্ম্যে অনিরুক্তে অনিলয়নে," ইত্যাদি। স্মৃতিও বলিয়াছেন, "অব্যক্তো'য়ং অচিন্ত্যো'য়ং অবিকার্য্যো'য়ং উচ্যতে।"

২৪। অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্।

পূ। তুমি যে সকল শ্রুতি উদ্ধৃত করিলে সবই বলিতেছেন, ব্রহ্মকে কিছুতেই জানা যায় না। অতএব তাঁহাকে ধ্যানাদি করা বৃথা।

উ। তিনি অদৃশ্য, অব্যক্ত, অচিন্ত্য বটে কিন্তু সংরাধনে অর্থাৎ ভক্তি ধ্যান প্রণিধানাদি দ্বারা যোগীরা তাঁহাকে দর্শন করেন।

পূ। তুমি কিরূপে জানিলে?

উ। প্রত্যক্ষ (শ্রুতি) ও অনুমান (স্মৃতি) দ্বারা। শ্রুতি,—"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্। কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানং ঐক্ষৎ আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্;" "জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বঃ ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।"

স্মৃতি,—"যং বিনিদ্রা জিতশ্বাসাঃ সন্তুষ্টাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ।
জ্যোতিঃ পশ্যন্তি যুঞ্জানাস্তস্মৈ যোগাত্মনে নমঃ॥"

"যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনং।"

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবং বিধো'র্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥"

২৫। প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যং প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ।

উ। প্রকাশাদিবৎ (সূর্য্য যেমন দর্পণে, অগ্নি যেমন কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণে আবির্ভূত হন তদ্বৎ) ব্রহ্মণঃ অপি অবৈশেষ্যং (ব্রহ্মেরও সূর্য্যাদি হইতে বৈশেষ্য অর্থাৎ প্রভেদ নাই) কর্ম্মণি অভ্যাসাৎ প্রকাশঃ (যোগাদি কর্ম্ম অভ্যাস করিলে ব্রহ্মের প্রকাশ হয়)। *

২৬। অতো'নন্তেন তথা হি লিঙ্গং।

উ। অতঃ (জীব ব্রহ্মে বাস্তবিক ভেদ না থাকায়) জীব মোক্ষের পর অনন্তেন (পরমাত্মার সহিত) তথাহি লিঙ্গং (অভেদ হইয়া ব্রহ্মৈব ভবতি)।

২৭। উভয়ব্যপদেশাৎ তু অহিকুণ্ডলবৎ।

উ। শ্রুতি ব্রহ্মকে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত উভয়রূপে ব্যপদেশ করায় তাঁহাকে অহিকুণ্ডলবৎ বিবেচনা করিবে। গহ্বরে সুপ্ত সর্প যেমন অঙ্গ সঙ্কুচিত করিয়া রাখে, বাহিরে আসিয়া প্রসারিত হয়, তেমনই ব্রহ্ম প্রলয়কালে আপনাতে গুপ্ত থাকেন, সৃষ্টিকালে জগৎরূপে পরিণমিত হন। †

---

* শঙ্কর কৃত অর্থ :—যদি বল ধ্যান দ্বারা ব্রহ্ম দৃষ্ট হইলে ধ্যাতৃ ও ধ্যেয়ের প্রভেদ স্বীকার করিতে হয়, তা নয় ; সূর্য্য ও আকাশ (প্রকাশাদি) যেমন উপাধিভেদে ভিন্ন প্রায় হয়, প্রকাশস্বভাব চিদাত্মা তেমনই চিত্তোপাধি দ্বারা উপাস্য উপাসকভাব প্রাপ্তের ন্যায় হন। বস্তুতঃ তিনি অবিশেষ।

† শঙ্কর কৃত অর্থ :—জীবব্রহ্ম ভিন্ন ও অভিন্ন শাস্ত্রে উভয়বিধ উপদেশ থাকায় আত্মার তত্ত্ব অহিকুণ্ডলবৎ হয়। সর্প যেমন কখন কুণ্ডলাকৃতি কখন প্রসারিত হয় সেইরূপ আত্মা কখন কেবল হন কখন মনুষ্য পশু পক্ষী বা উদ্ভিদের জীবাত্মা হন।

২৮। প্রকাশাশ্রয়বদ্ বা তেজস্ত্বাৎ।

উ। যেমন তেজ (প্রকাশ) প্রকাশাশ্রয় (সূর্য্য) হইতে ভিন্ন না হইয়াও লোকে ভিন্নবৎ উক্ত হয়; তেমনই জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন বলিয়া উক্ত হন।

২৯। পূর্ব্ববদ্ বা।

উ। পূর্ব্ববৎ (২৫ সূত্রে যেমন বলা হইয়াছে) সূর্য্য ও আকাশাদি উপাধিভেদে ভিন্ন প্রতীয়মান হয়, পরমাত্মাও তেমনই উপাধিভেদে ভিন্ন প্রতীয়মান হন। ভেদ সাধারণের প্রত্যক্ষ হওয়ায় শ্রুতি তাহার উল্লেখমাত্র করিয়া অভেদকেই প্রতিপাদ্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। *

৩০। প্রতিষেধাচ্চ।

উ। "নান্যতো'স্তিদ্রষ্টা," "অথাত আদেশো নেতি নেতি," "তদেতদ্ ব্রহ্ম অপূর্ব্বং (অনাদি) অনপরং (অনন্ত) অনন্তরং (অপরিচ্ছিন্ন) অবাহ্যং" (একরস), ইত্যাদি রূপ প্রতিষেধ থাকায়, অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে পৃথক পদার্থ নাই বলিয়া, ব্রহ্মব্যতিরিক্ত প্রপঞ্চ নিরাকৃত হওয়ায়, ব্রহ্মমাত্রই পরিশিষ্ট থাকেন। এই জন্য ভেদের উল্লেখ করিয়া শ্রুতি তাহার প্রতিষেধ করিয়াছেন। †

---

* নিম্বার্ককৃত অর্থ:—কৃৎস্নপ্রসক্ত্যাদিদোষাভাবশ্চ পূর্ব্ববৎ বোধ্যঃ (২।১।২৬ দেখ)।

† নিম্বার্ককৃত অর্থঃ—ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন ইত্যাদি প্রতিষেধাচ্চ ন প্রকৃতস্য ব্রহ্মণঃ দোষযোগঃ।

৩১। পরমতঃ সেতুন্মানসম্বন্ধভেদ-ব্যপদেশেভ্যঃ। পূ।

পূ। অতঃ (পরমাত্মনঃ) পরং (ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদার্থের অস্তিত্ব) সেতুব্যপদেশাৎ উন্মানব্যপদেশাৎ সম্বন্ধব্যপদেশাৎ ভেদব্যপদেশাৎ চ প্রতিপন্নং। সেতু,—"অথ চ আত্মা স সেতুর্বিধৃতিঃ ;" "সেতুং তীর্ত্বা ;" "যঃ সেতুরীজানানাং অক্ষরং ব্রহ্ম যৎপরং ;" "এষ সেতুর্বিধরণঃ।" উন্মান (মাপা বা গোণা),—"তদেতৎ ব্রহ্ম চতুষ্পাৎ অষ্টশফং ষোডশ-কলং।" সম্বন্ধ,—"সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি ;" "শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেন আত্মনা সম্পরিষ্বক্তঃ।" ভেদ,—"অথ য এষ অন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে…অথ য এষ অন্তঃ অক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে।" এই সকল শ্রুতি সেতু, পরিমাণ, সম্বন্ধ ও ভেদের দৃষ্টান্ত দ্বারা পরমাত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ কোন তত্ত্বের অস্তিত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন। আত্মাকে সেতু বলিলে সেতুর অপর পারে গন্তব্য স্থান বুঝায়। উন্মান অর্থাৎ পরিগণিত বা পরিমিত বলিলেই, এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ করিলেই, তদতিরিক্ত পদার্থের অনুমান হয়। ষোড়শকল বলিলেই বিংশকল বস্তু মনে পড়ে, অষ্টশফ বলিলেই ষোড়শশফ মনে পড়ে ; চতুষ্পদ বলিলেই অষ্টপদ মনে পড়ে। * সুষুপ্তিকালে জীব সৎসম্পন্ন হয় বলিলেই মনে হয় মোক্ষকালে

---

* "তদেতৎব্রহ্ম চতুষ্পাদষ্টশফং ষোড়শকলং।" চতুষ্পাদঃ—প্রকাশবান্ পাদ, অনন্তবান পাদ, জ্যোতিষ্মান পাদ ও আয়তনবান পাদ। প্রতি পাদের চারিটি কলা। প্রকাশবান্ পাদের চারি কলা চারিদিক্। অনন্তবান পাদের পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দিব্ ও সমুদ্র এই চারি কলা। জ্যোতিষ্মান পাদের অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র ও বিদ্যুৎ চারি কলা। আয়তনবানপাদের চক্ষু, শ্রোত্র, বাক্ ও ঘ্রাণ, চারি কলা। প্রতি পাদে দুই দুইটি শফ্ অর্থাৎ

জীব সৎ হইতে উৎকৃষ্ট তত্ত্বে উপনীত হয়। অস্তরাদিত্যো হিরণ্ময়ঃ পুরুষ ও অন্তরক্ষিণি পুরুষ হইতে পুরুষোত্তমকে ভিন্ন বোধ হয়। *

৩২। সামান্যাৎ তু।

উ। "সেতুরাত্মেতি হ্যাহ ন পুনস্ততঃ পরমস্তি," এই শ্রুতি তোমার সেতু সম্বন্ধীয় আপত্তির খণ্ডন করিতেছেন। 'সেতুং তীর্ত্বা' শ্রুতির অর্থ পার হওয়া নয়। এখানে তীর্ত্বা—প্রাপ্ত হইয়া। যেমন ব্যাকবণ তীর্ণ। জগৎ আত্মা দ্বারা বিধৃত অর্থাৎ সংরক্ষিত হইয়াছে, এই অর্থে আত্মাকে সেতু বলা হইয়াছে। হেতুসামান্যাৎ সেতুব্যপদেশঃ। আত্মাকে যে সেতু বলা হইয়াছে তাহা হেতুসামান্য অর্থাৎ কোনও এক সেতুভাব লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। সেতু যেমন উভয় তীরকে রক্ষা করে, তেমনই আত্মা জগৎকে রক্ষা করেন। এই সেই সামান্য অর্থ। ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ কোনও তত্ত্ব নাই, কারণ শ্বেতাশ্বতর (৩।৯) শ্রুতি বলিয়াছেন, "যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ।"

৩৩। বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ।

উ। বুদ্ধ্যর্থঃ (বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া) পাদবৎ (ব্রহ্মের চারি পদের কল্পনা করা হইয়াছে)। ছান্দোগ্য ৩।১৮।১ বলিয়াছেন, "মনো

খুর (ছান্দোগ্য ৪.৫,৬,৭,৮)। এই উপনিষদে ব্রহ্মকে বৃষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ইহাতে একটি গভীর তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন আছে। আমরা মানুষ, ঈশ্বরকে এক বৃহৎ মানুষ মনে করি। ইংরাজীতে বলে, If a circle could think it would ascribe circularity to God. সত্যকাম জাবাল গুরুর গরু চরাইতে চরাইতে প্রথমে এক বৃষের নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছিলেন। বৃষ ব্রহ্মকে বৃষের মত বলিবে ইহাই স্বাভাবিক।

* শঙ্কর কৃত অর্থ :—অতঃ (পরমাত্মনঃ) পরং (পৃথগ্ জীবের অস্তিত্ব)।

ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত ইত্যধ্যাত্মং অথ অধিদৈবতং আকাশো ব্রহ্ম ইতি...... অগ্নিঃ পাদঃ বায়ুঃ পাদঃ আদিত্যঃ পাদঃ দিশঃ পাদঃ...বাগেব ব্রহ্মণঃ চতুর্থঃ পাদঃ স অগ্নিনা...ভাতি। প্রাণ এব ব্রহ্মণঃ চতুর্থঃ পাদঃ স বায়ুনা ভাতি...চক্ষুরেব ব্রহ্মণঃ চতুর্থঃ পাদঃ স আদিত্যেন ভাতি...শ্রোত্রমেব ব্রহ্মণঃ চতুর্থঃ পাদঃ স দিগ্‌ভিঃ...ভাতি। ব্রহ্মে উন্মান অর্থাৎ চতুষ্পদ অষ্টশফ ষোড়শকল ইত্যাদি কল্পনা কেবল ব্রহ্মবুদ্ধির সহায়তার জন্য করা হইয়াছে। মনের হস্ত পদ নাই, আকাশেরও হাত পা নাই, তথাপি উপাসনার সুবিধার জন্য বলা হয় বাক্য, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ এই চারিটি মনের পা, এবং অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য ও দিক্ এই চারিটি আকাশের পা। সেইরূপ ধ্যানের সুবিধার জন্য ব্রহ্মের চতুষ্পাদ, অষ্টশফাদির কল্পনা হইয়াছে। যে সকল অজ্ঞান উপাসক নিরাকার ব্রহ্মের ধারণা করিতে পারে না তাহাদের সুবিধার জন্য ঐ সকল পরিমাণ ও সংখ্যার কল্পনা হইয়াছে।

৩৪। স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ।

উ। সম্বন্ধব্যপদেশের কথা বলিয়াছ, তাহার উত্তর এই:—স্থানবিশেষে যেমন আকাশ ও আলোক ভিন্ন প্রকার প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ পরমাত্মাও বুদ্ধ্যাদি স্থান (উপাধি) সম্পর্কে জীবাদি নানা ভাব প্রাপ্তের ন্যায় হন। সুতরাং আত্মার সহিত বুদ্ধ্যাদির সম্পর্ক ঔপচারিক। ভেদব্যপদেশের উত্তর এই:—রক্ত নীল কাচের আধারে যেমন শুভ্র আলোক রক্ত নীল বলিয়া বোধ হয়, তেমনই অভিন্ন পরমাত্মা ভিন্ন ভিন্ন জীবের সম্পর্কে বা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হন।

৩৫। উপপত্তেশ্চ।

উ। "স্বং অপীতো ভবতি।" সুষুপ্তিকালে আপনাতেই লয় প্রাপ্ত হয়, এই শ্রুতি উপাধিকৃত স্বরূপের তিরোভাব দ্বারা জীবের স্ব স্বরূপে (ব্রহ্ম স্বরূপে) লয় প্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন। অতএব সুষুপ্তিকালে জীব "সতা সম্পন্নো ভবতি," "প্রাজ্ঞেন আত্মনা সম্পরিষক্ত" হন বলিয়া জীবব্রহ্মে ভেদ উপপন্ন হয় না। শ্রুতি একই আকাশের স্থানকৃত ভেদ বলিয়াছেন, "যো'য়ং বহির্দ্ধা পুরুষাৎ আকাশঃ যো'য়ং অন্তঃ পুরুষ আকাশঃ," "যো'য়ং অন্তর্হৃদয় আকাশঃ" সেইরূপ এক ব্রহ্মের উপাধি ভেদে জীবত্ব ও ব্রহ্মত্ব উপপন্ন হয়, বাস্তবিক ভেদ উপপন্ন হয় না।

৩৬। তথান্যপ্রতিষেধাৎ।

পূ। শ্বেতাশ্বতর (৩।৯) শ্রুতি বলিয়াছেন; "তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বং ততো যদুত্তরতরং তদরূপং অনাময়ং"—এতদ্বারা ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতত্ত্ব আছে বুঝা যায়।

উ। ততো যদুত্তরতরং—সৃষ্টির যাহা অতীত। ব্রহ্মের অতীত নয়। "স এব অধস্তাৎ অহমেব অধস্তাৎ আত্মা এব অধস্তাৎ", "সর্ব্বং তং পরাদাৎ যো'ন্যত্র আত্মনঃ সর্ব্বং বেদ;" "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং", "আত্মৈবেদং সর্ব্বং;" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন", "যস্মাৎ পরং নাপরং অস্তি কিঞ্চিৎ", "তদেতৎ তদ্ব্রহ্ম অপূর্ব্বং অনপরং অনন্তরং অবাহ্যং", ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্ম ভিন্ন পদার্থের অস্তিত্বের প্রতিষেধ থাকাতেও ভেদের নিরাকরণ হইতেছে; এবং ব্রহ্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অপর তত্ত্বের অভাব প্রতিপন্ন হইতেছে।

৩৭। অনেন সর্ব্বগতত্বং আয়ামশব্দাদিভ্যঃ।

উ। আয়াম শব্দ ব্যাপ্তিবাচক। আয়ামশব্দাদিভ্যঃ (সর্ব্বগত, নিত্য, জ্যায়ান্, স্থাণু, অচল প্রভৃতি শব্দ) আত্মার সর্ব্বগতত্ব বুঝায়। "যাবান্ বা অয়মাকাশঃ তাবান্ এষ অন্তর্হৃদয় আকাশঃ," "আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ", "জ্যায়ান্ দিবো জ্যায়ান্ আকাশাৎ", "নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুঃ অচলো'য়ং" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

৩৮। ফলং অত উপপত্তেঃ। *

পূ। কার্য্যই কারণ হইয়া পরবর্ত্তী কার্য্য উৎপন্ন করে। অন্য কর্ত্তার প্রয়োজন হয় না। অতএব কর্ম্মই কর্ম্মফলের কারণ ও কর্ত্তা ; অন্য কর্ত্তার (ঈশ্বরাদির) প্রয়োজন হয় না।

উ। কর্ম্ম ক্ষণবিনাশী। অভাবই ইহার স্বভাব। এরূপ অভাবরূপ কর্ম্ম হইতে জন্মান্তরভাবী ফল হওয়া যুক্তিসিদ্ধ হয় না। অপি চ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে কর্ম্মের ফলভোগ করিবে কে? অতঃ পরমেশ্বরাৎ এব ফলং কর্ম্মফলং ইতি উপপত্তিঃ তস্মাৎ। (২।৩।৪২ দেখ।)

৩৯। শ্রুতত্বাচ্চ।

উ। "স বা এষ মহান্ অজঃ আত্মা অন্নাদঃ বসুদানঃ"—সেই মহান্ অনাদি আত্মাই অন্ন ও ধনদান করেন। এই শ্রুতিদ্বারাও ঈশ্বরের কর্ম্মফল-দাতৃত্ব উপপন্ন হয়।

---

* এইখানে প্রকরণ ভঙ্গ হইল। ৩।২।৩৭,৩৮,৩৯,৪০,৪১ সূত্র ২।৩।৪১।৪২ সূত্রের পরে হওয়া উচিত ছিল। অনেক হাতের কারিগরি হওয়ায় এবং নূতন নূতন সূত্র প্রক্ষিপ্ত হওয়ায় এরূপ ওলটপালট হইয়াছে।

৪০। ধর্ম্মং জৈমিনিঃ অত এব। পূ।

পূ। অতঃ এব (শ্রুতি প্রমাণেই) জৈমিনি ধর্ম্মকে কর্ম্মফলদাতা বলিয়াছেন। "স্বর্গকামো যজেত", এই বিধির বিষয় যজ্ঞ, অতএব যজ্ঞই স্বর্গের কারণ। যুক্তিও তাহাই বলে। কর্ম্ম ক্ষণবিনাশী সত্য; কিন্তু সেই ক্ষণবিনাশী কর্ম্ম অপূর্ব্ব নামক এক শক্তি উৎপন্ন করিয়া নষ্ট হয়। সেই অপূর্ব্বই ফলের জনক হইয়া ফল উৎপন্ন হওয়া পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। ঈশ্বর নির্ব্বিশেষ, অতএব অবিচিত্র। অবিচিত্র কারণ হইতে বিচিত্র কর্ম্মফলের উৎপত্তি হওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ।

৪১। পূর্ব্বন্তু বাদরায়ণো হেতুব্যপদেশাৎ।

উ। তু (কিন্তু) বাদরায়ণঃ পূর্ব্বং (পূর্ব্বোক্তং পরমেশ্বরং) হেতুং (ফলহেতুং) ব্যপদিশতি তস্মাৎ, ঈশ্বরই কর্ম্মানুসারে অথবা অপূর্ব্বানুসারে কর্ম্মীজীবকে কর্ম্মফল দেন। কৌষীতকি ৩।৮ শ্রুতি তাহাই বলিয়াছেন,— "এষ উ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যং এভ্যো লোকেভ্যঃ উন্নিনীষতে। এষ উ হ্যেব অসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যং অধোনিনীষতে।" ভগবদ্গীতা বলিয়াছেন, "লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হিতান্।" জীবের কর্ম্ম যখন বিচিত্র তাহার ফলও বিচিত্র হইবে তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে?

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তৃতীয়ঃ পাদঃ *

১। সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ং চোদনাদ্যবিশেষাৎ।

পূ। তৈত্তিরীয়, বাজসনেয়, কৌথুমক, কৌষীতক, শাট্যায়ন প্রভৃতি পরস্পর বিভিন্ন বহু বেদান্ত আছে। প্রতি বেদান্ত ভিন্ন ভিন্ন উপাসনার উপদেশ দিয়াছেন। কোন শাখা পঞ্চাগ্নির উপাসনা, কোন শাখা প্রাণোপাসনা, কোন শাখা শাণ্ডিল্য বিদ্যা, কোন শাখা সম্বর্গ বিদ্যা, কোন শাখা বৈশ্বানর বিদ্যা, কোন শাখা অন্তর্যামী ব্রহ্মের উপদেশ দিয়াছেন। জৈমিনি ধর্ম্মভেদকে কর্ম্মভেদের কারণ বলিয়াছেন। বেদান্তোক্ত উপাসনায় ধর্ম্মভেদ দৃষ্ট হয়। তদনুসারে উপাসনারও ভিন্নতা সিদ্ধ হয়।

উ। সর্ব্বৈঃ বেদান্তৈঃ প্রতীয়ন্তে ইতি সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ানি তৈ তৈঃ বিহিতানি উপাসনানি অভিন্নানি এব। কুতঃ? চোদনাদ্যবিশেষাৎ (বিধিনিয়োগের ঐক্য আছে বলিয়া)। ১।১।৪ সূত্র দেখ। "একং বা সংযোগরূপ চোদনসমাখ্যা'বিশেষাৎ" সূত্রে জৈমিনিও তাহাই বলিয়াছেন। অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম বিভিন্নশাখায় বিভিন্নরূপে কথিত হইলেও, সব একই কর্ম্ম, যেহেতু সংযোগ (ফলসংযোগ), চোদনা (যে বিধি কর্ম্মে প্রণোদিত করে) ও সমাখ্যা (নাম) একই। অগ্নিহোত্র বহু শাখায় কথিত হইয়াছে কিন্তু অগ্নিহোত্র যজ্ঞে, হোতৃ ও প্রযত্ন, সকল শাখাতেই এক, এবং সকল

---

* ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের উপাসনা কথিত হইয়াছে। তাহারা কি বিভিন্নের বিভিন্ন উপাসনা, অথবা একেরই অভিন্ন উপাসনা, এই বিষয়টি এই পাদে স্থিরীকৃত হইবে।

শাখাতেই জুহুয়াৎ বলিয়া বিধি আছে। "যো হ বৈ জ্যেষ্ঠঞ্চ শ্রেষ্ঠঞ্চ বেদ" এই চোদনা বাজসনেয়ি ও ছান্দোগ্যে অভিন্ন। উভয় শ্রুতিই একই ফল বলিয়াছেন,—"জ্যেষ্ঠঞ্চ শ্রেষ্ঠঞ্চ স্বানাং (জ্ঞাতিদের মধ্যে) ভবতি।" উপাসনার রূপও (দ্রব্য ও দেবতা) এক; সমাখ্যা (নামও) এক। নাম ও রূপ কখন কখন ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইলেও সে ভেদ যথার্থ নহে। "ন নাম্না স্যাৎ অচোদনাভিধানত্বাৎ" সূত্রে জৈমিনি সে ভেদ নিরাকৃত করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রেও ইহা নিরাকৃত হইবে।

২ ভেদান্নেতি চেন্নৈকস্যামপি।

উ। ভেদাৎ (ভেদ আছে বলিয়া) নেতি (উপাসনার একত্ব নাই) চেৎ (যদি বল) ন (এ কথা বলিতে পার না), কারণ, একস্যামপি (একই বিদ্যায় অর্থাৎ উপাসনায় ওরূপ ভেদ আছে)। বাজসনেয়ি পঞ্চাগ্নি বিদ্যায় এক ষষ্ঠ অগ্নির কল্পনা করিয়াছেন :—"অথ যদা ম্রিয়তে অথৈনং অগ্নয়ে হরন্তি, তস্য অগ্নিরেব অগ্নির্ভবতি, সমিৎ সমিৎ, ধূমো ধূমো, অর্চ্চিরর্চ্চিঃ···এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবা পুরুষং জুহ্বতি, তস্যা আহুত্যৈ পুরুষো ভাস্বরবর্ণঃ সম্ভবতি," (৩।১।১ দেখ) ছান্দোগ্য (৫।৮,৯) "যোষা বাব··· অগ্নি···তস্যা আহুতের্গর্ভঃ সম্ভবতি। ইতি তু পঞ্চম্যাং আহুতৌ আপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি······স জাতো যাবদায়ুষং জীবতি তং প্রেতং দিষ্টং ইতঃ অগ্নয় এব হরন্তি" বলিয়া সংক্ষেপে শেষ করিয়াছেন। প্রাণ সম্বাদে ছান্দোগ্য (২।২) শ্রেষ্ঠ চারি প্রাণ ছাড়া বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র ও মন এই আরও চারিটি প্রাণ স্বীকার করেন। বৃহদারণ্যক (৬।১২) শ্রুতি এতদতিরিক্ত রেতঃকে পঞ্চম প্রাণ বলিয়া গ্রাহ্য করেন। এই সকল সামান্য ভেদে উপাসনার অনৈক্য প্রতিপন্ন হয় না।

৩ স্বাধ্যায়স্য তথাত্বেন হি সমাচারে'ধিকারাচ্চ সরবচ্চ তন্নিয়মঃ।

পূ। মুণ্ডকোপনিষৎ (৩।২।১০,১১) বলেন, "তদেতদ্ ঋচা'ভ্যুক্তং ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ ; স্বয়ং জুহ্বতে একর্ষি শ্রদ্ধয়ন্তঃ, তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত, শিরোব্রতং বিধিবদ্ যৈস্তু চীর্ণং॥ তদেতৎ সত্যং ঋষিরঙ্গিরাঃ পুরোবাচ নৈতৎ অচীর্ণব্রতঃ অধীতে"—সেই সকল ব্রহ্মনিষ্ঠ ক্রিয়াবান্ শ্রোত্রিয় যাঁহারা শ্রদ্ধাবন্ত হইয়া স্বয়ং সেই একর্ষি অগ্নির হোম করেন, এবং যাঁহারা বিধিবৎ এই শিরোব্রত (মস্তকে অগ্নিধারণ) অনুষ্ঠান করিয়াছেন তাঁহাদেরই এই ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার। অঙ্গিরা ঋষি এই সত্য পূর্ব্বে শুনককে বলিয়াছিলেন, যে শিরোব্রত করে নাই সে ইহা পড়িবে না। এই শ্রুতি দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে কেবল শিরোব্রতকারীদেরই মুণ্ডকোপনিষদে অধিকার আছে, অন্য কাহারও নাই। তবেই ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তে ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা সিদ্ধ হইল।

উ। এই শিরোব্রত স্বাধ্যায়স্য (বেদপাঠের) ধর্ম্ম, ব্রহ্মবিদ্যার ধর্ম্ম নয় ; বেদবিদ্যার অঙ্গ নয়, বেদাধ্যয়নের অঙ্গ। হি (যে হেতু) তথাত্বেন (অধ্যয়ন অর্থেই) সমাচারে (বেদব্রত সম্বন্ধীয় গ্রন্থে) কথিত হইয়াছে। অধিকারাচ্চ (যাঁহারা শিরোব্রত করিয়াছেন তাঁহাদেরই পাঠে অধিকার আছে, শ্রুতি এই কথা বলায়) একর্ষি অগ্নিতে সরবচ্চ (সৌর্য্যাদি হোমের ন্যায়) তন্নিয়মঃ (তাহা নিয়মিত)। যেমন সৌর্য্যাদি ৭ প্রকার সর (হোম) আথর্ব্বনিকদের একাগ্নিতে নিয়মিত, তেমনই শিরোব্রত মুণ্ডকাধ্যয়নেই নিয়মিত। মুণ্ডকোপনিষদ বিভিন্ন ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দেন নাই।

৪। দর্শয়তি চ।

উ। তৈত্তিরীয় উপনিষদ ব্রহ্মানন্দবল্লী ৭ম অনুবাকে আছে, "যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্ উদরং অন্তরং কুরুতে। অথ তস্য ভয়ং ভবতি তৎ তু এব ভয়ং বিদুষো মন্বানস্য"—যে ইঁহাতে অল্পমাত্রও ভেদজ্ঞান করে তাহার ভয় হয়, যে বিদ্বান্ অভেদজ্ঞানী তৎসম্বন্ধে তিনি অভয়। কঠোপনিষদের ষষ্ঠবল্লীতেও তাহাই বলা হইয়াছে—"যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং। মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্ বিদুঃ অমৃতাস্তে ভবন্তি।" নিম্নলিখিত শ্রুতি সকল বেদ ও বিদ্যার একত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, "সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি;" "তথৈতমেব বহ্বৃচা (বহ্বৃক্) মহতি উক্থে মীমাংসন্তে এতং অগ্নৌ অধ্বর্যব এতং মহাব্রতে ছন্দোগাঃ।" বৃহদারণ্যকে বৈশ্বানর বিদ্যায় যাঁহাকে প্রাদেশমাত্র সম্পাদিত বলা হইয়াছে, ছান্দোগ্যেও (১৮।১) "যূয়ং পৃথগিব ইমং আত্মানং বৈশ্বানরং বিদ্বাংসঃ অন্নং অত্থ যস্ত্ব এতমেব প্রাদেশমাত্রং অভিবিমানং বৈশ্বানরং উপাস্তে স সর্ব্বেষু ভূতেষু... অন্নং অত্তি।" অতএব উভয় উপনিষদেই বৈশ্বানর উপাসনা এক। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্থের উপাসনা কথিত আছে, আবার অন্য উপনিষদেও উক্থের উপাসনার কথা আছে। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে সমুদায় উপাসনাই সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়।

৫। উপসংহারোঽর্থাভেদাৎ বিধিশেষবৎ সমানে চ।

উ। বিধিশেষবৎ (পূর্ব্বমীমাংসায় যেমন বিহিতকর্ম্মের ঐক্য থাকিলে ভিন্ন ভিন্ন শ্রুত্যুক্ত কর্ম্মাঙ্গের অনৈক্য উপসংহৃত অর্থাৎ একত্রীকৃত করা

হইয়াছে, তদ্রূপ) অর্থাভেদাৎ (অর্থ বা উপাসনা বস্তুর অভেদ হওয়া হেতু) সমানে (বিভিন্ন শ্রুত্যুক্ত এক উপাসনায়) উপসংহারো ভবতি (এক শ্রুতির উপাসনার অঙ্গ অন্য শ্রুতির উপাসনার অঙ্গের সহিত উপসংহৃত বা একাঙ্গীকৃত করিয়া লইতে হয়)। একই উপাসনা দুই উপনিষদে থাকিলে, যদি উহাদের একে ৬টি, অন্যে ৫টি উপাসনার অঙ্গ থাকে, ষষ্ঠটি দ্বিতীয় উপনিষদে উপসংহার * করিতে হইবে। এই সূত্রের দৃষ্টান্ত ৬ সূত্রে দেওয়া হইয়াছে।

৬। অন্যথাত্বং শব্দাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ।

উ। বৃহদারণ্যকে (১।৩।১) ও ছান্দোগ্য (১।২।১) প্রকরণে প্রাণের উপাসনা কথিত আছে। উভয়েই দেবাসুরের যুদ্ধ, উদ্গীথের উল্লেখ, মুখ্য প্রাণের প্রশংসা, তদ্দ্বারা অসুরবিজয় একইরূপে কথিত আছে। প্রভেদ কেবল এইটুকু যে, বৃহদারণ্যকে দেবতারা প্রাণকে বলিলেন "ত্বং ন উদ্গায়" তুমি আমাদের গানকর্তা (পুরোহিত) হও ; ছান্দোগ্যে দেবতারা "তং উদ্গীথং উপাসাঞ্চক্রিরে"—দেবতারা উদ্গীথেরই উপাসনা করিলেন। শব্দাদিতি—(বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্যে শব্দের পার্থক্য আছে বলিয়া) অন্যথাত্বং চেৎ (যদি বল শ্রুতিদ্বয়ের উপাসনা ভিন্ন) ন (তাহা নয়) কুতঃ ? অবিশেষাৎ (উভয় শ্রুতিই অবিশেষে প্রাণের উপাসনা আম্নাত করিয়াছেন বলিয়া)।

* উপসংহার—Supplement

৭। ন বা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ। পূ।

পূ। ছান্দোগ্য ঐ প্রকরণ এইরূপে আরম্ভ করিয়াছেন,—"ওঁ ইত্যেতৎ অক্ষরং উদ্‌গীথং উপাসীত", পরে "অথ খলু এতস্যৈব অক্ষরস্য উপব্যাখ্যানং ভবতি", বলিয়া দেবাসুরের উপাখ্যান কহিয়া "তং প্রাণং উদ্‌গীথং উপাসাঞ্চক্রিরে" বলিয়া শেষ করিয়াছেন। বৃহদারণ্যকে প্রকরণ আরম্ভ হইয়াছে দেবাসুরের বিবাদে। দেবতারা উদ্‌গীথ দ্বারা অসুরবধের সঙ্কল্প করিয়া প্রথমে বাক্‌কে বলিলেন, তুমি আমাদের উদ্‌গাতা হও। বাক্ উদ্‌গীথ গান করিলে, অসুরগণ বাক্‌কে পাপবিদ্ধ করিল। এইরূপে একে একে ঘ্রাণ, চক্ষু, কর্ণ ও মন দেবকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া উদ্‌গীথ গান করিল এবং অসুর কর্তৃক পাপবিদ্ধ হইল। অবশেষে দেবতারা মুখ্যপ্রাণকে উদ্‌গীথ গান করিতে বলিলেন। প্রাণ উদ্‌গীথ গান করিলে অসুরেরা প্রাণকেও পাপবিদ্ধ করিতে গিয়া বিনষ্ট হইল। ছান্দোগ্যে ওঁকার প্রাণরূপে উপাস্য, বৃহদারণ্যকে প্রাণ উদ্‌গাতা মাত্র। বৃহদারণ্যক প্রাণ ও উদ্‌গীথের একত্ব বলিলেও, উভয় শ্রুতির উপাসনার একত্ব হয় না। অপি চ পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ—পরোবরীয় দৃষ্টান্তেও উভয় শ্রুত্যুক্ত উদ্‌গীথ উপাসনা বিভিন্ন। ছান্দোগ্যের ১।৯ খণ্ডে আছে:—"অস্য লোকস্য কা গতিঃ? আকাশঃ। সর্ব্বাণি…ইমানি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে আকাশং প্রতি অস্তংযন্তি। আকাশো হি এব এভ্যো জ্যায়ান্ আকাশঃ পরায়ণং। স এব পরোবরীয়ান্ উদ্‌গীথঃ স এব অনন্তঃ পরোবরীয়ো হাস্য ভবতি পরোবরীয়সো হ লোকান্ জয়তি, য এতদেবং বিদ্বান্ পরোবরীয়াংসং উদ্‌গীথং উপাস্তে।" পর হইতে পর, বর হইতে বর সেই উদ্‌গীথ অনন্ত। আবার ছান্দোগ্যেরই ১।৪ খণ্ডে "ওঁ ইত্যেতদক্ষরং

উদ্গীথং উপাসীত" বলিয়া আরম্ভ করিয়া "য উদ্গীথঃ স প্রণবঃ যঃ প্রণবঃ স উদ্গীথঃ" বলিয়া ৫ম খণ্ডে "ইয়মেব ঋক্ অগ্নিঃসাম…অন্তরিক্ষমেব ঋক্ বায়ুঃ সাম…দ্যৌরেব ঋক্ আদিত্যঃ সাম…নক্ষত্রানি এব ঋক্ চন্দ্রমাঃ সাম…যদাদিত্যস্য শুক্লং ভাঃ সৈব ঋক্…যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং তৎসাম…য এষঃ অন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশঃ আপ্রণখাৎ সর্ব্বএব সুবর্ণ। তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকং এবং অক্ষিণী তস্য উদিতি নাম স এষঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ উদিত উদেতি হ বৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ য এবং বেদ।" ছান্দোগ্যেরই এক উদ্গীথের পরোবরীয়স্ত্বগুণ, অন্য উদ্গীথের হিরণ্যশ্মশ্রুত্বগুণ। অতএব ঐ উপাসনাদ্বয় এক হইতে পারে না। *

৮। সংজ্ঞাতশ্চেৎ তদুক্তমস্তি তদপি। পূ

পূ। চেৎ (যদি বল) সংজ্ঞাতঃ (দুইএরই উদ্গীথ সংজ্ঞা-নাম থাকায় বিষয়ও এক হইবে) তদপি (তাহাও উপপন্ন হয় না) তদুক্তমস্তি (পূর্ব্বসূত্রে তাহা বলিয়াছি, আবার বলিতেছি—পরোবরীয়স্ত্বগুণসম্পন্ন উদ্গীথ ও হিরণ্যশ্মশ্রুত্বগুণসম্পন্ন উদ্গীথ এক উদ্গীথ নামের হইলেও তাহাদের বিষয় ও উপাসনা ভিন্ন।

৯। ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসম্। পূ।

পূ। "ওঁ মিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত" শ্রুতিতে উদ্গীথ শব্দটি ওঁ শব্দের বিশেষণ মাত্র। কেন? ব্যাপ্তেশ্চ, ওঁ শব্দ সর্ব্ব বেদব্যাপী।

* নিম্বার্ক এই সূত্রকে সিদ্ধান্তপক্ষ সূত্র করিয়াছেন।

এখানে সেই ওঁকার কেবল উদ্গীথে গেয় ওঁ, এই কথাটি বুঝাইবার জন্য উদ্গীথ শব্দ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই অর্থই সমঞ্জসং (ঠিক)। অতএব বৃহদারণ্যকে উদ্গীথ উপাসনা উক্ত হয় নাই। ওঁকারের উপাসনাই উক্ত হইয়াছে। *

১০। সর্ব্বাভেদাৎ অন্যত্রেমে।

উ। গুণ ভেদে বিষয় ভেদ হয় না। ইমে (এই সকল গুণ) কচিৎ উক্তাঃ (কোন কোন উপনিষদে উক্ত হইয়াছে) কচিৎ অনুক্তাঃ (কোন কোন উপনিষদে উক্ত হয় নাই)। অন্যত্র (যেখানে বলা হয় নাই, সেখানেও) শ্রুত্যন্তরে উক্ত গুণ সকল উপসংহৃত হইবে। কেন? সর্ব্বাভেদাৎ (সমস্ত উপনিষদ অভিন্ন হওয়ায়)। †

১১। আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য।

উ। ব্রহ্মই সকল উপনিষদের প্রধান বক্তব্য বিষয়। সেই প্রধানস্য (ব্রহ্মের) আনন্দাদি (সত্ত্বা, চৈতন্য ও আনন্দময়ত্ব গুণ) আছে। কোন

* নিম্বার্ক ৬ সূত্রকে পূর্ব্বপক্ষ এবং ৭, ৮, ৯ সূত্রকে তাহার সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন তাহার মতে যেমন ছান্দোগ্যের হিরণ্ময় পুরুষের ও পরোবরীয়ত্বগুণযুক্ত পুরুষের উপাসনা ভিন্ন, তেমনই বৃহদারণ্যকের উদ্গীথ ও ছান্দোগ্যের উদ্গীথ উপাসনা ভিন্ন। ছান্দোগ্যে উদ্গীথ প্রণবের বিশেষণ মাত্র, বৃহদারণ্যকে উদ্গীথ প্রাণরূপে উপাস্য।

† এই সূত্রের নিম্বার্ককৃত অর্থ—ছান্দোগ্যে ও বৃহদারণ্যকে প্রাণ জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া উপাস্য, বাগাদি প্রাণ হইতে পরিস্পন্দন লাভ করিয়াছে ; কিন্তু অন্যত্র অর্থাৎ কৌষীতকি উপনিষদে বাগাদি স্বাধীন। এই প্রভেদ হেতু বিদ্যার বৈলক্ষণ্য হইবে না। ইমে (কৌষীতকিতে যাহা নাই।) তাহা ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক হইতে উপসংহৃত করিয়া লইতে হইবে ; সর্ব্বাভেদাৎ—কারণ প্রাণের জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে শ্রুতি সকলের কোনও ভেদ নাই।

উপনিষদ সেই গুণ সমূহের কয়েকটির উল্লেখ করিয়াছেন, অন্য উপনিষদ অপর কতকগুলি গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। যেখানে যে যে গুণের উল্লেখ নাই, ৩।৩।৫ সূত্র অনুসারে সেখানেও সেই সেই গুণ উপসংহৃত (গৃহীত) হইবে।

১২। প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিরুপচয়াপচয়ৌ হি ভেদে।

পূ। তৈত্তিরীয় শ্রুতির ব্রহ্মানন্দবল্লীর প্রথম অনুবাকে অন্নরসময় পুরুষের উল্লেখ করিয়া দ্বিতীয় অনুবাকে "এতস্মাৎ অন্নরসময়াৎ অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা প্রাণময়ঃ ; তেনৈষ পূর্ণ ; স বা এষ পুরুষবিধ এব ; তস্য পুরুষবিধতাং অন্বয়ং পুরুষবিধঃ ; তস্য প্রাণ এব শিরঃ, ব্যানো দক্ষিণঃ পক্ষঃ, অপানো উত্তরঃ পক্ষঃ, আকাশ আত্মা, পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।". তৃতীয় অনুবাকে, "তস্য যজুরেব শিরঃ, ঋক্ দক্ষিণঃ পক্ষঃ, সামোত্তরঃ পক্ষঃ, আদেশ আত্মা, অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। চতুর্থানুবাকে,—"তস্য শ্রদ্ধৈব শিরঃ, ঋতং দক্ষিণঃ পক্ষঃ, সত্যং উত্তরঃ পক্ষঃ, যোগ আত্মা, মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।" পঞ্চমানুবাকে,—"তস্য প্রিয়মেব শিরঃ মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ আনন্দ আত্মা, ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা", ব্রহ্মের এই যে প্রিয়শিরস্ত্বাদিগুণ কথিত হইয়াছে, তাহাও কি অন্য উপনিষদে উপসংহৃত হইবে ?

উ। না। ভোক্তার সুখের তারতম্য অনুসারে ও অবস্থাভেদে ঐ সকল গুণের উপচয় অপচয় দর্শিত হইয়াছে।* অদ্বয় ব্রহ্মে তারতম্য না

* পুত্রাদর্শনজন্মহর্ষং প্রিয়ং, তল্লাভাদিনা মোদঃ, তস্য বিত্তাতিশয়ে প্রমোদঃ. ইত্যেবং তারতম্যবন্তো ধর্ম্মাঃ, অদ্বয়ে ব্রহ্মে ন প্রাপ্নুবন্তি।(ভামতী)

থাকায় প্রিয়শিরস্বাদি ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম নয়। উহারা অন্নময়কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষের ধর্ম্ম। ১।১।১২ সূত্র দেখ। অপি চ পরব্রহ্মে চিত্তের অভিনিবেশ করাইবার জন্যই ব্রহ্মের শির, পক্ষ, পুচ্ছাদির কল্পনা হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য ঐ সকল কল্পনার উপযোগিতা নাই। সগুণ ব্রহ্মের ধ্যান সৌকর্য্যার্থে ঐ সকল রূপ কল্পনা। নির্গুণব্রহ্মে ভেদ না থাকায় ঐ সকল বৃদ্ধিহ্রাসযুক্ত গুণের স্থান হয় না।

১৩। ইতরেত্বর্থসামান্যাৎ।

উ। তু (কিন্তু) অর্থসামান্যাৎ (একার্থ ও ব্রহ্মের স্বরূপ হওয়াতে) ইতরে (১১ সূত্রে কথিত বিজ্ঞানঘন, আনন্দময় প্রভৃতি ব্রহ্মের ধর্ম্ম) সর্ব্বত্র উপসংহৃত হইবে। ১২ সূত্রে কথিত প্রিয়শিরস্বাদি ধর্ম্ম সর্ব্বত্র উপসংহৃত হইবে না।

১৪। আধ্যানায় প্রয়োজনাভাবাৎ।

উ। এই প্রিয়শিরস্বাদি ধর্ম্ম সকল কেবল ধ্যানের সুবিধার জন্য আম্নাত হইয়াছে, তাহাদের অন্য প্রয়োজন নাই। *

---

* শঙ্করাচার্য্যকৃত অর্থ :— কঠশ্রুতির "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ..." শ্রুতি কে ছোট কে বড় দেখাইবার জন্য আম্নাত হয় নাই, কারণ তাহার প্রয়োজন ছিল না। ধ্যানের সৌকর্য্যার্থই এই তারতম্য কথিত হইয়াছে। এ অর্থ অপ্রাসঙ্গিক ও কষ্টকল্পিত।

১৫। আত্মশব্দাচ্চ।

উ। ১২ সূত্রে লিখিত পঞ্চকোষবৃত্তান্তের পর ষষ্ঠ অনুবাকে শ্লোক আছে:—অসন্নেব স ভবতি অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ। অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্ বেদ সন্তমেনং ততো বিদুঃ॥ তস্যৈষ এব শারীর আত্মা যঃ পূর্ব্বস্য।" এই আত্মার প্রিয়শিরস্ত্বাদি ধর্ম্ম কথিত হয় নাই। অতএব ঐ ধর্ম্ম আত্মার নয় পঞ্চকোষেরই হইতেছে। *

১৬। আত্মগৃহীতিরিতরবদুত্তরাৎ।

উ। ১৫ সূত্রে উল্লিখিত এই (শারীর) আত্মা শব্দ তৈত্তিরীয় শ্রুতি পরমাত্মা অর্থেই গ্রহণ করিয়াছেন। উত্তরাৎ কারণ পরেই বলিয়াছেন:— সো'কাময়ত বহুস্যাংপ্রজায়েয়। স তপো'তপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা। ইদং সর্ব্বং অসৃজত। ইতরবৎ ঐতরেয়শ্রুতিও ঐরূপ করিয়াছেন:—"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ স ঈক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি।" †

---

* নিম্বার্ককৃত অর্থ:—"অন্যো'ন্তর আত্মা' ইত্যাত্মনঃ শিরঃপক্ষাদ্যসম্ভবাৎ অনুধ্যানায় তদভিধানং।

শঙ্করাচার্য্যকৃত অর্থ:—কঠোপনিষদের—"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা" শ্রুতির পরেই শ্রুতি আছে:—"এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢোত্মা ন প্রকাশতে", এই "আত্মা" শব্দ হইতেই সিদ্ধ হয় যে, কে বড় কে ছোট দেখান কঠশ্রুতির উদ্দেশ্য নয়, পরমাত্মার গূঢ়ত্ব ও পরমপদের প্রতিপত্তির জন্যই ঐ সকল শ্লোক আম্নাত হইয়াছে।

† শঙ্করাচার্য্যকৃত অর্থ:—"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ..." এই ঐতরেয় শ্রুতি কথিত আত্মা—পরমাত্মা, ইহা উত্তরাৎ (পরে কথিত) সৃষ্টিবাক্য হইতে প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইতরবৎ—অন্যত্র সৃষ্টি প্রকরণের ন্যায়।

১৭। অন্বয়াদিতি চেৎ স্যাদবধারণাৎ।

পূ। তৈত্তিরীয় শ্রুত্যুক্ত আত্মা শব্দ অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দের সহিত অন্বিত হওয়ায়, উহার অর্থ ব্রহ্ম হইতে পারে না।

উ। স্যাৎ এব অবধারণাৎ। বিচার করিয়া দেখিলে ব্রহ্মগ্রহণং স্যাৎ এব। তৈত্তিরীয় শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন :—"সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম…তস্মাৎ আকাশঃ সম্ভূতঃ…অন্নাৎ রেতঃ রেতসঃ পুরুষঃ স বা এষ পুরুষঃ অন্নরসময়…অয়মাত্মা।……তস্মাদ্ বা এতস্মাৎ অন্নরসময়াৎ অন্যঃ অন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ (১২ সূত্র দেখ) এইরূপে ক্রমে উর্দ্ধে উঠিয়া সর্ব্ব-কোষের অতীত আত্মায় পঁহুছিয়া বলিয়াছেন "সঃ অকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়।" অতএব এই শ্রুত্যুক্ত আত্মা ব্রহ্মই হইতেছেন। *

১৮। কার্য্যাখ্যানাদপূর্ব্বং।

পূ। ৬।১।১৪ বৃহদারণ্যকে, দুইটি কার্য্যাখ্যান (কর্ত্তব্যের আদেশ) আছে, একটি আচমন, অপরটি প্রাণের অনগ্নতা ধ্যান। এই আদেশ দুটি অপূর্ব্ব হওয়ায় (অন্যত্র না থাকায়), দুইটিই বিধি। (৩ পৃষ্ঠা ৭ ছত্র দেখ)

---

* শঙ্করাচার্য্যকৃত অর্থ :—১।১।১,২,৩ ঐতরেয় শ্রুতিতে মহাভূতের সৃষ্টির কথা না বলিয়াই লোকান্ অসৃজত এই বাক্যাম্বয় হইতে যদি বল ঐ আত্মা পরমাত্মা নন হিরণ্যগর্ভ, তা নয়, কারণ অবধারণাৎ পরে কথিত শ্রুতি হইতে তিনি পরমাত্মা ইহাই পাওয়া যায়। পরকথিত শ্রুতি—"পুরুষং ব্রহ্ম…অদর্শম্…তস্মাৎ ইদন্দ্রো নাম।" মহাভূতের সৃষ্টি এ উপনিষদে উপসংহৃত হইবে।

নিম্বার্ককৃত অর্থ :—যদি বল আনন্দময় আত্মা পরমাত্মা ইহা বাক্যান্বয় দ্বারা সিদ্ধ হয় না। নয়। বিচার দ্বারা তিনি পরমাত্মা ইহাই সিদ্ধ হয়।

উ। ৬।১।১৪ বৃহদারণ্যকে প্রাণ জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার অন্ন ও বস্ত্র কি হইবে, বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ বলিলেন, কুক্কুর, কীট, পতঙ্গ সবই তোমার অন্ন, ও জল তোমার বস্ত্র হইবে। এইজন্য ভোজনকালে লোকে আচমন করিয়া বলে অমৃতাস্তরণমসি স্বাহা—হে প্রাণ অমৃত তোমার আসন হউক, ভোজনান্তে আচমন করিয়া বলে অমৃতাপিধানমসি স্বাহা—অমৃত তোমার অপিধান অর্থাৎ আবরণ হউক। এইরূপে প্রাণের অনগ্নত্ব (কাপড় পরান) হয়। সকল ধর্ম্ম কার্য্যেই আচমনের আদেশ আছে তাহাকে তুমি অপূর্ব্ব বলিতে পার না। প্রাণের অনগ্নতা ধ্যান অন্যত্র না থাকায় কেবল উহাই অপূর্ব্ব ও বিধি।

১৯। সমান এবঞ্চাভেদাৎ।

পূ। বাজসনেয়ি শাখার অগ্নিরহস্যকাণ্ডে শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রকরণে "স আত্মানং উপাসীত মনোময়ং প্রাণশরীরং ভারূপং..." শ্রুতি আছে। আবার বাজসনেয়িরই বৃহদারণ্যকে (৫।৬।১) আছে, "মনোময়ো'য়ং পুরুষো ভাঃ সত্যস্তস্মিন্ অন্তর্হৃদয়ে যথা ব্রীহির্বা যবো বা স এষ সর্ব্বস্যে-শানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি যদিদং কিঞ্চ।" এই দুই উপাসনাকে এক বলিলে পুনরুক্তি দোষ হয়। যদি ভিন্ন ভিন্ন শাখা হইত, একের গুণ অন্যে উপসংহৃত হইতে পারিত। কিন্তু একই শাখা হওয়ায় এখানে অধ্যেতা ও উপাসক এক। উভয় স্থলেই মনোময়ত্ব ও ভারূপত্ব গুণ সমান হওয়ায় উপসংহৃত হইবার নহে। অতএব ইহাই প্রাপ্তপক্ষ হয় যে, এই দুই স্থানোক্ত উপাসনা এক নহে, ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা।

উ। অভেদাৎ (উপাস্যরূপস্য একত্বাৎ) সমানে (সমানায়াং শাখায়াং অপি) এবঞ্চ (বিদ্যায়াঃ একত্বং গুণানাং উপসংহারশ্চ)।

যেমন ভিন্ন শাখা হইলে শ্রুতিদ্বয়ের উপাসনা এক হইত, এবং গুণ সকলের উপসংহার হইত, এক শাখায় উক্ত হইলেও সেইরূপ হইবে। সমান গুণের উল্লেখ থাকাতেই উভয় উপাসনার একত্ব অনুভূত হয়। অতএব বৃহদারণ্যকের "স এষ সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্য অধিপতিঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি যদিদং কিঞ্চ" বাক্য অগ্নিরহস্যে না থাকায় উহাতে উপসংহৃত হইবে।

২০। সম্বন্ধাৎ এবং অন্যত্রাপি। পূ

পূ। তোমার ১৯ সূত্রের সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বৃহদারণ্যকের (৫৷৫৷২,৩,৪) সত্যবিদ্যাপ্রকরণোক্ত "তদ্ যৎ তৎ সত্যং অসৌ স আদিত্যঃ য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ যশ্চায়ং দক্ষিণে'ক্ষন্ পুরুষঃ তৌ এতৌ অন্যো'ন্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতৌ রশ্মিভিঃ এষঃ অস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ...তস্য ভূঃ ইতি শিরঃ...তস্য উপনিষৎ * অহঃ ইতিঃ...। যো'য়ং দক্ষিণে'ক্ষন্ পুরুষঃ তস্য ভূরিতি শিরঃ...তস্য উপনিষৎ অহং ইতিঃ" শ্রুতির আদিত্যমণ্ডলের পুরুষের ও দক্ষিণ চক্ষুর পুরুষেরও গুণের উপসংহার হইবে। কারণ উভয়েরই বিদ্যা এক, সত্যবিদ্যা। উপক্রমের ভেদ নাই। একত্রে পঠিতও হইয়াছে। অতএব আদিত্য পুরুষের উপনিষৎ অহঃ দক্ষিণ চক্ষুর পুরুষে, এবং দক্ষিণ চক্ষুর পুরুষের উপনিষৎ অহং আদিত্য পুরুষে উপসংহৃত হইবে। (৩৷৩৷৩৮ দেখ)।

২১। ন বা বিশেষাৎ।

উ। বিশেষাৎ (ভিন্ন ভিন্ন উপনিষৎ কথিত থাকায়) আদিত্যের উপনিষৎ অহঃ দক্ষিণ চক্ষুতে, এবং দক্ষিণ চক্ষুর উপনিষৎ অহম্ আদিত্যে উপসংহৃত হইবে না।

---

* উপনিষৎ—রহস্য নাম।

পূ। একই পুরুষ আদিত্যে ও দক্ষিণ চক্ষুতে আছেন। আদিত্যে তাঁহার আধিদৈব, চক্ষুতে তাঁহার অধ্যাত্ম মূর্ত্তি। উভয়েরই ব্যাহৃতি শরীর এক (ভূঃ শিরঃ, ভুবঃ বাহু, স্বঃ প্রতিষ্ঠা) প্রভেদ কেবল উপনিষদে। সে প্রভেদ কেন একাঙ্গীকৃত হইবে না ?

উ। এক উপাসনার স্থান আদিত্যে, অন্য উপাসনার স্থান দক্ষিণ চক্ষুতে। উপাসনার স্থানভেদ হওয়ায় উপনিষৎও ভিন্ন হইয়াছে। অতএব তুমি এই দুই উপাসনাকে এক উপাসনা বলিতে পার না এবং একের গুণ অন্যে উপসংহার করিতেও পার না।

২২। দর্শয়তি চ।

উ। ছান্দোগ্য (১।৭।৫) বলিতেছেন—"অথ স এষঃ অন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে স এব ঋক্ তৎ সাম তদুক্থং তদ্ যজুঃ তদ্ ব্রহ্ম তস্যৈতস্য তদেব রূপং যদমুষ্যরূপং যৌ অমুষ্য গেষ্ণৌ তৌ গেষ্ণৌ যন্নাম তন্নাম"— সেই আদিত্যপুরুষের যে রূপ অক্ষিপুরুষেরও সেই রূপ, সেই গেষ্ণ সেই নাম। অক্ষি ও আদিত্য এই স্থানভেদ হওয়ায় বিভিন্ন ধর্ম্ম উপাসনা-দ্বয় পরস্পরে উপসংহার হওয়া অসম্ভব দেখিয়া শ্রুতি স্পষ্টবাক্যে উভয়ের গুণের একত্রে সম্যাবেশ করিয়া দিয়াছেন। এই শ্রুতি দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, স্থানভেদ হইলে উপাসনা ভিন্ন হয় এবং তাহাদের পরস্পর গুণোপ-সংহার হয় না।

২৩। সম্ভৃতিদ্যুব্যাপ্ত্যপি চাতঃ।

পূ। তৈত্তিরীয় শ্রুতির রাণায়নী শাখার খিলবাক্যে ব্রহ্মের বীর্য্যসম্ভৃতি (বীর্য্যের অবাধত্ব, অসীমত্ব) ও স্বর্গবাসের কথা আছে :—

"ব্রহ্মজ্যেষ্ঠা বীর্য্যা সম্ভৃতানি ব্রহ্মাগ্রে জ্যেষ্ঠং দিবমাততান।
ব্রহ্ম ভূতানাং প্রথমন্ত যজ্ঞে তেনার্হতি ব্রহ্মণা স্পর্দ্ধিতুং কঃ।"

কিন্তু ঐ শাখার উপনিষদের শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রকরণে, ও সকল গুণের উল্লেখ নাই। অতএব তোমার নিয়মানুসারে ঐ সকল গুণ শাণ্ডিল্যবিদ্যায় উপসংহৃত হইবে।

উ। তাহা হইবে না। কারণ শাণ্ডিল্যবিদ্যায় ও দহরবিদ্যায় হৃদয়াতনে ব্রহ্মের স্থান কল্পিত হইয়াছে। এজন্য উহারা আধ্যাত্মিক। রাণায়ণী শ্রুতির বীর্য্যসম্ভৃতি ও দ্যুনিবেশ গুণ সকল আধিদৈবিক। শেষোক্ত গুণ প্রথমোক্ত গুণে উপসংহৃত হয় না। (১।২।১ দেখ।)

২৪। পুরুষবিদ্যায়ামিব চেতরেষাং অনাম্নানাৎ।

পূ। ছান্দোগ্য উপনিষদ (৩।১৬।১) পুরুষযজ্ঞে আয়ুষ্কালকে তিন-ভাগ করিয়া এক এক সবন কল্পনা করিয়াছেন। তথায় আশীঃ (প্রার্থনা) ও দীক্ষাদিরও কথা আছে। তৈত্তিরীয়গণও পুরুষযজ্ঞ করেন। তাঁহাদের আত্মাই যজ্ঞের যজমান, শ্রদ্ধাই পত্নী। যখন উভয় যজ্ঞই পুরুষযজ্ঞ, উভয়ের ধর্ম্ম পরস্পরে উপসংহৃত হইবে।

উ। তৈত্তিরীয় সবন প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন। ছান্দোগ্যের সবনে আয়ুর প্রথম ২৪ বৎসর প্রাতঃসবন, পরের ৪৪ বৎসর মাধ্যন্দিন সবন, তারপর ৪৮ বৎসর তৃতীয় সবন। ক্ষুধা তৃষ্ণা রিরংসা যজ্ঞের দীক্ষা। ভোজন পান রমণ উপসদ্ যাগ। তপঃ, দান, আর্জব, অহিংসা, সত্যবচন দক্ষিণা। মৃত্যু ইহার অবভৃথ (যজ্ঞান্ত স্নান)। ১১৬ বৎসর আয়ুলাভ এই যজ্ঞের ফল। তৈত্তিরীয় সংহিতায় পুরুষযজ্ঞে উপাসকই যজ্ঞ, তাঁহার

আত্মা যজমান, শ্রদ্ধা পত্নী, শরীর ইন্ধন, বক্ষঃ বেদী, বেদ শিখা, কাম ঘৃত, তপঃ অগ্নি, যূপ ব্রহ্মা। ফল ব্রহ্মণো মহিমানং আপ্নোতি। যজ্ঞদ্বয়ের নাম এক হইলেও এবং অবভৃত উভয়েরই মৃত্যু হইলেও, উভয়ের প্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্ন। সাম্য অল্প, বৈষম্য বহু। এখানে বহু বৈষম্যে অল্প সাম্য অভিভূত হইবে। পরস্পরের গুণ পরস্পরে উপসংহৃত হইবে না। পুরুষ-বিদ্যায়াং (তৈত্তিরীয় সংহিতার পুরুষবিদ্যাতে) ইতরেষাং (ছান্দোগ্যের পুরুষবিদ্যার গুণ) অনাম্নানাৎ (কথিত না হওয়ায় উপসংহৃত হইবে না)।

২৫। বেধাদ্যর্থভেদাৎ।

পূ। "সর্ব্বং প্রবিধ্য হৃদয়ং প্রবিধ্য"—শত্রুর সর্ব্বাঙ্গ ও হৃদয় প্রবিদ্ধ কর এই মন্ত্রটি আথর্ব্বণিক উপনিষদের প্রারম্ভে কথিত আছে। "দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং"—হে সবিতঃ যজ্ঞ সুসম্পন্ন কর—এই মন্ত্রটি সামবেদী তাণ্ডি-শাখার উপনিষদারম্ভে আছে। শাট্যায়নীয় শাখায় ইন্দ্রকে বলা হইয়াছে, "শ্বেতাশ্বো হরিতনীলো'সি।" কঠ ও তৈত্তিরীয় শাখার প্রারম্ভে "শন্নোমিত্র শং বরুণঃ" মন্ত্র আছে। বাজসনেয়ি শাখার উপনিষদারম্ভে "দেবা হ বৈ সত্রং নিষেদুঃ" এই প্রবর্গ্যব্রাহ্মণ পঠিত আছে "ব্রহ্ম বা অগ্নিষ্টোমো ব্রহ্মৈব তদহর্ব্রহ্মণৈব তে ব্রহ্মোপযন্তি তে'মৃতত্বং আপ্নুবন্তি য এতদহঃ উপসংযন্তি", কৌষীতকিরা এই অগ্নিষ্টোম ব্রাহ্মণ পাঠ করেন। ঐ সকল মন্ত্র ও প্রবর্গ্যাদি কর্ম্ম বিদ্যাপ্রধান (উপাসনা প্রধান) উপনিষদের আরম্ভে পঠিত হওয়ায়, সন্নিধান সামর্থ্যে উপাসনায় গৃহীত হইবে। তুমি (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬) সূত্রে তাহাই বলিয়াছ।

উ। 'শত্রুর অঙ্গভেদ কর', 'দেবতারা সত্র করিলেন', এ সকল মন্ত্রে উপাসনার অর্থই নাই। প্রবর্গ্যাদি কর্ম্মও অন্য অর্থে কথিত।

পূ। "হৃদয়ং প্রবিধ্য" মন্ত্রে হৃদয়ের উল্লেখ আছে। "শন্নো মিত্র শং বরুণ", "দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং", এই সকল মন্ত্রে উপাসনার অর্থ রহিয়াছে।

উ। বেধাদি অর্থভেদাৎ। দহরপুণ্ডরীক প্রভৃতি শ্রুতিতে ব্রহ্মকে হৃদয়ে অনুভব করিবার কথা থাকায় তাহা উপাসনার অঙ্গ। "শত্রুর হৃদয় বিদ্ধ কর", কথায় ব্রহ্মের উপাসনা হয় না, ইহা অভিচার কর্ম্মের অঙ্গ। "প্রসুব যজ্ঞং" মন্ত্রও যজ্ঞকর্ম্মের সহিত সম্বদ্ধ, উপাসনার সহিত নয়। প্রবর্গ্যাদি কর্ম্মও অন্যত্র বিনিযুক্ত হয়, তাহাদিগকে উপাসনার অঙ্গ বলা যায় না। উহাদের বিনিয়োগ পৃথক্। সন্নিধিপ্রমাণ যে অতি দুর্ব্বল তাহা পূর্ব্বমীমাংসা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। (৩।৩।৪৪ দেখ)।

পূ। তবে উপনিষদের প্রারম্ভেই উহার উল্লেখ কেন হইল ?

উ। উপনিষদ্ বানপ্রস্থাশ্রমীদিগেরও পাঠ্য। ঐ সকল মন্ত্র তাঁহাদের উচ্চার্য্য হওয়ায়, এবং সাধারণ ধর্ম্মের অনুরোধে উপনিষদারম্ভে পঠিত হইয়াছে।

২৬। হানৌতূপায়নশব্দশেষত্বাৎ কুশাচ্ছন্দস্তুত্যপগানবৎ তদুক্তং।

পূ। শাট্যায়ন-শাখা বলেন, "তস্য পুত্রাঃ দায়ং উপযন্তি, সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং দ্বিষন্তঃপাপকৃত্যাং", মৃতব্যক্তির পুত্রগণ তাহার ধন, বন্ধুরা তাহার পুণ্য, শত্রুরা তাহার পাপ গ্রহণ করে। কৌষীতকি বলেন, "তৎ সুকৃতদুষ্কৃতে বিধূনুতে তস্য প্রিয়াঃ জ্ঞাতয়ঃ সুকৃতং উপযন্তি অপ্রিয়া দুষ্কৃতং।" অতএব শাট্যায়ন-শাখা সুকৃতদুষ্কৃতের বিভাগ, কৌষীতকি তাহাদের বিধূনন (ঝেড়ে ফেলা) অর্থাৎ হানি (বিনাশ) এবং উপায়ন

(অন্য কর্ত্তৃক গ্রহণ) বলিয়াছেন। কিন্তু তাণ্ডি-শাখা বলেন, "অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং চন্দ্র ইব রাহোর্মুখাৎ তু প্রমুচ্য ধূত্বা শরীরং অকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকং অভিসম্ভবামি।" এখানে উপায়নের কথা নাই, কেবল পাপহানির কথা আছে। মুণ্ডক উপনিষদ (৩।৩) বলেন, "তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপেবিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যং উপৈতি।" এখানেও হানি আছে উপায়ন নাই। তোমার ২৫ সূত্রের সিদ্ধান্ত অনুসারে তাণ্ডিশাখায় ও মুণ্ডক শ্রুতিতে শাট্যায়ন ও কৌষীতকির উপায়ন উপসংহৃত হইবে না। কারণ যে সকল শ্রুতিতে উপায়নের উল্লেখ আছে তাহারা বিদ্যান্তর গোচর। অপি চ পাপ পুণ্যের হানি স্বকৃত, উপায়ন পরকৃত।

উ। হানৌ তু উপায়নশব্দশেষত্বাৎ। হানি বলিলেই উপায়ন আসিবে, অতএব উপায়ন হানির শেষ (অঙ্গ)। উপায়ন হান সাপেক্ষ, হান না হইলে উপায়ন হয় না। আবার হান হইলেই উপায়ন হইবে। ঐ সকল শ্রুতিরই উদ্দেশ্য জ্ঞানের প্রশংসা। জ্ঞানের এত সামর্থ্য যে উহার বলে সুকৃত দুষ্কৃত বিধূত হয়। বিধূত হইলে সে পাপ পুণ্য যাবে কোথায়? তাহারা শত্রু ও মিত্রে প্রবেশ করে। সকল শ্রুতিতেই যদি উপায়ন উপসংহৃত হয় জ্ঞানের প্রশংসা বর্দ্ধিত হইবে। অতএব কুশাচ্ছন্দস্তুত্যুপগানবৎ তদুক্তং তাহা বলা হইয়াছে। *

---

* কুশ, আচ্ছন্দ, স্তুতি ও উপগান এই চারিটি উদ্গীথের উপকরণ। এক একটি কুশ রাখিয়া স্তোত্রের সংখ্যা করা হয়। সে কুশ কি? এক শাখা বলিয়াছেন "ঔদুম্বরাঃ কুশাঃ।" অপর শাখীরাও কুশশব্দ ঔদুম্বর কাষ্ঠ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। স্তুতি ছন্দ দ্বারা হয়। সে ছন্দ কি? পৈঙ্গিরা বলিয়াছেন, "দেবচ্ছন্দাংসি পূর্ব্বাণি।" অন্য শাখীরাও ঐ ছন্দ গ্রহণ করিয়াছেন। অতিরাত্র যাগে ষোড়শনামক যজ্ঞপাত্রের পূজা করিতে হয়। কখন সে স্তুতি করিবে? আর্চ্চিক শ্রুতি বলিয়াছেন, "সময়াধ্যুষিতে সূর্য্যে।" অন্য শাখীরাও [illegible] কালই [illegible] বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ঋত্বিক্ উপগান করিবেন বিধি

২৭। সাম্পরায়ে তর্ত্তব্যাভাবাৎ তথা হ্যন্যে।

পূ। কৌষীতকি শ্রুতি বলেন, "স এতং দেবযানং পথং আপন্ন অগ্নিলোকং আগচ্ছতি...স আগচ্ছতি বিরজাং নদীং, * তাং মনসা এব অত্যেতি তৎ সুকৃতদুষ্কৃতে বিধূনুতে।" এতদ্বারা ইহাই পাওয়া যায় যে দেহত্যাগ কালে জ্ঞানী সুকৃতদুষ্কৃত বিধূত করে না; বিরজা নদী পার হইয়া পুণ্য পাপ ঝাড়িয়া ফেলে।

উ। সাম্পরায়ে (মৃত্যুকালেই) পাপপুণ্য বিধূত হয়। কেন? তর্ত্তব্যাভাবাৎ (মৃত্যুকাল হইতে ব্রহ্মপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত কর্ম্মাভাব ও কর্ম্মফলাভাব বশতঃ)। † ২৬ সূত্রে ধৃত শাট্যায়ন ও কৌষীতকি শ্রুতি বলিয়াছেন, মৃত্যুকালেই পাপপুণ্য বিধূত হয়। তাণ্ডিশাখা ও মুণ্ডকও তাই বলিয়াছেন, (২৬ সূত্র দেখ)। অতএব উপচারিক অর্থে বিরজা নদী পার হওয়া=অগ্নিসৎকারের পর ইহলোক ত্যাগ করা। অথবা পাপপুণ্য মৃত্যুকালেই ত্যক্ত হইয়াছিল। বিরজা নদী পারে, শ্রুতি তাহার উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র।

২৮। ছন্দত উভয়াবিরোধাৎ।

উ। অথবা জীব ছন্দতঃ (স্বীয় ইচ্ছা অনুসারে) দেহত্যাগকালে বা

আছে। কিন্তু কোন্ ঋত্বিক্ উপগান করিবেন, সে বিধি নাই। অন্য শ্রুতি বলিয়াছেন অধ্বর্য্যু উপগান করেন না। সকল শাখাই সেই নিষেধ মান্য করেন। এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া অন্য শ্রুতিতেও উপায়ন উপসংহৃত হইবে, ইহাই সূত্রের অর্থ।

* কেহ কেহ "বিজরাং নদীং" এইরূপ পাঠ করেন।

† কারণ তখন জীবের আর কোনও তর্ত্তব্য (উদ্দেশ্য) থাকে না।

বিরজা নদী পার হইয়া পুণ্য পাপ বিধূত করে। উভয়াবিরোধাৎ এরূপ বলিলে উভয় শ্রুতির অবিরোধ হয়। *

২৯। গতেরর্থবত্ত্বং উভয়থা'ন্যথা হি বিরোধঃ।

পূ। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যদি সুকৃতির বিনাশ হইল, লোকে এত কষ্ট করিয়া সুকৃতি করিবে কেন?

উ। উভয়থা (সুকৃতি দুষ্কৃতি উভয়েব বিনাশ হইলে) গতেঃ (দেবযান গতেঃ) অর্থবত্ত্বং (সার্থক্যং স্যাৎ) অন্যথা হি বিরোধঃ (পুণ্য থাকিয়া গেলে মৃতের প্রত্যাবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী হওয়ায় দেবযানশ্রুতি সকলের সহিত বিরোধ হয়)। +

৩০। উপপন্নস্তল্লক্ষণার্থোপলব্ধেলোকবৎ।

পূ। যাঁদের দেবযানগতি হয় তাঁদের কি সূক্ষ্মদেহ থাকে?

উ। যাঁরা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁদেরই দেবযানগতি হয়। তাঁদের সূক্ষ্মদেহ থাকে। ছান্দোগ্য (৮।১২।৩) বলেন, "এবমেবৈষ

---

* শঙ্করাচার্য্যকৃত অর্থ :—দেহপাতের পূর্ব্বে জীব ছন্দতঃ (ইচ্ছানুসারে) পুণ্যপাপ-ক্ষয়হেতু প্রযত্ন করিতে পারে। মৃত্যুর পর তাহা পারে না। অতএব মৃত্যুর পূর্ব্বে পুণ্যপাপ ত্যাগ হইলে যুক্তি ও শ্রুতির অবিরোধ হয়।

নিম্বার্ককৃত অর্থ :—বিদুষঃ পুণ্যং পাপং ক্রমাৎ সুহৃৎ দুর্হৃৎ চ ছন্দতঃ (স্ব স্ব সঙ্কল্প অনুসারে) প্রাপ্নোতি। সুতরাং পাপ কে পাইবে পুণ্য কে পাইবে, এ বিষয়ে বিরোধ হয় না।

+ শঙ্করাচার্য্যকৃত অর্থ :—সকল জ্ঞানীরই দেবযানগতি হয় না। কাহারও কাহারও

সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেনরূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্বা যানৈর্বা জ্ঞাতিভির্বা নোপজনং স্মরন্ ইদং শরীরং স যথা প্রযোগ্য আচরণে যুক্তঃ এবমেবায়ং অস্মিন্ শরীরে প্রাণো যুক্তঃ।" সূক্ষ্মদেহ থাকলেই তল্লক্ষণার্থোপলব্ধেঃ (এই শ্রুতির অর্থ) উপপন্ন হয়। লোকবৎ লোকে দেখা যায় ভূপসেবক ভূপতির ভোগ্য বস্তু ভোগ করে।

পূ। যিনি নিগুর্ণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁর কি দেবযানগতি হয় না? তাঁর কি সূক্ষ্ম শরীর থাকে না?

উ। তাঁর কোনও দেহই থাকে না। তিনি "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যং উপৈতি।" তিনি দেহ ত্যাগ করিয়াই ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। তাঁকে কোনও যান দিয়াই যাইতে হয় না। চতুর্থ অধ্যায় তৃতীয় পাদ দেখ। *

৩১। অনিয়মঃ সর্ব্বাসাং অবিরোধঃ শব্দানুমানাভ্যাম্।

পূ। পর্য্যঙ্কবিদ্যায়, পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়, উপকোশলবিদ্যায় ও দহরবিদ্যায় দেবযানগতি শ্রুত হয়। মধুবিদ্যায়, শাণ্ডিল্যবিদ্যায়, ষোড়শকলবিদ্যায় ও বৈশ্বানরবিদ্যায় দেবযানগতি শ্রুত হয় না। যে যে প্রকরণে দেবযানগতি শ্রুত সেই সেই প্রকরণেই উহার প্রাপ্তিই নিয়ম। অন্য প্রকরণে নয়।

অন্যপথে গতি হয়। এই উভয় পথে গতি হইলেই শ্রুতির অর্থবত্ত্ব (সার্থক্য) হয়, অনথ্যা শ্রুতিবিরোধ হয়। সকল জ্ঞানীর দেবযান গতি হয় না বলিয়াই শাট্যায়ন ও ভাল্লবি শাখায় দেবযানের উল্লেখ নাই। ৩০ সূত্রে এই উভয়থা গতিরই উল্লেখ হইবে।

* নিম্বার্ককৃত অর্থ :—দেহত্যাগকালে ব্রহ্মোপাসকের সর্ব্বকর্ম্মক্ষয় হইলেও দেবযানগতি

উ। সর্ব্বাসাং সগুণানাং বিদ্যানাং অনিয়মঃ অবিশেষেণৈব দেবযান-গতিঃ ভবিতুং অর্হতি।

পূ। তাহা হইলে প্রকরণ বিরোধ হয়।

উ। অবিরোধঃ (বিরোধ হয় না) শব্দানুমানাভ্যাং শব্দ (শ্রুতি) ও অনুমান (স্মৃতি) দ্বারা ইহাই পাওয়া যায়। ৬।২।১৫ বৃহদারণ্যকে আছে, "তে যে এবং এতদ্‌বিদুঃ যে চামী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যং উপাসতে তে অর্চ্চিরভিসম্ভবন্তি, অর্চ্চিষঃ অহঃ......দেবলোকং......ব্রহ্ম লোকান্ গময়তি। অথ যে যজ্ঞেন দানেন তপসা লোকান্ জয়ন্তি... পিতৃলোকং পিতৃলোকাৎ চন্দ্রং...।" অন্য শ্রুতি বলিয়াছেন, "বিদ্যয়া তদারোহন্তি যত্র কামাঃ পরাগতাঃ। ন তত্র দক্ষিণা যন্তি নাবিদ্বাংস-স্তপস্বিনঃ।" বিদ্যাদ্বারা জ্ঞানী সেই লোকে যায়, যেখানে কাম সকল পরাগত হয়। কর্ম্মী ও অবিদ্বান্ তপস্বীরা তথায় যান না। ৮।২৬ গীতাও বলিয়াছেন,—"শুক্লকৃষ্ণে গতিহ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে। একয়া যাত্যনাবৃত্তিং অন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ॥" সগুণ উপাসনা মাত্রেই অনিয়মে দেবযানগতি লাভ হয়। নির্গুণ উপাসক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, এরূপ বলিলে আর বিরোধ হয় না। (চতুর্থ অধ্যায় তৃতীয় পাদ দেখ)। *

প্রাপ্তি হয়। কারণ "পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য..." শ্রুতিতে দেহাদির সম্বন্ধ লক্ষণ উপলব্ধ হয়। লোকে দেখা যায় ভূপতির সেবকেরা তাঁর ভোগ্য লাভ করে। তদ্বৎ। স্থূলদেহ উপযোগী সর্ব্বকর্ম্মক্ষয় হইলেও জীব বিদ্যাপ্রভাবে ব্রহ্মলোকে গমন জন্য সূক্ষ্ম শরীর প্রাপ্ত হন। এই সূক্ষ্মদেহের বিয়োগ হইলে শ্রুত্যুক্ত তেজোময় রূপ প্রাপ্ত হইয়া জীব ব্রহ্মভাবাপন্ন হন। এই সূত্রের ভাষ্যে নিম্বার্ক মুক্ত জীবের সূক্ষ্মদেহের বিয়োগ হওয়া স্বীকার করিয়াছেন।

* নিম্বার্ক মতে, সগুণ ও নির্গুণ উপাসকের নির্ব্বিশেষে দেবযানগতি প্রাপ্তি হয়। এই গতি পর্য্যঙ্কবিদ্যা, পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, উপকোশলবিদ্যা ও দহরবিদ্যাবিৎগণের পক্ষেই সীমাবদ্ধ নয়। উহা সকল ব্রহ্মোপাসকেরই গন্তব্য। শ্রুতি ও স্মৃতি এ বিষয়ে অবিরোধঃ।

৩২। যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাং।

পূ। তুমি বলিলে জ্ঞানী নির্গুণ উপাসকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। তবে বশিষ্ঠ নিমির শাপে প্রাণত্যাগ করিয়া ব্রহ্মার আদেশে মিত্রাবরুণের দ্বারা কেন আবার জন্মগ্রহণ করিলেন? পুরাতন ঋষি অপান্তরতমা বিষ্ণুর আদেশে কেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস হইয়া পুনঃ জন্মগ্রহণ করিলেন? ব্রহ্মার মানসপুত্র ভৃগু বরুণের যজ্ঞে কেন পুনরুৎপন্ন হইলেন? ব্রহ্মার অপর মানসপুত্র সনৎকুমার রুদ্রকে বর দিয়া কেন কার্ত্তিকেয় হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন?

উ। আধিকারিকাণাং—যাঁহারা যে যে অধিকারে (কার্য্যে) নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা যাবদধিকারং (যতদিন সেই কার্য্য শেষ না হয়) অবস্থিতিঃ (নিজ নিজ অধিকারে অবস্থান করেন। অধিকার সমাপ্তির পর তাঁহারা ব্রহ্মে মিলিত হন)।

৩৩। অক্ষরধিয়াং ত্ববরোধঃ সামান্যতদ্-ভাবাভ্যাং ঔপসদবৎ তদুক্তম্।

পূ। যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীর নিকট এইরূপে অক্ষরের (ব্রহ্মের) বর্ণনা করিলেন,—“অস্থূলং অনণু অহ্রস্বং অদীর্ঘং অলোহিতং অস্নেহং অচ্ছায়ং অতমঃ অবায়ুঃ অনাকাশং অসঙ্গং অরসং অগন্ধং অচক্ষুষ্কং অশ্রোত্রং অবাক্ অমনঃ অতেজস্কং অপ্রাণং অমুখং অমাত্রং অনন্তরবাহ্যং ন তদশ্নাতি কিঞ্চন ন তদশ্নাতি কশ্চন।” অন্যত্র যাজ্ঞবল্ক্য জনককে বলিতেছেন, “স এষ নেতি নেতি আত্মা অগৃহ্যঃ নহি গৃহ্যতে অশীর্য্যো নহি শীর্য্যতে অসঙ্গো নহি সজ্যতে অসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতি অভয়ং বৈ জনকঃ

প্রাপ্তো'সি"। কঠোপনিষদ বলেন, "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথা'রসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তন্মৃতুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥" মুণ্ডকোপনিষদ বলিয়াছেন, "যৎ তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্র-মবর্ণং অচক্ষুঃ শ্রোত্রং তদপানিপাদং। নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ॥" অন্যান্য শ্রুতিও এইরূপ নেতি নেতি করিয়া অক্ষর পরমাত্মার বর্ণনা করিয়াছেন। দেখা যাইতেছে কোন শ্রুতি অল্প কথায় কোন শ্রুতি অধিক কথায় নিষেধ করিয়াছেন। যেখানে অধিক নিষেধ আছে সেই সকল নিষেধ অল্পনিষেধ শ্রুতিতে উপসংহৃত হইতে পারে না। কারণ উপনিষদ সকল ভিন্ন, তাহাদের উপাসকও ভিন্ন। (১।৩।১০ দেখ)

উ। অক্ষরধিয়াং (অক্ষরে দ্বৈতনিষেধধিয়ঃ শব্দাঃ তাসাং) অবরোধঃ (উপসংহারঃ) স্যাৎ (হইবে), কুতঃ? সামান্যতদ্ভাবাভ্যাং (তাহারা সমানভাবে কথিত, এবং তদ্ভাব, অর্থাৎ তাহাদের বিশেষ্য ব্রহ্ম সর্ব্বত্র সমান বলিয়া)। অক্ষর সম্বন্ধীয় নিষেধবুদ্ধি সর্ব্বত্র উপসংহৃত হইবে। কারণ ঐ নিষেধবাচক বিশেষণ সকলের বিশেষ্য সর্ব্বত্র সমানভাবে ব্রহ্ম।

ঔপসদবৎ—যমদগ্নিকৃত অহীনযাগে পুরোডাস ঘটিত উপসদ নামক কর্ম্মাঙ্গের (অগ্নের্বেহোত্রং প্রভৃতি) মন্ত্র সকল সামবেদের হইলেও যেমন সার্ব্বত্রিক, সেইরূপ অক্ষর ব্রহ্মের বিশেষণগুলি একশাখায় উক্ত হইলেও সার্ব্বত্রিক। তদুক্তং জৈমিনি পূর্ব্বমীমাংসায় তাহাই বলিয়াছেন, "গুণমুখ্য ব্যতিক্রমে তদর্থত্বাৎ মুখ্যেন বেদসংযোগঃ।"

৩৪। ইয়দামননাৎ।

পূ। অক্ষর ব্রহ্মের ধ্যানে কি ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ উভয়বিধ ভাব ধ্যান করিতে হইবে?

উ। না। অক্ষরবিদ্যায় তাঁহার নির্গুণ ভাবেরই ধ্যান হইবে; কিন্তু ৩।৩।১১ সূত্রে ইয়দামননাৎ এই গুণ তিনটির সর্ব্বত্র উপসংহার কবিবার বিধি থাকায় তাঁহার সৎচিৎ আনন্দভাব অক্ষর ব্রহ্মের ধ্যানেও উপসংহৃত হইবে। *

৩৫। অন্তরা ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ।

পূ। ৩।৪।১ বৃহদারণ্যকে উষস্ত যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন, "যৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরঃ তং মে ব্যাচক্ষ"। যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন, —"তে আত্মা সর্ব্বান্তরঃ...যঃ প্রাণেন প্রাণিতি···যঃ অপানেন অপানীতি ···য ব্যানেন ব্যানীতি···য উদানেন উদানিতি স তে আত্মা সর্ব্বান্তরঃ।"

আবার ৩।৫।১ বৃহদারণ্যকে কহোল যাজ্ঞবল্ক্যকে ঠিক ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "এষ তে আত্মা সর্ব্বান্তরঃ...যঃ অশনায়াপিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুং অপ্যেতি এতং...আত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ···বুথায়···ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি।" এই দুই শ্রুতির প্রশ্ন এক হইলেও উত্তর ভিন্ন হওয়ায় দুই ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যা কথিত হইয়াছে। প্রথমটি জীবাত্মা সম্বন্ধে, দ্বিতীয় উত্তর পরমাত্মা সম্বন্ধে।

উ। প্রথম উত্তরেও অন্তরা ভূতগ্রামবৎ সর্ব্বভূতের অন্তরে যিনি প্রাণাপানব্যানাদিরূপে আছেন সেই সর্ব্বান্তর আত্মা—পরমাত্মা। অতএব বিদ্যা ভিন্ন নয় একই।

---

* এই সূত্রের শঙ্করাচার্য্য এইরূপ অর্থ করিয়াছেন :—মুণ্ডকের "দ্বা সুপর্ণা" শ্রুতিতে একের ভোক্তৃত্ব অপরের অভোক্তৃত্ব কথিত হইয়াছে; কিন্তু কঠের "ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে" শ্রুতিতে দুই এরই ভোক্তৃত্ব কথিত হইয়াছে। ইহাতে বিরোধ হয় নাই কারণ দ্বিতীয় শ্রুতি ছত্রিন্যায়ে উভয়কে ভোক্তা বলিয়াছেন। দুইজন লোক একত্রে গেলে, তাহাদের একের মাথায় ছাতা থাকিলে লোকে বলে ঐ ছাতাওয়ালারা যাচ্ছে।

৩৬। অন্যথা ভেদানুপপত্তিরিতি চেন্নো-পদেশান্তরবৎ।

পূ। অন্যথা (বিদ্যা ভিন্ন না হইলে) ভেদানুপপত্তিঃ (উত্তর ভিন্ন হওয়ার উপপত্তি হয় না)।

উ। চেৎ (যদি তা বল) ন (তা নয়) উপদেশান্তরবৎ ছান্দোগ্য উপনিষৎ ষষ্ঠাধ্যায়ের ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬ খণ্ডে শ্বেতকেতুকে একই তৎত্বমসি তত্ত্ব ৯ প্রকারে বুঝাইয়াছিলেন। সেইরূপ যাজ্ঞবল্ক্যও আত্মা সর্ব্বান্তর এই তত্ত্বটি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বুঝাইয়াছেন। *

৩৭। ব্যতিহারো বিশিংষন্তি হীতরবৎ।

পূ। ঐতরেয়রা আদিত্য পুরুষকে বলেন, "তদ্ যো'হং সো'সৌ যো'সৌ সো'হম্"। জাবালেরাও বলেন, "ত্বং বা অহমস্মি ভগবতি দেবতে, অহং বা ত্বমসি।" এইরূপ ব্যতিহার (জীব ও ঈশ্বরের বিনিময়াত্মক ভাবনায়) ঈশ্বরকে নিকৃষ্ট করা হয়; অতএব ব্রহ্মকে জীবভাবে না দেখিয়া কেবল জীবকে ব্রহ্মভাবে দেখিবে।

উ। ইতরবৎ (যেমন ইতরে গুণাঃ—ঈশ্বরের সর্ব্বাত্মত্ব প্রভৃতি অন্যান্য গুণ ধ্যানের সুবিধার জন্য কথিত) হি (তথা হি) ব্যতিহারো বিশিংষন্তি (উভয়োচ্চারণং উপদিশন্তি—ত্বমহং অস্মি, অহঞ্চ ত্বমসি, এইরূপ উভয় উচ্চারণ করিতে উপদেশ দেন)। অর্থাৎ এই উপাসনায়

* নিম্বার্ক ৩৫, ৩৬ সূত্র একত্রে পাঠ করিয়াছেন, শঙ্করাচার্য্য উষস্তেরই দুই প্রশ্নের দুই বিদ্যা বলিয়াছেন, কহোলের প্রশ্নের উল্লেখ করেন নাই।

জীবকে ব্রহ্মভাবে এবং ব্রহ্মকে জীবভাবে বিনিময়ে দেখিবে, কেবল জীবকে ব্রহ্মভাবে দেখিবে না।

পূ। তাহা হইলে জীবের উৎকর্ষ হয় বটে কিন্তু ব্রহ্মের নিকর্ষ (হীনতা) হয়।

উ। তাহাতে ক্ষতি হয় না। বরং উভয়ের একত্বই প্রতিপন্ন হয়। আমি তুমি হইয়াছি, তুমি আমি হইয়াছ এইরূপ উভয়বিধ জ্ঞান হইলেই ঐ ব্যতিহার উক্তির সফলতা হয়। একত্ব শ্রুতি ত অনেক আছে। ব্যতিহার শ্রুতির প্রণালী ভিন্ন। ফল দুইএর একত্ব—জীব ব্রহ্মের একত্ব-সাধন। *

৩৮। সৈব হি সত্যাদয়ঃ।

পূ। বৃহদারণ্যকের ৫।৪ ব্রাহ্মণোক্ত সত্যবিদ্যায় মহদযক্ষপুরুষের ও ৫।৫ ব্রাহ্মণে আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ ও দক্ষিণ চক্ষুতে অবস্থিত পুরুষের উল্লেখ আছে। মহদ্‌যক্ষ বিদ্যার ফল "জয়তি ইমান্ লোকান্" আদিত্য ও অক্ষিপুরুষের বিদ্যার ফল উভয়তঃই হন্তি পাপ্‌মানং জহাতি চ। অতএব মহদ্‌যক্ষ সম্বন্ধীয় বিদ্যা স্বতন্ত্র; আদিত্য ও অক্ষিপুরুষ বিদ্যা স্বতন্ত্র।

উ। "তদ্ বৈ...সত্যমেব স যো হৈতং মহদ্‌যক্ষং...তদ্ যৎ তৎ সত্যং অসৌ স আদিত্যো য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ যশ্চায়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষঃ।" অতএব সৈব (একৈব) সত্যবিদ্যা হি (যতঃ) সত্যাদয়ঃ প্রথমোক্তা এব পরত্র উপদিশ্যন্তে। পূর্ব্বকথিত সত্যই পরে কথিত আদিত্য। ফলভেদের কথা বলিয়াছ:—একের ফল অন্যে উপসংহৃত হইলে ফলভেদ থাকিবে না। (৩।৩।২০ দেখ)

* নিম্বার্ক কৃত অর্থঃ—উষস্ত ও কহোল যাজ্ঞবল্ক্য দত্ত দুই উত্তর পরস্পর বিনিময় করিয়া লইবেন। কারণ যাজ্ঞবল্ক্যের দুই উত্তরই সর্ব্বাত্মাই বিশিংষন্তি (উপদিশন্তি) ইতরবৎ (সত্যবিদ্যায় যেরূপ একই তৎত্বমসি তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে)।

পূ। তবে বৃহদারণ্যকের অক্ষিপুরুষ ও ছান্দোগ্যের অক্ষিপুরুষের গুণ সকলও পরস্পর উপসংহৃত হইবে?

উ। তাহা হইবে না। কারণ উহারা ভিন্ন বিদ্যা। ছান্দোগ্যের বিদ্যা উদ্‌গীথঘটিত কর্ম্মসম্বন্ধীয়। বৃহদারণ্যকের তাহা নহে। উভয়ের প্রক্রম ভেদও আছে। *

৩৯। কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ।

পূ। "অথ যদিদং অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরো'স্মিন্ অন্তরাকাশঃ তস্মিন্ যদন্তঃ তদন্বেষ্টব্যং...কিং তত্র বিদ্যতে যদন্বেষ্টব্যং?... স ব্রূয়াৎ যাবান্ বা অয়মাকাশঃ তাবান্ এষো'ন্তর্হৃদয় আকাশ উভে অস্মিন্ দ্যাবা পৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে উভৌ অগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ উভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি যচ্চ অস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তৎ অস্মিন্ সমাহিতং ...এতৎ সত্যং ব্রহ্মপুরং অস্মিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ এষ আত্মা অপহতপাপ্মা ...সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্প...। তদ্ যথেহ কর্ম্মচিতো লোকঃক্ষীয়তে এবমেব অমুত্র পুণ্যচিতো লোকঃক্ষীয়তে। অথ য ইহ আত্মানং অনুবিদ্য ব্রজন্তি এতাংশ্চ সত্যান্ কামান্ তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।" ৮।১ ছান্দোগ্য উপনিষদ এইরূপে দহরবিদ্যার কীর্ত্তন করিয়াছেন।† বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৪।৪।২২ বলিয়াছেন, "স বা এষ মহান্ অজঃ আত্মা যোয়'ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু য এষ অন্তর্হৃদয়ঃ আকাশঃ তস্মিন্ শেতে সর্ব্বস্য

---

* নিম্বার্ক কৃত অর্থঃ—৬।৮—১৬ ছান্দোগ্য শ্রুতির শ্বেতকেতু সম্বন্ধে ৯টি প্রশ্নের উত্তর একই সত্যবিদ্যা কথিত হইয়াছে।

† হৃদয়ের মধ্যে যে ক্ষুদ্র আকাশ আছে তাহাই জিজ্ঞাসিতব্য। এই বহিস্থ আকাশ

এষ সেতুর্বিধরণ...এষাং লোকানাং অসম্ভেদায় তং এতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা অনাশকেন এতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি...। এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি...স এষ নেতি নেতি আত্মা এবংবিৎ শান্তোদান্তঃ সমাহিতো ভূত্বা আত্মনি এব আত্মানং পশ্যতি সর্ব্বং আত্মানং পশ্যতি।" * এই দুই উপনিষদোক্ত দহরবিদ্যা ভিন্নবিদ্যা, কারণ ছান্দোগ্যের ব্রহ্মবিদ্যা সগুণের, বৃহদারণ্যকের নির্গুণের উপাসনা।

উ। উভয়ত্রই হৃদয়ায়তন সমান, বেদ্য ঈশ্বর সমান। অতএব উভয় বিদ্যাই এক ও অভিন্ন।

পূ। ছান্দোগ্যে ঐ সকল গুণ হৃদয়াকাশের; বৃহদারণ্যকের ঐ সকল গুণ আকাশস্থ ব্রহ্মের।

যে পরিমাণ সেই হৃৎস্থ আকাশও সেই পরিমাণ। দ্যৌ পৃথিবী, অগ্নি বায়ু, সূর্য্য চন্দ্র, বিদ্যুৎ নক্ষত্র এবং এই দেহবান্ আত্মার ইহলোকে যাহা আছে ও যাহা নাই, সমুদায়ই সেই দহরাকাশে নিহিত।...ইহাই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মপুর। ইহাতেই সমুদায় কামনা নিহিত রহিয়াছে। ইনিই আত্মা, পাপরহিত,...সত্যকাম সত্যসঙ্কল্প।...কর্ম্মলব্ধ বস্তুসকল ইহলোকে যেমন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তেমনই পরলোকেও পুণ্যলব্ধ লোকসকল বিনষ্ট হয়।... যে ইহলোকে (এই দহরাকাশস্থিত) আত্মাকে এবং সত্যকামনা সকলকে জানিয়া চলিয়া যায়, সর্ব্বলোকে তাহার স্বাধীন আচরণ হয়।

* ইন্দ্রিয়গণ মধ্যে যিনি বিজ্ঞানময়, হৃদয়াকাশে যিনি অবস্থিত, তিনি মহান্ অজ আত্মা। লোকসকল যাহাতে বিচ্ছিন্ন না হয় এই জন্য তিনি তাহাদিগকে ধারণ করিয়া সেতুরূপে আছেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে বেদবাক্যে যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও উপাসনাদি দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহাকে জানিয়াই লোকে মুনি হয়। এই ব্রহ্মলোক ইচ্ছা করিয়াই লোকে সন্ন্যাস অবলম্বন করে।...এই আত্মাকে এরূপ নয় এরূপ নয় বলিয়া জানিয়া শান্ত দান্ত সমাহিত হইয়া লোকে নিজ আত্মাতেই আত্মাকে দর্শন করেন, সমুদায় বস্তুকে আত্মরূপে দর্শন করেন।

উ। ছান্দোগ্যে যে আকাশ শব্দ কথিত আছে তাহার অর্থ ব্রহ্ম। বৃহদারণ্যকেও ব্রহ্মকেই "স এষ আত্মা যঃ অন্তর্হৃদয় আকাশঃ তস্মিন্ শেতে" বলা হইয়াছে। অতএব প্রভেদ নাই।

পূ। ছান্দোগ্যে উক্ত আছে "য ইহ আত্মানং অনুবিদ্য ব্রজন্তি এতাংশ্চ সত্যান্ কামান্ তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি"— ইহাতে আত্মার ন্যায় কামনাসমূহেরও বেদ্যত্ব থাকায় ইহা সগুণ উপাসনা। বৃহদারণ্যকে উক্ত আছে:—এই পুরুষ "শান্ত দান্ত…সমাহিতো ভূত্বা আত্মনি এব আত্মানং পশ্যতি।" এই সমস্ত কথা নির্গুণ বিদ্যাতেই সঙ্গত হয়।

উ। সগুণ ব্রহ্মই নিরুপাধিক হইলে নির্গুণ, নির্গুণ ব্রহ্মই সোপাধিক হইলে সগুণ, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য ঐ দুই শ্রুতিতে ঐরূপ বাক্য আছে, উপসনার সুবিধার জন্য নহে। দুই বিদ্যা একই। অতএব একের গুণ সকল অন্যে উপসংহৃত হইবে। ছান্দোগ্যের কামাদি—সত্যকাম সত্যসঙ্কল্পঃ প্রভৃতি বিশেষণ—বৃহদারণ্যকে উপসংহৃত হইবে। কারণ উভয়েরই আয়তনাদি হইতে এক বিদ্যা পাওয়া যায়। (১৩।১৪ দেখ)

৪০। আদরাৎ অলোপঃ। পূ।

পূ। ছান্দোগ্য (৫।১৯–২৪) বলেন, "তদ্ যদ্ ভক্তং প্রথমং আগচ্ছেৎ তৎ হোমীয়ং স যাং প্রথমাং আহুতিং জুহুয়াৎ তাং জুহুয়াৎ প্রাণায় স্বাহা ইতি প্রাণস্তৃপ্যতি। প্রাণে তৃপ্যতি চক্ষুস্তৃপ্যতি। চক্ষুষি তৃপ্যতি আদিত্যস্তৃপ্যতি। আদিত্যে তৃপ্যতি দৌস্তৃপ্যতি……অথ যাং দ্বিতীয়াং জুহুয়াৎ তাং জুহুয়াৎ ব্যানায় স্বাহা ইতি ব্যানস্তৃপ্যতি। ব্যানে তৃপ্যতি শ্রোত্রে তৃপ্যতি……চন্দ্রমাস্তৃপ্যতি…দিশস্তৃপ্যতি……অথ যাং তৃতীয়াং

জুহুয়াৎ…অপানায় স্বাহা ইতি অপানস্তৃপ্যতি। অপানে তৃপ্যতি বাক্ তৃপ্যতি…অগ্নিস্তৃপ্যতি…পৃথিবী তৃপ্যতি…অথ যাং চতুর্থীং জুহুয়াৎ… সমানায় স্বাহা ইতি সমানস্তৃপ্যতি…মনস্তৃপ্যতি…পর্জন্যস্তৃপ্যতি…বিদ্যুৎ তৃপ্যতি…। অথ যাং পঞ্চমীং জুহুয়াৎ তাং জুহুয়াৎ উদানায় স্বাহা ইতি উদানস্তৃপ্যতি…বায়ুস্তৃপ্যতি…আকাশস্তৃপ্যতি……তস্য অনুতৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিঃ অন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন ইতি॥ স য ইদং অবিদ্বান্ অগ্নিহোত্রং জুহোতি যথা অঙ্গারান্ উপোহ্য ভস্মনি জুহুয়াৎ তাদৃক্ তস্মাৎ। অথ য এতদ্ এবং বিদ্বান্ অগ্নিহোত্রং জুহোতি তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষু আত্মসু হুতং ভবতি। তদ্ যথা ইষীকা তূলং অগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েত এবং হা'স্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে য এতদ্ এবং বিদ্বান্ অগ্নিহোত্রং জুহোতি। তস্মাৎ উ হৈবং বিদ্ যদ্যপি চণ্ডালায় উচ্ছিষ্টং প্রযচ্ছেৎ আত্মনি হৈ বাস্য তদ্ বৈশ্বানরে হুতঃ স্যাৎ…যথেহ ক্ষুধিতা বালা মাতরং পর্য্যুপাসতে এবং সর্ব্বাণি ভূতানি অগ্নিহোত্রং উপাসতে।" এখন এই প্রশ্ন উঠিতেছে যদি কেহ উপবাস করে তাহার কি সে দিন অগ্নিহোত্র হোমের লোপ হইবে? বৈশ্বানর বিদ্যাপ্রকরণে জাবালশ্রুতি অগ্নিহোত্রকে আদর করিয়া বলিয়াছেন,—"পূর্ব্বঃ অতিথিভ্যঃ অশ্নীয়াৎ যথা বৈ স্বয়ং অহুত্বা অগ্নিং হোত্রং পরস্য জুহুয়াৎ এবং তৎ।" যে অগ্নিহোত্রের এত আদর, অতিথিরও পূর্ব্বে ভোজনের বিধি আছে, শ্রুতি কখনও তাহার লোপ সহ্য করিবেন না। অতএব ভোজনের পরিবর্ত্তে জলাদি প্রতিনিধি দ্বারা অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এই পূর্ব্বপক্ষ সূত্রের উত্তর ৪১ সূত্রে দেওয়া হইবে। *

---

* নিম্বার্ক কৃত অর্থঃ—দহরবিদ্যায় আদর করিয়া শ্রুতি যে ব্রহ্মের সত্যকামত্ব প্রভৃতি গুণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" শ্রুতির দ্বারা লুপ্ত হইবে না।

৪১। উপস্থিতে'তস্তদ্‌বচনাৎ।

উ। ঐ শ্রুতি বলিয়াছেন, "তদ্ যৎ ভক্তং প্রথমং আগচ্ছেৎ তৎ হোমীয়ং স যাং প্রথমাং আহুতিং জুহুয়াৎ তাং জুহুয়াৎ প্রাণায় স্বাহা।" অতএব প্রথম উপস্থিত অন্নই হোমীয়। "তৎ হোমীয়," এই বচনের তৎ শব্দ দ্বারা ইহাই উপপন্ন হয় যে, অন্ন উপস্থিত না হইলে হোম হইবে না। অর্থাৎ এই অগ্নিহোত্র নিত্য ও অবশ্য কর্ত্তব্য নহে। *

৪২। তন্নির্ধারণানিয়মস্তদ্‌দৃষ্টেঃপৃথগ্ঘ্য-প্রতিবন্ধঃ ফলং।

পূ। "ওঁ ইত্যেতৎ অক্ষরং উদ্‌গীথং উপাসীত" এই শ্রুত্যুক্ত উপাসনা নিত্যকৃত্য বা ঐচ্ছিক (ইচ্ছানুসারে কৃত্য)? যখন শ্রুতি প্রয়োগবচন (বিধিলিঙ) দ্বারা উহার বিধান করিয়াছেন, উদ্‌গীথের উপাসনা নিত্যকৃত্য বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়।

উ। তন্নির্ধারণানিয়মঃ (উদ্‌গীথাদির নিত্যকৃত্যত্ব বা ঐচ্ছিকত্ব সম্বন্ধে নির্দ্ধারণের কোনও নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই)।

পূ। কিরূপে জানিলে নিয়ম নাই?

উ। তদ্দৃষ্টেঃ:—অনিয়মই দেখা যায়। ছান্দোগ্য ১।১।১০ বলিয়াছেন, "তেনোভৌ কুরুতো যশ্চ এতদ্ এবং বেদ যশ্চ ন বেদ"—যে এরূপ জানে

---

* নিম্বার্ক কৃত অর্থ:—ব্রহ্মভাব উপস্থিত হইলে সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি এই বৃহৎশ্রুতির বচন অনুসারে ব্রহ্মভাবাপন্ন জীব স্বচ্ছন্দে যত্র তত্র গমন করিতে পারেন।

সেও করে, যে না জানে সেও করে। অর্থাৎ যে জানে না সেও কর্ম্ম করিতে পারে। সুতরাং জানা সম্বন্ধে কোনও নিয়ম নাই। পৃথক্ হি অপ্রতিবন্ধঃ ফলং—জানিয়া কর্ম্ম করিলে তাহার ফলের অপ্রতিবন্ধঃ (অব্যাঘাত) হয় এবং ফল বীর্য্যবত্তর হয়। কারণ ঐ শ্রুতি বলিয়াছেন—,"তেনোভৌ কুরুতো যশ্চ এতদেবং বেদ যশ্চ ন বেদ। নানা তু বিদ্যা চ অবিদ্যা চ, যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়া উপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি।" অতএব প্রতিপন্ন হইল অজ্ঞানীর কর্ম্ম বীর্য্যবৎ, জ্ঞানীর কর্ম্ম বীর্য্যবত্তর। যদি বিদ্যা নিত্য হইত শ্রুতি বিদ্যাবিহীন কর্ম্মের সফলতা কেন বলিবেন? উপাসনা ও বিদ্যা শ্রদ্ধা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত কর্ম্ম এক নহে ভিন্ন। উদ্গীথ উপাসনা বিদ্যাদি কর্ম্মাশ্রিত বলিয়া কল্পসূত্রকার ঋষিরা উহাকে ক্রতুর মধ্যে গণনা করেন নাই। অতএব সিদ্ধান্ত হইল উদ্গীথ-উপাসনা নিত্যকৃত্য নহে। *

৪৩। প্রদানবদেব তদুক্তং।

পূ। বৃহদারণ্যকের (৩।৫।২১) ব্রতমীমাংসায় "বদিষ্যামি এবাহং ইতি বাগ দধ্রে" ইত্যাদি শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে আধ্যাত্মিক অর্থে প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আধিদৈবিক অর্থে বায়ুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। ছান্দোগ্যের সম্বর্গবিদ্যায় ও আধিদৈবতার্থে "বায়ুর্বাবসম্বর্গ" "অথ অধ্যাত্মং

---

* শঙ্কর ও নিম্বার্ক এই সূত্রের এই অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু ছান্দোগ্য ১,১।১০ শ্রুতি উদ্গীথোপাসনার নৈত্যিক বা ঐচ্ছিক বিষয়ে অপ্রাসঙ্গিক, এবং ৪০ সূত্রধৃত "স য ইদং অবিদ্বান্ অগ্নিহোত্রং জুহোতি যথা অঙ্গারান্ উপোহ্য ভস্মানি জুহুয়াৎ তাদৃক্ তস্মাৎ" শ্রুতির বিরোধী। ৩৯ সূত্র পর্য্যন্ত আত্মার প্রসঙ্গ চলিতেছিল, আবার ৫৩ সূত্রে সে প্রসঙ্গ আসিল। অতএব বোধ হয় ৪০ হইতে ৫২ পর্য্যন্ত সূত্রগুলি প্রক্ষিপ্ত।

প্রাণোবাব সম্বর্গঃ" বলা হইয়াছে। যখন বায়ু ও প্রাণ একই মরুৎতত্ত্বের অন্তর্গত ও একই বস্তু, উভয়কে অপৃথক্ জ্ঞান করিতে হইবে। উপনিষদ বলিয়াছেন, "যঃ প্রাণঃ স বায়ুঃ"। ছান্দোগ্য বলিয়াছেন, "যদা সূর্য্যঃ অস্তমেতি বায়ুং এব অপ্যেতি।" বৃহদারণ্যকে সূর্য্য "প্রাণাদ্ বা এষ উদেতি, প্রাণে অস্তং এতি।" এতদ্বারা প্রাণ ও বায়ু একই পদার্থ ইহাই প্রতিপন্ন হয়। অতএব ইহাদের "একমেব ব্রতং চরেৎ।"

উ। "ইন্দ্রায় রাজ্ঞে পুরোডাশং একাদশপালং ইন্দ্রিয়াধিরাজায় ইন্দ্রায় স্বরাজ্ঞে।" এই শ্রুতি একই ইন্দ্রকে তিনভাবে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের রাজাভাবে ইন্দ্রভাবে ও স্বর্গরাজ ভাবে পুরোডাশ প্রদান করিতে বলিয়াছেন। সেইরূপ একই বায়ুকে প্রাণভাবে ও বায়ুভাবে পৃথক্ জ্ঞান করিবে এবং পৃথক্ ভাবে উহাদের ব্রত ও হবির্গ্রহণ হইবে। *

৪৪। লিঙ্গভূয়স্ত্বাৎ তদ্ধি বলীয়স্তদপি।

পূ। বাজসনেয়িদের অগ্নিরহস্যে কথিত আছে, ইন্দ্রিয়সকল আপন আপন বৃত্তিরূপ অসংখ্য অগ্নি দেখিতে পাইলেন "মনশ্চিতো বাক্‌চিতঃ প্রাণশ্চিতশ্চক্ষুশ্চিতঃ কর্ম্মচিতো'গ্নিচিতঃ" ইত্যাদি। সে সব অগ্নি বাস্তব হইতে পারে না, নিশ্চয়ই সাম্পাদিক (কল্পিত)। সে সকল অগ্নি ক্রিয়াঙ্গ † উপাসনার্থ কল্পিত? প্রকরণ হইতে তাহাদিগকে ক্রিয়াঙ্গ বলিয়াই বোধ হয়।

উ। তাহারা ক্রিয়াঙ্গ নয়, বিদ্যাঙ্গ অর্থাৎ উপাসনার্থ কল্পিত।

---

* নিম্বার্ক কৃত অর্থ :—দহরবিদ্যায় কথিত আত্মার গুণ সকলের সঙ্গে আত্মারও ধ্যান করিতে হইবে। যেমন ইন্দ্র এক হইলেও তাঁহার গুণ তিনটি ভিন্ন।

† Ceremonial fire.

লিঙ্গভূয়স্ত্বাৎ—ঐ অগ্নিরহস্যে কেবল বিদ্যাত্মক বহু লিঙ্গ (চিহ্ন) আছে। ৪৮ সূত্র দেখ। প্রকরণ হইতে তদ্ধি (লিঙ্গ) বলবত্তর। জৈমিনি বলিয়াছেন, "শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্ব্বল্যং অর্থবিপ্রকর্ষাৎ"—অর্থাৎ শ্রুতি লিঙ্গ হইতে, লিঙ্গ প্রকরণ হইতে, প্রকরণ স্থান (সন্নিধি) হইতে, স্থান সমাখ্যা (নাম) হইতে বলবান্। ৩।৩।২৫ দেখ)

৪৫। পূর্ব্ববিকল্পঃ প্রকরণাৎ স্যাৎ ক্রিয়া মানসবৎ। পূ।

পূ। ঐ প্রকরণে পূর্ব্বে কথিত "ইষ্টকাভিরগ্নিং চিন্বুত" বাক্য দ্বারা বোধ হয় এই মনশ্চিত অগ্নিও বাস্তব যজ্ঞাগ্নি। মানসবৎ—যেমন দ্বাদশরাত্র যাগের পৃথিবীরূপ পাত্রে সমুদ্ররূপ সোমরসের হরণ মানসিক হইলেও বাস্তব ক্রিয়াঙ্গ।

৪৬। অতিদেশাচ্চ। পূ।

পূ। "ষট্‌ত্রিংশসহস্রাণি অগ্নয়োঽর্কাস্তেষাং একৈক এব তাবান্ যাবানসৌ পূর্ব্বঃ"—৩৬০০০ অগ্নি ও সূর্য্য তাহাদের এক একটি সেই, যা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পূর্ব্বে কি বলা হইয়াছে? ইষ্টকাগ্নির উপদেশ। ঐ ইষ্টকাগ্নি ক্রিয়াঙ্গ। অতএব উহার সহিত মানসাগ্নিও ক্রিয়াঙ্গ। এই অতিদেশ (তুলনা) হইতেও ঐ ৩৬০০০ মানসাগ্নি ক্রিয়াঙ্গ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

৪৭। বিদ্যৈব তু নির্ধারণাৎ।

উ। "তে হৈ তে বিদ্যাচিত এব," "বিদ্যয়া হৈ বৈ ত এবম্বিধাশ্চিতা ভবন্তি," এই সকল শ্রুতি নির্দ্ধারণাৎ (নিশ্চয় করিয়া) ঐ মানসাগ্নিদের বিদ্যাচিত অর্থাৎ উপাসনার অঙ্গ বলিয়াছেন।

৪৮। দর্শনাচ্চ। *

উ। শ্রুতি প্রমাণও আছে :—"তদ্ যৎ কিঞ্চ ইমানি ভূতানি মনসা সঙ্কল্পয়ন্তি তেষাং এব সা কৃতিঃ," "স্বপতে জাগ্রতে চৈবম্বিদে সর্ব্বদা সর্ব্বাণি ভূতানি এতান্ অগ্নীন্ চিন্বন্তি।"

৪৯। শ্রুত্যাদিবলীয়স্ত্বাচ্চ ন বাধঃ।

উ। তুমি প্রকরণের বশে তর্ক করিতেছ, কিন্তু শ্রুতি লিঙ্গ ও বাক্য এই তিনই প্রকরণ অপেক্ষা বলবান্। প্রকরণ তাহাদিগকে বাধা দিতে পারে না। শ্রুতিপ্রমাণ যথা,—"তে হৈ তে বিদ্যাচিত এব।" লিঙ্গ প্রমাণ,—"সর্ব্বদা সর্ব্বাণি ভূতানি চিন্বন্ত্যপি স্বপতে।" বাক্যপ্রমাণ যথা,—"হৈ বৈত এবম্বিদশ্চিতা ভবন্তি।" অপি চ সর্ব্বদা চিন্বন্তি বলায় সতত চয়ন হইতেছে। ক্রিয়াঙ্গসকল ক্ষণস্থায়ী, তাহাদের সাতত্য হয় না।

---

* নিম্বার্ক ৪৭, ৪৮ সূত্র একত্র করিয়াছেন।

৫০। অনুবন্ধাদিভ্যঃ প্রজ্ঞান্তরপৃথকৃত্ববৎ দৃষ্টশ্চ তদুক্তং।

উ। মনশ্চিৎ প্রভৃতি কি? "তে মনসা এব অধীয়ন্ত, মনসা এব অচীয়ন্ত, মনসৈব গ্রহা অগৃহ্যন্ত, মনসা অস্তুবন্, মনসা অশংসন্ যৎকিঞ্চিৎ যজ্ঞে কর্ম্ম ক্রিয়তে যৎকিঞ্চিৎ যজ্ঞীয়ং কর্ম্ম মনসৈব তেষু তন্মনোময়েষু মনশ্চিৎসু মনোময়ং অক্রিয়ত।" এই মনশ্চিৎ প্রভৃতিকে যজ্ঞাঙ্গ (ক্রিয়াঙ্গ) অগ্নি না বলিয়া ধ্যানাঙ্গ (উপাসনা বা বিদ্যাঙ্গ) বলিবার আরও অনেক কারণ আছে। এই সকল কারণ অনুবন্ধ (উদ্দেশ্য), অতিদেশ (তুলনা), শ্রুতি, বাক্য ও লিঙ্গ। এই পঞ্চপ্রমাণে মনশ্চিৎ প্রভৃতিকে যজ্ঞাঙ্গ হইতে আকর্ষণ করিয়া উপাসনাঙ্গে স্থাপিত ও স্বতন্ত্র বলিয়া নির্দ্ধারিত করিতে হইবে। অগ্নি, পাত্র, হোতা, উদ্গাতা প্রভৃতি প্রত্যক্ষ উপস্থিত থাকিলে কেহ তাহাদিগকে সম্পৎরূপে লাভ করিতে ইচ্ছা করিবে না। অগ্নিরহস্যে সমস্তকে মনে মনে ভাবিয়া লইতে হয়। যখন ঐ সমস্তই কল্পিত, তখন উহাদিগকে কিরূপে যজ্ঞাঙ্গ বলিতে পার? উহারা কল্পনাত্মক, ধ্যানসাধ্য। ৩৬০০০ মনোবৃত্তি লইয়া তাহাতে অগ্নি, পাত্র, হোতা প্রভৃতির কল্পনা করিতে হইবে। ধ্যানকৃত অগ্নি ইন্ধনকৃত অগ্নির তুল্য, অতএব এখানে অতিদেশ (তুলনা) কারণ বর্ত্তমান। শ্রুতি, বাক্য ও লিঙ্গপ্রমাণ বলা হইয়াছে। প্রজ্ঞান্তরের (শাণ্ডিল্যবিদ্যা, দহরবিদ্যা প্রভৃতি অন্য উপাসনার) যেমন পৃথকত্ব আছে, তেমনই মনশ্চিৎ অগ্নিরও ক্রিয়াঙ্গ ক্রিয়া ও অন্যান্য উপাসনা হইতে পৃথকত্ব আছে। দৃষ্টশ্চ—দেখা গিয়াছে যে আবেষ্টি যাগ, রাজসূয় প্রকরণে পঠিত হইলেও তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তদুক্তং—জৈমিনি বলিয়াছেন

বর্ণত্রয়সংযোগ থাকায় ইহা রাজসূয়ের অন্তর্গত নয় (রাজসূয় কেবল ক্ষত্রিয়ের যজ্ঞ)।

৫১। ন সামান্যাদপি উপলব্ধের্মৃত্যুবৎ ন হি লোকাপত্তিঃ।

উ। তুমি যে পৃথিবীপাত্রে সমুদ্ররূপ সোমরস হবণের (মানসগ্রহের) কথা বলিয়াছিলে তাহা ক্রিয়াঙ্গ নহে। আবার উহাতেও মানস কল্পনা আছে, মনশ্চিৎ অগ্নিতেও মানস কল্পনা আছে কেবল এই মানসত্ব সামান্য বশতঃ উহা মনশ্চিৎ অগ্নির সমানও নহে। একাংশে সাম্য হইলে সর্ব্ববিষয়ে সাম্য হয় না। মৃত্যুবৎ। "স বা এষ এব মৃত্যু য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষ"; "অগ্নির্বৈ মৃত্যু"; এই দুই শ্রুতিতে মৃত্যু শব্দের সামান্য হইলেও উহাদেব অত্যন্ত সাম্য নাই। সমানতার উল্লেখ থাকিলেও বৈষম্য দূর হয় না। মনশ্চিতাগ্নি অগ্নিভাবে উপাসকের ধ্যেয় ইহাই প্রতিপন্ন হয়। ন হি লোকাপত্তিঃ—"অসৌ বাব লোকো'গ্নির্গৌতম অস্যাদিত্য এব সমিৎ"—এখানে সমিৎ শব্দ সামান্য বশতঃ এই লোক (জগৎ) অগ্নি হইতে পারে না।

৫২। পরেণ চ শব্দস্য তাদ্বিধ্যং ভূয়স্ত্বাত্ত্বনুবন্ধঃ।

উ। শব্দস্য, "অয়ং বাব লোক এষ অগ্নিশ্চিতঃ" এই শব্দের পূর্ব্বে যেমন তাদ্বিধ্যং (উপাসনার বিধি আছে) পরেণ চ (পরেও সেইরূপ উপাসনার বিধি আছে)। অতএব মধ্যের ব্রাহ্মণে "অয়ং বাব লোকঃ

এব অগ্নিশ্চিতঃ" ইহাতেও উপাসনার বিধি অনুমিত হইবে। "যদেতন্মণ্ডলং নয়তি" এই ব্রাহ্মণটি পূর্ব্বে, এবং "সো'মৃতো ভবতি মৃত্যুর্যস্য আত্মা ভবতি," এই ব্রাহ্মণটি পরে আছে। দুইটি ব্রাহ্মণই উপাসনাপ্রধান। আবার

"বিদ্যয়া তদারোহন্তি যত্র কামাঃ পরাগতাঃ।
ন তত্র দক্ষিণা যন্তি নাবিদ্বাংসস্তপস্বিনঃ।"

এই শ্রুতিও কর্ম্মকে নিন্দা ও উপাসনাকে (বিদ্যা) প্রশংসা করিয়াছেন। ভূয়স্ত্বাৎ তু অনুবন্ধঃ—এই অগ্নিরহস্য উপাসনায় ভূয়াংসঃ অর্থাৎ বহু অগ্ন্যবয়ব সম্পাদন করিতে হয়, এইজন্য এই বিদ্যা (উপাসনা) অগ্নির সহিত অনুবদ্ধ হইয়াছে, কর্ম্মাঙ্গ বলিয়া হয় নাই।

৫৩। এক আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ। পূ।

পূ। একে (নাস্তিকেরা) শরীরে (শরীর থাকিলে) আত্মনঃ ভাবাৎ (আত্মার অস্তিত্ব থাকে এবং শরীর না থাকিলে আত্মার অস্তিত্ব থাকে না, বলিয়া অন্বয় ব্যতিরেক যুক্তিতে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না)। লোকায়তিকেরা (চার্ব্বাকেরা) বলেন, যদিও শরীরের কারণভূত কোনও ভূতের চৈতন্য নাই, তাহাদের মিশ্রণে দেহ মধ্যে চৈতন্যের উৎপত্তি হয়; যেমন মাদকশক্তিহীন সামগ্রী সকলের মিশ্রণে মাদকশক্তি উৎপন্ন হয়। অতএব প্রাণ, চেষ্টা, চৈতন্য ও স্মৃতি দেহেরই ধর্ম্ম। উহারাই আত্মা নামে কথিত হয়। তদতিরিক্ত আত্মা নাই।*

* নিম্বার্কাচার্য্য ৫৩, ৫৪ সূত্রের অর্থ এইরূপ করিয়াছেন:—৫৩। কেহ কেহ পরমাত্মা জীবদেহে যেরূপ বদ্ধভাবে আছেন সেই ভাবেই তাঁহাকে ধ্যান করিতে বলেন.

৫৪। ব্যতিরেকস্তদ্ভাবাভাবিত্বান্নতূপলব্ধিবৎ।

উ। ন তু (অব্যতিরেক নয়) ব্যতিরেকঃ (দেহ হইতে আত্মার স্বাতন্ত্র্যই সিদ্ধ হয়) কেন? তদ্ভাবাভাবিত্বাৎ (মৃতদেহ বর্ত্তমানেও প্রাণ চেষ্টাদির অভাব হয় বলিয়া মৃতদেহে প্রাণ চেষ্টা, চৈতন্য ও স্মৃতি থাকে না)। অপি চ দেহধর্ম্ম রূপাদি সকলেরই দৃষ্টিগোচর হয়; আত্মার ধর্ম্ম স্মৃত্যাদি কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় না। * তুমি বলিয়াছ দেহবর্ত্তমানেই চৈতন্য থাকে; দেহের অবর্ত্তমানতায় যে চৈতন্য থাকে না তাহা তুমি কি করিয়া জানিলে? সে চৈতন্য প্রেতদেহে কিংবা অন্য কোথাও থাকিতে পারে। তোমরা যখন ভূতাতিরিক্ত বস্তু মান না তোমাদের স্বীকার করিতেই হইবে যে চৈতন্য ভৌতিক। কিন্তু যে চৈতন্য সমস্ত ভূত ও ভৌতিক বিষয়ের প্রকাশক, সে

কারণ আত্মা বদ্ধ ভাবেই জীবদেহে আছেন। ৫৪। আত্মাকে বদ্ধভাবে ধ্যান করা উচিত নয়, আত্মার যে স্বরূপ অর্থাৎ নিত্য মুক্তভাব সেই ভাবেই তাঁহাকে ধ্যান করা উচিত। উপলব্ধিবৎ তদ্ভাবভাবিত্বাৎ তাঁহাকে যে ভাবে উপলব্ধি করিবে তুমি সেইরূপ হইবে। তাঁহাকে বদ্ধভাবে দেখিলে তুমি বদ্ধই থাকিবে, তাঁহাকে মুক্তভাবে দেখিলে তুমি মুক্ত হইবে।

* Bergson says,—Memory imports the past into the present. It lends to perception its subjective character. As pure perception gives us the essential part of matter (memory giving the rest), memory must be independent of matter. Memory then is the spirit. It is not an operation of the brain. The brain does not

কিরূপে ভৌতিক হইতে পারে? ইহাতে স্বাত্মনি ক্রিয়া দোষ হয়। অগ্নি ইন্ধনকেই দগ্ধ করে, নিজেকে দগ্ধ করে না। নট নিজের স্কন্ধে আরোহণ করে না। সেইরূপ ভৌতিক চৈতন্য ভৌতিক বিষয় অনুভব করিতে পারে না। অপি চ উপলব্ধিবৎ—তোমরা যেমন ভূত হইতে ভূতের উপলব্ধার (অনুভবকর্ত্তা চৈতন্যের) পার্থক্য স্বীকার কর, আমরাও তেমনই দেহ হইতে দেহের উপলব্ধাকে (আত্মাকে) পৃথক্ মনে করি।

---

engender representations, nor does it store them. It merely transmits in the form of action what it receives as stimulation. It also chooses what to transmit and what not. The cerebral effect is rather the effect than the cause of memory. Our body (brain, hands &c) can store up the action of the past in the form of motor contrivances only. The past images are otherwiso preserved. The habit memory records all the events of our daily life. This creates an experience—a series of mechanisms wound up & ready. The representative memory is a selective memory, having retained only the intelligently co-ordinated movements which represent the accumulated efforts of the past. It is memory, not because it conserves bygone images, but because it prolongs their useful effect into the present moment. It is the memory par excellence. It reveals itself in the recollection of differences; habit memory is the perception of resemblances. Pure memory in which each unique movement of the past survives is essentially detatched from life. Pure memory interests no part of my body. Memory actualised in an image is not pure memory. Memory is not deposited in matter (material body) which

৫৫। অঙ্গাববদ্ধাস্তু ন শাখাসু হি প্রতিবেদম্।

পূ। "ওমিত্যেতৎ অক্ষরং উদ্গীথং উপাসীত" ;. 'লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত" ; "উক্থং উক্থং ইতি বৈ প্রজা বদন্তি তদিদং এব উক্থং ইয়মেব পৃথিবী। অয়ংবাব লোকঃ এষো'গ্নিশ্চিতঃ"—ইত্যাকার কর্ম্মাঙ্গ বদ্ধ উপাসনা কেবল সেই সেই শাখায় বিহিত যে শাখায় তাহা কথিত আছে। কেন? সন্নিধানাৎ—সন্নিধি প্রমাণ দ্বারা। স্বশাখা বিহিত বিশিষ্টরূপ উল্লঙ্ঘন করিয়া শাখান্তর বিহিত বিশিষ্টরূপ গ্রহণ করিবার কারণ দেখা যায় না।

উ। অঙ্গাববদ্ধাঃ কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতাঃ (উপাসনাঃ) প্রতিবেদং সর্ব্বশাখায় বিহিত হইবে। ন শাখাসু—যে শাখায় কথিত, কেবল সে শাখায় নহে, স্বরভেদ ও প্রয়োগভেদ থাকিলেও উদ্গীথ শব্দ ও উক্থ শব্দ সর্ব্বশাখাতেই সমান। শ্রুতিপ্রমাণ সন্নিধিপ্রমাণ হইতে বলবত্তর।

৫৬। মন্ত্রাদিবদ্ বা'বিরোধঃ।

উ। "যো জাত এব প্রথমো মনস্বান্" ঋগ্বেদের এই মন্ত্রটি যজুর্ব্বেদীয় অধ্যর্যুগণ কর্ত্তৃক স্তুত হয়। "অগ্নের্ব্বৈর্হোত্রং বেরক্ষরং" মন্ত্রটি বেদান্তরে গৃহীত হইয়াছে। তাই সূত্র বলিতেছেন, বা (অথবা) মন্ত্রাদিবৎ অবিরোধঃ—মন্ত্র, কর্ম্ম, গুণ, এই সকল এক শাখায় উপদিষ্ট হইলেও অন্য শাখায় উপসংহৃত হয়।

---

is with all the rest of the material world, an ever renewed section of universal becoming. We extend to the series of memories, in time, that obligation of containing and being contained which applies only to the collection of bodies instantaneously perceived in space.

৫৭। ভূম্নঃ ক্রতুবজ্জ্যায়স্ত্বং তথাহি দর্শয়তি।

পূ। ৫।১১ ছান্দোগ্যে কথিত আছে, প্রাচীনশাল, সত্যযজ্ঞ, ইন্দ্রদ্যুম্ন, জন, বুড়িল ও উদ্দালক নামে ছয়জন ব্রাহ্মণ বৈশ্বানরবিদ্যা শিক্ষার জন্য রাজা অশ্বপতির নিকট গিয়াছিলেন। রাজা একে একে সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কোন্ আত্মার উপাসনা কর? তাঁহারা যথাক্রমে বলিলেন, দিবং, আদিত্যং, বায়ুং, আকাশং, অপঃ, পৃথিবীং। প্রত্যেকের উপাসনার প্রশংসা করিয়া রাজা বলিলেন, তোমরা ব্যস্তভাবে বৈশ্বানরের উপাসনা করিয়া ভুল করিয়াছ, সমস্তভাবে তাঁহার উপাসনা করা উচিত। (৩।৩।৪০ সূত্র দেখ) আমার নিকট না আসিলে তোমরা বিপদ্গ্রস্ত হইতে। এই শ্রুতিতে যখন প্রত্যেক ব্যস্ত উপাসনার প্রশংসা আছে, তখন ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, ব্যস্ত সমস্ত উভয় উপাসনাই বিধি।

উ। ভূম্নঃ (সমস্তেরই) জ্যায়স্ত্বং (প্রাধান্যং শ্রেয়ং) ক্রতুবৎ (যেমন যজ্ঞে দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি অঙ্গ পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠিত হইয়া শেষে সাঙ্গোপাঙ্গ প্রধান যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় সেইরূপ)। তুমি বলিয়াছ প্রত্যেক উপাসনায় উত্তম ফল বলা হইয়াছে। কিন্তু ঐ ফলের কথা বলিয়াই অশ্বপতি বলিয়াছেন এ উপাসনায় (যথ ক্রমে) তোমার মস্তক, চক্ষু, প্রাণ, বক্ষ, বস্তি, পদ নষ্ট হইত। অতএব শ্রুতি ব্যস্ত উপাসনার প্রশংসা করেন নাই, নিন্দাই করিয়াছেন।

৫৮। নানা শব্দাদিভেদাৎ।

পূ। ৫৫ সূত্রে তুমি বলিয়াছ, উপাস্য বস্তু এক হইলে উপাসনা

ভিন্ন হইয়াও এক হইবে। সমস্ত উপনিষদের উপাস্য এক ব্রহ্ম, অতএব উপনিষদোক্ত সমস্ত উপাসনাই এক ও অভিন্ন।

উ। শব্দাদি ভেদাৎ নানা। শব্দ ও গুণ ভেদ থাকায় উপাসনা এক নয় নানা। জৈমিনি বলিয়াছেন, "শব্দান্তরে কর্ম্মভেদঃ কৃতানুবন্ধত্বাৎ" কৃতানুবন্ধ অর্থাৎ ধাত্বর্থের ভেদ থাকায় শব্দভেদ হইতে কর্ম্মভেদ অনুমিত হয়। লোকে ভিন্ন ভিন্ন কামনায় একই ঈশ্বরের নানারূপ উপাসনা করে। অতএব শাণ্ডিল্যবিদ্যা, ভূমবিদ্যা, সত্যবিদ্যা, দহরবিদ্যা, উক্থবিদ্যা, পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, বৈশ্বানরবিদ্যা প্রভৃতি উপাসনা এক হইতে পারে না।

৫৯। বিকল্পো'বিশিষ্টফলত্বাৎ।

পূ। উপাসনা যদি ভিন্ন ভিন্ন হয়, উপাসক কি সমুচ্চয়ে * সব উপাসনাই করিবে, অথবা বিকল্পে † (যেটা ইচ্ছা সেইটা) উপাসনা করিবে? যখন উপাস্য এক, উপাসনা সমুচ্চয়েই হওয়া উচিত। অগ্নিহোত্র, দর্শ, পূর্ণমাস ভিন্ন ভিন্ন যাগ হইলেও সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

উ। বিকল্পেই উপাসনা হইবে। সব উপাসনার ফল যখন অবিশিষ্ট (অভিন্ন), যখন এক উপাসনা দ্বারাই সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায়, তখন সমস্ত উপাসনায় লাভ কি? অপি চ, সমুচ্চয়ে চিত্ত নানাভাবে পীড়িত হইয়া বিক্ষিপ্ত হয়, চিত্তের একাগ্রতা নষ্ট হয়। লাভ না থাকায় ও ক্ষতি থাকায়, সমুচ্চয় নিষিদ্ধ। অগ্নিহোত্রাদি যাগ নিত্যকৃত্য। উহাদের দৃষ্টান্তে তুমি সমুচ্চয়ত্ব সিদ্ধ করিতে পার না।

---

* সমুচ্চয়ে — Collectively, All together.

† বিকল্পে — Any one of them.

৬০। কাম্যাস্তু যথাকামং সমুচ্চিয়েরন্ ন বা পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ।

উ। উপাসনা ৩ প্রকার:—কাম্য (যাহাতে কাম্যসাধন হয়), অহংগ্রহ (আমিই ঈশ্বর এই জ্ঞানে যাহাতে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার হয়), অঙ্গাশ্রিত (উদ্‌গীথ, প্রণব প্রভৃতি কর্ম্মাঙ্গের অবলম্বিত)। উহাদের মধ্যে কাম্য উপাসনা পুরুষের ইচ্ছানুসারে বিকল্পে সমুচ্চয়ে উভয়থা হয়। অহংগ্রহ বিকল্পেই হয়। যে কোন উপাসনায় ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হইলেই হইল।

পূ। তবে যে ৫৯ সূত্রে বলিলে সব উপাসনা বিকল্পে হইবে?

উ। কাম্য উপাসনায় পূর্ব্বকথিত হেতুর অভাব আছে। ৫৯ সূত্র অহংগ্রহ উপাসনা সম্বন্ধেই কথিত। কাম্য উপাসনার ফল ভিন্ন হওয়ায় বিকল্প ও সমুচ্চয় উভয়বিধ হইবে।

৬১। অঙ্গেষু যথাশ্রয়ভাবঃ। পূ।

পূ। অঙ্গাশ্রিত উপাসনা—যাহা উদ্‌গীথাদি কর্ম্মাঙ্গের আশ্রিত এবং তিন বেদেরই বিহিত, তাহাদের আশ্রয় স্তোত্রাদি যেরূপ সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাদেরও সেইরূপ হওয়া উচিত।

৬২। শিষ্টেশ্চ। পূ।

পূ। "উদ্‌গীথং উপাসীত" ইতি শাসনাৎ ছা—১।১।১ ছান্দোগ্যের

এই বিধি হইতে উপপন্ন হয় যে, এই উদ্গীথের অঙ্গাশ্রিত বিদ্যাও উদ্গীথের ন্যায় গ্রহণীয়।

৬৩। সমাহারাৎ। পূ।

পূ। ছান্দোগ্য ১।৫।৫ বলেন :—"য উদ্গীথঃ স প্রণব… হোতৃষদনাৎ হৈবাপি দুরুদ্গীথং অনুসমাহরতি"। প্রণব = উদ্গীথ। প্রণব ও উদ্গীথকে এক মনে করিয়াই ধ্যান করা উচিত। যদি উদ্গাতার দোষে উদ্গীথ দুষ্ট হয় হোতা তাহাকে সমাহার (শুদ্ধ) করিয়া পুনর্বার গান করিবেন। প্রণব ঋগ্বেদের, উদ্গীথ সামবেদের। উভয়ের একত্ব প্রতিপাদন করিয়া ছান্দোগ্যশ্রুতি সর্ব্ববেদোক্ত উপাসনা উপসংহৃত করিয়াছেন। অতএব উদ্গীথাশ্রিত ধ্যান উদ্গীথের ন্যায় কর্ম্মাঙ্গ ; এবং উহাদের সমুচ্চয় হওয়া উচিত।

৬৪। গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চ। পূ।

পূ। ১।১।৯ ছান্দোগ্য বলিয়াছেন, তেনেয়ং ত্রয়ী বিদ্যা বর্ত্ততে। ওঁ ইতি আশ্রাবয়তি (অধ্বর্য্যু শ্রবণ করান), ওঁ ইতি শংসতি (হোতা মন্ত্র পাঠ করেন) ওঁ ইতি উদ্গায়তি (উদ্গাতা গান করেন)। এইরূপে শ্রুতি প্রণবকে বেদত্রয়ের গুণসাধারণ্য বলিয়াছেন। অতএব প্রণবের আশ্রিত উপাসনা সকলের ও সমুচ্চয় হওয়া উচিত। ৯৫ পৃষ্ঠার টীকা দেখ।

৬৫। ন বা তৎসহভাবাশ্রুতেঃ।

উ। উপাসনা সকল যজ্ঞাঙ্গের আশ্রিত হইলেও যজ্ঞের অঙ্গ নহে। তৎসহভাবাশ্রুতেঃ—শ্রুতি বলেন নাই যে যজ্ঞের সহিত উপাসনার সহভাব

আছে। ধ্যান যাজ্ঞিকের মনের কার্য্য। ইহা যজ্ঞের নিমিত্ত অবশ্য কার্য্য নহে। মন্ত্র, উদ্‌গীথগান, হবন প্রভৃতি দ্বারাই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। অতএব যজ্ঞ ধ্যান অভাবেও সম্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু বিদ্যা ক্রিয়াজ না হইলেও বিদ্যাযুক্ত ক্রিয়া বীর্য্যবত্তর হয়; এই জন্যই বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন:—"তে যে এবং এতদ্ বিদুঃ তে অর্চ্চিরভিসম্ভবন্তি" যাঁহারা বিদ্যাযুক্ত পঞ্চাগ্নিহোত্র করেন তাঁরা দেবযান পথে, অন্যে পিতৃযান পথে যান।

৬৬। দর্শনাচ্চ।

উ। ৪।১৭।৯ ছান্দোগ্যে এই গাথা আছে, (ব্রহ্মা) "যতো যত আবর্ত্ততে (ক্ষত যুক্ত হয়) তত্তৎ গচ্ছতি"—ব্রহ্মার (পুরোহিতের) কার্য্যই এই যেখানে ভুল হইবে তিনি সংশোধন করিয়া দিবেন। ছান্দোগ্য (৪।১৭।১০) বলিয়াছেন, "এবংবিদ্ হ বৈ ব্রহ্মা যজ্ঞং যজমানং সর্ব্বাংশ্চ ঋত্বিজঃ অভিরক্ষতি তস্মাদেবংবিদমেব ব্রহ্মাণং কুর্ব্বীত।" অর্থাৎ ব্রহ্মা মানব (জ্ঞানবান্) হওয়া চাই। অতএব বিদ্যা ক্রিয়ার অবশ্য অঙ্গ না হইলেও, ক্রিয়ার উপকারক। "যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়া উপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং করোতি" ছান্দোগ্য (১।১।১০) শ্রুতিও তাহাই বলিয়াছেন।

তৃতীয়োঽধ্যায়

চতুর্থঃ পাদঃ *

১। পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাৎ ইতি বাদরায়ণঃ।

পূ। যজ্ঞাদি কর্ম্ম না করিয়া কেবল উপনিষদোক্ত আত্মজ্ঞানে কখনই পুরুষার্থ (মোক্ষ) হয় না।।

উ। অতঃ (অস্মাৎ বেদান্তবিহিতাৎ আত্মজ্ঞানাৎ) পুরুষার্থঃ (সিধ্যতি)। কুতঃ? শব্দাৎ ইতি বাদরায়ণঃ (বাদরায়ণ বলেন শ্রুতির বাক্য হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয়)। "তরতি শোকং আত্মবিৎ," "স যো হ বৈতৎ পরং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি"; "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং"; "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে' থ সম্পৎস্যে," প্রভৃতি শ্রুতি বিদ্যায়াঃ কেবলায়াঃ পুরুষার্থ হেতুত্বং শ্রাবয়তি।

২। শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো যথা'ন্যেষু ইতি জৈমিনিঃ। পূ।

পূ। আত্মা কর্ম্মকর্ত্তা, সুতরাং আত্মা কর্ম্মাঙ্গ; অতএব আত্মবিজ্ঞানও কর্ম্মাঙ্গ। তুমি আত্মজ্ঞানের সফলতা সম্বন্ধে যে সকল শ্রুতির বচন বলিলে, তাহা আত্মজ্ঞানের অর্থবাদ (স্তুতি) মাত্র, সত্য নহে। "যস্য

---

* এই পাদে বলা হইবে যে যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হইয়া মোক্ষলাভের সাহায্য হয় বটে; কিন্তু একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই মুক্তি হয়।

পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি ন স পাপং শ্লোকং শৃণোতি” “যৎপ্রযাজানুযাজা ইজ্যন্তে বর্ম্ম বা এতৎ যজ্ঞস্য” ইত্যেবং জাতীয় শ্রুতি কেবল অর্থবাদ, ইহাতে সত্য নাই, জৈমিনি ইহাই বলিয়াছেন। শেষত্বাৎ (কর্ম্মাঙ্গত্বাৎ) আত্মবিজ্ঞানও কর্ম্মাঙ্গ হওয়ায় ঐ সকল শ্রুতি কর্ম্মকর্ত্তা আত্মার প্রশংসা মাত্র।

৩। আচারদর্শনাৎ। পূ।

পূ। ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিরা এবং ব্রহ্মজ্ঞ রাজর্ষিরাও যজ্ঞ করিতেন। তাঁহাদের এই আচার দর্শনেও ইহাই অনুমান হয় যে, কেবল জ্ঞানে মুক্তি হয় না।

৪। তৎশ্রুতেঃ। পূ।

পূ। “যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়া উপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি”, এই ছান্দোগ্য (১।১।১০) শ্রুতিতে বিদ্যা, শ্রদ্ধা ও উপনিষৎ তিন শব্দেই তৃতীয়া বিভক্তি থাকায় বুঝিতে হইবে বিদ্যাও শ্রদ্ধা এবং উপনিষদের ন্যায় কর্ম্মাঙ্গ।

৫। সমন্বারম্ভাৎ। পূ।

পূ। “তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে” এই বৃহদারণ্যক (৪।৪।২) শ্রুতি বলিয়াছেন বিদ্যা ও কর্ম্ম দুই-ই মৃত ব্যক্তির অনুগমন করে। অতএব বিদ্যা ও কর্ম্মের সাহিত্য (সহগমন) আছে। উভয়ে মিলিয়া প্রেতের স্বর্গাদি ফলদান করে ; কেবল জ্ঞান দ্বারা স্বর্গাদি হয় না।

৬। তদ্‌বতো বিধানাৎ। পূ।

পূ। "আচার্য্যকুলাৎ বেদং অধীত্য যথা বিধানং গুরোঃ কর্ম্মাতি-শেষেণ অভিসমাবৃত্য কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়ং অধীয়ানঃ"—এই ছান্দোগ্য (৮।১৫।১) শ্রুতি বলিয়াছেন জ্ঞানীও গুরুগৃহে কর্ম্ম করিবে, এবং স্বগৃহে সমাবর্ত্তন করিয়া বেদাধ্যায়ন করিবে। তদ্‌বতঃ (কর্ম্মবতঃ) কর্ম্মবান্ হইবার এই বিধান দ্বারা কর্ম্মের প্রাধান্য সূচিত হইয়াছে।

৭। নিয়মাচ্চ। পূ।

পূ। "কুর্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ (বাঁচিতে ইচ্ছা করিবে) শতং সমাঃ (বৎসর)", "এতদ্ বৈ জরামর্য্যং সত্রং যদগ্নিহোত্রং" (এই অগ্নিহোত্র যজ্ঞ জরা মরণ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠেয়), ইত্যাদি নিয়ম দ্বারা সপ্রমাণ হয় যে, কর্ম্ম সর্ব্বথা অনুষ্ঠেয়।

৮। অধিকোপদেশাৎ তু বাদরায়ণস্যৈবং তদ্দর্শনাৎ।

উ। তুমি ২য় সূত্রে বলিয়াছ "শেষত্বাৎ (কর্ম্মাঙ্গত্বাৎ) পুরুষার্থবাদঃ" যে কর্ম্ম করে সেও কর্ম্মের অঙ্গ। জীবাত্মা কর্ম্ম করে তাই জীবাত্মাও কর্ম্মাঙ্গ, অতএব আত্মবিজ্ঞানও কর্ম্মাঙ্গ। কিন্তু শ্রুতি তাহার অধিকও উপদেশ দিয়াছেন। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ", "যঃ প্রাণেন প্রাণিতি স তে আত্মা সর্ব্বান্তর," "তৎত্বমসি" প্রভৃতি শ্রুতি জীবাত্মার অতিরিক্ত নির্গুণ পরমাত্মারও উপদেশ দিয়াছেন। তদ্দর্শনাৎ—এই অধিক

উপদেশ দেখিয়া জৈমিনির অপেক্ষা বাদরায়ণেরই মত প্রশস্ত বলিয়া বোধ হয়।

৯। তুল্যন্তু দর্শনম্

উ। তুমি ৩য় সূত্রে আচার দর্শনের কথা বলিয়াছ। শ্রুতি আচার দর্শনের কথা বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু তুল্য ভাবে আচারবিরতির কথাও বলিয়াছেন। "কিমর্থা বয়ং যক্ষ্যামহে এতদ্ধ স্ম বৈ তৎ পূর্ব্বে বিদ্বাংসঃ অগ্নিহোত্রং ন জুহুয়াঞ্চক্রিরে, এতং বৈ তং আত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুথায় ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি।" "যাজ্ঞবল্ক্য প্রবব্রাজ" যাজ্ঞবল্ক্যাদি ব্রহ্মবিৎগণ অকর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন।

১০। অসার্ব্বত্রিকী।

উ। ৪ সূত্রে বলিয়াছ বিদ্যয়া শ্রদ্ধয়া উপনিষদা তিন শব্দেই ৩য়া বিভক্তি থাকায় শ্রদ্ধা ও উপনিষদের ন্যায় বিদ্যাও (উপাসনাও) কর্ম্মাঙ্গ উপপন্ন হয়। ঐ শ্রুতির আরম্ভ ও উপসংহার দেখিলে বুঝা যায় ওখানে বিদ্যা শব্দ উদ্গীথার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, সার্ব্বত্রিকী (সার্ব্ববিদ্যা বিষয়ার্থে) নহে।

১১। বিভাগঃ শতবৎ।

উ। ৫ সূত্রে বলিয়াছ, বিদ্যা ও কর্ম্ম দুই-ই প্রেতের অনুগমন করিয়া তাহার স্বর্গাদি প্রাপ্তি করায়। অনুগমন করে সত্য কিন্তু ভাগাভাগি করিয়া। বিদ্যা জ্ঞানীর অনুগমন করে, কর্ম্ম কর্ম্মীর অনুগমন করে। বিভাগঃ শতবৎ। শতমুদ্রা বিভাগে যেমন একজনকে পঞ্চাশ অপরকে

পঙ্কাশ দেওয়া হয়, তদ্রূপ বিদ্যা ও কর্ম্মের বিভাগ হইবে। উহারা সমুচ্চয়ে যাইবে না।

১২। অধ্যয়নমাত্রবতঃ।

উ। ৬ সূত্রে বলিয়াছ উপনয়নান্তে ব্রাহ্মণ গুরুকুলে বেদাধ্যয়ন করিয়া গুরুর কর্ম্ম করে অর্থাৎ বেদাধ্যয়নে জ্ঞানী হইয়াও কর্ম্ম করে। "আচার্য্যকুলাৎ বেদং অধীত্য" ওখানে অধীত্য=কেবল অধ্যয়ন মাত্র করিয়া। বেদের উচ্চারণ মাত্র করিলে কেহই জ্ঞানী হয় না। উপনিষদ পাঠেই জ্ঞান জন্মে।

১৩। নাবিশেষাৎ।

উ। ৭ সূত্রে ধৃত "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।" শ্রুতি জ্ঞানীকে উপলক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই। অবিশেষাৎ ওরূপ সাধারণ শ্রুতি হইতে এ বিধান পাওয়া যায় না যে, জ্ঞানীও কর্ম্ম করিবে।

১৪। স্তুতয়ে'নুমতির্ব্বা।

ঈশোপনিষদের (১।২) শ্লোকটি এইরূপ :—"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ। এবং ত্বয়ি নান্যথেতো'স্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে।" উহার দ্বিতীয়ার্দ্ধ বলিতেছেন, "তুমি এইরূপে জীবিত থাকিলেও কর্ম্মে লিপ্ত হইবে না।" অতএব ঐ অনুমতিঃ (কর্ম্ম করিবার আদেশ) জ্ঞানীকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই বা (অথবা) ঐ অনুমতি স্তুতয়ে (বিদ্যার প্রশংসার জন্য বলা হইয়াছে মাত্র)।

১৫। কামকারেণ চৈকে।

উ। "বৃহদারণ্যক উপনিষদ (৪।৩।২২) বলিয়াছেন, "এতমেব প্রব্রাজিনঃ লোকং ইচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি এতদ্ধ স্ম বৈ তৎপূর্ব্বে বিদ্বাংসঃ

প্রজাং ন কাময়ন্তে কিং প্রজয়া করিষ্যামঃ যেষাং নো'য়মাত্মা অয়ং লোকঃ ইতি তে হ স্ম পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায় অথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি," (৩।৩।৩৯ দেখ)। আমাদের এই আত্মাই জগৎ, আমরা প্রজা (পুত্রাদি) লইয়া কি করিব? এই (১৫) সূত্রে তাহাই বলা হইয়াছে—একে বিদ্বাংসঃ কামকারেণ স্বেচ্ছাতঃ (কর্ম্মত্যাগাৎ) অর্থাৎ ক্রিয়াফল কালান্তরভাবী, জ্ঞানফল প্রত্যক্ষ ইহা দেখিয়া কোন কোন জ্ঞানী স্বেচ্ছায় কর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন। অতএব জ্ঞানীদের পক্ষে কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য নহে।

১৬। উপমর্দ্দঞ্চ।

উ। বৃহদারণ্যক (৪।৪।১৪) বলিয়াছেন, "যত্র তু অস্য সর্ব্বং আত্মা এবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ;" মুণ্ডক (২।২।৯) বলিয়াছেন "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চা'স্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥" অতএব শ্রুতি অনুসারে আত্মজ্ঞান হইবার পর কর্ম্মের উপমর্দ্দঞ্চ (বিনাশই) হয়। ভগবদ্গীতা (২।৪৯, ৫০; ৩।১৭ ৫।১৩; ৬।২,৩; ১২।১৬,১৭; ১৮।৪৯) তাহাই বলিয়াছেন।

১৭। ঊর্দ্ধরেতঃসু চ শব্দে হি।

উ। ঊর্দ্ধরেতঃ সু চতুর্থাশ্রমে কর্ম্মত্যাগই কর্ত্তব্য।

পূ। ঊর্দ্ধরেতঃ আশ্রমের কথা ত শুনি নাই।

উ। শব্দে (বেদে) ঊর্দ্ধরেতঃ আশ্রমের উল্লেখ আছে। "ব্রহ্মচর্য্যা-দেব প্রব্রজেৎ"; "যে চ ইমে অরণ্যে শ্রদ্ধাতপ ইত্যুপাসতে;" "ত্রয়ঃ

শ্রদ্ধে চ হ্যপবসন্ত্যরণ্যে" ; "এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি ;"
"ব্রহ্মসংস্থো' মৃতত্বং এতি," ইত্যাদি।

১৮। পরামর্শং জৈমিনিরচোদনা চাপবদতি হি। পূ।

পূ। তুমি যে সকল শ্রুতির উল্লেখ করিলে তদ্দ্বারা ঊর্দ্ধরেতঃ অর্থাৎ চতুর্থাশ্রমের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয় না। ২।২৩।১ ছান্দোগ্য বলিয়াছেন, "ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধা যজ্ঞো'ধ্যয়নং দানং ইতি প্রথমঃ তপঃ এব দ্বিতীয়ঃ, ব্রহ্মচারী আচার্য্যকুলবাসী তৃতীয়ঃ ; অত্যন্তং আত্মানং আচার্য্যকুলে অবসাদয়ন্ সর্ব্বে এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি। ব্রহ্মসংস্থঃ অমৃতত্বং এতি।" জৈমিনি বলিয়াছেন, এখানে ব্রহ্মসংস্থ হইবার পরামর্শং (উল্লেখ আছে মাত্র) অচোদনা (বিধি নাই)। অপবদতি হি (শ্রুতি গার্হস্থ আশ্রম ত্যাগের নিন্দাই করিয়াছেন)—"ন অপুত্রস্য লোকো'স্তি" ; "বীরহা বা এষ দেবানাং যঃ অগ্নিং উদ্‌বাসয়তে।" *

১৯। অনুষ্ঠেয়ং বাদরায়ণঃ সাম্যশ্রুতেঃ।

উ। সাম্যশ্রুতেঃ (তোমার উদাহৃত বাক্যে গার্হস্থ্য আশ্রম যে ভাবে উক্ত হইয়াছে, অন্যান্য আশ্রমও সমান ভাবেই উক্ত হইয়াছে)

---

* নিম্বার্কধৃত পাঠ :—পরামর্শং জৈমিনিঃ অচোদনাৎ চ অপবদতি হি—অচোদনাৎ (বিধায়ক শব্দাভাবাৎ) পরামর্শং (উল্লেখমাত্রং), আশ্রমান্তরং অপবদতি হি (নিন্দতি এব) জৈমিনিঃ।

অতএব স্পষ্ট বিধান না থাকিলেও তাহারা অনুষ্ঠেয় (বিধেয়) বাদরায়ণ ইহাই বলিয়াছেন।

২০। বিধির্বা ধারণবৎ।

উ। অথবা "ব্রহ্মসংস্থঃ অমৃতত্বং এতি" শ্রুতি কেবল পরামর্শ (উল্লেখ) নয় বিধিই। কুতঃ? ধারণবৎ "অধস্তাৎ সমিধং ধারয়ন্ অনুদ্রবেৎ উপরি হি দেবেভ্যো ধারয়তি," শ্রুতি পিত্র্য হোমে সমিতের অধোধারণের বিধি স্পষ্টতঃ বলিয়া দৈব হোমে সমিতের উপরি ধারণ সম্বন্ধে বিধিলিঙের প্রয়োগ না করিয়া (ধারয়েৎ না বলিয়া) ধারয়তি বলিয়াছেন। তবুও জৈমিনি বলিয়াছেন ধারয়তি = ধারয়েৎ। সেইরূপ ১৭ সূত্রধৃত শ্রুতি সকলের অর্থ বিধিই হইবে, কেবল পরামর্শ (উল্লেখ) নয় "যৎ হি স্তূয়তে তদ্ বিধীয়তে" নিয়মে ব্রহ্মসংস্থ হওয়াই বিধেয়।

পূ। কোন্ আশ্রমে ব্রহ্মসংস্থ হওয়া বিধেয়?

উ। গৃহস্থাশ্রমের কর্ত্তব্য—যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান। বানপ্রস্থাশ্রমের ধর্ম্ম তপস্যা অর্থাৎ তিতিক্ষা বা কায়ঃ ক্লেশ কৃচ্ছ্রাদি। তৃতীয়াশ্রমে ব্রহ্মচর্য্য ও আজীবন আচার্য্যকুলে বাস দ্বারা দেহকে অবসন্ন করিতে হয়। এই তিন আশ্রমে স্বর্গলাভ হয়। ব্রহ্মসংস্থ হওয়াই চতুর্থ আশ্রম। ইহাই প্রব্রজ্যা, ভিক্ষুর আশ্রম। চতুর্থাশ্রম মোক্ষের জন্য। অতএব ব্রহ্মসংস্থ হওয়া কেবল চতুর্থাশ্রমেই সম্ভব। গৃহস্থকে অনেক কর্ম্ম করিতে হয়। বানপ্রস্থী ও ব্রহ্মচারীর মন নিজের দৈহিক দমন কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকে। সম্পূর্ণ কর্ম্মত্যাগ না হইলে ব্রহ্মসংস্থ হওয়া যায় না। শ্রুতি বলিয়াছেন, "ন্যাসো (সন্ন্যাস) ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হি পরঃ পরো হি ব্রহ্মা;" "তানি বা এতানি অবরাণি তপাংসি ন্যাস এব অত্যরেচৎ" (অতিরিক্ত হয়, অর্থাৎ সন্ন্যাস অপর তপস্যা হইতে শ্রেষ্ঠ); "বেদান্তবিজ্ঞান-সুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাৎ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।" স্মৃতিও বলিয়াছেন,

"তদ্বুদ্ধয়ঃ তদাত্মানঃ তন্নিষ্ঠাঃ তৎপরায়ণাঃ।" ব্রহ্মসংস্থের কর্ম্মাভাব হওয়ায় পরিব্রাজক আশ্রমেই ব্রহ্মসংস্থ হওয়া যায়। অতএব "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" শ্রুতিতে তিন আশ্রমের পরামর্শ (উল্লেখ) থাকিলেও চতুর্থাশ্রম প্রব্রজ্যার প্রাপ্তি আছে।

পূ। প্রব্রজ্যা যদি চতুর্থ আশ্রম হইত ত্রয়োধর্ম্মস্কন্ধাঃ বলা হইত না।

উ। প্রব্রজ্যাকে ত আশ্রম বলা যায় না ইহা সকল আশ্রম ত্যাগ। সেই জন্য তিন আশ্রমের উল্লেখ করিয়া শেষে প্রব্রজ্যার উল্লেখ হইয়াছে।

পূ। তুমি যে শ্রুতির প্রমাণ দেখাইলে তদ্দ্বারা প্রব্রজ্যার স্পষ্ট উপপত্তি হইল না, সংশয় রহিয়া গেল।

উ। আমরা জাবালশ্রুতির আশ্রয় না লইযাই সন্ন্যাসধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিলাম। কিন্তু জাবালোপনিষদে প্রব্রজ্যার স্পষ্ট শ্রুতি আছে, "ব্রহ্মচর্য্যংসমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ, বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ; যদি বা ইতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্ বা বনাদ্ বা।" অন্য শ্রুতি বলিতেছেন, "ব্রতী বা অব্রতী বা স্নাতকো বা অস্নাতকো বা উৎসন্নাগ্নিঃ অনগ্নিকো বা মৃতভার্য্যঃ অকৃতভার্য্যো বা প্রব্রজেৎ ;" "অথ পরিব্রাট্ বিবর্ণ-বাসা মুণ্ডঃ অপরিগ্রহঃ শুচিঃ অদ্রোহী ভৈক্ষাণো ব্রহ্মভূযায় ভবতি।" অতএব ঊর্দ্ধরেতঃ ধর্ম্ম সিদ্ধ হইল। ব্রহ্মনিষ্ঠজ্ঞান এই ধর্ম্মেই লাভ করা যায়। সে জ্ঞান উপাসনাদি (বিদ্যা) হইতে স্বতন্ত্র।

২১। স্তুতিমাত্রং উপাদানাৎ ইতি চেন্নাপূর্ব্বত্বাৎ।

পূ। ছান্দোগ্য উপনিষদের আরম্ভে "এষাং ভূতানাং পৃথিবী রসঃ, পৃথিব্যা আপো রসঃ, অপাং ওষধয়ো রসঃ, ওষধীনাং পুরুষোরসঃ, পুরুষস্য

বাগ্ রসঃ, বাচঃ ঋক্ রসঃ, ঋচঃ সামরসঃ, সাম্নঃ উদগীথো রসঃ। স এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ পরার্দ্ধ্যঃ অষ্টমো যদুদ্গীথঃ”—অর্থাৎ উদ্গীথ রসশ্রেষ্ঠ এবং পরার্দ্ধ্যঃ (ব্রহ্মবৎ) উপাস্য। এই সকল বাক্য নিশ্চয়ই উদ্গীথের স্তুতির জন্য বলা হইয়াছে। অপি চ “ইয়মেব পৃথিবী জুহুরাদিত্য কূর্ম্মঃ স্বর্লোক আহবনীয়” ইত্যাদি শ্রুতি যেমন জুহুর স্তুতির জন্য কর্ম্মাঙ্গ-উপাদানে কথিত হইয়াছে, “পরমঃ পরার্দ্ধ্যঃ অষ্টমো যদুদ্গীথঃ” শ্রুতিও সেইরূপ কর্ম্মাঙ্গ-উপাদানে উদ্গীথের স্তুতির জন্য কথিত হইয়াছে। বিধান বাক্য না থাকায়, ইহাকে বিধি বলা যায় না।

উ। উপাদানাৎ (কর্ম্মাঙ্গের সহিত শ্রুত হইয়াছে বলিয়া) “পরমঃ পরার্দ্ধ্যঃ অষ্টমো যদুদ্গীথঃ” শ্রুতি স্তুতিমাত্রং চেৎ (যদি বল কেবল স্তুতি) ন (তা নয়)। জৈমিনি বলিয়াছেন, “বিধিনা তু একবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ”—বিধির সহিত একবাক্য (পুনরুক্ত) হইলে তদ্দ্বারা বিধির প্রশংসার্থই সূচিত হয়। এখানে পূর্ব্বে বিধিবাচক শ্রুতি নাই। অতএব অপূর্ব্বত্বাৎ উদ্গীথের উপাসনা বিধিই হইতেছে। যদি পূর্ব্বে বিধিবাচক শ্রুতি থাকিত, ইহাকে স্তুতিবাচক বলিতে পারিতে।

২২। ভাবশব্দাচ্চ।

উ। “উদ্গীথং উপাসীত”, “সামোপাসীত”, “অহং উক্থং অস্মি বিদ্যাৎ” ইত্যাদি শ্রুতিতে ভাবশব্দ (বিধিশব্দ) থাকায় ঐ শ্রুতিও বিধি বলিয়া জ্ঞাত হয়। ন্যায়শাস্ত্র বলেন, “কুর্য্যাৎ ক্রিয়েত কর্ত্তব্যং ভবেৎ স্যাদিতি পঞ্চমং। এতৎস্যাৎ সর্ব্ববেদেষু নিয়তং বিধিলক্ষণং”, “কুর্য্যাৎ ইতি আক্ষিপ্যকর্ত্তৃকা ভাবনা, ক্রিয়েত ইতি আক্ষিপ্যকর্ম্মিকা ভাবনা। কর্ত্তব্যমিতি তু কর্ম্মভূতদ্রব্যোপসর্জ্জন ভাবনা। এবং দণ্ডী ভবেৎ

দণ্ডিনা ভবিতব্যং দণ্ডিনা ভূয়েত ইতি এক ধাত্বর্থবিষয়া বিধ্যুপহিতা ভাবনা উদাহার্য্যাঃ।"

২৩। পারিপ্লবার্থা ইতি চেন্ন বিশেষিতত্বাৎ।

পূ। অশ্বমেধ যজ্ঞারম্ভের পূর্ব্বে পারিপ্লব (স্তোত্র, আখ্যায়িকা প্রভৃতি) পঠিত হয়। ঐ পারিপ্লব অশ্বমেধ যজ্ঞের ক্রিয়াঙ্গ। বেদান্তে যে সকল আখ্যায়িকা আছে (নচিকেতার যমসদনে গমন, প্রতর্দ্দনের ইন্দ্রালয়ে গমন ইত্যাদি) তাহারাও পারিপ্লব, অতএব যজ্ঞাঙ্গ। সুতরাং বেদান্ত কর্ম্মপ্রধান শাস্ত্র, বিদ্যাপ্রধান নহে।

উ। পারিপ্লবার্থাঃ ইতি চেৎ—বেদান্তের আখ্যায়িকা সকলকে যদি পারিপ্লবার্থ বল। ন (তা নয়) কুতঃ? বিশেষিতত্বাৎ—অশ্বমেধ প্রকরণে "পারিপ্লবং আচক্ষীত···মনুর্বৈবস্বতো রাজা", বলিয়া বিশেষ বিধি আছে। বেদান্তের আখ্যায়িকা সম্বন্ধে সেরূপ নির্দ্দেশ না থাকায় তাহারা পারিপ্লব হইতে পারে না। বেদান্তের আখ্যায়িকার পরেই যে সকল উপাসনার উপদেশ আছে, তাহাদের বিদ্যাপ্রতিপত্তির (অর্থবোধের) জন্য উহাদের প্রয়োগ হইয়াছে।

২৪। তথা চৈকবাক্যতোপবন্ধাৎ।

উ। তথাহি তত্র তত্র (বেদান্তের আখ্যায়িকার পরেই) কথিত উপদেশের সহিত আখ্যায়িকার একবাক্যতা উপবন্ধাৎ (সম্বন্ধাৎ) উহাদের একার্থ হওয়া দৃষ্ট হয় বলিয়াও উহাদিগকে উপাসনা বিষয়ে রুচি-উৎপাদক ও সহজবোধক বলিয়াই প্রতীতি হয়। জৈমিনিও

বলিয়াছেন, কর্ম্মকাণ্ডোক্ত আখ্যায়িকা অংশ, পরবর্ত্তী বিধির প্রশংসা-সূচক মাত্র।

২৫। অতএব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা।

উ। অতঃ (বিদ্যায়াঃ পুরুষার্থহেতুত্বাৎ—৩।৪।১ সূত্র) এব অগ্নি-ইন্ধনাদীনাং (যজ্ঞ সামগ্রী সকলের) অনপেক্ষা (প্রয়োজনাভাবঃ) জ্ঞানীর যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন নাই (৪।১।১৬ সূত্র দেখ)।

২৬। সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ।

পূ। তবে কি বিদ্যা (উপাসনা), অগ্নি-ইন্ধনাদি আশ্রমকর্ম্মের কোন বিষয়ে অপেক্ষা করে না ?

উ। মোক্ষ বিষয়ে কিছুমাত্র অপেক্ষা না থাকিলেও অন্য বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা (সকল আশ্রম কর্ম্মেরই প্রয়োজন হয়)। কুতঃ ? যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ বৃহদারণ্যক (৪।৪।২২)—তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণাঃ বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা অনাশকেন, * ব্রাহ্মণেরা বেদ, যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও সন্ন্যাস দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করেন। এই যজ্ঞশ্রুতি দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য যজ্ঞাদি কর্ম্মের প্রয়োজন হয়। "যদ্ যজ্ঞ ইত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ।" ব্রহ্মচর্য্য না হইলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না এ কথা সর্ব্ববাদীসম্মত। এই "যদ্যজ্ঞ" শ্রুতি যজ্ঞকে সেই ব্রহ্মচর্য্যের তুল্য বলিয়া যজ্ঞের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন। কঠোপনিষদ (২।১৫) বলিয়াছেন, "সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্ বদন্তি যদিচ্ছন্তো

* অনাশকেন—(১) অনাহারে ; (২) যাহার নাশ নাই।

ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ।" এই শ্রুতিও ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য বেদপাঠ, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজন বলিয়াছেন। স্মৃতিও বলিয়াছেন, "কষায়পক্তিঃ (পাপপাচক=পাপনাশক) কর্ম্মাণি, জ্ঞানন্তু পরমাগতিঃ। কষায়ে কর্ম্মভিঃ পক্বে (কর্ম্মদ্বারা পাপ নষ্ট হইলে) ততো জ্ঞানং প্রবর্ত্ততে।" গীতা বলিয়াছেন,—

যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥
এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমং॥
নিয়তস্য তু সংন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাৎ তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

অশ্ববৎ—গন্তব্য স্থানে পঁহুছিয়া যেমন আর অশ্বের প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান হইলে আর যজ্ঞাদির প্রয়োজন হয় না।

২৭। শমদমাদ্যুপেতঃস্যাৎ তথাপি তু তদ্-বিধেঃ তদঙ্গতয়া তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ।

পূ। তবে বৃহদারণ্যক (৪।৪।২৩) কেন বলিয়াছেন,—"তস্মাৎ এবং বিৎ শান্তোদান্তঃ উপরতঃ তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা আত্মনি এব আত্মানং পশ্যতি।" এবং বিৎ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানীরও শমদমাদিযুক্ত হওয়া আবশ্যক।

উ। তথাপি তু (ব্রহ্মজ্ঞানের পরও) তদ্‌বিধেঃ (তাহার বিধি থাকায়) তদঙ্গতয়া (সমাধির অঙ্গ বলিয়া) তেষাং অবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ

তাহাদের অভ্যাস আবশ্যক বলিয়া) শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাৎ (শমদমাদি যুক্ত হইবে)। কঠশ্রুতি বলিয়াছেন,—

"নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো না সমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বা'পি প্রজ্ঞানেনৈনং আপ্নুয়াৎ ॥"

গীতা বলিয়াছেন,—"শমোদমস্তপঃশৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেবচ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজং ;"
"আরুরুক্ষোর্ম্মুনের্যোগং কর্ম্মকারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥"

যোগারূঢ় হইলে যজ্ঞাদির প্রয়োজন হয় না, কিন্তু শমদমাদির প্রয়োজন থাকে।

২৮। সর্ব্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে তদ্দর্শনাৎ।

পূ। 'ছান্দোগ্য'(৫।২।১) বলেন, "ন হ বা এবং বিদি কিঞ্চন অনন্নং ভবতি"—প্রাণোপাসকদের কিছুই অখাদ্য নয়। বাজসনেয়িরাও বলেন, 'ন হ বা অস্য অনন্নং জগ্ধং ভবতি ন অনন্নং প্রতিগৃহীতং"—প্রাণোপাসকের ভুক্ত অন্ন অখাদ্য নহে, প্রতিগৃহীত অন্নও অখাদ্য নহে। এতদ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে প্রাণোপাসক সর্ব্বভক্ষ্য হইবে। "যদ্ধিস্তুয়তে তদ্ বিধীয়তে" —অতএব শ্রুতি সর্ব্বভক্ষ্যতার বিধি দিয়াছেন, এবং সর্ব্বভক্ষ্যতা প্রাণোপাসনার অঙ্গ। যেমন শাস্ত্রে পশুবধ নিষিদ্ধ হইলেও যজ্ঞে পশুবধ বিধি; যেমন শাস্ত্রে অগম্যাগমন নিষিদ্ধ হইলেও বামদেববিদ্যায় "ন কাংচন পরিহরেৎ তদ্ব্রতং," বিধি হইয়াছে, তেমনই শাস্ত্রে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার থাকিলেও প্রাণোপাসকের পক্ষে সে বিচার থাকিবে না, ইহাই বিধি।

উ। "ন অনন্নং ভবতি", এখানে বিধিলিঙের প্রয়োগ নাই ; "ন অনন্নং প্রতিগৃহীতং," এখানেও বিধিলিঙ নাই। অর্থান্তের প্রশংসাও করা হয় নাই। অতএব ইহাকে বিধি বলিতে পার না।

পূ। তবে ঐ শ্রুতিদ্বয়ের তাৎপর্য্য কি ?

উ। সর্ব্বভক্ষ্য হইবার অনুমতি কেবল প্রাণাত্যয়ে—যখন অনশনে প্রাণাত্যয়—আসন্ন মৃত্যু হয় তখন।

পূ। কি করিয়া জানিলে ?

উ। তদ্দর্শনাৎ। ১।১০ ছান্দোগ্যে চক্রের পুত্র উষস্তের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। তিনি প্রাণাত্যয়ে হস্তিপকের উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার জলপান করেন নাই, কারণ জল সুলভ ছিল।

পূ। তাহা হইলেই সর্ব্বভক্ষ্যতার প্রশংসা হইল।

উ। সর্ব্বভক্ষ্যতার প্রশংসা হয় নাই। প্রাণের প্রশংসা হইয়াছে। প্রাণের এত মহিমা যে প্রাণোপাসক প্রাণাত্যয়ে সর্ব্বভক্ষক হইতে পারে।

২৯। অবাধাচ্চ।

উ। উক্ত শ্রুতির ঐ অর্থ করিলে ভক্ষ্যাভক্ষ্য সম্বন্ধে শাস্ত্রেরও অবাধা হয় (মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে)। ছান্দোগ্য (৭।২৬।২) বলিয়াছেন, "আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ।"

৩০। অপিচ স্মর্য্যতে।

উ। স্মৃতিও বলিয়াছেন, "জীবিতাত্যয়মাপন্নো যো'ন্ন মত্তি যতস্ততঃ। লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা।"

৩১। শব্দশ্চাতো'কামকারে।

উ। অকামকারে (যথেচ্ছ পানাহার নিষেধক) শব্দশ্চ (শ্রুতিও আছে) কঠসংহিতা বলিয়াছেন :—"তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ সুরাং ন পিবেৎ।" অতঃ অতএব পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি কেবল প্রাণের অর্থবাদ (প্রসংসাসূচক), অভক্ষ্যভক্ষণের বিষয়ক নহে।

৩২। বিহিতত্বাচ্চাশ্রমকর্ম্মাপি।

পূ। ৩।৪।২৬ সূত্রে আশ্রম কর্ম্মের (যজ্ঞাদির) জ্ঞান লাভের সাধকত্ব কথিত হইয়াছে। কিন্তু যে জ্ঞানও চাহে না, মোক্ষও চাহে না, সে কি জন্য আশ্রম কর্ম্ম করিবে?

উ। "যাবজ্জীবং অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ" শ্রুতির দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, যাহারা জ্ঞান বা মোক্ষ চাহে না তাহারাও আশ্রম কর্ম্ম করিবে।

৩৩। সহকারিত্বেন চ।

উ। ঐ সকল আশ্রমকর্ম্ম বিদ্যাসহকারী (জ্ঞান লাভের সহায়তা করে) এ কথা ৩।৪।২৬ সূত্রে বলা হইয়াছে।

৩৪। সর্ব্বথাপি ত এবোভয়লিঙ্গাৎ।

উ। সর্ব্বথাপি—(আশ্রমধর্ম্মত্ব পক্ষে এবং বিদ্যাসহকারিত্ব পক্ষে) তে এব (অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠান বিধেয় এব)। কুতঃ? উভয় লিঙ্গাৎ—

শ্রুতিলিঙ্গাৎ স্মৃতিলিঙ্গাচ্চ। শ্রুতি—"তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা-বিবিদিষন্তি।" স্মৃতি—"অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ। স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নি র্ন চাক্রিয়ঃ।" অপিচ স্মৃতি ৪৮ প্রকার বৈদিক কর্ম্মকে সংস্কার নাম দিয়াছেন। * ঐ সকল সংস্কার দ্বারা জীবের শুদ্ধি হয়। অতএব সকলেরই আশ্রম ধর্ম্ম পালন করা উচিত। (লিঙ্গ = যদ্দ্বারা জানা যায়)

৩৫। অনভিভবঞ্চ দর্শয়তি।

উ। "এষ হ্যাত্মা ন নশ্যতি যং ব্রহ্মচর্য্যেণ অনুবিন্দতে"—ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা যে পরমাত্মার লাভ হয়, তাহার বিনাশ হয় না। এই শ্রুতিদ্বারা অনভিভবং (কাম ক্রোধাদিদ্বারা জীবের অপরাজয়) দর্শয়তি (দৃষ্ট হয়।) +

৩৬। অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ।

পূ। মানিলাম আশ্রমসম্বন্ধীয় কর্ম্ম বিধেয়। কিন্তু যাহারা অন্তরা

* ৪৮ প্রকার সংস্কার :—গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, কর্ণবেধ, চৌলকর্ম্ম ; উপনয়ন, সমাবর্ত্তন, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টি, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নরযজ্ঞ, অতিথি যজ্ঞ, বেদব্রতচতুষ্টয়, অষ্টকাশ্রাদ্ধ, পার্ব্বণশ্রাদ্ধ শ্রাবণী, আগ্রায়ণী, প্রোষ্ঠপদী, চৈত্রী, আশ্বযুজী, অগ্ন্যাধান, অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাস, আগ্রয়ণেষ্টি, চাতুর্ম্মাস্য, নিরূঢ়পশুবন্ধ, সৌত্রামণি, অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ্য, ষোড়শী, বাজপেয় অতিরাত্র, আপ্তোর্যাম, রাজসূয়াদি, সর্ব্বভূতদয়া, লোকব্যবহারচাতুর্য্য, ক্ষান্তি, অনসূয়া, শৌচ, অনায়াসমঙ্গলাচার, অকার্পণ্য।

+ নিম্বার্ককৃত অর্থ :—"ধর্ম্মেণ পাপং অপনুদতি." ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধেঃ যজ্ঞাদিভিরেব বিদ্যাবিভবহেতুভূতপাপানয়নেন বিদ্যায়াঃ অনভিভবং দর্শয়তি। অর্থাৎ যজ্ঞদ্বারা পাপ দূরীভূত হইলে বিদ্যা অপরাজিত হয়।

(কোনও আশ্রমভুক্ত নয় অর্থাৎ যাহারা অনাশ্রমী) তাহাদেরও কি কর্ম্ম করিতে হইবে ? অবশ্য হইবে না।

উ। অনাশ্রমী কাহাদিগকে বলিতেছ ?

পূ। যাহারা বিধুর (কখন দারপরিগ্রহ করেন নাই অথবা বিপত্নীক)। যাহারা অত্যন্ত দরিদ্র—অর্থাভাবে কর্ম্ম করিতে পারে না।

উ। বিধুরদিগের দানাদিতে অধিকার আছে। দরিদ্ররা জপাদি করিতে পারে।

পূ। কি করিয়া জানিলে ?

উ। তদ্দৃষ্টেঃ—রৈক্ক প্রভৃতি বিধুরের ক্রিয়াশীল হইবার কথা শ্রুতিতে আছে। রৈক্ক এক দরিদ্র শকটচালক হইয়াও সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। বাচক্নী গার্গী দরিদ্রা স্ত্রীলোক হইয়াও যাজ্ঞবল্ক্যকে ব্রহ্মবিদ্যায় পরাজিত করিবার জন্য প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

৩৭। অপি চ স্মর্য্যতে।

উ। মহাভারত (স্মৃতিতে) আছে সম্বর্ত্তঋষি আশ্রম করিতেন না, নগ্ন থাকিতেন। তিনি মহাজ্ঞানী ছিলেন। বিদুর বিধুর ও দরিদ্র হইয়াও জ্ঞানী ছিলেন। ভীষ্ম অনাশ্রমী হইয়াও যুধিষ্ঠিরকে জ্ঞানশিক্ষা দিয়াছিলেন।

৩৮। বিশেষানুগ্রহশ্চ।

পূ। ইতিহাস লইয়া কি করিব ? এমন কোনও শাস্ত্র আছে যাহা বিধুর ও দরিদ্রকে কর্ম্ম করিতে বিধি দেয় ?

উ। মনুস্মৃতি (২।৮৭) বলিয়াছেন,—"জপ্যেনৈব তু সংসিধ্যেদ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ। কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যাৎ মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে।" কেবল জপদ্বারা ব্রাহ্মণ সিদ্ধ হন এ বিষয়ে সংশয় নাই। তিনি আর কিছু করুন বা না করুন তিনি মৈত্র (দয়াশীল) ব্রাহ্মণ। এই স্মৃতিতে সংসিধ্যেৎ ও কুর্য্যাৎ শব্দদ্বয়ে বিধিলিঙের প্রযোগ থাকায় স্পষ্ট বিধিবাক্য। আবার জন্মান্তরের সংস্কারবিশিষ্টদিগের প্রতি গীতা (৬।৪৫) বিশেষ অনুগ্রহ বর্ণন করিয়াছেন,—"অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাংগতিং।" অতএব দরিদ্র ও বিধুবেরও কর্ম্মে অধিকার সপ্রমাণ হইল।

৩৯। অতস্ত্বিতরজ্জ্যায়ো লিঙ্গাচ্চ।

উ। অতঃএব তু ইতরৎ (অনাশ্রমীর অপেক্ষা অন্যৎ অর্থাৎ আশ্রমিত্ব) জ্যায়ঃ (শ্রেষ্ঠঃ)। কুতঃ? লিঙ্গাৎ (শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণ দ্বারা)। আশ্রমিত্বই অনাশ্রমিত্ব অপেক্ষা ভাল। শ্রুতিলিঙ্গ—"তেন এতি ব্রহ্মবিৎ পুণ্যকৃৎ তৈজসশ্চ"—আশ্রমধর্ম্মী ব্রহ্মবিৎ, পুণ্যকৃৎ ও তেজস্বী হয়। স্মৃতিলিঙ্গ—"অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত দিনমেকমপি দ্বিজঃ," "সম্বৎসরং অনাশ্রমী স্থিত্বা কৃচ্ছ্রং একং চরেৎ।" ইত্যাদি।

৪০। তদ্ভূতস্য তু নাতদ্ভাবো জৈমিনেরপি নিয়মাতদ্রূপাভাবেভ্যঃ।

পূ। তুমি ঊর্দ্ধরেতঃ ধর্ম্মের কথা বলিয়াছ। যদি কেহ পূর্ব্বাশ্রমবিহিত কোন কর্ম্ম অসম্পন্ন রাখিয়াই পরিব্রাট হয়, সে অবশ্য পূর্ব্বাশ্রমে ফিরিয়া সেই কর্ম্ম সম্পন্ন করিবে।

উ। তদ্ভূতস্য (যে পরিব্রাট হইয়াছে তাহার) অতদ্ভাবঃ (প্রচ্যুতিঃ—সন্ন্যাস ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হওয়া) ন (নাই)।

পূ। কিরূপে জানিলে?

উ। তিন কারণে জানিলাম:—নিয়ম, অতদ্রূপতা ও অভাব।

নিয়ম,—"আচার্য্যেণাভ্যনুজ্ঞাতশ্চতুর্ণামেকমাশ্রমং।

আবিমোক্ষাৎ শরীরস্য সো'নুতিষ্ঠেদ্ যথাবিধিঃ॥"

"অরণ্যমায়ায় ততঃ পুনরেয়াৎ,"

"সন্ন্যস্যাগ্নিং ন পুনরাবর্ত্তয়েৎ।"

অতদ্রূপতা,—"ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ," এইরূপ বিধিই শ্রুতিতে পাওয়া যায়; ইহার বিপরীত বিধি পাওয়া যায় না।

অভাব,—সন্ন্যাসাশ্রম হইতে প্রচ্যুত হইয়া গৃহী হইবার দৃষ্টান্ত কুত্রাপি পাওয়া যায় না। জৈমিনিও বলেন, সন্ন্যাস হইতে অবরোহণ হয় না। *

৪১। ন চাধিকারিকমপি পতনানুমানাৎ তদযোগাৎ।

পূ। "ব্রহ্মচর্য্যাবকীর্ণী নৈর্ঋতং গর্দ্দভং আলভেত"—ব্রতচ্যুত ব্রহ্মচারী গর্দ্দভ বলি দিয়া নৈর্ঋতি দেবতার যাগ করিবে—পূর্ব্বমীমাংসা কথিত এই প্রায়শ্চিত্ত ব্রতচ্যুত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে। অতএব ব্রতচ্যুত ব্রহ্মচারীর প্রায়শ্চিত্ত আছে।

* নিম্বার্ক ধৃত পাঠ:—তদ্ভূতস্য তু নাতদ্ভাবো জৈমিনেরপি নিয়মাৎ তদ্রূপাভাবেভ্যঃ—কারণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে আসিবে না এইরূপ নিয়ম আছে এবং গৃহস্থাশ্রমে ফিরিতে পারা যায় এরূপ শাস্ত্রীয় বচন নাই। জৈমিনিরও এই মত।

উ। না। শাস্ত্র বলিয়াছেন, "আরূঢ়ো নৈষ্ঠিকং ধর্ম্মং যস্তু প্রচ্যবতে পুনঃ। প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি যেন শুধ্যেৎ স আত্মহা।" যে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী অর্থাৎ যে বেদপাঠ শেষ হইলেও সমাবর্ত্তন না করিয়া আজীবন গুরুগৃহে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রত স্বীকার করে, ব্রতচ্যুতি হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। যেমন মস্তক ছিন্ন হইলে, কোনও প্রতিকার থাকে না, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর ব্রতভঙ্গ হইলে তাহার প্রতিকার থাকে না। পূর্ব্বমীমাংসা কথিত প্রায়শ্চিত্ত উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী বিষয়ক। যে ঋতুকাল ব্যতীত স্ত্রীতে উপগত হয় না তাহাকে উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী বলে। পতনানুমানাৎ (অবকীর্ণী পতিত, এই অনুমান হওয়ায়) তদযোগাৎ (প্রায়শ্চিত্ত অযুক্ত বলিয়া) আধিকাবিকং (পূর্ব্বমীমাংসার অধিকার লক্ষণে নির্ণীত প্রায়শ্চিত্ত) ন (হইবে না)।

৪২। উপপূর্ব্বমপি ত্বেকে ভাবমশনবৎ তদুক্তং।

উ। কিন্তু কোন কোন আচার্য্য বলেন, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর ব্রতচ্যুতি উপপদপূর্ব্বং যস্য তৎ পাতকং অর্থাৎ উপপাতক মাত্র; অতএব অশনবৎ (মদ্যপানে বা মাংস ভক্ষণে যেরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিধি আছে) রেতঃপাতেও সেইরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। তদুক্তং—জৈমিনি পূর্ব্বমীমাংসার ১।৩।৮ সূত্রে তাহাই বলিয়াছেন। *

* কূর্ম্মপুরাণ ২৮ অধ্যায়ে অবকীর্ণির নিম্নলিখিত প্রায়শ্চিত্ত বিধান আছে :—

উপেত্য চ স্ত্রিয়ং কামাৎ প্রায়শ্চিত্তঃ সমাহিতঃ।
প্রাণায়ামঃ সমাযুক্তং কুর্য্যাৎ সান্তপনং শুচিঃ॥
ততশ্চরেত নিয়মান্ কৃৎস্নান সংযতমানসঃ।
পুনরাশ্রমমাগত্য চরেদ্ ভিক্ষুরতন্দ্রিতঃ॥

৪৩। বহিস্তূভয়থাপি স্মৃতেরাচারাচ্চ।

উ। উভয়থাপি (ব্রহ্মচর্য্যব্রতচ্যুতি মহাপাতকই হউক, উপপাতকই হউক তাহার প্রায়শ্চিত্ত থাক বা না থাক) অবকীর্ণী (ব্রতভঙ্গকারী) বহিঃ (বহিষ্কৃত) হইবে। মণ্ডলাৎ বিনিঃসৃত (স্বসমাজ্যচ্যুত) সেই বিপ্রকে স্পর্শ করিলে চান্দ্রায়ণব্রত করিতে হইবে। এ বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ,—"আরূঢ়পতিতং বিপ্রং মণ্ডলাচ্চ বিনিঃসৃতং উদ্বদ্ধং কৃমিদষ্টঞ্চ স্পৃষ্টা, চান্দ্রায়ণং চরেৎ।" সদাচার প্রমাণও আছে। কারণ লোকে তাদৃশ পতিতের সহিত ব্যবহার করেন না।

৪৪। স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যাত্রেয়ঃ। পূ।

পূ। "বর্ধতি অস্মৈ য উপাস্তে," অতএব ধ্যান ও উপাসনা ঋত্বিক্ করিবেন না, যজমান নিজে করিবেন। ইহাই আত্রেয় মুনির মত।

৪৫। আর্ত্বিজ্যং ইত্যৌড়ুলোমিস্তস্মৈ হি পরিক্রীয়তে।

উ। আর্ত্বিজ্যং (ঐ সকল উপাসনা ঋত্বিকই করিবেন) কারণ তস্মৈ হি পরিক্রীয়তে (যজমান ঐ ফললাভের জন্যই ঋত্বিকের সাহায্য ক্রয় করিয়াছেন) ইহাই ঔড়ুলোমীর মত।

৪৬। শ্রুতেশ্চ।

উ। শতপথ ব্রাহ্মণও তাহাই বলিয়াছেন,—"যাং বৈ কাংচন যজ্ঞে ঋত্বিজ আশিষং আশাসতে ইতি যজমানায় এব তাং আশাসতে"—ঋত্বিক্ যজ্ঞে যাহা কিছু প্রার্থনা করেন যজমানের জন্যই করেন। ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন, "তস্মাৎ উ হৈবম্বিৎ উদ্গাতা ব্রূয়াৎ কং তে কামং আগায়ানি"—এই জন্যই উদ্গাতা (ঋত্বিক্) যজমানকে জিজ্ঞাসা করিবেন তোমার কোন্ ইচ্ছার গান করিব। অতএব ইহাই সিদ্ধ হইল—যজ্ঞাঙ্গ উপাসনা ঋত্বিকই করিবেন। *

৪৭। সহকার্য্যন্তরবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতো বিধ্যাদিবৎ।

পূ। ৩।৫।১ বৃহদারণ্যকে কহোলের প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, "তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ, বাল্যঞ্চ পাণ্ডিত্যঞ্চ নির্ব্বিদ্য অথ মুনিঃ, অমৌনঞ্চ মৌনঞ্চ নির্ব্বিদ্য অথ ব্রাহ্মণঃ"— অতএব ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য (বেদোজ্জ্বলা মতি লাভ করিয়া) বাল্যে অবস্থান করিবেন। বাল্য ও পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া মুনি হইবেন। অনন্তর মৌন ও অমৌন লাভ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ হইবেন। এই শ্রুতিতে যে মৌনের কথা আছে তাহা নিশ্চয় অনুবাদ (=অর্থবাদ= প্রশংসা), বিধি নহে। কারণ বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ—এই খানেই কেবল বিধিলিঙের প্রয়োগ আছে, অন্যত্র নাই।

উ। সহকার্য্যন্তরবিধিঃ (অন্য এক সহকারী, তাহার বিধি) অতএব

* এই সূত্রটী রামানুজ বা নিম্বার্ক কর্ত্তৃক গৃহীত হয় নাই।

মৌন বিধিই হইতেছে। মৌন জ্ঞানের তৃতীয় সহকারী। প্রথম সহকারী পাণ্ডিত্য, দ্বিতীয় সহকারী বাল্য, তৃতীয় মৌন। তদ্বতঃ (পাণ্ডিত্যবাল্যবতঃ—পাণ্ডিত্য ও বাল্য এই দুই গুণবান্) পক্ষেণ (তাহার পক্ষেই) মৌন অনুষ্ঠেয়। যাহার পাণ্ডিত্য আছে এবং বাল্য আছে সেই মৌনী হইবে। অতএব মৌন পাণ্ডিত্য ও বাল্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিধ্যাদিবৎ যেমন "বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ" দ্বিতীয় কারণ 'বাল্যের' বিধি আছে, তেমনই তৃতীয় (ও শ্রেষ্ঠ) কারণ মৌনেরও বিধি অনুমিত হইবে। এখানে মৌন শব্দের অর্থ বাক্রোধ নহে, মনন অর্থাৎ নিদিধ্যাসন।

৪৮। কৃৎস্নভাবাৎ তু গৃহিণোপসংহারঃ।

পূ। ভিক্ষু অবস্থাকেই তুমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়াছ, তবে ছান্দোগ্য উপনিষদ উপসংহার কালে (সর্ব্ব শেষে) "আচার্য্যকুলাৎ বেদমধীত্য যথাবিধানং গুরোঃ কর্ম্মাতিশেষেণ অভিসমাবৃত্য কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়ং অধীয়ানঃ ধার্ম্মিকান্ বিদধদাত্মনি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সম্প্রতিষ্ঠাপ্য অহিংসন্ সর্ব্বভূতানি অন্যত্র তীর্থেভ্যঃ স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্ততে ন চ পুনরাবর্ত্ততে," একথা কেন বলিলেন? এতদ্বারা কি গৃহস্থাশ্রমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না?

উ। কৃৎস্নভাবাৎ গৃহী গার্হস্থ আশ্রমের বহু আয়াসসাধ্য যজ্ঞ দান তপস্যা করিবেন এবং অন্য আশ্রমের অহিংসা ব্রহ্মচর্য্য শম দম আদিরও অনুষ্ঠান করিবেন, অতএব অন্য আশ্রম সকলের কর্ত্তব্য সকল গার্হস্থাশ্রমে উপসংহৃত হওয়ায় ছান্দোগ্য শ্রুতি গার্হস্থ আশ্রমের উল্লেখ করিয়া উপসংহার করিয়াছেন। *

* নিম্বার্ককৃত অর্থ :—গার্হস্থাশ্রমের এই উপসংহার সন্ন্যাস প্রভৃতি সর্ব্ববিধ আশ্রমেও উপসংহৃত হইবে।

৪৯। মৌনবৎ ইতরেষাং অপ্যুপদেশাৎ।

পূ। গৃহস্থাশ্রমে চতুরাশ্রমের কর্ত্তব্য সকলের উপসংহার করিবার কারণ কি ?

উ। যেমন মৌন (মুনির আশ্রম) ও গার্হস্থ্য এই আশ্রমদ্বয় শ্রুতি সম্মত, তেমনই অন্য দুই আশ্রম বানপ্রস্থ ও গুরুকুলবাসও শ্রুতি সম্মত। এই চারি আশ্রমের উপদেশ থাকায় উহাদিগকে বিকল্পে বা সমুচ্চয়ে তুল্যবৎ গ্রহণ করা যায়। *

৫০। অনাবিষ্কুর্ব্বন্নন্বয়াৎ।

পূ। "বাল্যবৎ তিষ্ঠাসেৎ" শ্রুতির অর্থ শিশুর ন্যায় স্বেচ্ছাচারী ও বিষ্ঠামূত্রাদি জ্ঞানশূন্য হইয়া থাকিবে।

উ। তা নয়। পাণ্ডিত্য (বেদোজ্জ্বলা মতি) উপার্জ্জন সময় সাপেক্ষ। পণ্ডিত ব্রাহ্মণের বয়ঃক্রম বিংশোর্দ্ধ হওয়াই সম্ভব। সে বয়সে কেহ শিশু হইতে পারে না। অতএব বাল্য শব্দের অর্থ অনাবিষ্কুর্ব্বন্ (নিজের পাণ্ডিত্য ভাব প্রকাশ না করা) হইবে।

পূ। এ অর্থ তুমি কোথা পাইলে ?

উ। অন্বয়াৎ। স্মৃত্যাদির সহিত ঐ অর্থের সমন্বয় হয় বলিয়া।

স্মৃতি,—"যন্ন সন্তং ন চাসন্তং নাশ্রুতং ন বহুশ্রুতং।
ন সুবৃত্তং ন দুর্ব্বৃত্তং বেদ কশ্চিৎ স ব্রাহ্মণঃ†।

---

* নিম্বার্কক্বত অর্থ :—মৌন উপদেশের ন্যায় "ত্রয়োধর্ম্মস্কন্ধাঃ" বাক্য দ্বারা সর্ব্ব আশ্রমের বিধানই কথিত হইয়াছে।

† যে দ্বিজের সাধুতা বা অসাধুতা, অপাণ্ডিত্য বা পাণ্ডিত্য, সদাচার বা অসদাচার জানে না সেই ব্রহ্মজ্ঞ।

গূঢ়ধর্মাশ্রিতো* বিদ্বান্ অজ্ঞাতচরিতংচরেৎ।
অন্ধবৎ জড়বচ্চাপি মূকবচ্চ মহীঞ্চরেৎ ॥"

অন্য স্মৃতি বলিয়াছেন,—"অব্যক্তলিঙ্গো † 'ব্যক্তচরঃ।"

৫১। ঐহিকমপ্যপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ।

পূ। পাণ্ডিত্য বাল্যভাব মৌন প্রভৃতি সাধনা দ্বারা বিদ্যা (জ্ঞান) ইহ জন্মেই হয়?

উ। ঐহিকমপি—ইহ জন্মেই হয়। অপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে—যদি কোনও প্রতিবন্ধক না থাকে।

পূ। কুতঃ?

উ। তদ্দর্শনাৎ। এইরূপ দৃষ্টান্ত থাকায়। ভরতমুনি তিন জন্মে মুক্ত হইয়াছিলেন। আবার বামদেব গর্ভবাস কালেই মুক্ত হন। ভগবদ্গীতা বলিয়াছেন, "অনেক জন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিং।"

পূ। এক জন্মের উদ্যমে কি লাভ হয়?

উ। দ্বিতীয় জন্মে "বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকং।"

৫২। এবং মুক্তিফলানিয়মস্তদবস্থাবধৃতেস্তদবস্থাবধৃতেঃ।

পূ। সাধনের তারতম্য বশতঃ যেমন মুক্তিকালের অনিয়ম (তার-

* গূঢ়ধর্মাশ্রিত—নিজের পাণ্ডিত্য বা পরিব্রাজকত্ব গোপন করিয়া।

† অব্যক্তলিঙ্গ—সন্ন্যাসীর চিহ্ন অপ্রকাশিত রাখিয়া।

তম্য) হয়, অর্থাৎ কাহারও এজন্মে কাহারও পর পর জন্মে মুক্তি হয় ; সেই রূপ সাধন ফলেরও তারতম্য হওয়া উচিত ; অর্থাৎ যাহার সাধন যত উৎকৃষ্ট তাহার মুক্তিফলও তত উৎকৃষ্ট হওয়া উচিত।

উ। তা হয় না। তদবস্থাবধৃতেঃ—শ্রুতি মুক্তির এক অবস্থা (একরূপ হওয়াই) বলিয়াছেন বলিয়া। মুক্তিকালের অনিয়ম হইতে মুক্তি ফলের অনিয়ম প্রতিপন্ন হয় না।

পূ। "তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি" শ্রুতি অনুসারে ফলেরও তারতম্য হওয়া উচিত।

উ। উহা সগুণ উপাসনার ফল। নির্গুণ উপাসনার ফল কৈবল্য মুক্তি। তথায় ইতরবিশেষ নাই। স্মৃতি বলিয়াছেন, "নহি গতিরধিকাস্তি কস্যচিৎ, সতি হি গুণে প্রবদন্ত্যতুল্যতাম্।" গুণ থাকিলেই গতির অতুল্যতা হয়, নির্গুণ জ্ঞানীর অধিক গতি নাই।*

সটীকসরলভাষ্যে ব্রহ্মসূত্রস্য তৃতীয়াধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

* নিম্বার্ক কৃত অর্থ :—ছান্দোগ্য (৬।১৪।২) বলেন, "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষে'থ সম্পৎস্যে"—যতদিন বাধা সকল দূর না হয় ততদিন মোক্ষের বিলম্ব হয়। অতএব তদবস্থা (মুক্তির অবস্থা) অবধৃতে (শ্রুতিকর্তৃক নির্ণীত হওয়ায়) মুক্তিফলানিয়মঃ (মুক্তিরূপ ফল প্রাপ্তির কাল নির্ণীত নাই)।

চতুর্থো'ধ্যায়ঃ

প্রথমঃ পাদঃ। *

১। আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ।

পূ। প্রযাজ যাগ বার বার করিতে হয় না। একবার অনুষ্ঠান করিলেই প্রযাজ যাগ হইতে স্বর্গপ্রাপক ফল হয়। সেইরূপ আত্মজ্ঞান সম্বন্ধীয় শ্রুতিও একবার শ্রবণ করিলেই ফল হইবে, বার বার শ্রবণ করা বৃথা।

উ। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ," "সো'ন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ", "আত্মাকে দেখিতে হইবে, যতক্ষণ না দেখিতে পাওয়া যায় শ্রবণ করিবে, মনন করিবে, নিদিধ্যাসন করিবে;" "অন্বেষণ করিবে, জানিতে ইচ্ছা করিবে।" এই অসকৃৎ (বারংবার) উপদেশ থাকায় প্রতীয়মান হয়—যতক্ষণ আত্মসাক্ষাৎকার না হয় শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, অন্বেষণ ও জিজ্ঞাসা করিবে। একবার নয়, বার বার করিবে। (সকৃৎ — একবার। অসকৃৎ — বারংবার)।

২। লিঙ্গাচ্চ।

উ। তৎত্বমসি শ্রুতির লিঙ্গাৎ (পৌনঃপুন্যসূচক লিঙ্গ হইতে) যাবৎ ফলপ্রাপ্তি তাবৎ আবৃত্তিই সিদ্ধ হইতেছে। "তৎত্বমসি" এই মহাবাক্যের

---

* এই পাদে ব্রহ্মজ্ঞান শ্রুতির অভ্যাস; প্রতীক উপাসনার বৈফল্য; আদিত্যাদিতে ব্রহ্মের অধ্যাস; আসন; মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ধ্যানের প্রয়োজন; ব্রহ্মজ্ঞানীর পাপপুণ্যের বিনাশ; আরব্ধ ও অনারব্ধফল কর্ম্ম প্রভৃতির বিচার হইবে।

অর্থ উদ্দালক তাঁহার পুত্র শ্বেতকেতুকে নয় বার বলিয়াছিলেন, অর্থাৎ যাবৎ পুত্রের অর্থবোধ হয় নাই তাবৎ বলিয়াছিলেন।

স্মৃতিও বলিয়াছেন :—"অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়।"

৩। আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ।

উ। এই জন্যই "অহং ব্রহ্মাস্মি," "তত্ত্বমসি," "এষ তে আত্মা সর্ব্বান্তর," "এষ মে আত্মা" প্রভৃতি শ্রুতি উপগচ্ছন্তি (ব্রহ্মের সমীপস্থ হন অর্থাৎ তাঁহাকে অভিন্ন ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করেন) গ্রাহয়ন্তি চ (সকলকে উপদেশ দেন)। বারংবার আমি ব্রহ্ম এই চিন্তা করিতে করিতে জীবের ব্রহ্মাত্মভাব হয়। ইহাই মোক্ষের উপায়।

৪। ন প্রতীকে ন হি সঃ।

পূ। "অহং ব্রহ্মাস্মি" রূপে অব্যক্তেরই উপাসনা হয়। গীতা বলিয়াছেন "অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভি রবাপ্যতে।" অতএব প্রতীকাবলম্বনে উপাসনাই প্রশস্ত। অনেক প্রকার প্রতীক উপাসনা আছে। অধ্যাত্ম,—"মনো ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত।" আধিদৈবত,—"আকাশঃ ব্রহ্মেতি," "আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশঃ," "স যো নাম ব্রহ্ম ইত্যুপাস্তে।" যখন সেই সেই প্রতীকে ব্রহ্মেরই বিকার পাওয়া যাইতেছে, সেই সেই প্রতীককেই আত্মা বলিয়া বোধ করা উচিত। অর্থাৎ মনকেই ব্রহ্ম, আকাশকেই ব্রহ্ম, আদিত্যকেই ব্রহ্ম, নামকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানা উচিত।

উ। ন প্রতীকে—প্রতীকে আত্মবুদ্ধি বা আত্মগ্রহ করিবে না। হি (যতঃ) সঃ (আত্মা) ন (প্রতীক আত্মা নয়)। উপাসকের রুচি ভেদে

মন, আকাশ, আদিত্য প্রভৃতি কল্পিত হয়। একজন আকাশকে পূজা করিতে ভাল বাসে, অপর একজন আদিত্যকে। সকলেই সকল প্রতীকে শ্রদ্ধাপন্ন হয় না। ভাষাভেদে নামের ভেদ হয়, সুতরাং নাম অসৎ। যাহার যে প্রতীকে রুচি হয় না, তাহার পক্ষে সে প্রতীক অসৎ। অপিচ প্রতীকে ব্রহ্মকল্পনা করিতে করিতে উপাসক ভুলিয়া যাইবে যে উহা ব্রহ্মের প্রতীক মাত্র, বস্তুতঃ ব্রহ্ম নয়। যদি উপাসক প্রতীকত্ব বিস্মৃত নাও হয়, ওরূপ উপাসনায় উপাসকের সাংসারিক কর্তৃত্বভাব নিরাকৃত হয় না। সোণার বালা ও সোণার হারকে তুমি এক ও অভিন্ন মনে করিতে পার না; কিন্তু উভয়ের বালাত্ব ও হারত্ব ভুলিয়া যদি কেবল সোণা মনে করিতে পার তবেই অভিন্ন বোধ করিতে পারিবে। বালা ও হারকে অভিন্ন দেখিতে গেলে বালাও ভাঙ্গিতে হইবে, হারও ভাঙ্গিতে হইবে। যতক্ষণ তুমি মনকে, আকাশকে, আদিত্যকে, নামকে ভাঙ্গিয়া (তাহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব ভুলিয়া) এক ব্রহ্মে পরিণত করিতে না পারিবে, ততক্ষণ তুমি তাহাকে ব্রহ্ম জ্ঞান করিতে পারিবে না। বালা ও হার ভাঙ্গা সহজ; কিন্তু মন, আকাশ, আদিত্য, নাম, ইহাদিগকে ভাঙ্গা সহজ নয়। অতএব প্রতীকে আত্মবুদ্ধি করিবে না।

৫। ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ

পূ। "আদিত্যো ব্রহ্ম ইত্যাদেশ," এখানে আমরা কি আদিত্যকে ব্রহ্ম বলিয়া ধ্যান করিব, না, ব্রহ্মকে আদিত্য বলিয়া ধ্যান করিব। ব্রহ্মই যখন উপাস্য, তাঁহাকেই আদিত্য মনে করিয়া ধ্যান করা উচিত।

উ। আদিত্য অপেক্ষা ব্রহ্ম উৎকৃষ্ট। আদিত্যকে ব্রহ্ম বলিয়া ধ্যান করিলে আদিত্যের উৎকর্ষ হয়। উৎকৃষ্ট হইলেই তাহার ফলদাতৃত্ব অধিক হয়। অপিচ আদিত্য কথাটি প্রথমে থাকায় আদিত্যেই ব্রহ্মদৃষ্টির বিধান পাওয়া যাইতেছে। আবার "আদিত্যো ব্রহ্মেতি আদেশঃ," "মনোব্রহ্ম ইত্যুপাসীত," "আকাশঃ ব্রহ্মেতি" এইরূপ প্রত্যেক শ্রুতিতেই "ইতি" শব্দ থাকায় আদিত্যে ব্রহ্মদৃষ্টি করিবে, মনকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে উপাসনা করিবে, আকাশে ব্রহ্মদৃষ্টি করিবে, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। এই সিদ্ধান্তের প্রমাণ স্বরূপ ছান্দোগ্য উপনিষদের শ্রুতি ধৃত করিতেছি—"স য এতদেবং বিদ্বান্ আদিত্যং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে," "যো বাচং ব্রহ্ম ইত্যুপাস্তে," "যঃ সঙ্কল্পং ব্রহ্ম ইত্যুপাস্তে।"

৬। আদিত্যাদিমতয়শ্চাঙ্গ উপপত্তেঃ।

পূ। ৫ সূত্রে তুমি দুইটি নিয়ম করিলে—যাহা নিকৃষ্ট তাহাতে উৎকৃষ্টের মতি করিবে, এবং যাহা পূর্ব্বে কথিত তাহাতে পর কথিতের মতি করিবে। অতএব "য এব অসৌ তপতি তং উদ্গীথং উপাসীত," "লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত," "বাচি সপ্তবিধং সামোপাসীত," "ইয়মেব ঋক্ অগ্নিঃ সাম," ইত্যাদি ছান্দোগ্য শ্রুতিতে আদিত্যাদিতে উদ্গীথাদির মতি (বুদ্ধি) অধ্যাসিত হইবে, উদ্গীথাদিতে আদিত্যাদি বুদ্ধি অধ্যাসিত হইবে না। লোকেষু শব্দে ৭মী বিভক্তি থাকায় লোকেই সামবুদ্ধি অধ্যাসিত হইবে। বাক্যেই সাম অধ্যাসিত হইবে। "এতদ্ গায়ত্রং প্রাণেষু প্রোক্তং" এখানেও প্রাণকেই আধার বলা হইয়াছে। "ইয়মেব ঋক্, অগ্নিঃ সাম"—পৃথিবীই ঋক্, অগ্নিই সাম—অতএব পৃথিবীতেই ঋক্ মতি, অগ্নিতেই সামবুদ্ধি করিবে। উদ্গীথাদি কর্ম্মাত্মক

হওয়ায় উহাদের ফলাধিক্য আছে। অতএব উদ্‌গীথাদি আদিত্যাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই হেতুও আদিত্যাদিতেই উদ্‌গীথাদির মতি হইবে।

উ। আদিত্যাদি মতয়ঃ এব অঙ্গে উদ্‌গীথাদিষু প্রতিক্ষিপেরন্—উদ্‌গীথাদি অঙ্গেই আদিত্যাদি মতি (দৃষ্টি) অধ্যাসিত হইবে। অর্থাৎ উদ্‌গীথাদি যজ্ঞাঙ্গকেই আদিত্যাদি বলিয়া উপাসনা করিবে। কুতঃ? উপপত্তেঃ—এইরূপ করাই উপপন্ন হয় বলিয়া। তুমি বলিয়াছ উদ্‌গীথাদি, কর্ম্মাঙ্গ হওয়ায়, আদিত্যাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাহা নহে। উদ্‌গীথরূপ কর্ম্মাঙ্গ দ্বারা আদিত্যলোকরূপ ফলপ্রাপ্তি হয়। "ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্‌গীথমুপাসীত" শ্রুতি উদ্‌গীথেরই উপাসনা করিতে বলিয়াছেন। অতএব উদ্‌গীথ মতিতে আদিত্যের উপাসনা হইবে না, আদিত্য বুদ্ধিতে উদ্‌গীথের উপাসনা হইবে। "এতদ্ গায়ত্রং প্রাণেষু প্রোতং" শ্রুতিতে গায়ত্র সামই প্রাণবুদ্ধিতে উপাসিত হইবে, কারণ এখানে দ্বিতীয়া বিভক্তি আছে। "অথ খলু অমুং আদিত্যং সপ্তবিধং সামোপাসীত।" এই শ্রুতিতেও সামই উপাস্য। তাহাতেই আদিত্যের অধ্যাস হইবে। "পৃথিবী হিঙ্কার"। এখানে হিঙ্কারই উপাস্য, তাহাতেই পৃথিবীর অধ্যাস হইবে। "লোকেষু পঞ্চবিধং সাম।" এখানে লোক শব্দে ৭মী বিভক্তি লক্ষণা দ্বারা) থাকিলেও সামেই লোকবুদ্ধি করিতে হইবে।

৭। আসীনঃ সম্ভবাৎ।

পূ। ব্রহ্মের উপাসনা বা ধ্যানই যখন পুরুষার্থ, তখন যেন তেন প্রকারেণ ব্রহ্মচিন্তা করিলেই হইল। শয়নে যেমন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সহজ ভাবে থাকে এমন অন্য কোনও অবস্থায় থাকে না। অতএব শয়ন করিয়াই উপাসনা কর্ত্তব্য।

উ। সম্যক্ দর্শনে (তত্ত্বজ্ঞানে) আসনের নিয়ম নাই। কিন্তু উপাসনা কর্ম্মাঙ্গ হওয়ায় আসনাদির বিচার আসিয়া পড়ে। আসীন (উপবিষ্ট) হইয়াই উপাসনা করা উচিত, কারণ উপবিষ্ট হইয়াই উপাসনা সম্ভব হয়। উপাসনা—সমানপ্রত্যয়প্রবাহকরণং—চিত্তবৃত্তির ধারা অবিচ্ছিন্ন রাখা। ইহা দৌড়িতে দৌড়িতে বা চলিতে চলিতে সম্ভব হয় না, কারণ গত্যাদিতে চিত্তের বিক্ষেপ হয়। শয়ন করিয়া ধ্যান করিলে অচিরে নিদ্রা আসে। অতএব আসীন হইয়াই ধ্যান সম্ভবপর হয়। তাই শ্বেতাশ্বতর (২।৮) শ্রুতি আসনে উপবিষ্ট হইয়া ধ্যান করিতে বলিয়াছেন।

৮। ধ্যানাচ্চ।

উ। ধ্যানের দ্বারাই উপাসনা করিতে হয়। ঐ ধ্যান আসীন ব্যক্তির অনায়াসে হয়।

৯। অচলত্বঞ্চাপেক্ষ্য।

উ। অচলত্বং নিশ্চলত্বং এব অপেক্ষ্য (লক্ষ্য করিয়া) আসীন হইয়াই ধ্যান করিবে।

১০। স্মরন্তি চ।

উ। স্মৃতি (৬।১১ ভগবদ্ গীতা)ও বলিয়াছেন, "শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।" এই জন্যই পদ্মাসনাদি আসন যোগশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।

১১। যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ।

পূ। যজ্ঞাদি কার্য্যে পূর্ব্ব বা উত্তরমুখে আসীন হইবার নিয়ম আছে। উপাসনারও সেইরূপ হওয়া উচিত। অপিচ যজ্ঞে যেমন কাল (প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা ইত্যাদি) ও দেশ (তীর্থাদি) নির্দ্দিষ্ট আছে, ধ্যানেও তাহাই বিধেয়।

উ। যেখানে চিত্তের একাগ্রতা হয় সেখানে ধ্যান করিবে। শাস্ত্রে ধ্যানের জন্য দিক্ দেশ কালের বিশেষ কোনও নিয়ম নাই।

পূ। বিশেষ নিয়ম আছে বই কি। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ বলিয়াছেন,

"সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকাবিবর্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ।
মনোনুকূলে ন তু চক্ষুপীড়নে গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রয়োজয়েৎ।"

উ। যেখানে মন একাগ্র হয় সেইখানে ধ্যান করিবে, ইহাই ঐ শ্রুতির অর্থ। সমে, শুচৌ, গুহাদি শব্দ ঐ অর্থেই বলা হইয়াছে। ঐরূপ স্থানেই মন অনুকূল হয়। যদি অসম অশুচি স্থানে বা অট্টালিকায় মন অনুকূল হয়, সেখানেও ধ্যান করিলে দোষ হয় না।

১২। আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্

পূ। ৪।১।১ সূত্রে যাবৎ আত্মদর্শন না হয় পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির কথা বলিয়াছ, আত্মদর্শন হইলে নিশ্চয় আর আবৃত্তির প্রয়োজন হইবে না?

উ। আপ্রায়ণাৎ (মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত) ধ্যান করিবে। হি (যেহেতু) তত্রাপি (মৃত্যু কালেও) ধ্যানের প্রয়োজন দৃষ্টং (শ্রুতি স্মৃতিতে দেখা যায়)। মৃত্যুকালের শেষ ধ্যান হইতেই আগামী জন্মের

কর্ম্ম সকলের উৎপত্তি হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন, "সবিজ্ঞানো ভবতি সবিজ্ঞানং এব অন্ববক্রামতি যচ্চিত্তস্তেনৈষ প্রাণমায়াতি, প্রাণ স্তেজসা যুক্তঃ সহাত্মনা যথাসঙ্কল্পিতং লোকং নয়তি।" মৃত্যুকালে জীব সবিজ্ঞান (ভাবনাযুক্ত) হয়, সবিজ্ঞান হইয়া দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয়। তৎকালের চিত্তের যে আকার হয় সেই আকারের জীব প্রাণে আগমন করে; প্রাণ তেজঃ দ্বারা যুক্ত হইয়া তাহাকে যথাসঙ্কল্পিত লোকে লইয়া যায়। ছান্দোগ্য (৩।১৭।৬) শ্রুতি বলেন, "সো'ন্তবেলায়াং এতৎ ত্রয়ং প্রতিপদ্যেত অক্ষিতমসি অচ্যুতমসি প্রাণসংশিতমসি।" অন্য শ্রুতি বলিয়াছেন, "স যাবৎ ক্রতুঃ অয়ং অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি।"—সে যাহা ধ্যান করিতে করিতে এই পৃথিবী হইতে প্রয়াণ করে…। স্মৃতিও বলিয়াছেন,—

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥"
"প্রয়াণকালে মনসাচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবিশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং॥"
"সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞং চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালে'পি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ॥"

১৩। তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘয়োঃ অশ্লেষ-বিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ।

পূ। কর্ম্ম করিলেই তাহার ফল অবশ্যম্ভাবী। ফল না দিয়া কর্ম্মের ক্ষয় হয় না। শ্রুতি তাই বলিয়াছেন। স্মৃতিও বলিয়াছেন, "ন হি কর্ম্মাণি ক্ষীয়ন্তে।" প্রায়শ্চিত্ত করিলে কর্ম্মক্ষয় হয় বটে, কারণ পাপক্ষয়ের

জন্যই প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে ; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানে পাপক্ষয় হয় এরূপ কোনও বিধান পাওয়া যায় না। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানে পাপক্ষয় হয় না।

উ। তবে জীবের মোক্ষ কিরূপে হইবে ?

পূ। সঞ্চিত কর্ম্মসকল ফলদান করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে তার পর মোক্ষ হইবে, তৎপূর্ব্বে নহে, ব্রহ্মজ্ঞান হইলেও নহে।

উ। তদধিগমে (তস্য ব্রহ্মণঃ অধিগমঃ জ্ঞানং তস্মিন্ সতি—ব্রহ্মজ্ঞান হইলে) উত্তরপূর্ব্বাঘয়োঃ (ব্রহ্মজ্ঞানের পরে বা পূর্ব্বকৃত পাপের যথাক্রমে) অশ্লেষবনাশৌ (নির্লিপ্ততা ও বিনাশ হয়) অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের পরকৃত পাপ ব্রহ্মজ্ঞানীকে স্পর্শ করিবে না. পূর্ব্বকৃত পাপ বিনষ্ট হইবে। কুতঃ ? তদ্ব্যপদেশাৎ (শ্রুতি স্মৃতি তাহাই বলিয়াছেন, এই জন্য)। ছান্দোগ্য শ্রুতি (৪।১৪।৩) বলেন—"যথা পুষ্করপলাশে (পদ্মপত্রে) আপো ন শ্লিষ্যন্তে (লিপ্ত হয় না) এবম্বিদি (জ্ঞানীতে) পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে।" ঐ ৫।২৪।৩—"তদ্ যথা ইষীকাতূলং অগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়তে এবং হ অস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে।" স্মৃতি,—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি-শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চা'স্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।" তুমি বলিয়াছ, মা অভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম—ফল না দিয়া কর্ম্মের ক্ষয় হয় না তাহা সত্য। কিন্তু ঐ সাধারণ বিধি, বিশেষ বিধি দ্বারা সঙ্কুচিত হয়। "সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি, তরতি ব্রহ্মহত্যাং য অশ্বমেধেন যজতে য উ চ এনং এবং বেদ।"

পূ। পাপক্ষয়ের জন্য প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে কিন্তু উপাসনার বিধান নাই।

উ। বিধান আছে বই কি। সগুণ উপাসনা বিধির বাক্যশেষে উপাসকের ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি ও পাপনিবৃত্তি বলা হইয়াছে।

পূ। নির্গুণ উপাসনা অসম্ভব বলিয়া কি তাহার বিধান নাই ?

উ। অসম্ভব কেন হইবে? ৯।৫৫,৭৩ পঞ্চদশী বলিয়াছেন,—

"নির্গুণব্রহ্মতত্ত্বস্য ন হ্যুপাস্তেরসম্ভবঃ।
সগুণব্রহ্মণীবাত্র প্রত্যয়াবৃত্তিসম্ভবাৎ॥......
অথৈতৈকরসঃ সো'হং অস্মীত্যেবং উপাসতে॥"

ব্রহ্মজ্ঞানীর কর্তৃত্ববোধ লুপ্ত হওয়ায় তিনি স্বাভাবিক কর্ম্ম সকলে লিপ্ত হন না।

পূ। ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পূর্ব্বে ত তাঁহার কর্তৃত্বজ্ঞান ছিল?

উ। কর্তৃত্বজ্ঞানকালের সমস্ত সঞ্চিত কর্ম্ম, কর্তৃত্বজ্ঞান লুপ্ত হইলে, অকর্তৃত্বজ্ঞানের সামর্থ্যে বিনষ্ট হয়। যখন কর্তৃত্বজ্ঞান থাকে না, তখন এক সামর্থ্য উৎপন্ন হয়, সেই সামর্থ্য পূর্ব্বসঞ্চিত সমস্ত পাপ বিনাশ করে।

"অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরং আপ্নোতি পূরুষঃ।"
"তত্ত্ববিৎ তু মহাবাহো গুণ কর্ম্ম বিভাগয়োঃ
গুণাগুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে।"
"নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টা'নুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সো'ধিগচ্ছতি॥
গুণানেতান্ অতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তো'মৃতমশ্নুতে॥"

অতএব সিদ্ধ হইল, ব্রহ্মজ্ঞান হইলে সমস্ত পাপের ক্ষয় হয়।

১৪। ইতরস্যাপ্যেবং অসংশ্লেষঃ পাতে তু।

পূ। পাপ যেন বিনষ্ট হইল, পুণ্য ত রহিল। পুণ্য থাকিতে জ্ঞানীর মোক্ষ কিরূপে হইবে?

উ। ইতরস্য (পাপেতরস্য—পুণ্যস্য) অপি এবং (পাপেরই মত) অসংশ্লেষঃ (অলিপ্ততা) ভবতি। পাতে (শরীর পাতে) মোক্ষঃ তু (নিশ্চয় হইবে)। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে যেমন পাপের ধ্বংস হয়, সেইরূপ পুণ্যেরও ধ্বংস হয়। পাপ পুণ্য দুই নষ্ট হইলে মৃত্যুর পর মোক্ষ অবশ্যম্ভাবী।

পূ। এ কথার প্রমাণ কি?

উ। শ্রুতি প্রমাণ—"তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়।" "উভেউ হৈবৈষ এতেন তরতি," "সর্ব্বে পাপ্মানো'তো নিবর্ত্তন্তে" (এখানে পাপ্ম—পুণ্য পাপ দুই)। "ক্ষীয়ন্তে চা'স্য কর্ম্মাণি," ইত্যাদি। স্মৃতি প্রমাণ—

"বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত দুষ্কৃতে।"
"গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিত চেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥"
"সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।"
"যথৈধাংসি সমিদ্ধো'গ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতে'র্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥"

১৫। অনারব্ধকার্য্যে এব তু পূর্ব্বে তদবধেঃ।

পূ। ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই যদি পাপপুণ্যের ক্ষয় হয়, তবে দেহপাতের পূর্ব্বেই মোক্ষ হয় না কেন?

উ। যে সকল কর্ম্মের ফলে বর্ত্তমান জন্ম হইয়াছে, এবং যে সকল কর্ম্মের ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে, ব্রহ্মজ্ঞান হইলেও তাহার

বিনাশ হয় না। কিন্তু যে সকল কর্ম্মের ফল ফলিতে এখনও আরম্ভ হয় নাই, তাহাই ব্রহ্মজ্ঞানে বিনষ্ট হয়।

পূ। তা কেন? শ্রুতি বলিয়াছেন,—"উভে উ-হৈব এষ এতেন তরতি।"

উ। এখানে 'উভে' শব্দের অর্থ সুকৃতদুষ্কৃতে। ইহার অর্থ আরব্ধফল কর্ম্ম নয়, অনারব্ধফল কর্ম্ম। পূর্ব্বে (পূর্ব্বকৃতে) অনারব্ধকার্য্যে (পুণ্যপাপে) এব তু পূর্ব্বজন্মকৃত এবং জ্ঞানলাভের পূর্ব্বে এই জন্মকৃত যে সকল পাপপুণ্যরূপ দ্বিবিধ কর্ম্মের ফল আরব্ধ হয় নাই, তাহাই বিনষ্ট হয়।

পূ। এর প্রমাণ কি?

উ। "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষে'থ সম্পৎস্যে"—জ্ঞান হইলে মোক্ষের ততদিন বিলম্ব, যতদিন শরীরপাত না হয়। এই শ্রুতি অবলম্বন করিয়াই সূত্র বলিতেছেন, "তদবধেঃ"—আরব্ধকর্ম্ম সকলের ভোগসমাপ্তিকাল অবধি মোক্ষের বিলম্ব।

১৬। অগ্নিহোত্রাদি তু তৎকার্য্যায়ৈব তদ্দর্শনাৎ।

পূ। তুমি (৩।৪।২৫) সূত্রে বলিয়াছ," অতএব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা।" জ্ঞানীর কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন নাই। অতএব ব্রহ্মজ্ঞান হইলে অগ্নিহোত্রাদি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মেরও বিনাশ হইবে?

উ। তৎকার্য্যায় এব (তস্য ব্রহ্মজ্ঞানস্য কার্য্যং মোক্ষং তদর্থং এব) মোক্ষলাভের জন্যই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে। অগ্নিহোত্র

দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় হয় না, উহা কেবল মোক্ষের সহায়ক, অতএব ঐ কর্ম্মের নাশ হইবে না।

পূ। কেন নাশ হইবে না? অগ্নিহোত্র কর্ম্ম ত বটে।

উ। অগ্নিহোত্র ত কেহ কামনা পূর্ব্বক করে না। নিত্য কর্ত্তব্য বলিয়াই করে। অতএব উহার ফল নাই।

পূ। এই যে বলিলে উহার ফল মোক্ষলাভ। মোক্ষলাভের কামনায় লোকে অগ্নিহোত্রাদি করে।

উ। অগ্নিহোত্রাদি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে * মোক্ষফল দেয় না। অগ্নিহোত্রাদির দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্তশুদ্ধি হইলে জ্ঞানলাভ হয়, জ্ঞানলাভ হইলে মোক্ষ হয়। অতএব অগ্নিহোত্রাদি ক্রমপরম্পারায় † মোক্ষফল দেয়।

পূ। এ সকল কথার প্রমাণ কি?

উ। তদ্দর্শনাৎ। বৃহদারণ্যক (৪।৪।২২) শ্রুতি বলিয়াছেন,—"তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা অনাশকেন"—ব্রাহ্মণেরা শ্রুতি, যজ্ঞ ও দান দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করেন। স্মৃতি বলিয়াছেন, "কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিং আস্থিতা জনকাদয়ঃ।" এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইল যজ্ঞাদি হইতে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, ব্রহ্মজ্ঞান হইতে মোক্ষ হয়।

১৭। অতোঽন্যাপি হ্যেকেষামুভয়োঃ।

পূ। ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পর জীব যে সকল কর্ম্ম করেন, তাহার

* Directly.　　† Indirectly.

ফল তিনি ভোগ করেন না, তবে সে কর্ম্মের ফল যায় কোথা? কোনও কর্ম্মই ত নিষ্ফল যায় না।

উ। অতঃ (নিত্যকৃত্য কর্ম্ম ছাড়া) অন্যা অপি (অন্যান্য কর্ম্ম যাহা ফল কামনা করিয়া করা হয়) তৎসম্বন্ধে একে শাখিনঃ (শাট্যায়ন শাখা) উভয়োঃ (পাপ পুণ্য দুয়েরই সম্বন্ধে) বলিয়াছেন, "তস্য পুত্রা দায়ং উপযন্তি, সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং, দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাং।" ব্রহ্মজ্ঞানী সে সকল কর্ম্মের ফল ভোগ না করিলেও অপরে করে।

১৮। যদেব বিদ্যয়েতি হি।

পূ। "উভৌ কুরুতঃ যশ্চৈতৎ এবং বেদ যশ্চ ন বেদ।" অতএব অগ্নিহোত্র দুই প্রকারের—"যৎ বিদ্যয়া করোতি," অর্থাৎ যাহা উপাসনা যুক্ত; এবং যাহা 'কেবল' অর্থাৎ উপাসনা রহিত। শ্রুতি বলিয়াছেন, "যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়া উপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি।" শ্রুতি আরও বলিয়াছেন, "যদহরেব জুহোতি তদহঃ পুনর্ম্মৃত্যুং অপজয়তি এবং বিদ্বান্"—যে এইরূপ জানে সে যেদিন হবন করে সেই দিনই মৃত্যু জয় করে। স্মৃতিও বলিয়াছেন, "দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাৎ ধনঞ্জয়।" অতএব যৎ বিদ্যয়া করোতি সেই অগ্নিহোত্রই করা উচিত।

উ। "যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়া উপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি" শ্রুতি বিদ্যাকৃত কর্ম্মের উৎকর্ষ বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু যাহা বিদ্যাকৃত নহে তাহাকে ব্যর্থ বলেন নাই। "তমেতং আত্মানং যজ্ঞেন বিবিদিষন্তি" শ্রুতি যাহা বিদ্যাকৃত আর যাহা 'কেবল' অর্থাৎ বিদ্যাকৃত নয়, এতদুভয়ের অভেদেই ব্রহ্মজ্ঞান ফল বলিয়াছেন। অতএব মুমুক্ষু জ্ঞানলাভের পূর্ব্বে বিদ্যাকৃত ও 'কেবল' উভয়বিধ কর্ম্মই করিবে। উভয়েরই ফল মোক্ষ, কাহার বা বিলম্বে, কাহার অবিলম্বে।

১৯। ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বা সম্পদ্যতে।

পূ। "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে" শ্রুতি দ্বারা উপপন্ন হয় যে, তত্ত্বজ্ঞান হইলেও দেহপাতের পূর্ব্বে ভেদদর্শন থাকিবে অর্থাৎ আত্মপর ভেদযুক্ত সংসার থাকিবে।

উ। (অনারব্ধকার্য্যে পুণ্যপাপে জ্ঞানেন) ক্ষপয়িত্বা (নাশয়িত্বা) ইতরে তু (আরব্ধকার্য্যে পুণ্যপাপে ভোগেন ক্ষপয়িত্বা) ব্রহ্ম সম্পদ্যতে। নিমিত্ত (কারণ) না থাকিলে কার্য্য হয় না। ভোগদ্বারা আরব্ধ কর্ম্মের শেষ হইলেই ভেদজ্ঞান থাকিবে না, দেহপাতের পূর্ব্বেই সংসার অতিক্রান্ত হইবে। দেহপাতের পরে কৈবল্য মোক্ষ হইবে।

পূ। দেহপাতের পূর্ব্বে ত আরব্ধফল কর্ম্মের শেষ হইবে না। কর্ম্ম শেষ হইবার পূর্ব্বে সংসার কিরূপে অতিক্রান্ত হইবে?

উ। দগ্ধবীজ হওয়ায় সে কর্ম্মের ফল (ভেদজ্ঞান) হয় না।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ। *

১। বাঙ্‌মনসি দর্শনাৎ শব্দাচ্চ।

পূ। "অস্য...পুরুষস্য প্রয়তো বাঙ্‌মনসি সম্পদ্যতে, মনঃপ্রাণে, প্রাণস্তেজসি, তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং ;" এই ছান্দোগ্য (৬।৮।৬) শ্রুতি দ্বারা প্রথমে বাগিন্দ্রিয়ের লোপ হয় ইহাই পাওয়া যায়।

উ। বাগিন্দ্রিয়ের লোপ হয় না। বাগিন্দ্রিয়ের বৃত্তি অর্থাৎ কার্য্য বাক্ এরই লোপ হয়। মন হইতে যদি বাগিন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইত, তাহা হইলেই মনে বাগিন্দ্রিয়ের লোপের সম্ভাবনা থাকিত। বাগিন্দ্রিয় ত শরীরের অংশ—কণ্ঠ, তালু, মূর্দ্ধা, ওষ্ঠ, দন্তাদি—তাহার ত লোপ হয় না। দর্শনাৎ—আমরা দেখিতে পাই যে, মনোবৃত্তি বর্ত্তমান থাকিতেই বাক্‌রোধ হয়। শব্দাৎ চ—বৃত্তি ও বৃত্তিমান, ইন্দ্রিয়কার্য্য ও ইন্দ্রিয়,—একার্থ হওয়ায়, বাক্=ইন্দ্রিয়বৃত্তি=কথা। †

---

* দ্বিতীয় পাদে সূত্রকার অপরাবিদ্যার (সগুণ উপাসনার) ফল কি হয় দেখাইবার জন্য দেবযান পথের অবতারণা করিয়া মৃত্যুকালে কোন্ ইন্দ্রিয়শক্তি প্রথমে, কোন্ ইন্দ্রিয়শক্তি পরে লুপ্ত হয় তাহার ক্রম বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাই শঙ্করাচার্য্যের মত। অন্য ভাষ্যকারেরা সগুণ নির্গুণ উপাসনার ফলভেদ করেন নাই।

† ১, ২, ৩ সূত্রের ভাষ্যে নিম্বার্ক ঐ ঐ ইন্দ্রিয়ের লোপ হয় ইহাই বলিয়াছেন। ইন্দ্রিয়=ইন্দ্রিয়বৃত্তি এরূপ বলেন নাই। শব্দাৎ=শ্রুতিপ্রমাণাৎ।

২। অত এব চ সর্ব্বাণ্যনু।

উ। অত এব (বাক্যের ন্যায়) সর্ব্বাণি (চক্ষুরাদি সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তিও) অনু (অনুবর্ত্তন্তে—মনসি সংহ্রিয়ন্তে)। "তস্মাৎ উপশান্ততেজাঃ পুনর্ভবং ইন্দ্রিয়ৈঃ মনসি সম্পদ্যমানৈঃ" এই প্রশ্নোপনিষদ (৩।৯) শ্রুতি অবিশেষে সকল ইন্দ্রিয়েরই মনে উপসংহৃত হইবার উপদেশ দিয়াছেন। এখানেও লক্ষণাদ্বারা ইন্দ্রিয় শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়বৃত্তিই হইবে।

৩। তন্মনঃ প্রাণে উত্তরাৎ।

পূ। "অন্নময়ং হি...মনঃ আপোময়ঃপ্রাণঃ" আবার "আপশ্চান্নং অসৃজন্ত।" অতএব প্রাণ হইতেই মন উৎপন্ন হইয়াছে এবং প্রাণেই লোপ পাইবে। অর্থাৎ মনোবৃত্তির নয়, মনেরই লোপ হইবে।

উ। ঐ শ্রুতি অনুসারে অন্নে মনের লোপ হওয়া উচিত ছিল। মনোবৃত্তির আশ্রয় যদি কোনও ভৌতিক ইন্দ্রিয় থাকে তাহা মস্তিষ্ক ও স্নায়ু। মৃত্যুর পর তদুভয়েরই অস্তিত্ব থাকে। উত্তরাৎ (পরে কথিত "মনঃপ্রাণে" বাক্যদ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যে মনোবৃত্তিই প্রাণে লয়প্রাপ্ত হয়, মনের লোপ হয় না)। তন্মনঃ=যে মনে ইন্দ্রিয়সকল সংহৃত হইয়াছে।

৪। সো'ধ্যক্ষে তদুপগমাদিভ্যঃ।

পূ। "বাঙ্‌মনসি সম্পদ্যতে, মনঃপ্রাণে, প্রাণস্তেজসি, তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং" শ্রুতি অনুসারে প্রাণ তেজে বিলুপ্ত হয় ইহাই পাওয়া যায়।

উ। সঃ (প্রাণঃ) অধ্যক্ষে (জীবে অর্থাৎ জীবাত্মায়) বিলীন হইবে, তেজে বিলুপ্ত হইবে না।

পূ। কুতঃ?

উ। তদুপগমাদিভ্যঃ। বৃহদারণ্যক (৪।৩।৩৮) বলেন, "এবমেবং আত্মানং অন্তকালে সর্ব্বে প্রাণা অভিসমায়ন্তি।" "তং অনূৎক্রামন্তং প্রাণঃ অনূৎক্রামতি," এই শ্রুতিও তাই বলিয়াছেন। অতএব জীবের সহিতই প্রাণের উপগমাদি (উপগমন ও অনুগমন) হয়।

৫। ভূতেষ্বতঃ শ্রুতেঃ।

পূ। তবে "প্রাণস্তেজসি" শ্রুতির সার্থকতা কি?

উ। ছান্দোগ্য (৮।৬।৫) শ্রুতি বলিয়াছেন,—"অথ যত্র এতস্মাৎ শরীরাৎ উৎক্রামতি অথ এতৈঃ এব রশ্মিভিঃ ঊর্দ্ধং আক্রমতে।" বৃহদারণ্যক (৪।৪।১) বলেন, "স যত্র অয়ং আত্মা অবল্যং ন্যেতি··· অথ এনং এতে প্রাণাঃ অভিসমায়ন্তি স এতাঃ তেজোমাত্রা সমভ্যাদদানো হৃদয়ং এব অন্ববক্রামতি।" তেজঃ একা থাকে না। পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের সহিত মিশ্রিত থাকে। তাই বৃহদারণ্যক (৪।৪।৪,৫) শ্রুতি বলিয়াছেন,—জীব দেহত্যাগ করিয়া যে নবতর রূপ প্রস্তুত করেন, তাহা "পৃথিবীময়ঃ আপোময়ঃ বায়ুময়ঃ আকাশময়ঃ তেজোময়ঃ।" অতঃ শ্রুতে এই শ্রুতি হইতে "প্রাণস্তেজসি" শ্রুতির সার্থকতা হয়। ঐ তেজ—ভূতসূক্ষ্ম জীবাত্মা।

৬। নৈকস্মিন্ দর্শয়তো হি।

পূ। ঐ তেজই জীবাত্মা, ইহার আর কোনও প্রমাণ আছে?

উ। ন একস্মিন্ (কেবলে তেজসি ন তিষ্ঠতি) হি (যে হেতু)

শ্রুতিস্মৃতী দর্শয়তঃ, জীবাত্মা পঞ্চভূতরূপ দেহবীজ লইয়া উৎক্রান্ত হন। ছান্দোগ্যের "আপঃ পুরুষবচসঃ" শ্রুতিতেও আপঃ পঞ্চভূতার্থ। ছান্দোগ্য (৬।৩।৩) বলেন, "তাসাং ত্রিবৃতং একৈকাং করবাণি।" • বিষ্ণুপুরাণ (১।২।৫২) বলেন, "নানাবীর্য্যাঃ পৃথগ্‌ভূতা স্ততস্তে সংহতিং বিনা। না'শক্নুবন্ প্রজাঃ স্রষ্টুং অসমাগম্য কৃৎস্নশঃ ॥" (৩।১।২ সূত্র দেখ)।

৭। সমানা চাসৃত্যুপক্রমাৎ অমৃতত্বঞ্চানুপোষ্য।

পূ। শ্রুতি জ্ঞানীর উৎক্রান্তির কথা বলেন নাই। এক শ্রুতি বলিয়াছেন "অমৃতত্বং হি বিদ্বান্ অভ্যশ্নুতে;" অতএব জ্ঞানীর উৎক্রান্তি হয় না।

উ। ৮।৬।৬ ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন, "শতঞ্চৈকা হৃদয়স্য নাড্যঃ তাসাং মূর্দ্ধানং অভিনিঃসৃতৈকা। তয়োর্দ্ধমায়ন্ অমৃতত্বমেতি বিশ্বঙ্‌ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি ॥" হৃদয়ের ১০১ নাড়ীর মধ্যে যে নাড়ী মস্তকের দিকে গিয়াছে, জীব উৎক্রমণকালে সেই নাড়ী দ্বারা উর্দ্ধগত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করে। অন্য নাড়ী দিয়া অন্য লোক উৎক্রান্ত হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী মূর্দ্ধন্য নাড়ীপথে উৎক্রান্ত হইয়া মোক্ষলাভ করেন, অন্য সব লোক অন্য নাড়ীপথে উৎক্রান্ত হইয়া পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। অতএব আসৃত্যুপক্রমাৎ (নাড়ীপথে প্রবেশের পূর্ব্বে) সমানা (জ্ঞানী ও অজ্ঞানের একই গতি); সৃতির (উৎক্রান্তির) উপক্রম হইলে জ্ঞানী এক পথে যান, অজ্ঞানী অন্য পথে যায়। উৎক্রান্তি উভয়েরই হয়। অমৃতত্বঞ্চ (অমৃতত্বের কথা শ্রুতি যাহা বলিয়াছেন) তাহা অনুপোষ্য (দেহ দগ্ধ হইবার পূর্ব্বেই হয়); কারণ বৃহদারণ্যক (৪।৪।৭) শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যে'স্য হৃদি স্থিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যো'মৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥" *

৮। তদাপীতেঃ সংসারব্যপদেশাৎ।

পূ। নিষ্কাম জীব অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া এই জগতেই "ব্রহ্ম সমশ্নুতে" বলিলে। তবে কি তাঁর মৃত্যু হয় না?

উ। সেই সশরীরে অমৃতত্ব আ অপীতেঃ (দেহ হইতে মুক্ত হওয়া পর্য্যন্ত থাকে) সংসারব্যপদেশাৎ কারণ (৬।১৪।২) ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন, "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষে'থ সম্পৎস্যে"—দেহমুক্ত যত দিন না হন ততদিনই তাঁহার বিলম্ব, পরে তিনি ব্রহ্মে মিলিত হন। দেহ থাকিতে তিনি ব্রহ্মৈব হইলেও তাঁহার সংসারিত্ব থাকে, কারণ দেহই সংসার। †

৯। সূক্ষ্মং প্রমাণতশ্চ তথোপলব্ধেঃ।

পূ। দাহের পর দেহ কি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়?

উ। না। তাহার সূক্ষ্মদেহ থাকে।

---

* উষ=দাহ। অনুপোষ্য=দগ্ধ না হইয়াই। শঙ্করাচার্য্য "অমৃতত্বঞ্চানুপোষ্য" শব্দের অর্থ এইরূপ করিয়াছেন, "সগুণ উপাসকের অবিদ্যাদি ক্লেশ সম্পূর্ণরূপে উষ্ণ (দগ্ধ) না হওয়ায় তাহার অমৃতত্ব গৌণ অর্থে উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ উৎক্রান্তির পর তাহার পুনর্জ্জন্ম হয়।"

† শঙ্করাচার্য্য এই সূত্রের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন :—"তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং সম্পদ্যতে।" তৎ তেজঃ আ অপীতেঃ (মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত থাকে) সংসারব্যপদেশাৎ—যতদিন তত্ত্বজ্ঞান না হয় সংসার থাকে, "যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। স্থাণুমন্যে'নুসংযন্তি যথা কর্ম্ম যথা শ্রুতং॥" স্মৃতিতে এইরূপ ব্যপদেশ থাকায়।

পূ। তাহার প্রমাণ কি ?

উ। ১।২ কৌষীতকি উপনিষদে চন্দ্র ও ব্রহ্মার সহিত সেই সূক্ষ্মদেহের কথোপকথনের উল্লেখ আছে। প্রমাণতঃ এই শ্রুতিপ্রমাণে তথোপলব্ধেঃ সূক্ষ্মদেহের অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়। কারণ যদি সূক্ষ্মদেহ না থাকিত কথোপকথন কে করিল ? *

১০। নোপমর্দ্দেনাতঃ।

পূ। দেহের সঙ্গে সূক্ষ্মদেহ ভস্ম হয় না কেন ?

উ। সূক্ষ্মদেহ অত্যন্ত সূক্ষ্ম অতঃ (এই জন্য) উপমর্দ্দেন (দাহাদি উপমর্দ্দনেও) সূক্ষ্মদেহ বিধ্বস্ত হয় না।

১১। অস্যৈব চোপপত্তেরেষ উষ্মা।

পূ। সূক্ষ্মদেহের অস্তিত্বে ও অভাবে স্থূলদেহের কি বৈলক্ষণ্য হয় ?

উ। সূক্ষ্মদেহের অস্তিত্ববশতঃই সজীবদেহের উষ্ণতা হয়। তাহার উৎক্রান্তি হইলে দেহ শীতল হইয়া যায়। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন, "উষ্ণ এব জীবিষ্যন্ শীতো মরিষ্যন্।" এই উষ্মা সূক্ষ্ম দেহেরই।

* শঙ্করাচার্য্যের অর্থ :—উৎক্রান্তিকালে ও উৎক্রান্তির পরে জীব, প্রমাণতঃ (পরিমাণে) এবং স্বরূপতঃ (রূপ ও স্পর্শ বিষয়ে) এত সূক্ষ্ম থাকে যে, তাহাকে দেখাও যায় না স্পর্শও করা যায় না। তথোপলব্ধেঃ :—সূক্ষ্মনাড়ীর মধ্য দিয়া জীবের যাতায়াত হওয়ায় এই সূক্ষ্মত্বের উপলব্ধি হয়।

১২। প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীরাৎ। পূ।

পূ। বৃহদারণ্যক (৪।৪।৬) শ্রুতি বলিয়াছেন,—"চক্ষুষ্টো বা মূর্দ্ধ্নো বা অন্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ তং উৎক্রামন্তং প্রাণঃ অনূৎক্রামতি। প্রাণং উৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণাঃ অনূৎক্রামন্তি…ইতি নু কাময়মানঃ। অথ অকাময়মানঃ যঃ অকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামঃ ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি।" ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি এই প্রতিষেধ কাহার সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে? চেৎ (যদি বল) দেহ হইতে প্রাণ (ইন্দ্রিয়) সকলের উৎক্রান্তি হয় না, ন, (তা নয়); শারীরাৎ (যাহার শরীর অর্থাৎ জীবাত্মা হইতে) তাহার প্রাণ (ইন্দ্রিয় সকল) উৎক্রান্ত হয় না। জীব ইন্দ্রিয় সকলের সহিতই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ অকামী জীবও মুক্ত হইয়াও ইন্দ্রিয়সম্পন্ন থাকে এবং তাহার জীবত্ব (ব্যক্তিত্ব) নষ্ট হয় না।

১৩। স্পষ্টো হ্যেকেষাং।

উ। আর্ত্তভাগের প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য স্পষ্ট বলিয়াছেন, ব্রহ্মজ্ঞানীর ইন্দ্রিয় সকল তাঁহার দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয় না, দেহের মধ্যেই থাকিয়া তথায়ই ব্রহ্মে লীন হয়। আর্ত্তভাগ প্রশ্ন করিলেন (বৃহদারণ্যক ৩।২।১১):—"যত্র অয়ং পুরুষঃ ম্রিয়তে উৎ অস্মাৎ প্রাণাঃ ক্রামন্তি আহো নেতি?" মৃত পুরুষের ইন্দ্রিয় সকল (অস্মাৎ দেহাৎ) উৎক্রান্ত হয় কি না? যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, "নেতি, অত্রৈব সমবলীয়ন্তে। স উচ্ছয়তি, আধ্মায়তিঃ, আধ্মাতঃ মৃতঃ শেতে।" প্রাণাঃ (ইন্দ্রিয় সকল) দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয় না; দেহ ফোলে, ঘড় ঘড় শব্দ করে, মরিয়া পড়িয়া থাকে। অতএব সিদ্ধান্ত হইল, যিনি নিষ্কাম তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল

দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত না হইয়া দেহেই বিলীন হইয়া যায়। নিষ্কাম জীব নিরিন্দ্রিয় হইয়া এবং জীবত্বহীন হইয়াই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন। কিন্তু সকাম জ্ঞানীর ইন্দ্রিয় সকল তাঁহার সহিত উৎক্রান্ত হয়। কারণ কৌষীতকি (৩।৪) শ্রুতি বলিয়াছেন :—“স যদা অস্মাৎ শরীরাৎ উক্রামতি সহ এবৈতৈঃ সর্ব্বৈঃ উৎক্রামতি।” সকাম জ্ঞানী ইন্দ্রিয় সকল সহ হিরণ্যগর্ভের (ব্রহ্মার) লোকে গিয়া ব্রহ্মার সহিত পৃথগ্‌ভাবে তথায় প্রলয় পর্য্যন্ত বাস করেন। কৌষীতকি (১।৩,৪,৫,৬) শ্রুতি অনুসরণ করিয়াই ব্র-সূ (৪।৪।৮—২২) কথিত হইয়াছে। কৌষীতকির উৎক্রান্তি সাধারণ মুক্ত জীবের জন্য। বৃহদারণ্যক (৪।৪।৬) ও (৩।২।১১) শ্রুতি অকামীদের জন্য বিশেষ নিয়ম বলিয়াছেন। ভগবদ্গীতা (৮।১১) বলিয়াছেন, “বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ।” *

* নিম্বার্কের মতে জীব মোক্ষলাভ করিলেও তাঁহার জীবত্ব ও ইন্দ্রিয় সকল অক্ষুণ্ণ থাকে। এই মত রক্ষার জন্য তিনি এই ১২,১৩ সূত্রকে একত্রে এইরূপ পাঠ করেন, :—“প্রতিষেধাদিতি চেৎ, ন শারীরাৎ, স্পষ্টো হ্যেকেষাম্” অর্থাৎ নিষ্কাম পুরুষের প্রাণের উৎক্রান্তি নিষিদ্ধ হওয়ায় যদি বল তাঁহার দেহ হইতে ইন্দ্রিয় সকল উৎক্রান্ত হয় না, তা নয়, কারণ মাধ্যন্দিন শাখা স্পষ্ট বলিয়াছেন, ‘যো’কামো নিষ্কামঃ... ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্তি।” শরীর হইতেই ইন্দ্রিয়ের উৎক্রান্তি প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে শারীর (জীবাত্মা) হইতে উৎক্রান্তি প্রতিষিদ্ধ হয় নাই। ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্তি= ইন্দ্রিয় সকল নিষ্ক্রান্ত না হইয়া ব্রহ্মবিৎ পুরুষের অঙ্গ হইয়াই থাকে। শঙ্করাচার্য্যের মত সরল ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে :—কৈবল্যমুক্তিতে জীবের জীবত্ব বা ইন্দ্রিয় কিছুই থাকে না। ইহাই বৌদ্ধদের পরিনির্ব্বাণ :—“অচ্চি (অর্চ্চি) যথা বাতবেগেন ক্ষিত্তো (ক্ষিপ্তো) অত্থং (অস্তং) পলেতি (পততি) ন উপেতি সংখং (Cannot be counted as existing) এবং মুনী নামকায়াবিমুত্তো অত্থং পলেতি ন উপেতি সংখং।” বৌদ্ধরা বলেন, সগুণ ঈশ্বরের সামীপ্য বা সালোক্য লাভের জন্য ভক্তের কামনা এত প্রবল যে সে কামনা থাকিতে ভক্ত কিছুতেই নির্ব্বাণলাভ করিতে পারে না। জীবন দুঃখময়, জীবনের

১৪। স্মর্য্যতে চ।

উ। মহাভারত (স্মৃতি)ও বলিয়াছেন জ্ঞানীর উৎক্রান্তি হয় না :—

"সর্ব্বভূতাত্মভূতস্য সম্যগ্ ভূতানি পশ্যতঃ।
দেবা অপি মার্গে মুহ্যন্ত্যপদস্য পদৈষিণঃ॥"

সম্পূর্ণলোপ না হইলে দুঃখ দূর হয় না। সম্পূর্ণ নিষ্কাম না হইলে জীবত্বের লোপ হয় না। বেদান্তও বলেন, সগুণ ঈশ্বরের উপাসক কৈবল্যমুক্তি লাভ করেন না। তিনি সৃষ্টিশক্তি ব্যতীত ঈশ্বরের অন্য সকল ক্ষমতা পান, কিন্তু ব্রহ্মত্ব পান না। সকাম সগুণ ঈশ্বর যাঁর উপাস্য দেবতা তিনি সেই ঈশ্বরের উপরে কিরূপে উঠিবেন ? যে অকাম নিষ্কাম, যে জীবিত অবস্থাতেই ব্রহ্মৈব ভবতি, যে কেবল প্রারব্ধকর্ম্মের শেষ হওয়া পর্য্যন্ত জীবনধারণ করিয়া আছে, "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষে'থ সম্পৎস্যে।" তখনও যদি তাঁহার ইন্দ্রিয় ও জীবত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিল তাঁহার কৈবল্যমুক্তি কিরূপ হইল। ৪।৪।৮—২২ সূত্রে সগুণ উপাসকদিগের মোক্ষ অবস্থাই বর্ণিত হইয়াছে। নিম্বার্ক কৃত ১২, ১৩ সূত্রের অর্থ যদি প্রকৃত হইত আর্ত্তভাগ যাজ্ঞবল্ক্যের প্রশ্নোত্তর ব্যর্থ হইত। "অস্মাৎ প্রাণাঃ ক্রামন্তি আহো নেতি।" "নেতি, অত্রৈব সমবলীয়ন্তে।" মাধ্যন্দিন শাখায় যেমন অস্মাৎ আছে, এখানেও তাই আছে। ৪।৪।৬ বৃহদারণ্যকের "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি" শ্রুতির সহিত ইহার কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। যদি সন্দেহ কিছু থাকিত তাহা "অত্রৈব সমবলীয়ন্তে" বাক্যে দূর হইয়াছে। যদি নিম্বার্কের কৃত অর্থ প্রকৃত হইত ১৫, ১৬ সূত্র ও তত্রধৃত প্রশ্নোপনিষদের শ্রুতি ব্যর্থ হইত। নিম্বার্ক ১৫ সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন, "তেজঃ প্রভৃতি ভূতসূক্ষ্মানি পরস্মিন্ সম্পদ্যন্তে" অর্থাৎ সূক্ষ্মদেহ পরব্রহ্মে লীন হয়। ১৬ সূত্রের ভাষ্যে, জীব ব্রহ্মে অবিভক্তভাবে লীন হন ইহাও নিম্বার্ক স্বীকার করিয়াছেন। ৪।১।১৯ সূত্রে তিনি বলিয়াছেন, মুক্তপুরুষ "ব্রহ্ম সম্পদ্যতে।" ৪।৪।৪ সূত্রেও নিম্বার্ক স্বীকার করিয়াছেন মুক্তজীব ব্রহ্মের স্বাভাবিক রূপে আবির্ভূত হন। ৪।৪।২ সূত্রে তিনি বলিয়াছেন, মুক্তপুরুষ পরমাত্মার সহিত "অবিভাগেন অনুভবতি।" তবে জীবের জীবত্ব ও ইন্দ্রিয় সকল কিরূপে বর্ত্তমান থাকিবে ? নির্বিকল্প সমাধিতে জীবের জীবত্ব বা ইন্দ্রিয় কার্য্য থাকে না। ভেদজ্ঞান না থাকিলে চৈতন্য থাকা অসম্ভব।

পদৈষী (উচ্চপদাকাঙ্ক্ষী) দেবতারাও সেই অপদ (যিনি কোনও পদই চান না) নিষ্কাম, যিনি সর্ব্বভূতকে আত্মরূপে জানেন তাঁহার মার্গ (গতি ও পথ) চিনিতে পারেন না। তাঁহাদের উৎক্রান্তি হইলে দেবতারা অবশ্য দেখিতে পাইতেন, উৎক্রান্তি ও গতি হয় না, তাই দেখিতে পান না।*

১৫। তানি পরে তথাহ্যাহ।

উ। তানি (জীবাত্মার সূক্ষ্মদেহ ও তাহার প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকল) পরে (পরব্রহ্মে) লীন হয়। তথাহি আহ—প্রশ্নোপনিষদ (৬।৫) শ্রুতি তাহাই বলিয়াছেন, "স যথেমা নদ্যঃ স্যন্দমানঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্য অস্তং গচ্ছন্তি ভিদ্যেতে চাসাং নামরূপে সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে। এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুঃ (ব্রহ্মবিদের) ইমাঃ ষোড়শকলাঃ (১১ ইন্দ্রিয় ও ৫ দেহভূত) পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্য অস্তং গচ্ছন্তি (অস্তং পলেন্তি) ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে স এষঃ অকলঃ অমৃতঃ ভবতি।" †

১৬। অবিভাগো বচনাৎ।

পূ। মুক্ত পুরুষের নামরূপ না থাকিলেও তিনি ব্রহ্ম হইতে বিভক্ত থাকেন।

---

* নিম্বার্ক নিজের অর্থের সমর্থনের জন্য মহাভারতের "জগাম ভিত্বা মূর্দ্ধানং দিব্যমভ্যুৎপপাত হ" এই উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি অকামী কিনা ইহাতে পাওয়া যায় না।

† নিম্বার্কভাষ্য :—তেজঃপ্রভৃতি ভূতসূক্ষ্মাণি পরস্মিন্ সম্পদ্যন্তে। "তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং" ইত্যাহঃ শ্রুতি। এ শ্রুতির দ্বারাও জীবের ইন্দ্রিয় সকল বর্ত্তমান থাকা সপ্রমাণ হয় না, তাহাদের লোপ হওয়াই প্রতিপন্ন হয়।

উ। বচনাৎ (উক্ত প্রশ্নোপনিষদের বচনাৎ) অবিভাগঃ (ব্রহ্মে লীন হইয়া যাওয়াই) প্রতিপন্ন হয়। সকাম জীবের সূক্ষ্মভাবে পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে, অকামের থাকে না। *

১৭। তদোকা'গ্রজ্বলনং তৎপ্রকাশিত-দ্বারো বিদ্যাসামর্থ্যাৎ তৎ শেষগত্য-নুস্মৃতিযোগাৎ চ হার্দ্দানুগৃহীতঃ শতাধিকতয়া।

পূ। "তস্য হৈতস্য হৃদয়স্যাগ্রং প্রদ্যোততে তেন প্রদ্যোতেন এষ আত্মা নিষ্ক্রামতি চক্ষুষ্টো বা মূর্দ্ধ্নো বা অন্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ। তং উৎক্রামন্তং প্রাণঃ অনূৎক্রামতি, প্রাণং উৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণাঃ অনূৎক্রামন্তি," এই বৃহদারণ্যক (৪।৪ ৩) শ্রুতি অনুসারে জ্ঞানীরাও যে সে পথে উৎক্রান্ত হন। (৪।২।৭ সূত্র দেখ)

উ। তদোকঃ (তস্য ব্রহ্মবিদঃ ওকঃ হৃদয়ং তস্য) অগ্রজ্বলনং ভবতি (হৃদয়ের নাড়ী মুখ প্রদ্যোতিত হয়) তৎপ্রকাশিতদ্বারঃ (সেই জ্বলন দ্বারা দ্বার প্রকাশিত হইলে) বিদ্যাসামর্থ্যাৎ (দহরবিদ্যার বলে) তৎ শেষগত্যনুস্মৃতিযোগাচ্চ (সেই দহরবিদ্যারই শেষভূত-অঙ্গীভূত-যে

* নিম্বার্ক ঐ প্রশ্নোপনিষদের উক্তিই উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন :—তেষাং বাগাদিভূত-সূক্ষ্মাণাং পরে অবিভাগঃ তাদাত্ম্যাপত্তিঃ "ভিদ্যেতে চাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে" ইতি বচনাৎ।

পরাবিদ্যার বিচার শেষ হইল। এই বার অপরা বিদ্যার প্রসঙ্গ উত্থিত হইবে।

নাড়ীপথের জ্ঞান তাহা স্মরণ থাকায়) হার্দ্দানুগৃহীতঃ (হৃদিস্থিত ব্রহ্মের অনুগৃহীত অর্থাৎ তদ্ভাবাপন্ন জীব) শতাধিকয়া (নাড্যা) নিক্রান্ত হন। জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়েরই ওকো'গ্রজ্বলন হয়। জ্ঞানী সেই আলোকে ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ সুষুম্না নাড়ীমুখ দেখিতে পাইয়া, দহরবিদ্যার ঐ নাড়ী দিয়া গতির উপদেশ স্মরণ করিয়া, সূর্য্যরশ্মি সহযোগে সূর্য্যে এবং তথা হইতে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। অজ্ঞানীরা (যারা দহরবিদ্যা জানে না) অন্য দ্বার দিয়া নিক্রান্ত হয়। ৭ সূত্র ধৃত "শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যঃ" শ্রুতি দেখ।

পূ। অজ্ঞানী যখন প্রদ্যোতনে সুষুম্না নাড়ীপথ দেখিতে পায় না ঐ প্রদ্যোতনে তাহার কি লাভ হইল ?

উ। অজ্ঞানী ভবিষ্যতে কোন্ জন্ম গ্রহণ করিবে ঐ প্রদ্যোতন দ্বারা তাহার স্ফূরণ হয় ; অমনই তাহার সেই জন্মানুরূপ ভাবনা হয় ; ভাবনা হইলেই সে সেই ভাবনাময় শরীর ধারণ করে।

১৮। রশ্ম্যনুসারী।

পূ। তুমি বলিলে জ্ঞানী সূর্য্যরশ্মি অবলম্বন করিয়া সূর্য্যে গমন করেন। রাত্রিকালে ত সূর্য্যরশ্মি থাকে না, তখন মরিলে সূর্য্যে কিরূপে যাইবেন ?

১৯। নিশি নেতি চেন্ন সম্বন্ধস্য যাবদ্দেহভাবিত্বাৎ দর্শয়তি চ।

উ। নিশি (রাত্রিতে) নেতি (সূর্য্য থাকেন না) চেৎ (যদি বল) ন (তা নয়) সম্বন্ধস্য যাবদ্দেহভাবিত্বাৎ (ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ সুষুম্না নাড়ীর সূক্ষ্ম

অগ্রভাগের সহিত সূর্য্যরশ্মির সম্বন্ধ যতদিন দেহ থাকে ততদিন থাকে বলিয়া) দর্শয়তি চ—শ্রুতি বলিয়াছেন, "অমুষ্মাৎ আদিত্যাৎ প্রতায়ন্তে তা আসু নাড়ীষু সৃপ্তা, আভ্যো নাড়ীভ্যঃ প্রতায়ন্তে তা অমুষ্মিন্ আদিত্যে সৃপ্তাঃ"—ঐ আদিত্য হইতে রশ্মির ধারা বহিতেছে। ঐ ধারা এই নাড়ীতে সংযুক্ত। আবার এই নাড়ী সকল হইতে রশ্মির ধারা নিঃসৃত হইয়া ঐ আদিত্যে সংযুক্ত হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন, "অহরেব এতৎ রাত্রৌ বিদধাতি"—সূর্য্য রাত্রিতেও অহঃ (দিন) করেন। *

২০। অতশ্চায়নে'পি দক্ষিণে।

পূ। দক্ষিণায়ণে সূর্য্য বহুদূরে থাকেন, তখন কেহ সূর্য্যে পঁহুছিতে পারে না, এই জন্যই দেবযানগতি উত্তরায়ণ কালে হয়।

উ। অতশ্চ (সূর্য্যের সহিত নাড়ীর সংযোগ থাকায়) অয়ণে'পি দক্ষিণে—দক্ষিণায়ণেও জ্ঞানী সূর্য্যে যান।

২১। যোগিনঃ প্রতি চ স্মর্য্যতে স্মার্ত্তে চৈতে।

পূ। তবে ভীষ্ম ৬ মাস অপেক্ষা করিলেন কেন?

উ। উত্তরায়ণে মৃত্যু উত্তম এইরূপ লোকবিশ্বাস ছিল বলিয়া।

---

* নিম্বার্ক কৃত অর্থ :—যদি বল, রাত্রিতে মরিলে জ্ঞানীর ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না, তা নয়, সম্বন্ধস্য যাবদ্দেহভাবিত্বাৎ কারণ যতদিন দেহ থাকে ততদিন তাঁর কর্ম্মসম্বন্ধ থাকে। তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষে'থ সম্পৎস্যে।

পূ। এ লোকবিশ্বাস শাস্ত্রসম্মত, কারণ গীতা বলিয়াছেন :—

"যত্রকালে ত্বনাবৃত্তিং আবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ
প্রযাতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥"

উ। ঐ বাক্য দ্বারা যোগীদিগকে স্মরণ করান হইয়াছে যে ব্রহ্ম-বিদ্‌গণ দেহত্যাগ করিয়া উজ্জ্বল ও শুক্ল অর্থাৎ নির্ম্মল গতি প্রাপ্ত হন ও তাঁহাদের পুনরাবৃত্তি (পুনর্জ্জন্ম) হয় না; অজ্ঞানীরা মলিনগতি প্রাপ্ত হন ও তাঁহাদের পুনরাবৃত্তি হয়। স্মার্ত্তে চৈতে এই গতিদ্বয় স্মরণার্হ, এই মাত্র। বস্তুতঃ ব্রহ্মবিদের মৃত্যুসম্বন্ধে কালবিচার নাই। *

পূ। তবে বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য এবং কৌষীতকি উপনিষদ ঐ গীতোক্ত অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্ল ষণ্মাসা উত্তরায়ণং। ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণ ষণ্মাসা দক্ষিণায়ণং" বিষয়ের উল্লেখ কেন করিলেন?

উ। ঐ সকল শ্রুতিতে বিদ্যার অর্থবাদ করা হইয়াছে মাত্র। অথবা উহার গৌণার্থ হইবে—শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষকে তদভিমানিনী দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে (৪।৩।৪ সূত্র দেখ)। অর্চ্চিঃ হইতে বিদ্যুৎ পর্য্যন্ত সমস্তই চেতন দেবাত্মা। তাঁহারা আতিবাহিক (বাহক) রূপে জীবাত্মাকে এক পর্ব্ব (পড়াও) হইতে দ্বিতীয় পর্ব্বে লইয়া যান। বিদ্যুতের পর্ব্ব হইতে এক অমানব পুরুষ জীবকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। ৪।৩।৫ সূত্র বলিয়াছেন, সদ্যোমৃত প্রেতের স্বয়ং গমনের সামর্থ্য না থাকায় দেবতারা তাহাকে বহন করিয়া লইয়া যান। জ্ঞানীরা প্রথম শ্রেণীর যাত্রী, তাই তাঁহাদের বাহক "অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ" অর্থাৎ শাদা। অজ্ঞানীরা নিম্ন শ্রেণীর যাত্রী, তাই তাঁহাদের বাহক

---

* শঙ্করাচার্য্য কৃত অর্থ :—ঐ উক্তি স্মার্ত্তযোগীদিগের জন্য উক্ত হইয়াছে। তাঁহারাই কালমরণে বিশ্বাসী। শ্রৌত দহরবিদ্যাদি উপাসকের কালাপেক্ষা নাই।

"ধূমোরাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ" অর্থাৎ কালো। বস্তুতঃ এই গতিদ্বয় জ্ঞানের অর্থবাদ ভিন্ন কিছুই নয়। আথর্ব্বনিকেরা এই গতির উল্লেখ করেন নাই। প্রথম মুণ্ডক দ্বিতীয় খণ্ডে (১০,১১) শ্রুতি বলেন,—

"ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতে'নুভূত্বেমং লোকং হীনতরাঞ্চাবিশন্তি ॥
তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে শান্তা, বিদ্বাংসো ভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ।
সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রযান্তি যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা ॥"

প্রশ্নোপনিষদেও শুক্ল কৃষ্ণ গতির কথা নাই; ইষ্টাপূর্ত্তদ্বারা চন্দ্রলোক জয় করা এবং তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ আদিত্যলোক জয় করার কথা আছে। প্রথম পথে পুনরাবর্ত্তন, দ্বিতীয়ে অপুনবাবর্ত্তন বলা হইয়াছে। কঠোপনিষদ (২।৬।১৬) শ্রুতি কেবল বলিয়াছেন, "শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যঃ তাসাং মূর্দ্ধানং অভিনিঃসৃতৈকা। তয়োর্দ্ধমায়ন্ অমৃতত্বমেতি বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি।" অতএব ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও কৌষীতকি শ্রুতির ও স্মৃতির কথিত এই শুক্ল কৃষ্ণ গতিকে জ্ঞানের স্তুতি ও অজ্ঞানের নিন্দা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। সত্য কথা এই যে জ্ঞানের পথ শুক্ল, বিরজ ও নির্ম্মল, অজ্ঞানেব পথ কৃষ্ণ ও মলিন।

চতুর্থো'ধ্যায়ঃ

তৃতীয়ঃ পাদঃ। *

১। অর্চ্চিরাদিনা তৎপ্রথিতেঃ।

পূ। ছান্দোগ্য (৫।১০।১) বলিয়াছেন, যাঁরা পঞ্চাগ্নিবিদ্যা জানেন তাঁরাই দেবযানপথে যান। তুমি ৪।২।১৭ সূত্রে বলিয়াছ, যাঁরা দহরবিদ্যা জানেন তাঁদেরই দেবযানগতি হয়। অতএব ইহাই সম্ভব হয়, যে উপাসনার ফল স্পষ্টতঃ কথিত আছে, সেই উপাসকের সেইরূপ গতি হইবে। সকল ব্রহ্মবিদের অর্চ্চিরাদি পথে গতি হইবে না।

উ। ছান্দোগ্য শ্রুতি পঞ্চাগ্নিবিদ্যার কথা বলিয়াছেন, বৃহদারণ্যক (৪।৪।৮২) দহরবিদ্যার কথা বলিয়াছেন। উভয়ের বিদ্যা ভিন্ন হইলেও গতি এক।

পূ। ছান্দোগ্য (৫।১০।১) বলেন, "তে অর্চ্চিষং অভিসম্ভবন্তি, অর্চ্চিষঃ অহঃ, অহ্নঃ আপূর্য্যমাণপক্ষং আপূর্য্যমাণপক্ষাৎ···ষড়্ দঙেঙতি মাসান্···মাসেভ্যঃ সম্বৎসরং সম্বৎসরাৎ আদিত্যং আদিত্যাৎ চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎপুরুষঃ অমানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি এষ দেবযানঃ পন্থা।" বৃহদারণ্যক (৬।২।১৫) বলেন, "মাসেভ্যো দেবলোকং দেবলোকাৎ আদিত্যং আদিত্যাৎ বৈদ্যুতং তান্ বৈদ্যুতান্ পুরুষো'মানসঃ

* এই পাদে দেবযানগতি, আতিবাহিক, ব্রহ্মলোক, প্রতীক ও অপ্রতীক উপাসকের গতিভেদ কথিত হইয়াছে।

এত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়ন্তি।" কৌষীতকি উপনিষদ (১।৩) বলেন, "স এতং দেবযানং পন্থানং আপদ্য অগ্নিলোকং আগচ্ছতি স বায়ুলোকং স আদিত্যলোকং স বরুণলোকং স ইন্দ্রলোকং স প্রজাপতিলোকং স ব্রহ্মলোকং।" কৌষীতকি দেবযানপথে অগ্নি বায়ু প্রভৃতি লোকের উল্লেখ করিয়াছেন, অন্য শ্রুতিদ্বয় করেন নাই। অতএব শ্রুতিতে শ্রুতিতে বিরোধ হইল।

উ। কৌষীতকি যাহাকে অগ্নি বলিয়াছেন, অন্য শ্রুতি তাহাকেই অর্চি বলিয়াছেন। উভয়েরই অর্থ জ্বলন, সুতরাং কোনও প্রভেদ নাই বায়ুর কথা পর সূত্রে বলিতেছি।

২। বায়ুমব্দাদবিশেষবিশেষাভ্যাম্।

উ। অব্দাৎ (সম্বৎসরের পরে) বায়ুং (বায়ুলোকপ্রাপ্তি হয়) ইহাই অবিশেষবিশেষাভ্যাং—সাধারণ উপদেশ ও বিশেষ উপদেশ দ্বারা স্থির হয়। কৌষীতকি বায়ুর কথা সাধারণ ভাবে (অবিশেষ ভাবে) বলিয়াছেন অর্থাৎ কখন জীব বায়ুলোকে আসিল সে কথা কৌষীতকি বলেন নাই। বৃহদারণ্যক (৫।১০।১) সে কথা বিশেষ ভাবে বলিয়াছেন, "যদা বৈ পুরুষো'স্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স বায়ুমাগচ্ছতি। তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা রথচক্রস্য খং তেন স ঊর্দ্ধমাক্রমতে স আদিত্যং আগচ্ছতি"—বায়ু তাহার জন্য রথচক্রের ছিদ্রের ন্যায় পথ করিয়া দেন, সেই পথে জীব ঊর্দ্ধগামী হইয়া আদিত্যলোকে গমন করে। অতএব বায়ুলোক প্রাপ্তি আদিত্যলোক প্রাপ্তির পূর্ব্বে এবং সম্বৎসরের পরে হয়।

৩। তড়িতোঽধি বরুণঃ সম্বন্ধাৎ।

পূ। বরুণলোকের কথা কৌষীতকি বলিয়াছেন, অন্য শ্রুতি বলেন নাই।

উ। বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন, "আদিত্যাৎ বৈদ্যুতং", কৌষীতকি বলিয়াছেন, "আদিত্যলোকং বরুণলোকং"; বৈদ্যুতং আর বরুণলোক একই, কারণ উভয়ের সম্বন্ধ প্রসিদ্ধ। বরুণের উপর ইন্দ্র ও প্রজাপতির লোক হইয়া ব্রহ্মলোকে গতি হয়।

৪। আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাৎ।

পূ। অর্চ্চিরাদি কি দেবযানমার্গের এক একটি পর্ব্ব (পড়াও), না উহারা এক এক ভোগস্থান—অগ্নিলোক, বায়ুলোক ইত্যাদি ?

উ। উহারা দেবযানমার্গের পর্ব্বও নয়, ভোগস্থানও নয়, উহারা দেবযানগামী জীবাত্মার বাহক দেবতা। তল্লিঙ্গাৎ—ছান্দোগ্য শ্রুত্যুক্ত "তৎপুরুষো'মানবঃ স এনাং ব্রহ্ম গময়তি" বাক্যে আতিবাহিকের লিঙ্গ রহিয়াছে। (৪।২।২১ সূত্রভাষ্যের শেষ ভাগ দেখ)।

৫। উভয়ব্যামোহাৎ তৎসিদ্ধেঃ।

পূ। জীবের সূক্ষ্মদেহের বাহক কি রকম ?

উ। সদ্যোমৃত জীবের প্রেতাত্মা তখন মূর্চ্ছিত ও জড়বৎ। অর্চ্চিরাদি যদি দেবতা না হইয়া পথ হয় তাহারাও জড়। তবে জীবের গতি

কি প্রকারে হইবে ? উভয়েরই ব্যামোহ (অচেতনাবস্থা হওয়ায়) ইহাই সিদ্ধ হয় যে, ঐ সকল সচেতন দেবতা উঁহাকে লইয়া যায়। *

৬। বিদ্যুতৈনৈব ততস্তৎশ্রুতেঃ।

পূ। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক শ্রুতি বিদ্যুতের পর অমানব পুরুষের আতিবাহিকত্ব আম্নাত করিয়াছেন। তুমি ৩ সূত্রে বলিয়াছ বিদ্যুতের পর বরুণ। তাহা হইলে বরুণাদির আতিবাহিকত্ব থাকিল না।

উ বরুণাদি অমানব পুরুষের সাহায্য করেন মাত্র। তাঁরা বহন করেন না। শ্রুতি বলিয়াছেন, "তৎ পুরুষো'মানবঃ স এনাং ব্রহ্ম গময়তি।" গময়তি=প্রাপ্ত করায় অর্থাৎ অন্যের সাহায্যে।

৭। কার্য্যং বাদরিরস্য গত্যুপপত্তেঃ। পূ।

পূ। ব্রহ্মগময়তি—ব্রহ্মার লোকে নিয়ে যায়। কার্য্যব্রহ্ম—ব্রহ্মা (হিরণ্যগর্ভই) গন্তব্য। গত্যুপপত্তেঃ—গতি তথায়ই উপপন্ন হয়। পরব্রহ্মে গন্তৃত্ব, গন্তব্যতা, গতি, কিছুই উপপন্ন হয় না। বাদরি তাহাই বলেন।

৮। বিশেষিতত্বাচ্চ। পূ।

পূ। বৃহদারণ্যক বলেন, "পুরুষো'মানসঃ এত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়তি। তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতো বসন্তি"—বহুবচনে (ব্রহ্মলোকান্, ব্রহ্মলোকেষু) বিশেষিত হওয়ায় কার্য্যব্রহ্মই পাওয়া যায়। পরব্রহ্ম

---

* এই সূত্র অন্য কোনও ভাষ্যকার কর্তৃক ধৃত হয় নাই।

বহুবচনে বিশেষিত হয় না। অপিচ বিকার বিষয়েই 'লোক' শব্দ (অর্থাৎ ভোগের ভূমি) ব্যবহৃত হইতে পারে। পরাবতো বসন্তি—হিরণ্যগর্ভের আয়ুকাল পর্য্যন্ত বাস করেন।

৯। সামীপ্যাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ। পূ।

পূ। ব্রহ্মা প্রথম সৃষ্ট হওয়ায় ব্রহ্মের সমীপবর্ত্তী; এই জন্য লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্মাকে "ব্রহ্ম গময়তি" শ্রুতিতে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে।

১০। কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরং অভিধানাৎ। পূ।

পূ। যদি বল "তয়োর্দ্ধমায়ন্ অমৃতত্বমেতি", "তেষাং ন পুনরাবৃত্তি," এ সকল শ্রুতি ব্যর্থ হয়। আমি বলিব, কার্য্যাত্যয়ে (প্রলয়ে) তদধ্যক্ষেণ (হিরণ্যগর্ভেন) স অতঃ পরং (হিরণ্যগর্ভের উপর ব্রহ্মের) পরমং পদং প্রতিপদ্যতে। অভিধানাৎ—তৈত্তিরীয় নারায়ণ ১০।২৪ শ্রুতি তাহাই বলিয়াছেন, "তে ব্রহ্মলোকেতু পরান্তকালে পরামৃতাৎ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে।"

১১। স্মৃতেশ্চ। পূ।

পূ। স্মৃতিও তাহাই বলেন, "ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদং॥"

১২। পরং জৈমিনির্মুখ্যত্বাৎ। পূ।

পূ। "স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি" শ্রুতির মুখ্য অর্থই জৈমিনি গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্ম শব্দের মুখ্যার্থ পরব্রহ্ম, গৌণার্থ হিরণ্যগর্ভ মুখ্যার্থ সম্ভব হইলে গৌণার্থ গৃহীত হয় না। এখানে মুখ্যার্থ হওয়ার কোনও বাধাই নাই। ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী হওয়ায় তাঁহার লোক সর্ব্বত্র অতএব বহুবচনান্ত হইতে পারে।

১৩। দর্শনাচ্চ। পূ।

পূ। শ্রুতিও তাই বলেন "পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেনরূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" (ছান্দোগ্য ৮।১২।৩); "তয়োর্দ্ধমায়ন্ অমৃতত্বমেতি" (কঠ ২।৩।১৬); "অথ মর্ত্ত্যো'মৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে" (কঠ ২।৩।১৪)। কঠ শ্রুতিতে বিদ্যান্তরের প্রকরণ নাই। ঐ প্রকরণ পরব্রহ্ম বিষয়ক। ও শ্রুতির অর্থ পরব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু হওয়া অসম্ভব 'স্বল্যোচ্চারণমাত্রেণ সহজং যৎপ্রতীয়তে। তস্য শব্দস্য যা শক্তিঃ সা'ভিধা পরিকীর্ত্তিতা।"

১৪। ন চ কার্য্যে প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ। পূ।

পূ। প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ (মৃত্যুকালে উপাসকের সঙ্কল্প) কার্য্যে (কার্য্যেব্রহ্মণি—হিরণ্যগর্ভে) ন (ন সম্ভবতি); মৃত্যুকালে উপাসক সঙ্কল্প করেন "প্রজাপতেঃ (পরব্রহ্মের) সভাং বেশ্ম প্রপদ্যে" (সভাগৃহ প্রাপ্ত হইলাম)।

উ। প্রজাপতি শব্দের অর্থ হিরণ্যগর্ভই হয়, ব্রহ্ম হয় না।

পূ। ছান্দোগ্যের অষ্টম প্রপাঠকের চতুর্দ্দশ খণ্ডে প্রকরণ পরব্রহ্মের :—"আকাশো বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্বহিতা তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম স আত্মা প্রজাপতেঃ সভাং বেশ্ম প্রপদ্যে।" এখানে প্রজাপতি শব্দের অর্থ স্পষ্টতঃ পরব্রহ্ম। জীবের আশা অসীম, সে উচ্চ স্থান ফেলিয়া নিম্ন স্থান কেন চাহিবে ? কৌষীতকি উপনিষদ বলিয়াছেন :—"স ইন্দ্রলোকং স প্রজাপতিলোকং স ব্রহ্মলোকং" ; অতএব দেবযানমার্গগামী পুরুষ প্রজাপতি (হিরণ্যগর্ভের) লোক হইয়া ব্রহ্মলোকে যায়। প্রজাপতিলোক একটি পর্ব্ব মাত্র ; গন্তব্য ব্রহ্মলোকই।

১৫। অপ্রতীকালম্বনান্ নয়তি ইতি বাদরায়ণ উভয়থা দোষাৎ তৎক্রতুশ্চ।

উ। উভয়থা দোষাৎ—বাদরি ও জৈমিনি উভয়েরই মতে দোষ থাকায় বাদরায়ণ বলেন, তৎক্রতুঃ—যার যেমন সঙ্কল্প সে পরজন্মে সেইরূপ হয়। অপ্রতীকালম্বনান্ নয়তি—যাঁরা প্রতীকালম্বনে ব্রহ্মের উপাসনা করেন না, অমানব পুরুষ কেবল তাঁহাদিগকেই ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। যাঁরা ব্রহ্মভাবে নাম, আদিত্য, মূর্ত্তি প্রভৃতি প্রতীক অবলম্বন করিয়া উপাসনা করেন তাঁরা ব্রহ্মার (হিরণ্যগর্ভের) লোকে গমন করেন, মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মলোকে যান। যদি বাদরির মত গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে "স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি" ও "প্রজাপতেঃ সভাং বেশ্ম প্রপদ্যে," এই শ্রুতিদ্বয়ের এবং কৌষীতকি ও কঠোপনিষদের উক্তির ব্যাকোপ হয়। যদি জৈমিনির মত গ্রহণ করা যায়, "তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে

পরামৃতাৎ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে” শ্রুতির এবং ১১ সূত্রধৃত স্মৃতির ব্যাকোপ হয়। এই উভয় দিকের দোষ দেখিয়া বাদরায়ণ সিদ্ধান্ত করিলেন, “যথা ক্রতু রস্মিঁল্লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি,” (ছান্দোগ্য ৩।১৪।১) যার যেমন সঙ্কল্প সে পরলোকে সেইরূপ হয়। *

১৬। বিশেষঞ্চ দর্শয়তি।

উ। ছান্দোগ্য ৭ম প্রপাঠক প্রথম খণ্ড ৫শ্রুতি বলেন, “স যো নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবন্নাম্নো গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি।” ঐ দ্বিতীয় খণ্ড ১,২ শ্রুতি বলেন, “বাগ্ বাব নাম্নো ভূয়সী…স যো বাচং ব্রহ্ম ইত্যুপাস্তে যাবদ্ বাচো গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি।” ঐ তৃতীয় খণ্ড ১,২ শ্রুতি বলেন, “মনো বাব বাচো ভূয়…স যো মনো

---

* শঙ্করাচার্য্য ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ সূত্রকে সিদ্ধান্ত সূত্র এবং ১২, ১৩, ১৪ সূত্রকে পূর্ব্বপক্ষ সূত্র ধার্য্য করিয়াছেন। তিনি ১৫ সূত্রের এইরূপ পাঠ করিয়াছেন “অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি বাদরায়ণ উভয়থা'দোষাৎ তৎক্রতুশ্চ।” অর্থাৎ উভয়দিকে অদোষাৎ—দোষ না থাকায়। তিনি ১৫ সূত্রের অর্থ এইরূপ করিয়াছেন যাঁহারা প্রতীক অবলম্বন করিয়া উপাসনা করেন তাঁহাদিগকে অমানব পুরুষ লইয়া যান না। যার যেরূপ ক্রতু (সঙ্কল্প) সে সেইরূপ হয়। প্রতীক উপাসকের ব্রহ্মক্রতুত্ব হয় না। পঞ্চাগ্নিবিদ্যা প্রতীক উপাসনা হইলেও বিশেষ আদেশ থাকায় তাহার উপাসককে অমানব পুরুষ লইয়া যাইবেন। অন্য প্রতীক উপাসককে তিনি লইয়া যাইবেন না। অতএব দুই পক্ষের কোনও পক্ষে দোষ নাই। কিন্তু যদি বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রের কর্ত্তা হন, তাঁহার মতই সিদ্ধান্ত হওয়া সমীচীন। অন্য সকল মতের দোষ দেখাইয়া শেষে তিনি এই বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিলেন। “অদোষাৎ” অপেক্ষা “দোষাৎ” পাঠই উপপন্ন। নিম্বার্ক “দোষাৎ” পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন।

ব্রহ্মেত্যুপাস্তে…।" এইরূপে ছান্দোগ্য শ্রুতি ক্রমে মন অপেক্ষা সঙ্কল্প, তদপেক্ষা চিত্ত, তদপেক্ষা ধ্যান, তদপেক্ষা বিজ্ঞান, তদপেক্ষা বল, তদপেক্ষা অন্ন, তদপেক্ষা জল, তদপেক্ষা তেজ, তদপেক্ষা আকাশ, তদপেক্ষা স্মর, তদপেক্ষা আশা তদপেক্ষা প্রাণের উৎকর্ষ আম্নাত করিয়াছেন। অতএব সকল প্রতীক উপাসনার ফল সমান নহে; বিশেষং (তারতম্য) দর্শয়তি (উক্ত শ্রুতি দেখাইয়াছেন)। প্রতীক উপাসনায় ব্রহ্ম ক্রতু (প্রধান সঙ্কল্প) হন না; প্রতীকই ক্রতু হয়। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন, "যথা ক্রতু রস্মিঁল্লোকে পুরুষো ভবতি তথেত. . ন ভবতি।" তাই প্রতীক উপাসক কার্য্যব্রহ্ম (ব্রহ্মাকে) প্রাপ্ত হন, ব্র· সক পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। (৪।১।৪ সূত্র দেখ।)

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

চতুর্থঃ পাদঃ। *

১। সম্পাদ্যাবির্ভাবঃ স্বেনশব্দাৎ।

পূ। "এবমেবৈষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপ-সম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে," ছান্দোগ্য (৮।৩।৪) শ্রুত্যুক্ত এই সম্প্রসাদ (মুক্ত আত্মা) দেহ হইতে উৎক্রান্ত হইয়া পরম জ্যোতি-সম্পন্ন হইয়া স্বেন রূপেণ (স্বরূপে) নিষ্পন্ন হন—ইহার অর্থ কি? অর্থ ইহাই হওয়া সম্ভব,—পূর্ব্বে আত্মা স্বরূপে ছিলেন না, এখন স্বরূপে আসিলেন। অর্থাৎ মোক্ষ হইলে আত্মার এক নূতন জন্ম হয়।

উ। স্বেন শব্দাৎ আবির্ভাবঃ সম্পাদ্য,—"স্বেন রূপেণ সম্পদ্যতে" শ্রুতির অর্থ—কেবলেন এব আত্মনা আবির্ভবতি। জীবের যে সকল সাংসারিকত্ব বিশিষ্ট ধর্ম্ম ছিল, সেই সকল হইতে মুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ শুদ্ধ, সর্ব্বপ্রকার বিশিষ্টধর্ম্মবর্জ্জিত অদ্বয়রূপ প্রাপ্ত হন। তাঁহার স্বরূপ ব্যতিরিক্ত অন্য কোনও নূতন জন্ম হয় না।

২। মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ।

পূ। তবে জীবের পূর্ব্ব অবস্থা হইতে মুক্ত অবস্থার প্রভেদ কি হইল? যদি নূতন কিছু না হইল।

---

* এই পাদে মুক্ত পুরুষের অবস্থা বর্ণিত হইবে।

উ। তিনি মুক্তঃ (পাপ, দুঃখ, মমতা, দেহাদিরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হন)। রোগী রোগমুক্ত হইলে যেমন স্বরূপ প্রাপ্ত হয় সেইরূপ। প্রতিজ্ঞানাৎ—"য আত্মা অপহতপাপ্‌মা," "অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ।" ইত্যাদি শ্রুতির প্রতিজ্ঞা হইতে ইহাই জানা যায়।

৩। আত্মা প্রকরণাৎ।

পূ। শ্রুতির সহিত তোমার কথার বিরোধ হইতেছে। শ্রুতি বলিতেছেন, "পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য," তুমি বলিতেছ সকল প্রকার বিশিষ্টভাব হইতে মুক্ত। জ্যোতি ত ভৌতিক পদার্থ। জ্যোতি থাকিলে ভৌতিক সম্পর্ক থাকিয়া যায়।

উ। এ জ্যোতি ভৌতিক জ্যোতি নহে। পরমাত্মপ্রকরণে উহা উক্ত হওয়ায় জানা যায় ঐ জ্যোতি—আত্মা, যিনি জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ। জ্যোতির্দর্শনাৎ সূত্র ১।৩।৪০ দেখ।

৪। অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ।

উ। ২ সূত্রে বলিয়াছি সর্ব্বপ্রকার বন্ধন মুক্ত হওয়াই মুক্ত আত্মার অমুক্ত আত্মার সহিত প্রভেদ। এই সূত্রে আরও এক প্রভেদ বলিতেছি। মুক্তির পূর্ব্বে জীব ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেও ব্রহ্মের সহিত অবিভক্ত হইতে পারেন না। যতদিন তাঁহার দেহ থাকে, যৎকিঞ্চিদপি ভেদজ্ঞানের লেশ থাকিবেই থাকিবে। মোক্ষলাভ হইলে সেই ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইয়া পরমাত্মার সহিত অবিভাগে স্থিতি হয়। দৃষ্টত্বাৎ—"তত্ত্বমসি," "অহং ব্রহ্মাস্মি", "যত্র নান্যৎ পশ্যতি", "ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি", "অন্যোঽন্যং বিভক্তং

যং পশ্যেৎ", এই সকল শ্রুতি অবিভাগে পরমাত্মাকে দেখাইয়াছে। আবার "যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি," "এবং মুনে বিজানতঃ" প্রভৃতি শ্রুতি মুক্তাত্মার সহিত পরমাত্মার অবিভাগ দেখাইয়াছেন।

৫। ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ। পূ।

পূ। "এষ আত্মা অপহতপাপ্মা "সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" এইরূপ উপন্যাস (উপদেশ) দ্বারা জৈমিনি মুক্তাত্মার ব্রাহ্মেণ রূপেণ (পরমাত্মার সহিত) ঐক্য দেখাইয়াছেন। আবার "স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমানঃ", "তস্য সর্ব্বেষু ভূতেষু কামচারো ভবতি।" "সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বরঃ" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা তাঁহার ঐশ্বর্য্যরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

৬। চিতি তন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাৎ ইতি ঔড়ুলোমিঃ। পূ।

পূ। চিতিঃ চৈতন্যং তন্মাত্রেণ চৈতন্য মাত্রেণ স্বরূপেণ অভিনিষ্পত্তি-র্মুক্তা তদাত্মকত্বাৎ (ব্রহ্ম চৈতন্যাত্মক হওয়ায়) ইতি ঔড়ুলোমিঃ। ঔড়ুলোমি বলেন মুক্তপুরুষ চৈতন্যমাত্রে পর্য্যবসিত হন, কারণ ব্রহ্ম তদাত্মক (কেবল চৈতন্যাত্মক)। "অয়মাত্মা অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘনঃ" এই বৃহদারণ্যক (৪।৫।১৩) শ্রুতি তাহাই বলিয়াছেন। যে সকল সত্যকামঃ, সত্যসঙ্কল্পঃ, সর্ব্বজ্ঞঃ, সর্ব্বেশ্বরঃ, অপহতপাপ্মা প্রভৃতি অতিরিক্ত গুণ তাঁহাতে আরোপিত হইয়াছে, সমস্তই শব্দবিকল্পজ অর্থাৎ মিথ্যাপ্রত্যয়। ঐরূপ শব্দ সকলে ব্যবহার করে বটে, কিন্তু তাহা মিথ্যা। যেমন রাহুই মস্তক তবু লোকে রাহুর মস্তক বলে। মুক্তের আবার ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি কিরূপ

ঐ সকল বিশেষণ উপাধি সম্পর্কের অধীন। আত্মরতি আত্মক্রীড় প্রভৃতি বিশেষণ ব্রহ্মে আরোপিত হইতে পারে না। রমণ ও ক্রীড়া বলিলেই ...ম্বের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করে। ব্রহ্মের একাধিক আকার নাই। ইহা ৩।২।১১ সূত্রে দেখান হইয়াছে।

৭। এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ।

উ। এবমপি (ব্রহ্ম পরমার্থতঃ কেবল চিৎস্বরূপ হইলেও) উপন্যাসাৎ (শ্রুতির শব্দবিন্যাস হইতে) পূর্ব্বভাবাৎ (পূর্ব্বে কথিত উপনিষদোক্ত ঐশ্বর্য্যাদি গুণের) অবিরোধং (বিরোধ হয় না) বাদরায়ণঃ (ইহাই বাদরায়ণের মত)। অর্থাৎ মুক্তজীব কেবল চৈতন্যস্বরূপ হন না, তাঁহার ঐশ্বর্য্যও হয়।

পূ। নির্গুণ ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য হওয়া অসম্ভব।

উ। ব্রহ্ম যদি নির্গুণ হন তিনি চিৎধর্ম্মাও নন। * তাই সাংখ্য প্রবচন সূত্র (১।১৪৬) তাঁকে চিৎস্বরূপ বলেছেন এবং ১।১৪৭ সূত্রে বলেছেন শ্রুত্যাসিদ্ধস্য নাপলাপস্তৎপ্রত্যক্ষবাধাৎ তাঁর চিদ্রূপতা শ্রুতিসিদ্ধ, কিন্তু তাঁর গুণ বা ধর্ম্ম শ্রুতিবাধিত। কিন্তু বেদান্ত বল্‌ছেন তিনি নির্গুণ গুণী দুই-ই। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি ৬।১০ তাঁকে সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ…কর্ম্মাধ্যক্ষঃ… সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ; ঐ ৬।১৬ তাঁকে বিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিদাত্মযোনিঃ জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ব্ববিৎ বলেছেন। ব্রহ্ম যখন অবাঙ্‌মনসগোচর,

---

* "A pure being is pure nothing."—Mansel.

তাঁকে যথন নেতি নেতি বলে বুঝাতে হয় তাঁকে নির্গুণ বলে নেতি না বলে ইতি বলা হয়।

পূ। কিন্তু নির্গুণ গুণী বিশেষণদ্বয় যে পরস্পর বিরোধী।

উ। তিনি সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ অতএব প্রস্তরেও আছেন। সেখানে তিনি কেবলো নির্গুণঃ। উদ্‌ভিদে তিনি সাক্ষী চেতা। মনুষ্যেতর জীবে তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষঃ। মনুষ্যে তিনি আত্মযোনিঃ জ্ঞঃ। ঈশ্বরে তিনি বিশ্বকৃদ্‌ বিশ্ববিদ্‌ আত্মযোনিঃ জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ব্ববিৎ।

পূ। আমি যদি শ্রুতিপ্রমাণ স্বীকার না করি?

উ। ইহুদী খৃষ্টান মুসলমান সকল ধর্ম্মই বলেছেন, ঈশ্বর মানুষকে স্বীয়রূপে সৃষ্টি করেছেন। বেদান্ত মানুষকে পূর্ণব্রহ্ম বলেছেন। অতএব মানুষের নিজের তত্ত্ব উপলব্ধি করাই ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞানের প্রধান উপায়। বৌদ্ধরা ও অনেক ইউরোপীয় দার্শনিক বলেছেন, মানুষের মনের বাহিরে জগতের অস্তিত্ব নাই। এই সমস্ত দৃষ্ট জগৎ কেবল মানুষের মনে প্রতিবিম্বিত নয়, বাস্তবিক মন দ্বারা সৃষ্ট। কারণ পদার্থরূপে প্রকাশিত হওয়াই মন। শঙ্করাচার্য্যও বিবেকচূড়ামণিতে বলেছেন, "সুষুপ্তিকালে মনসি প্রলীনে নৈবাস্তিকিঞ্চিৎসকলপ্রসিদ্ধেঃ। অতো মনঃ কল্পিত এব পুংসঃ সংসার এতস্য ন বস্তুতা'স্তি॥" পঞ্চদশী, যোগবাশিষ্ঠ, শ্রীমদ্‌ভাগবৎও জগৎকে স্বপ্ন বলেছেন। অতএব আমাদের মন এই জগতের স্রষ্টা হ'লেও আমরা যেমন জগৎ সৃষ্টি বিষয়ে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। ব্রহ্ম স্বীয় মন (মায়া) দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেও সৃষ্টি বিষয়ে তেমনই সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। মনুসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্র ব্রহ্মকে জগৎস্রষ্টা বলেন নি, ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলেছেন। এই ব্রহ্মাই ব্রহ্মের মন বা মায়া। ইহাই প্লেটোর আইডিয়া। ইহুদীরা এই মনকেই শয়তান বলেছেন।

পূ। মন শয়তান কি করে হ'ল?

উ। যোগবাশিষ্ঠ বলেছেন, মন আত্মার পরম রিপু। আত্মা তৎসহবাসে আপনিই আপনাকে ক্লেশ দিতেছেন। মন হইতে মৃগতৃষ্ণা জলের স্থায় এই সংসার উৎপন্ন হইয়াছে। পদার্থরূপে প্রকাশিত হওয়াই মন। মনোভাবাপন্ন চৈতন্যই ব্রহ্মা। দ্রষ্টা পরমাত্মায় দৃশ্যভাব নিয়ত অবস্থিত। ব্রহ্ম ছাড়া জগৎ নাই। মন ব্যতীত বিশ্ব নাই। একমাত্র মনই স্ফুরিত হইতেছে। সবই মনের কার্য্য। ব্রহ্ম এই ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়াও কিছুই করেন নাই। বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াও অনুৎপন্ন। ভূত সকল অনুৎপন্ন। চিদাত্মাই উহাদের সত্ত্বার কারণ। আত্মাই চিদাকাশে বিকাশ পাইয়া জীবভাব ও অহংজ্ঞান উৎপন্ন করে। অহংজ্ঞানই বুদ্ধি। বুদ্ধিই শব্দ তন্মাত্রকাদি বিশিষ্ট হইয়া মন হয়। এই মনই তন্মাত্র পঞ্চকের মেলনে মহাভূতাকারে বর্দ্ধিত হইয়া জগদাকার ধারণকরে। ব্রহ্মাই ব্রহ্মকে দেখিতে পান। চিদ্রূপী ব্রহ্ম জগদ্রূপী ব্রহ্মকে লইয়া খেলা করেন। *

প্র। জীব ও ব্রহ্মে প্রভেদ কি ?

উ। দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ ও মন সংসৃষ্ট অভিমানশালী আত্মাই জীবাত্মা। ব্রহ্ম পঞ্চমহাভূত দ্বারা সৃষ্ট ভূত সকলের মধ্যে অন্তর্যামিরূপে প্রবেশপূর্ব্বক মন আদি একাদশ ইন্দ্রিয়রূপ একাদশ প্রকারে আপনাকে বিভাগ করিয়া বিষয় সকল ভোগ করেন, এবং শরীরকে আত্মা বোধ করিয়া তাহাতে আসক্ত হন। দেহী ইন্দ্রিয়সকল দ্বারা বাসনা ঘটিত কর্ম্ম করাতে দুঃখময় কর্ম্মফলে লিপ্ত হইয়া এই সংসারে বিচরণ করেন। বৃক্ষধর্মী এই দেহ পুরুষের কর্ম্মরূপ দেহান্তর বীজ উৎপাদন করিয়া বিনষ্ট হয়।

প্র। ব্রহ্মের দেহী হইবার উদ্দেশ্য কি ?

উ। ইন্ধন ব্যতীত যেমন অগ্নির প্রকাশ হয় না, তেমনই দেহ ব্যতীত ব্রহ্মের আনন্দেরও বিকাশ হয় না, চিৎ এরও বিকাশ হয় না।

* Cosmic play.

পূ। দেহ কার? জীবের না ব্রহ্মের?

উ। দেহ জীবের প্রারব্ধ ফল কর্ম্ম বৃক্ষ; আবার দেহ ব্রহ্মের চিৎ ও আনন্দ বিকাশের ক্ষেত্র। সুতরাং দেহ উভয়েরই।

পূ। আমরা জাগ্রদবস্থায় যে জগৎকে প্রত্যক্ষ কচ্চি তা মিথ্যা হতে পারে না।

উ। আমরা ছায়াচিত্রে জীবন্ত চিত্র সকল দেখি, তাদের কথা ও গান শুনি অথচ সে সব মিথ্যা। আমরা জাগিয়াও স্বপ্ন দেখি। মনই সেই স্বপ্ন। সুষুপ্তিকালে মন থাকে না, তখন জগৎও থাকে না। জগৎ যন্ত্র নয় মন্ত্র। * জাগ্রদবস্থায়ও আমরা জগৎকে যেরূপ মনে করি জগৎ সেরূপ নয়। † যা কিছু পরিবর্ত্তনশীল যা কিছু অনিত্য সবই মিথ্যা। ‡ প্রকৃতি ও পুরুষ ভিন্ন নয় এক। $ প্রকৃতি ব্রহ্মের শব্দান্তর মাত্র। ¶ ব্রহ্ম তাঁর একপাদ নিয়ে জগৎরূপ খেলা খেল্‌চেন। খেলার সময় যেমন আমরা ভুলে যাই এটা খেলা, সত্য কিছুই নয়; বাজী জিতিবার জন্য কত

* "Only the idea is, all forms are but its expressions."
—Hegel.

† "The true knowledge of God only begins when we know that things as they immediately are have no truth. It is an illusion under which we live."—Hegel.

‡ "A finite thing may be said *to be* or *not to be*, because its *being* is a *becoming* or change."—Hegel.

$ "The opposition of Nature and Spirit is an illusion."
—Schelling.

¶ "Nature is only a negative condition of Spirit."
—Fichte.

বিবাদ কত জুয়াচুরী করি, তেমনই ব্রহ্মও বহু হ'য়ে জগতের খেলা খেল্‌তে খেল্‌তে ভুলে যান তিনি বহু নন এক, কারণ খেলা একলা হয় না। ভেদজ্ঞান ব্যতীত সংসার হয় না। আমাদের ও গ্রহ উপগ্রহ সকলের দেহরূপ প্রাচীর দিয়ে এক ব্রহ্ম ভিন্ন ভিন্ন হয়েছেন। দেহ দ্বারা ভিন্ন হয়ে, সেই দেহকে আত্মজ্ঞান করে জীব স্বীয় ব্রহ্মত্ব ভুলে যায়। কিন্তু অবশিষ্ট ত্রিপাদের অমৃতব্রহ্ম স্বীয় ব্রহ্মত্ব ভুলেন না। জীবও যখন আত্মজ্ঞান লাভ করে নিজের ব্রহ্মত্ব ভুলে না। জীবও সুষুপ্তি অবস্থায় তুরীয় হয়। অতএব জীব ও ব্রহ্মে সাদৃশ্য সম্পূর্ণ।

পূ। সকল জীবই যদি এক হয়, একের বিকারে সকলের বিকার হয় না কেন?

উ। শহরের একটা তড়িত বাতি পুড়িয়া গেলে সকল বাতি নেবে না কেন? মানুষের মাথার একটা চুল পাক্‌লে সব পাকে না কেন? এক গাছের সব ফল একত্রে পাকে না কেন? একই দেহে এক অঙ্গ রুগ্ন এক অঙ্গ সবল হয় কেন? একই মন এক বিষয়ে পাগল অন্য সব বিষয়ে সুস্থ হতে পারে কেন?

পূ। জীব কি ব্রহ্মের অংশ?

উ। নিরবয়বের অংশ হয় না আকাশেরই অংশ হয় না, ব্রহ্মের কা কথা? যা কিছু পূর্ণ (ব্রহ্ম) হইতে সম্ভূত সবই পূর্ণ। কিন্তু ব্রহ্মের বিকাশ হয় অনন্ত প্রকারে। এক এক জীব সেই অনন্ত বিকাশের এক এক বিকাশ, অনন্ত ভোগের এক এক ভোগী, অনন্ত কার্য্যের এক এক নিয়োগী। এই অর্থে জীব ব্রহ্মের অংশ। (২।৩।৪৩ সূত্র দেখ)

পূ। জীব পূর্ণব্রহ্ম হ'লে একটি জীব সৃষ্টি কল্লেই ত ব্রহ্ম ফুরিয়ে যান?

উ। অসীম থেকে অসীম হরণ কল্লে অসীমই থাকে। (১৭ পৃঃ দেখ

পূ। প্রলয় কেন হয়?

উ। জগতের সবই ক্ষণভঙ্গুর। সৃষ্টি হ'লেই ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। প্রতিক্ষণেই জগতে খণ্ডপ্রলয় হচ্চে। *

প্র। ঈশ্বর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, এঁরা কি ব্রহ্ম থেকে আলাদা ?

উ। যেমন একই স্ত্রীলোক কারও কন্যা, কারও স্ত্রী, কারও মাতা, তেমনই একই ব্রহ্ম ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপলব্ধ হ'লে ভিন্ন ভিন্ন নামধেয় হন। বস্তুতঃ তাঁর ভাবান্তর নাই, তিনি একাকার। তাঁর ভিন্ন ভিন্ন ভাব সবই মনুষ্যকল্পিত ও মিথ্যা।

প্র। তবে কি লোক মিথ্যার পূজা করে ?

উ। মিথ্যার পূজা হ'লেও পূজা মিথ্যা হয় না, কারণ—

বস্তুতন্ত্রো † ভবেদ্ বোধঃ কর্ত্তৃতন্ত্রং ‡ উপাসনং। পঞ্চদশী। ¶

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" (গীতা)

---

* "The Cosmos is···a ball, shrinking towards nothing and swelling towards everything. As fast as it whirls inward, it must swirl outward, and the whirl and swirl must compensate each other.

The spring of a watch going inward is the whirl and going outward is the swirl."—New Word.

† Objective. ‡ Subjective.

¶ "So long as men can use their God they care very little who He is or even whether He is at all. God is known, He is not understood. *He is used*—sometimes as the supplier of our physical wants, sometimes as moral support, sometimes as friend, sometimes as an object of love. If He proves himself useful, the religious consciousness asks for no more than that. Does God really exist ? What is He ? are so many irrelevant questions. Not God, but life, more life, a larger, richer, more satisfying life, is, in the last analysis, the end of religion."—Professor Leuba.

৮। সঙ্কল্পাদেব তু তৎশ্রুতেঃ।

পূ। ছান্দোগ্য (৮।২।১) শ্রুতি বলেন "স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাৎ এব অস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি।" কেবল সঙ্কল্পে কোনও কার্য্যসিদ্ধ হয় না। সঙ্কল্পের সঙ্গে উদ্যমের প্রয়োজন হয়। রাজাদের ইচ্ছামাত্র কার্য্যসিদ্ধি হয় দেখিয়া লোকে মুক্তপুরুষদেরও সঙ্কল্প মাত্রে পিত্রাদির দর্শন হয় এই কল্পনা করিয়াছেন।

উ। কেবল সঙ্কল্প দ্বারাই মুক্তপুরুষ পিত্রাদির দর্শনলাভ করিতে পারেন, শ্রুতি তাহাই বলিয়াছেন। মুক্তপুরুষের সঙ্কল্প তোমার আমার সঙ্কল্পের মত নয়, যে সঙ্গে সঙ্গে উদ্যমের প্রয়োজন হইবে। (১।৩।১৫ সূত্র দেখ)।

৯। অত এব চানন্যাধিপতিঃ।

উ। অবন্ধ্যসঙ্কল্প (অব্যর্থ ইচ্ছা) বলিয়াই তাঁহারা অনন্যাধিপতি—তাঁহাদের অধিপতি অন্য কেহ নাই। তাঁহারা সকল বিষয়ে স্বাধীন। ছান্দোগ্য (৮।১।৬) শ্রুতি বলিয়াছেন, "অথ য ইহ আত্মানং অনুবিদ্য ব্রজন্তি এতাংশ্চ সত্যান্ কামান্ তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি"। ছান্দোগ্য (৭।২৫।২) বলেন, "স স্বরাড়্ ভবতি, তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।"

১০। অভাবং বাদরিরাহ হ্যেবম্। পূ।

পূ। সঙ্কল্পাদেব অস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি এই শ্রুতি হইতে জানা গেল মুক্তপুরুষের সঙ্কল্প থাকে। সঙ্কল্প থাকিলেই মনও থাকে

কারণ মনেই সঙ্কল্প হয়। বাদরি বলিয়াছেন, মুক্তপুরুষের মন থাকে বটে, কিন্তু শরীর ও ইন্দ্রিয় থাকে না। কেননা ছান্দোগ্য (৮।১২।১) বলিয়াছেন, "অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ"; বেদ বলিয়াছেন, "মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে ব্রহ্মলোকে।" যদি শরীর থাকিত কেবল মনের দ্বারা কেন রমণ করিবেন?

১১। ভাবং জৈমিনির্বিকল্পামননাৎ। পূ।

পূ। ছান্দোগ্য (৭।২৬।২) শ্রুতি বলিয়াছেন, "স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা সপ্তধা।" মুক্তপুরুষ একও হইতে পারেন, বহুও হইতে পারেন। জৈমিনি বলেন, এই শ্রুতি হইতে পাওয়া যায়, মুক্তপুরুষের মনের ন্যায় দেহও থাকে, ইন্দ্রিয়ও থাকে। বিকল্পস্য (অনেকধাভাবস্য) আমননাৎ (কথনাৎ) ভাবং (মনোবৎ সেন্দ্রিয়স্য দেহস্য অস্তিত্বং) আহ জৈমিনিঃ। (৪।৪।১৫ সূত্র দেখ)।

১২। দ্বাদশাহবৎ উভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ

উ। বাদরায়ণ বলেন, অতঃ (উভয়বিধ শ্রুতি আছে বলিয়া) মুক্তপুরুষ ইচ্ছানুসারে সশরীর, ইচ্ছানুসারে শরীরহীন হন, ইহাই সঙ্গতার্থ। যেমন দ্বাদশাহ (১২ দিন স্থায়ী) যজ্ঞ এক শ্রুতি অনুসারে সত্র, অন্য শ্রুতি অনুসারে অহীন; সেইরূপ মুক্তপুরুষ ইচ্ছানুসারে কখন সশরীর কখন অশরীর উভয়বিধ হন।

১৩। তন্বভাবে সন্ধ্যবদুপপত্তেঃ।

উ। তনুর অর্থাৎ দেহের অভাবে সন্ধ্যবৎ (স্বপ্নস্থানের ন্যায় বিষয়োপলব্ধি হয়) এবং তদুপপত্তেঃ ইহা অনুপপন্ন নয়। যখন মুক্তপুরুষ অশরীর হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করেন তাঁহার কামনা সকল স্বপ্নদৃষ্ট কামনার মত হয়। স্বপ্নে যেমন শরীর ও ইন্দ্রিয় সকল নিষ্ক্রিয় থাকিলেও নানাবিধ কামনার উদ্ভব হয়; মুক্তপুরুষেরও তদ্বৎ দেহ ও ইন্দ্রিয় না থাকিলেও কামনা হইতে পারে। হওয়ার কোনও বাধা নাই।

১৪। ভাবে জাগ্রদ্বৎ।

উ। ভাবে (শরীর থাকিলে অর্থাৎ) মুক্তপুরুষ যখন শরীর ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন তখন জাগ্রতের ন্যায় কামনাদি করেন।

১৫। প্রদীপবদাবেশস্তথা হি দর্শয়তি।

পূ। ৪।৪।১১ সূত্রে বলা হইয়াছে মুক্তপুরুষ বহুশরীর গ্রহণ করিতে পারেন। তাহাতে সন্দেহ হয় সেই শরীর সকলের কি আত্মা থাকে, না তাহারা পুত্তলিকার ন্যায় নিরাত্মক। মুক্তপুরুষের আত্মা ত একের অধিক নয়, তিনি বহুশরীরে কি প্রকারে সেই এক আত্মা প্রবিষ্ট করাইবেন? আবার আত্মা ও মন ভিন্নভাবে থাকে না। এক আত্মা কিরূপেই বা ভিন্ন ভিন্ন মনে সংযুক্ত হইবেন?

উ। শ্রুতি বলিয়াছেন, "স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা সপ্তধা..." ইত্যাদি। এক ছাড়া অন্য দেহগুলি যদি পুত্তলিকার ন্যায়

নিরাত্মক হয়, ঐ শ্রুতি নিরর্থক হয়। যোগীরা বহু শরীর সৃষ্টি করিতে পারেন, এ কথা যোগশাস্ত্রে আছে। মুক্তপুরুষেরা যোগী অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী। তাঁহারা একাধিক সেন্দ্রিয় সমনস্ক দেহ সৃষ্টি করিতে পারিবেন না কেন? মুক্তপুরুষ সত্যসঙ্কল্প। তিনি যাহা সঙ্কল্প করিবেন তাহা মিথ্যা হইতে পারে না। সেই সত্য সঙ্কল্পের বলে তিনি শত শত সেন্দ্রিয় সমনস্ক শরীর সৃজন করিতে পারেন। সেই সকল শরীরে প্রদীপের ন্যায় লিঙ্গ শরীরের আবেশ (প্রবেশ) হইয়া থাকে। যেমন এক দীপশিখা বহু বর্ত্তিতে প্রবেশ করে, সেইরূপ মুক্তপুরুষের এক আত্মা বহু দেহে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে সেন্দ্রিয় সমনস্ক ও সাত্মক করে। *

১৬। স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোরন্যতরাপেক্ষং আবিষ্কৃতং হি।

পূ। বৃহদারণ্যক ৪।৩।২১ বলেন, "অয়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেন আত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরং।" ছান্দোগ্য ৮।২।১ বলেন, "না হ খলু অয়ং এবং সম্প্রতি জানাতি অয়ং অহমস্মীতি নো এবেমানি ভূতানি"; যদি জীবের বাহ্য ও আন্তর জ্ঞানই না থাকিল তবে তাহার ঐশ্বর্য্য হইয়া লাভ কি? আবার বৃহদারণ্যক ৪।৫।১৩ বলিয়াছেন, "এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তানি এব অনুবিনশ্যতি," ভূতের সহিতই জীবের বিনাশ হয়।

উ। স্বাপ্যয় (সুষুপ্তি) সম্পত্তি (উৎক্রান্তি) ইহাদের অন্যতরকে অপেক্ষা করিয়া ঐ শ্রুতি সকল আবিষ্কৃত (আম্নাত) হইয়াছে। উহাদিগকে মোক্ষ সম্বন্ধে প্রয়োগ করিতে পার না। মোক্ষ সম্বন্ধে ছান্দোগ্য

---

* নিম্বার্ককৃত অর্থ:—প্রদীপ যেমন প্রভাদ্বারা বহু স্থানে প্রবেশ করে, সেইরূপ মুক্তপুরুষ ঐশ্বর্য্যবলে বহু শরীরে প্রবিষ্ট হন। শ্রুতি তাহাই বলিয়াছেন।

৮।১২।৫ বলিয়াছেন, "স বা এষ এতেন দৈবেন চক্ষুষা মনসা এতান্ কামান্ পশ্যন্।" মুক্তপুরুষ দিব্য চক্ষু ও দিব্য মন দ্বারা এই সকল কাম্য বস্তু অবলোকন করেন।

১৭। জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাৎ অসন্নিহিতত্বাচ্চ।

পূ। "আপ্নোতি স্বারাজ্যং," "সর্ব্বে অস্মৈ দেবাঃ বলিং আবহন্তি", "তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা মুক্ত জীবের ঐশ্বর্য্য অপবিমিত ও নিরঙ্কুশ বলিয়াই উপপন্ন হয়।

উ। মুক্তপুরুষেরা অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন। জগদ্ব্যাপার বর্জ্জং—কিন্তু মুক্তজীবের জগৎসৃষ্টির ক্ষমতা নাই। জগদ্ব্যাপার নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরেরই কার্য্য। কুতঃ? করণাৎ (সে বিষয়ে তাঁহারই অধিকার) অসন্নিহিতত্বাৎ চ (অন্য সকলে এবিষয়ে অসন্নিহিত অনেক দূরে অবস্থিত)। অপি চ মুক্তপুরুষ অসংখ্য। তাঁহাদের সঙ্কল্পের ঐক্য নাই। কেহ সঙ্কল্প করিবেন সৃষ্টি হউক, কেহ সঙ্কল্প করিবেন প্রলয় হউক। এরূপ হইলে সৃষ্টি থাকা অসম্ভব। অতএব সৃষ্টিব্যাপারে ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহারও হাত নাই।

১৮। প্রত্যক্ষোপদেশাদিতি চেন্নাধি-কারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ।

পূ। "আপ্নোতি স্বারাজ্যং" এই প্রত্যক্ষ উপদেশ থাকায় মুক্তজীবের ঐশ্বর্য্য নিরঙ্কুশ হওয়াই পাওয়া যায়।

উ। "আপ্নোতি স্বারাজ্যং" শ্রুতির পরেই আধিকারিকমণ্ডলস্থ অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডলস্থ পরমাত্মাকে প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে। অতএব মুক্তজীবের স্বারাজ্য তৎ তৎ আধিকারিক পুরুষের অধীন, ইহাই পাওয়া যায়। ঐ কথার পরেই বলা হইয়াছে, "মনসম্পাতিং আপ্নোতি।" তখনও জীব প্রাপক, ঈশ্বর প্রাপ্য। উভয়ের অনেক প্রভেদ। এইরূপে মুক্ত-জীব বাক্‌পতি, চক্ষুঃপতি, শ্রোত্রপতি ও বিজ্ঞানপতি হন। কিন্তু সমস্তই ঈশ্বরের অধীনভাবে। জীবের কামচারিত্ব (স্বেচ্ছাচারিত্বও) ঈশ্বরের অধীনে।

১৯। বিকারাবর্ত্তি চ তথাহি স্থিতিমাহ।

উ। "তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। পাদো'স্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।" তাঁহার এক পাদ (চতুর্থাংশ) সগুণ তিন পাদ নির্গুণ। সগুণ উপাসকেরা তাঁহার সূর্য্যমণ্ডলাদিতে স্থিত সবিকাররূপই প্রাপ্ত হয়। "ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" বিকারাবর্ত্তি (বিকারে ন বর্ত্ততে এমন নির্গুণ রূপ পায় না)। সেইরূপ তাহারা ঈশ্বরের নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্যও পায় না। তথাহি স্থিতিং আহ তাহারা ঈশ্বরের অধীন হইয়াই অবস্থিতি করে। শ্রুতি তাহাই বলিয়াছেন।*

২০। দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্যক্ষানুমানে।

উ। প্রত্যক্ষ (শ্রুতি) এবং অনুমান (স্মৃতি) ও দর্শয়তঃ (দেখাইয়াছেন) যে মুক্তপুরুষের বিকারাবর্ত্তিত্ব (নির্বিকারত্ব) হয়।

* নিম্বার্ক ১৯ সূত্রের অর্থ এইরূপ করিয়াছেন :—মুক্তপুরুষ বিকারাবর্ত্তি (জন্মাদি বিকারশূন্য) অবস্থা পান। তৈত্তিরীয় (২।৭।১২) শ্রুতি মুক্তের ঐরূপ স্থিতিই বলিয়াছেন, "যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্‌...অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে অথ সো'ভয়ং গতো ভবতি।"

মুণ্ডক ৪।৬ শ্রুতি—"বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থা সন্ন্যাসযোগাৎ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ। তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে।" ঐ ৪।৮—"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে'স্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্ নামরূপাৎ বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং।" গীতা ১৮।৫৩ বলিয়াছেন: "বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।"

২১। ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ।

উ। "তং আহ আপো বৈ খলু মীয়ন্তে লোকঃ অসৌ।" ব্রহ্মার লোকে আগত মুক্তজীব সম্বন্ধে ব্রহ্মা বলিলেন, আমি এই আপ্ (জল রূপ অমৃত) ভোগ করি, সেই লোকও তাই করে। "স যথৈতাং দেবতাং সর্ব্বাণি ভূতানি অবন্তি এবং হৈবম্বিদং সর্ব্বাণি ভূতানি অবন্তি, তেনো এতস্যৈ দেবতায়ৈ সাযুজ্যং সালোকতাঞ্জয়তি"—সর্ব্বভূত যেমন এই দেবতাকে রক্ষা করে তেমনই এই জ্ঞানীকেও রক্ষা করে, অতএব সেও এই দেবতার সহিত সমান রূপ ও সমান লোক পাইয়াছে। "সো'শ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" এই সাম্যলিঙ্গ-সমতাব্যঞ্জক-শ্রুতিত্রয় হইতে উপপন্ন হয় যে, মুক্তজীব কেবল ভোগবিষয়েই ঈশ্বরের সমকক্ষ হয়, ক্ষমতা বিষয়ে নয়।

---

* নিম্বার্ক ২০ সূত্রের এই অর্থ করিয়াছেন :—শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়েই দেখাইয়াছেন যে, জগৎসৃষ্টির ক্ষমতা কেবল ব্রহ্মেরই আছে। শ্রুতি (শ্বেতাশ্বতর ৬।৯) "স কারণং করণাধিপাধিপো ন চা'স্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ।" স্মৃতি (গীতা ৯।১০) "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরং।"

২২। অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ।

পূ। মুক্তজীবের যখন ঈশ্বরের সহিত এত বিষয়ে ভেদ রহিল, নিশ্চয় তাঁহার পৃথিবীতে পুনরাবৃত্তি হইবে।

উ। "তয়া (দেবযান গত্যা) ঊর্দ্ধং আয়ন্ অমৃতত্বং এতি," "তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ," "এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবং আবর্ত্তং ন আবর্ত্তন্তে," "ব্রহ্মলোকং অভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্ততে," "মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে," "গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং", এই সকল শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে এবং "কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহ অতঃপরং অভিধানাৎ" এই ৪।৩।১০ সূত্র হইতে মুক্তজীবের পুনরাবৃত্তি হয় না, ইহাই উপপন্ন হয়। গ্রন্থ শেষ হওয়ায় সূত্রের অভ্যাস (দুইবার আবৃত্তি) হইয়াছে।

সটীকসরলভাষ্যে ব্রহ্মসূত্রস্য চতুর্থাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ

উপসংহার।

পাঠক অবশ্য সাংখ্যের দ্বৈতবাদ পাঠ করিয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন প্রকৃতির সুবর্ণের তার পুরুষের শুভ্র রৌপ্যের তারের সহিত জড়াইয়া এই জগৎরূপ জাল বোনা হইয়াছে। ক্রমে পাঠকের মনে হইবে দুই ধাতুর পৃথক্ পৃথক্ তারের প্রয়োজন কি? উহাদিগকে গলাইয়া একধাতু করিয়া তাহার তারে জগৎজাল বোনা যাইত না? ইহাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। এখানে পুরুষ শুভ্র ও নির্গুণ নন। তিনি গুণময়, প্রকৃতির সব গুণই তাঁহাতে বর্ত্তমান। অতএব প্রকৃতির আর পৃথক অস্তিত্বের প্রয়োজন নাই। কিছুদিন এই বিষয় ধ্যান করিতে করিতে পাঠকের উপলব্ধি হইবে যাহাদিগকে তিনি মূল ধাতু মনে করিয়াছিলেন তাহারা ত মূল ধাতু নয়; মূল ধাতু অন্য এক, যাহা হইতে স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় ধাতুই উৎপন্ন হইয়াছে। সেই মূল ধাতুর তারে জগৎজাল নির্ম্মাণ করিয়া পাঠক অদ্বৈত তত্ত্বের কিনারায় উপস্থিত হইলেন। কিছুদিন এই মূল ধাতুর বিষয় চিন্তা করিতে করিতে পাঠক দেখিবেন সে মূল ধাতু ধাতু নয় কেবল শক্তি; জগতে কাঠিন্য নাই, সবই বৈদ্যুতিক ক্রিয়া, সবই বিদ্যুতের ঘাত প্রতিঘাত; তখন তিনি অদ্বৈত সমুদ্রে পা ডুবাইলেন। কিছুদিন ঐ সমুদ্রের শৈত্য অনুভব করিতে করিতে যখন পাঠকের মনে হইবে যাহাকে তিনি বৈদ্যুতিক ঘাত প্রতিঘাত মনে করিয়াছিলেন তাহা এক বিরাট মানসিক ব্যাপার, তখন তিনি বেদান্ত-সমুদ্রে আবক্ষ নিমজ্জিত হইবেন। যখন তিনি দেখিবেন সেই মানসিক ব্যাপার আর কাহারও নয় তাঁহারই (ব্রহ্মেরই), ব্রহ্মই আছেন আর কিছুই নাই, তখন তিনি বেদান্ত-বারিধিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইবেন। তখন তিনি প্রত্যক্ষ দেখিবেন ব্রহ্ম সক্রিয়ও নন, নিষ্ক্রিয়ও নন, সগুণও নন, নির্গুণও নন। ব্রহ্মকে কোনও গুণেই গুণান্বিত

করা যায় না, কোনও বিশেষণ দ্বারাই বিশেষিত করা যায় না। ব্রহ্ম ভাষার অতীত, মনেরও অতীত। ব্রহ্ম তাই "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" ব্রহ্ম সম্বন্ধে কেবল ইহাই বলা যায়, যে সকল কথা দ্বারা এতদিন তাঁহার বর্ণনা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে সবই মিথ্যা। তখন তিনি বুঝিবেন, ঈশোপনিষৎ কেন বলিয়াছেন,—

"অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি যে'সম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ॥"

অর্থাৎ ব্রহ্ম অসম্ভূত (অব্যক্ত বলিয়া নির্গুণও) নন, সম্ভূত (জগৎরূপে পরিণত বলিয়া সগুণও নন)। তখন পাঠক দেখিবেন, "কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ, কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ। কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি, চক্ষুঃ, শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি॥" আমরা স্থূল দৃষ্টিতে জগৎকে যেরূপ দেখি, তাহা অবাস্তব জানিয়া তিনি তখন সূর্য্যকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন, "হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং। তৎ ত্বং পূষন্ অপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে," এবং উচ্চস্বরে গান ধরিবেন :—

যদ্ বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদং উপাসতে॥
যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতং।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদং উপাসতে॥
যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদং উপাসতে॥
যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতং।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদং উপাসতে॥
যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদং উপাসতে॥

ওঁ। সমাপ্তো'য়ং গ্রন্থঃ।

শুদ্ধি ও বৃদ্ধি পত্র

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	বৃদ্ধি
১৭	১৫	উদচ্যাতে	মৃদচ্যাতে	
২২	৯	....	....	কণাদের বৈশেষিক দর্শন আরম্ভ হইয়াছে "অথাতো ধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ" সূত্রে।
২২	১৭	....	....	(টীকা) নিম্বার্ক মতে অথ শব্দের অর্থ—পূর্ব্বমীমাংসোক্ত কর্ম্ম করিবার পর।
২৩	১৬	জগতস্য	জগতঃ	
২৭	৭	ভেদ	ভিন্ন	
৩৭	৮	এতএব	অতএব	
৩৯	১৪	৩।৬	১।৬	
৩৯	২০	....	....	রামানুজমতে কং জলং পিবতি = কপি = মৃণাল; তদুপরি আসীন কপ্যাস।
৪২	২২	৩।১	১।১১	
৪৫	১৫	পণ	র্পণ	
৪৫	১৬	প্রথম	দ্বাদশের প্রথম	
৪৭	২৩	eog	cog	
৪৮	২১	বক্তঃ	বক্তৃঃ	
৫০	শেষ	haur's	hauer's	
৬৪	৬	উপনিদষ	উপনিষদ	

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬৯	১৩	দিব্য অমূর্ত্ত	অদ্রেশ্য অগ্রাহ্য
৮০	১০	অম্নঃ	অমনঃ
১১৪	১৬	এযুক্তি-যুক্তিই নয়	সূর্য্য বস্তুতঃ সর্ব্বভূতের মধু
১১৫	১	সাংখ্যো	সংখ্যো
১২০	৫	ভাং	ভ্যাং
১২৯	২	আপস্তম্ভ	আপস্তম্ব
১৩৬	১৬	২।২।১০সূত্র দেখ	কাটিয়া দেও
১৩৯	৯	প্রাণাদি	প্রাণাদিঃ
২০১	১৭	জাগ্রদাবস্থায়	জাগ্রদবস্থায়
২১০	১৫	আত্মাপলব্ধ্য	নিত্যোপলব্ধ্য
২১৯	১৪	উ। সমস্তটা	উ। এক হ'লেও পূর্ণ সূর্য্য নয়, সূর্য্যের অংশ
২২৯	শেষ	তস্মা	তস্মা
২৩৮	১৮	৬।২,৩	৬।৩।১-৩
২৬৬	১৩	সাকারাদি	সাকারবাদী
২৭৩	১৩	একয়স	একরস
২৮৩	৯	বহ্বচা	বহ্বৃচা
৩৪০	৬	কষায়	কষায়
৩৪৪	১৩	সীমন্তোয়	সীমন্তোন্নয়ন
৩৪৯	১	ভয়	উভয়
[illegible]	৩	বিদ্যু	বৈদ্যু